

Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.	CSS 2000/35	Place of Publication:	Calcutta
		Year:	1314b.s (1907)
		Language	Bangla
Collection:	Indranath Majumder	Publisher:	Gurudas Chattopadhyay; 201 Cornwallis Street.
Author/ Editor:	Biharilal Sarkar	Size:	11x17.5cms
		Condition:	Brittle
Title:	Ingrejer Jay ba “Arkot Abarodh” o “Palashi”	Remarks:	

For Intermediate St

General Editor :

Prof. A, DASGUPTA, M

1. Notes on Inter. Prose Selections
2. " " " "
3. Notes on Inter. Poetical Selections
4. " " " "
5. Notes on One-Act Plays

NOTES ON

6. Story of Civilization
7. Our Growing Human Family For
8. Select Short Stories
9. Discoverers in Modern Science

By Far the Best Notes in the Mar
Compare and then buy

1. MOZUMDER BROS.
12/1, BANKIM CHATTERJEE STREET
CALCUTTA-12

2. G. E. AGENCY
12, CORNWALLIS STREET
CALCUTTA-6.

AND

All other respectable Book-shops.

357
ইংরেজের জয়

বা

আরকট-অবরোধ" ও "পলাশী"।

‘বিদ্যাসাগর’, ‘কুন্তলা-রহস্য’, ‘তিতুমীর’,
‘ঔরতপুরের যুদ্ধ’, ‘বঙ্গ বর্গী’, ‘মহারাজী-
স্বর্গময়ী’, ‘গান’ প্রভৃতি

গ্রন্থ প্রণেতা

শ্রীবিহারিলাল সরকার প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা,

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, বেঙ্গল লাইব্রেরী হইতে

শ্রী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক

প্রকাশিত।

সন ১৩১৪ সাল।

মূল্য

TORN PAGE(S)

সঙ্কল্প।

“আরকট-অবরোধ” ও “পলাশী”,—ভারত-ইতিহাসের দুইটি পরিচ্ছেদ। এই দুইটি পরিচ্ছেদ লইয়া “ইংরেজের জয়।” সত্য সত্যই দুইটিতেই ইংরেজের জয়,—দুইটিতেই ইংরেজের সৌভাগ্য-সূচনা। একে সৌভাগ্যের বীজ উত্ত,—অপরে অঙ্কুরিত। তবে জয়ের পথ ও প্রণালী স্বতন্ত্র। একে জয়,—বল-বীর্যে; অপরে জয়,—ছল-চাতুর্যে। এই হেতু “ইংরেজের জয়” ইংরেজ-চারিত্র্য-নির্মিত একটি প্রকট প্রকৃতি।

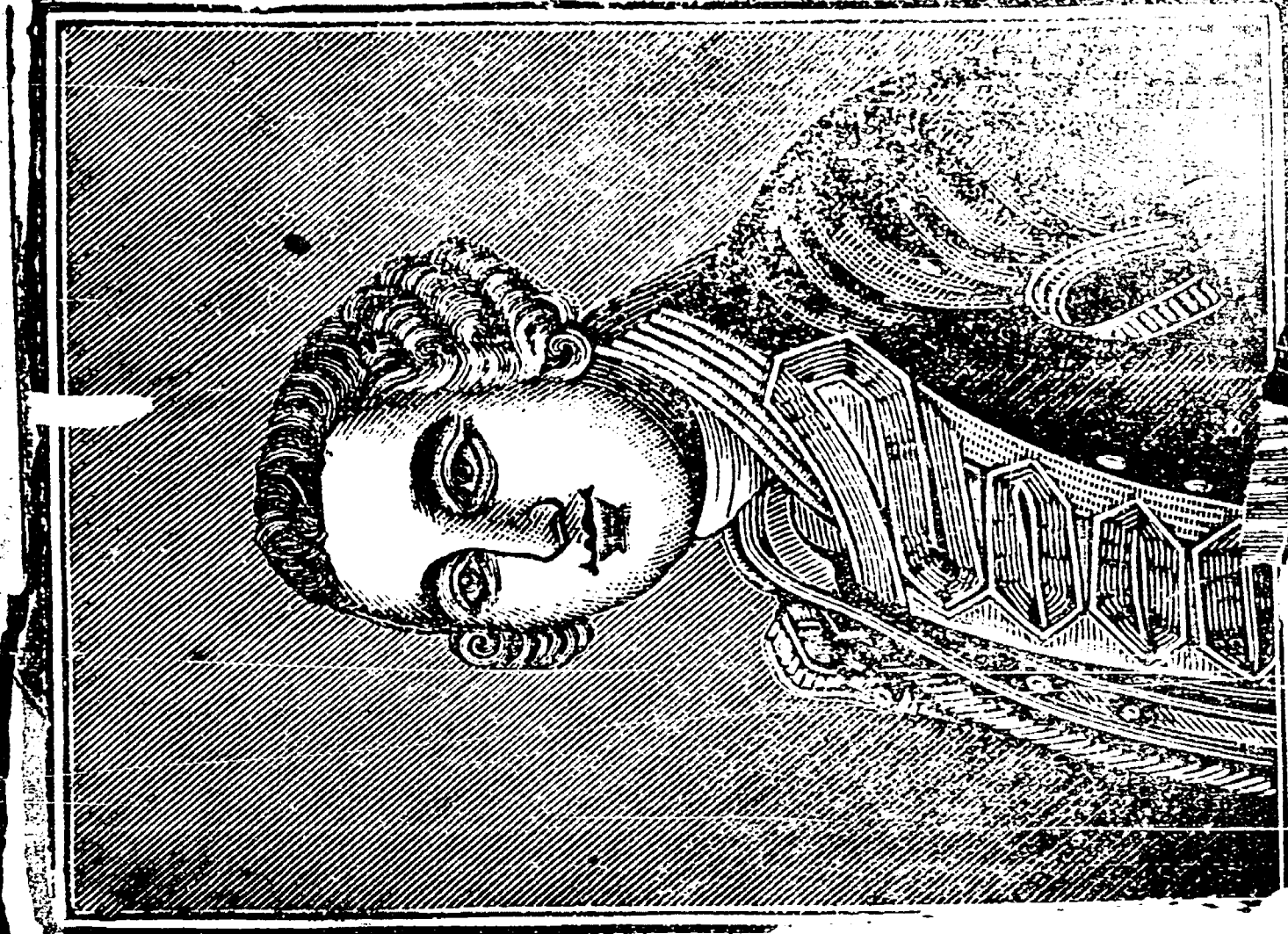
“আরকট-অবরোধ”র বিবৃত বিবরণ বাঙ্গালী ইতিহাসে নাই। পলাশীর আছে বটে; কিন্তু “পলাশী”র প্রসঙ্গধীন অনেক গুঢ় তত্ত্বের প্রকৃত রহস্য-উদ্বেদ হয় নাই। অন্ধকূপ হত্যার নৃশংস কাণ্ডের অভিনয় হয় নাই; পরন্তু নবাব সিরাজুদ্দৌলা নারকীয় নরপিশাচ নহেন। এ সিদ্ধান্ত “আমার কল্লনা-সজ্জত নহে,—জল্লাবিজ্জিতও নহে;—সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক প্রমাণসিদ্ধ। “ইংরেজের জয়ে” সেই প্রমাণই প্রকটিত হইল।

“বঙ্গবাসী”র সর্বস্ব পরম পূজনীয় স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয় ১২৯৯সালে “জন্মভূমিতে” আমায় “আরকট-অবরোধ” এবং “পলাশী” শব্দে প্রবন্ধ লিখিতে অনুরোধ করেন। সেই প্রবন্ধ লিখিবার সময় আমায় ইংরেজ ও মুসলমান গ্রন্থকারগণের প্রণীত বহু ইতিহাস এবং পুরাতন কাগজ-পত্র আলোড়ন করিতে হইয়াছিল। সেই সময় “সময় মতাক্ষরীণ” নাম পত্র

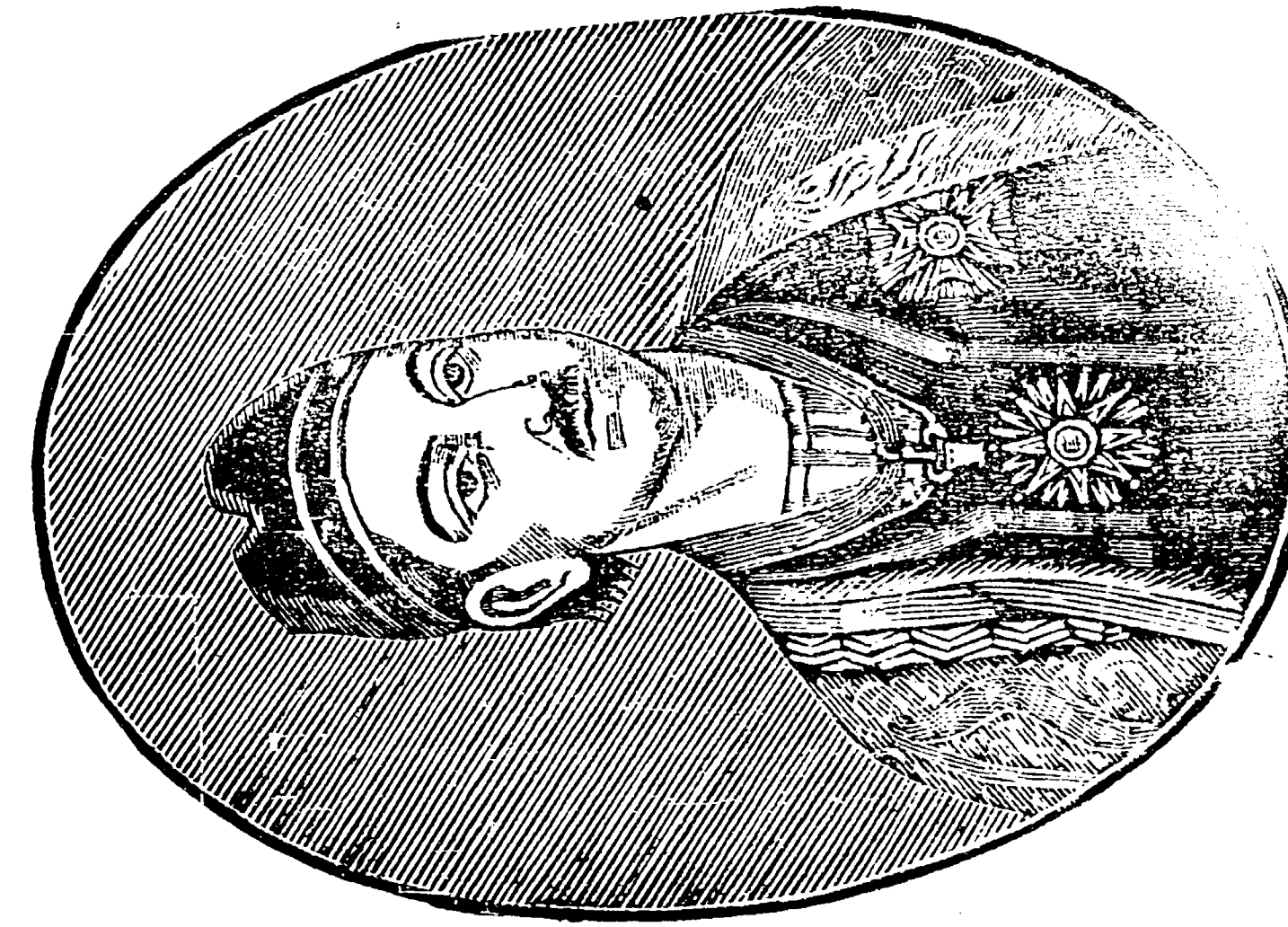
বলিয়া আমার ধারণা হয়। সেই ধারণার বশবর্তী হইয়া ঐ বিষয়ে আমি বিশেষরূপ অন্বেষণ ও আলোচনা আরম্ভ করি। তাহাতে আমার ধারণা সত্য বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়াছিল। তৎপরে “জন্মভূমি”তে আমি “আরকট-অবরোধ” ও “পলাশী” প্রবন্ধ লিখি। শোষণোক্ত প্রবন্ধে আমি প্রতিপন্ন করি,—অন্ধকূপ-হত্যা কল্পিত বিবরণ, উহাতে ঐতিহাসিক সত্য আদৌ নাই। আমার সেই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পূর্বে অন্ধকূপ হত্যার অমূলকতা সম্বন্ধে কেহ কখনও কোনও প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া আমার মনে হয় না। আমার সেই প্রবন্ধ এবং “ইংরেজের জয়” গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পর, এক্ষণে আমার সিদ্ধান্তই সত্য বলিয়া অনেকে গ্রহণ করিতেছেন। পরবর্তী অনেক ইতিহাসে, উপন্যাসে ও নাটকে আমার সেই প্রবন্ধের অনুসরণে অন্ধকূপহত্যার বিবরণ ও সিরাজুদ্দৌলার চরিত্র-কথা লিখিত হইতেছে। বহুকাল হইতে ঐ দুই বিষয় সম্বন্ধে লোকের যে ভ্রান্ত ধারণা ছিল, এক্ষণে তাহা ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইতেছে।

আমার প্রবন্ধ ও গ্রন্থ প্রকাশে নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হওয়ায় দেশের চিন্তাশ্রোত পরিবর্তিত হয়। বড়লাট লর্ড কর্জন কিন্তু অন্ধকূপহত্যার স্মৃতি-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠায় এবং পলাশী-ক্ষেত্রে ক্লাইবের স্মৃতিনিদর্শন স্থাপনের চেষ্টায় সাধারণের মনের বিশ্বাস দূর করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন। তৎসম্বন্ধে তাঁহার বক্তৃতা এই “ইংরেজের জয়” গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে উদ্ধৃত হইল। তাঁহার যুক্তি সম্বন্ধে দুই চারি কথা “বঙ্গবাসী”তে আলোচিত হইয়াছিল। তাহাও উপসংহারে উদ্ধৃত হইয়াছে।

“আরকট-অবরোধ” এবং “পলাশী



একটি সিরাজুদ্দৌলা।



তাহা
 "জন্ম"
 লিখি।
 কল্পিত।
 সেই প্রব
 দ
 জ

কেহ

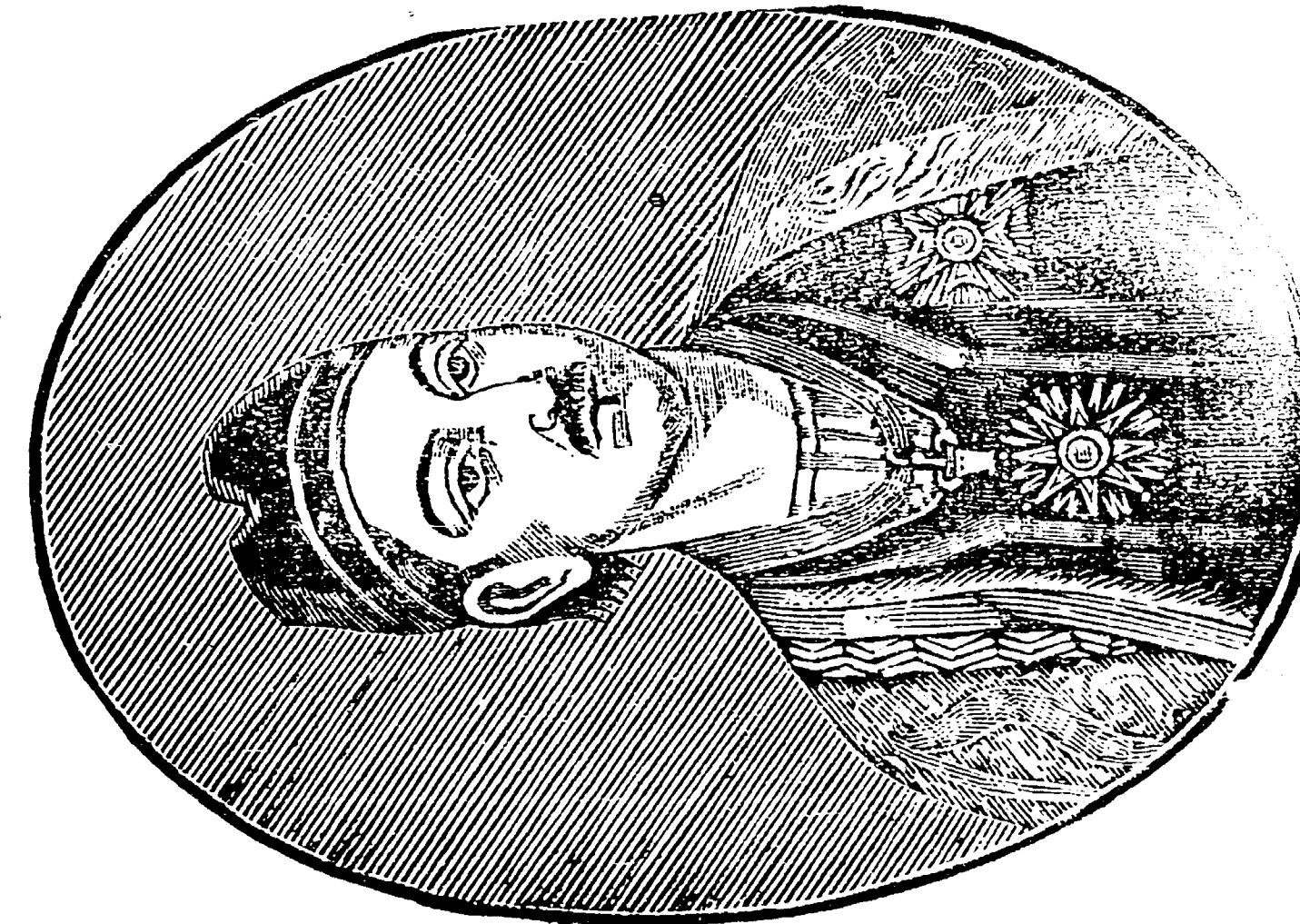
নাটকে আমার সেই প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত।
 সিরাজুদ্দৌলার চরিত্র-কথা লিখিত হইতেছে। বহুকাল হইতে
 ঐ দুই বিষয় সম্বন্ধে লোকের যে ভ্রান্ত ধারণা ছিল, এক্ষণে তাহা
 ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইতেছে।

আমার প্রবন্ধ ও গ্রন্থ প্রকাশে নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হওয়ায়
 দেশের চিন্তাশ্রোত পরিবর্তিত হয়। বড়লাট লর্ড কর্জন কিন্তু
 অন্ধকূপহত্যার স্মৃতি-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠায় এবং পলাশী-ক্ষেত্রে ক্লাইবের
 স্মৃতিনিদর্শন স্থাপনের চেষ্টায় সাধারণের মনের বিশ্বাস দূর করি-
 বার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন। তৎসম্বন্ধে তাঁহার বক্তৃতা এই
 "ইংরেজের জয়" গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে উদ্ধৃত হইল। তাঁহার
 যুক্তি সম্বন্ধে দুই চারি কথা "বঙ্গবাসী"তে আলোচিত হইয়াছিল।
 তাহাও উপসংহারে উদ্ধৃত হইয়াছে।

"অসম্মত-অবরোধ" এবং "পলাশী"

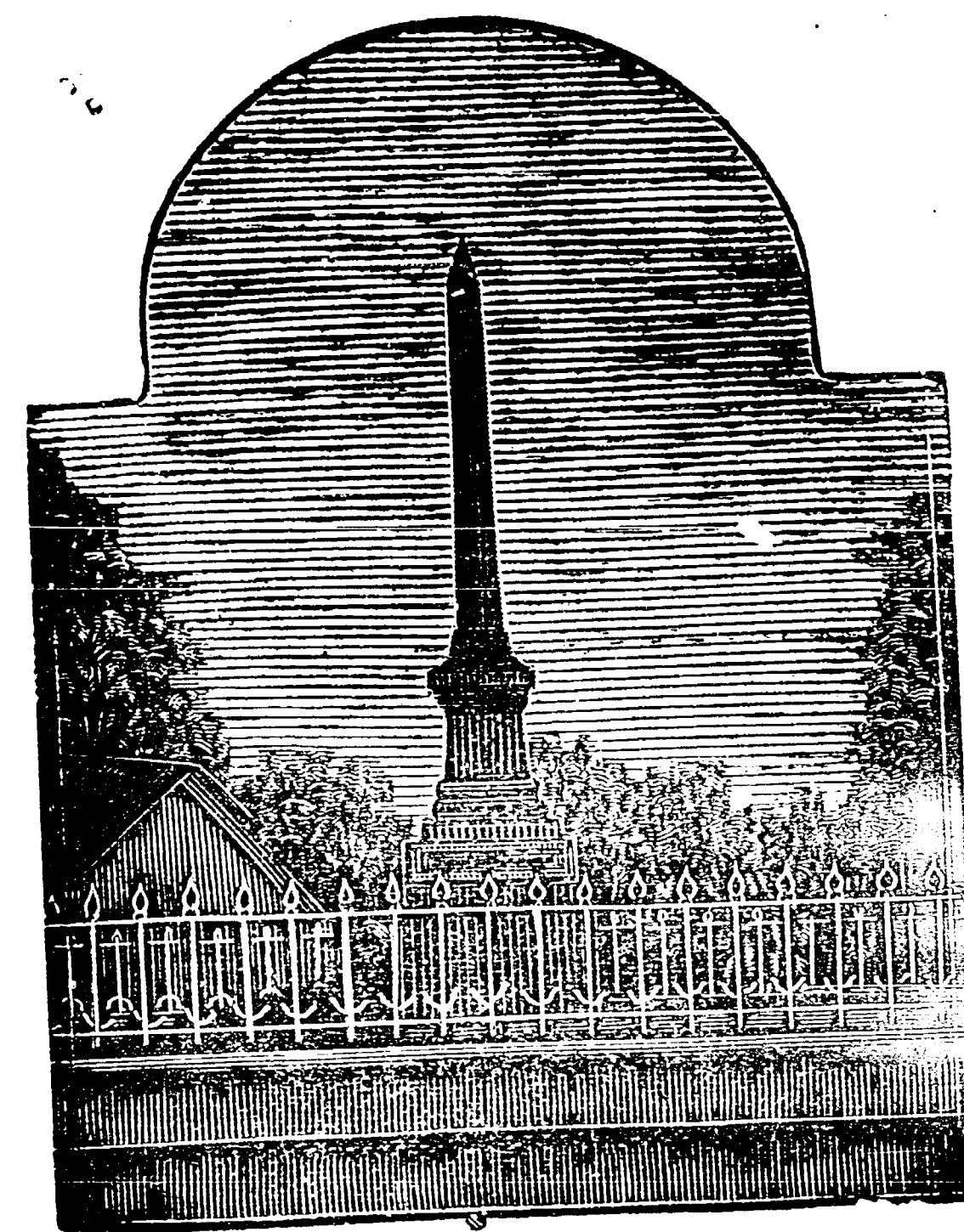


নবাব সিরাজুদ্দৌলা।



আ

বার
“ইং
যুক্তি
তাহাৎ



পলাশীর স্মৃতিস্তম্ভ ।



নবাব আলিবর্দী।



নবাব মীরজাফর।



মীরণ।

ইংরেজের জয়।

আরকট-অবরোধ।

মুখবন্ধ।

“আরকট-অবরোধের” মতন আক্রমণ বা অবরোধের ঘটনা সামরিক ইতিহাসে বিরল। * “আরকট-অবরোধে” লর্ড ক্লাইব, যে দুর্জয় দুঃসাহসিকতা এবং বিপুল বীর্যবতার পরিচয় দিয়াছিলেন, অধুনা তাহার তুলনা বা উপমা নাই বলিলেও, বোধ হয়, অতুষ্টি হয় না।

এই “আরকট-অবরোধের” অভিনয়ান্তে কাণ্ডেন ক্লাইব প্রতিষ্ঠাশালী সৈনিক পুরুষদের সর্বোচ্চ

* “Military history records few events more remarkable than this memorable siege.” Thornton's History of the British Empire in India.

শ্রেণীতে আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে ক্লাইব পলাশী-প্রান্তরে বাঙ্গালার প্রবল প্রতাপান্বিত দুর্দমনবাব সিরাজ-উদ্দৌলার গর্বোন্নত মস্তক অবনমিত করিয়া, ভারতে ব্রিটিশ রাজের সিংহ-পতাকা প্রোথিত করেন; যে ক্লাইব বীরত্বের পরিণাম-পুরস্কারস্বরূপ কনক্যামাণিক্যবিনিম্বী 'লর্ড'-উপাধিভূষায় বিভূষিত হইয়াছিলেন; যে ক্লাইবের নামোচ্চারণে বঙ্গের নবাব মীরজাফর, একদিন কোম্পানীর কোন সিপাহীর সহিত কলহকারী এক জন উচ্চশ্রেণীস্থ দেশীয় রাজাকে বলিয়াছিলেন, আপনি এখনও জানেন না, "ক্লাইব কি, এবং কোন্ মহত্তম পদে তাঁহাকে ভগবান প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন!" যে ক্লাইবকে মীরজাফর একমাত্র হত্যা-কর্তা-বিধাতা মনে করিয়া তাঁহার নামমাত্রে খরহরি কম্পান্বিত হইতেন; এক সময়ে যে ক্লাইবের পদ-প্রান্তে কি ইউরোপীয়, কি দেশীয়, সকলেই অবনত মস্তকে বিনুষ্ঠিত হইত; যে ক্লাইবের কীর্তি-কথা, ইংরেজের ইতিহাসে এবং বাঙ্গালীর কাব্যে জ্বলদন্ধরে সুবর্ণ-রাগে উদ্ভাসিত; যে সেই ক্লাইব "আরকট-অবরোধে"র বৎসর-কতক পূর্বের ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানীর একটি সামান্য

কেরাণীমাত্র হইয়া আসিয়াছিলেন।* বিলাতে ক্লাইবের দুর্দমনীয় দৌরাণ্যে বিরক্ত হইয়া তাঁহার আত্মীয় পরিজন তাঁহাকে ভারতে পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, হয় তাঁহার চরিত্র পরিশোধিত হইবে; না হয় তাঁহাকে ভারতীয় জ্বরে ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হইবে। সেই দীন-হীন কেরাণী ক্লাইব নিজ স্বভাবসিদ্ধ রাজসিক তেজস্বিতায় কিঞ্চিৎ সৈনিক রক্তির পরিচয় দিবার অবসর পাইয়া "আরকট-অবরোধে"র পূর্বের সামান্য কাপ্তেন উপাধিমাত্র পাইয়াছিলেন।

এই কাপ্তেন ক্লাইব একাদিক্রমে পঞ্চাশ দিন "আরকট-অবরোধে" ব্যাপৃত থাকিয়া, অমোঘ বীর্যপ্রভাবে, অসীম অসমসাহসিকতাগুণে এবং অতুলনীয় স্বদেশহিতৈষণার বৈদ্যাতিক স্পর্শে, মুষ্টিমেয় মৈন্য ও সহচরসহায়ে, প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী বলসম্পন্ন ফরাসিপুষ্ঠ আরকটের নবাবকে পরাভূত করিয়া, আপনার ভবিষ্যৎ সর্বোন্নতির এবং স্বজাতির সমুচ্চ শ্রীরুদ্ধির পথ পরিষ্কৃত করিয়াছিলেন।

* লর্ড ক্লাইব ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আসিয়াছিলেন।

আরকটে ক্লাইবের কীর্তি বিস্মিত না হইলে, কলিকাতার ইংরেজবিজয়ী নবাব সিরাজ-উদৌলার সহিত যুদ্ধ করিয়া বৈরনির্যাতন করিবার ভার ক্লাইবের হস্তে সমর্পণ করিতে কাহার সাহস হইত? ক্লাইবের উপর সে ভার বিগ্ৰস্ত না হইলে বা কে বলিতে পারে, পলাশীর পরিণতি অন্যরূপ হইত কি না? বিধির ইচ্ছায় আমাদের মঙ্গলার্থ ইংরেজ ভারতের রাজা। সেই ইংরেজ রাজের রাজত্ব-প্রতিষ্ঠা পলাশী-প্রান্তরে। অতি সূক্ষ্মহিসাবে এবং ঘটনা-পরম্পরার সূক্ষ্ম তাৎপর্যার্থে বলিতে হইবে, তাহার মূলাধার ক্লাইবের সেই স্বেদার্জিত ও স্রোপার্জিত “আরকট-অবরোধ”র পূর্ণ প্রতিষ্ঠা।

পলাশী-প্রান্তরের সে নিভৃত আশ্রয়-কাননে কি, নবাব-সৈন্যের সহিত ক্লাইবের যে সংঘর্ষণ সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা “যুদ্ধ”-নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ক্ষতিশালী প্রাচীন ইংরেজি ইতিহাসলেখক অর্মি হইতে আমাদের মলিন মাতৃভূমির কৃতী কবি নবীনচন্দ্র পর্যন্ত ইহাকে “যুদ্ধ” বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। আবার ম্যালিসনের গ্রায় নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক তাহাকে যুদ্ধ বলিতে চাহেন না, কিন্তু

সে পরিচয়ে কি আসে যায়? সে সংঘর্ষণ-সূত্রের আনুষঙ্গিক ও প্রাসঙ্গিক ঐতিহাসিক সত্য তত্ত্ব বা প্রকৃত ঘটনা কবিকল্পনার সৌন্দর্য্যসৃষ্টির সমাবেশেও আবরিত হয় নাই। সহস্র সূর্য্যসম জ্যোতির্মান সত্য আপন তেজে ফুটিয়া উঠে। ক্লাইব যেরূপে, যে ভাবে, গুপ্ত যড়যন্ত্রে মিশিয়াছিলেন; যে ভাবে যেরূপে উমিচাঁদকে প্রতারণা করিয়াছিলেন; এবং যে ভাবে যেরূপে বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের কপট-তার জন্ম পলাশী-ক্ষেত্রে রণজয়ী বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, তাহা একে একে বিশদরূপে ইতিহাসে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। ক্লাইবের জীবনচরিতলেখক মেজর জেনারেল স্মর জন মালকম্ সে ঘটনা লুকা-ইতে পারেন নাই; তবে সময়োচিত বলিয়া, সে সব কার্যের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন; এমন কি স্পষ্টাঙ্গরে বলিয়াছেন,—“উমিচাঁদকে প্রতারণা করা আবশ্যক হইয়াছিল; নহিলে কার্য্যসিদ্ধি নিশ্চিতই হুঙ্কর হইত।” অর্মি, থরনটন প্রভৃতি ইতিহাস-লেখকগণও সে সব ঘটনা চাপিয়া রাখেন নাই; অথচ তদনুমোদনেও পশ্চাৎপদ হন নাই। আংলো-ইণ্ডিয়ান লেখক মেকলে কিন্তু স্পষ্টাঙ্গরে

৬ বলিয়াছেন,—“উমিচাঁদকে প্রবঞ্চনা করা অনাবশ্যক ও অনুচিত। আমরা ইহার অনুমোদন করি না।”

আমরা বলিতে পারি, ক্লাইব যেরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার ন্যায় ইংরেজ কালসর্বস্ব পরকালে অবিশ্বাসী ইংরেজের পক্ষে অতীত কোন উপায় অবলম্বন করা একান্ত অসম্ভব। বৈরনির্যাতন বল, আর স্বজাতির সম্যক অভ্যুত্থানই বল, ক্লাইবের তাহাই চরম কামনা; সুতরাং এই পার্থিব গভীর মধ্যে তাঁহাকে যেরূপেই হউক, তাহার সাধন করিতে হইয়াছিল। পার্থিব চরমোন্নতি যাহাদের চরম কামনা, তাঁহাদের স্বকার্যসাধনে, সকল সময়ে সরল বা সংপথাবলম্বন সম্ভবপর হয় না। যাহাদের বিশ্বাস, জীবনের পূর্ণচ্ছেদ ইহ-জন্মে, তাঁহারা যে প্রকারেই হউক, স্বদেশের বা স্বকীয়ের স্বার্থ সাধন করা অবশ্যকর্তব্য মনে করেন।

পলাশী-প্রান্তরে ক্লাইব পুরাকালে যে নীতির পরিচয় দিয়াছিলেন, অধুনা এই মুহূর্ত্তে পরকাল-বিশ্বাসহীন বৈদেশিক জাতিসমূহের কার্যকলাপে

তাহারই পরিচয় পদে পদে। ইংরেজ জাতির চরিত্রে আজ যাহা গৌরবান্বিত ও মহিমান্বিত বলিয়া নির্দেশিত হইয়া থাকে, ক্লাইবে তাহার পূর্ণ পরিচয়। ইংরেজ যখন যে অবস্থায় পতিত হন, তখন সেই অবস্থানুসারে আপন কার্যোদ্ধারের সহজসাধ্য উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। এরূপ অবস্থাভিজ্ঞতা ঐহিক বাহ্যদৃষ্টিশক্তির প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। এ দৃষ্টিশক্তি ইংরেজের অতীব প্রখুর। তাই ইংরেজের ঐহিক জগতে এতাদৃশী সমৃদ্ধি, সৌভাগ্য ও অভ্যুন্নতি। সমস্ত ইংরেজ জাতির আজ যে অবস্থাভিজ্ঞতার এত প্রতিষ্ঠা, সেই অবস্থাভিজ্ঞতার পরিচয় যেমন পলাশী-প্রান্তরে, তেমনই “আরকট-অবরোধে”। পলাশীর অবস্থায় পড়িয়া ক্লাইবকে দুর্নীতি অবলম্বন করিতে হইয়াছিল; আরকটের অবরোধে কিন্তু তাহার বিপরীত নীতিরই প্রাধান্য। পলাশী-প্রান্তরে কামান গর্জিয়াছিল; গোলাগুলি ছুটিয়াছিল; বরশা বন্দুক তরবারি চলিয়াছিল; মানুষ মরিয়াছিল; শোণিতের স্রোত বহিয়াছিল; কিন্তু তাহা যুদ্ধ নহে। প্রকৃত যুদ্ধ হইয়াছিল,—“আরকটে”। পলাশীতে পূর্ণ প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা,

ইংরেজের জয়।

চতুরতা ও চটুলতার প্রমাণ; আরকটে তাহার সম্পূর্ণ অসম্ভাব। পলাশীর ব্যাপার বাঙ্গলা ইতি-হাসে ও কাব্যে বিবৃত হইয়াছে; এবং সবিস্তারে স্থানাধিকার করিয়াছে। “আরকট-অবরোধে”র কথা বিশদ ও বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয় নাই। ইহাতে ক্লাইবের প্রকৃত অবসরাভিজ্ঞতা বুঝিয়া লওয়া যায়। সেই জন্য যথাসাধ্য সুবিস্তৃত ভাবে “আরকট-অবরোধ” তত্ত্ব প্রকটিত হইল।

স্থান-নির্দেশ।

“আরকট-অবরোধ”-সংক্রান্ত সময় বা সংঘর্ষণ বর্ণনা করিবার পূর্বেই পাঠকবর্গকে আরকটের অবস্থিতত্ব এবং “আরকট-অবরোধে”র কারণ-ভাসটুকু বুঝাইয়া দেওয়া কর্তব্য। আরকট কর্ণাট রাজ্যের রাজধানী। আরকটের নামে ভারতের সমগ্র কর্ণাটরাজ্য আরকট বলিয়া অভিহিত হইত। কর্ণাট দেশ নিম্নলিখিত রূপে সীমাবদ্ধ।

আরকট-অবরোধ

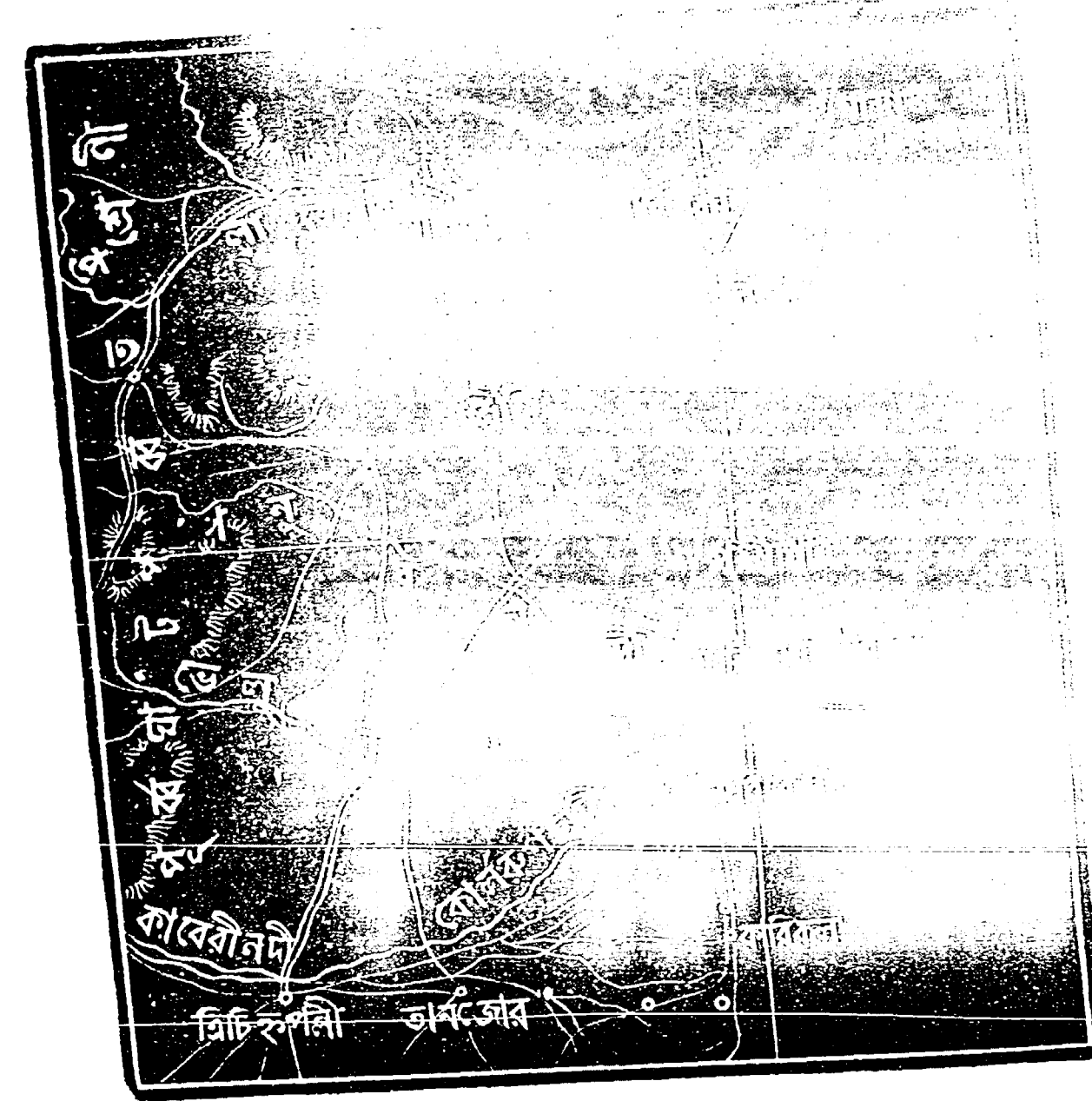
৯

বঙ্গোপসাগরের করমণ্ডল উপকূলে কৃষ্ণানদী হইতে কাবেরীর উত্তরশাখা পর্যন্ত যে ভূভাগ বিস্তৃত, তাহারই নাম কর্ণাট। সমুদ্র হইতে পশ্চিম দিকে বিস্তৃত হইয়া ইহা দুই ভাগে বিভক্ত। সমুদ্র এবং ঘাট-পর্বতের প্রথম শ্রেণীর মধ্যে যে সমতল ভূভাগ, তাহা প্রথম বিভাগ। ইহাকে বলে ঘাটের নিম্নস্থ কর্ণাট। পর্বতের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে যে উচ্চ ভূভাগ বিস্তৃত, তাহা দ্বিতীয় বিভাগ। ইহা ঘাটের উপরিস্থ কর্ণাট। উভয় ভূভাগই চিরশ্যামল উর্বর ক্ষেত্রে পরিশোভিত। তবে উপরিস্থিত কর্ণাট অপেক্ষাকৃত অল্প উর্বরতা-সম্পন্ন।

সীমার পরিচয় আর একটু পরিষ্কার করিয়া দেওয়া ভাল। উত্তরে গোদাবরী নদী; পশ্চিমে বৃহৎ ঘাট পর্বতশ্রেণী; দক্ষিণে ত্রিচিহপল্লী, তাজোর এবং মহীশূর রাজ্যের সীমান্ত; এবং পূর্ব দিকে সমুদ্র।

“আরকট-অবরোধে”র কথা বলিতে বলিতে অনেক স্থানের নাম করিতে হইবে; সেইগুলির

অবস্থিতিনির্ণয়ের সুবিধার্থ নিম্নে কর্ণাট রাজ্যের
আংশিক মানচিত্র প্রকাশ করিলাম,—
কর্ণাটের মানচিত্র।



অবরোধের কারণ।

১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা
নিজাম-উল-মুল্কের মৃত্যু হয়। * ইনি পাঁচ পুত্র
রাখিয়া যান। জ্যেষ্ঠপুত্র গাজি-উদ্দীন দিল্লীর দর-
বারে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র

* বিখ্যাত ইতিহাসলেখক অসি বলেন, ১০৪ বৎসর বয়সে ইহার মৃত্যু হয়।

নাসির জঙ্গ সবলে পিতৃ-সিংহাসন অধিকার করিয়া-
ছিলেন।* তাঁহার ভাগিনেয় মুজঃফর জঙ্গ দাক্ষিণা-
ত্যের সিংহাসন-লালসায় তাঁহার বোর প্রতিদ্বন্দ্বী
হইয়াছিলেন। কর্ণাট রাজ্য নিজাম রাজ্যের অধীন
বটে; কিন্তু এ কর্ণাট রাজ্যও নিরুদ্বেগ ছিল না।
নিজাম-উল-মুল্ক জীবিতাবস্থায় আনর-উদ্দীন নামক
এক ব্যক্তিকে কর্ণাটের নবাব-পদে অভিষিক্ত করিয়া
গিয়াছিলেন।† আনর-উদ্দীনেরও এক জন
প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তাঁহার নাম চাঁদ সাহেব।
চাঁদ সাহেব, আনর-উদ্দীনের পূর্বগত নবাব দোস্ত-

* নাসির জঙ্গকে ইংরেজ সাহায্য করিয়াছিলেন। এই জ্ঞাত্য কি, অন্য
কোন কারণে বলিতে পারি না, মেকলে লিখিয়াছেন,—“নাসির জঙ্গই নিজাম-
সিংহাসনের প্রকৃত অধিকারী।” কিন্তু প্রকৃত কথা তাল নহে। নাসির জঙ্গ
লম্পট ও দুশ্চরিত্র ছিলেন। এই জন্যই নিজাম-উল-মুল্ক দোহিত্র মুজঃফর
জঙ্গকে সিংহাসন দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

† এরূপ শাসকনিয়োগ করিবার ক্ষমতা অবশ্য নিজামের পূর্বে ছিল না।
নিজাম দিল্লীখরের অধীন ছিলেন। কর্ণাট নিজামের অধীন বটে; কিন্তু
তাঁহার শাসকনিয়োগ করিবার ভার দিল্লীখর তখনও ত্যাগ করেন নাই।
আরোঞ্জিবের মৃত্যুর পর দিল্লীসাম্রাজ্যের অধঃপতনের সূত্রপাত হয়। ইহার
পর শাসনশক্তি একবারে শিথিল হইয়াছিল। এই অবসরে নিজাম-উল-মুল্ক
স্বয়ং স্বাধীন হইয়া পড়েন। তিনি কর্ণাটের শাসকনিয়োগের ভার নিজ
হস্তে লইয়াছিলেন।

আলির জামাতা। শ্বশুরের জীবিতাবস্থায় চাঁদ সাহেব কর্ণাট রাজ্যে লোভান্বিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন; কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। ক্রমে দোস্তু-আলি, তদীয় পুত্র সদর-আলি এবং তৎপুত্র মহম্মদ খাঁ যুদ্ধে বা গুপ্তাঘাতে পর্যায়ক্রমে হত হইলে, নিজাম-উল-মুল্ক কর্তৃক আনর-উদ্দীন নবাবপদে নিয়োজিত হন। চাঁদ সাহেবের লালসার নিবৃত্তি হয় নাই। মধ্যে বহু দিন তিনি মহারাজার হস্তে বন্দী ছিলেন। নিজাম-উল-মুল্কের মৃত্যুর পর তদীয় দৌহিত্র মুজঃফর জঙ্গ তাৎকালিক পণ্ডিতারীর গবর্ণর চতুরবুদ্ধি এবং ধন-শালী ব্যবসায়ী ডুপ্পের * সাহায্য প্রার্থনা করেন। ডুপ্পে বহুতর অর্থ দিয়া মহারাজার হস্ত হইতে চাঁদ

* জোসেফ ডুপ্পে ১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ল্যাণ্ডুনি সহরে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের পণ্ডিতারী সহরে আসিয়াছিলেন। তখন পণ্ডিতারীতে ফরাসী বণিকের নাম ছিল, “কোম্পানী অব দি ইণ্ডিয়া।” ডুপ্পে এই কোম্পানীতে চাকুরী পাইয়াছিলেন। ইনি নিজ অধ্যবসায়ে বহু সম্পত্তি অর্জন করিয়া এবং ক্রমে পণ্ডিতারীর গবর্ণর হইয়া ভারতের এক জন শক্তিশালী পুরুষ হইয়াছিলেন। ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রেল ইনি পণ্ডিতারী-কোম্পানীতে অন্যতম সভ্য মুসে ভিনসেনসের বিধবা পত্নীর পাণিগ্রহণ করেন। এ রমণীর অত্যন্ত প্রথরা বুদ্ধি ছিল।

সাহেবকে উদ্ধার করেন। ইতিপূর্বে করমণ্ডল উপকূলে ইংরেজকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া ফরাসীরা অতীব যশস্বী হইয়াছিলেন। ফরাসীর সাহায্যে মুজঃফর জঙ্গ এবং চাঁদ সাহেব কর্ণাট রাজ্য আক্রমণ করেন।

উচ্চাভিলাষী উচ্চমনা ফরাসী গবর্ণর ডুপ্পের সম্মুখে দুরন্ত প্রলোভন উপস্থিত। কর্ণাটের নবাবকে ও দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা এবং তাঁহাদের নামে প্রকৃত পক্ষে সমগ্র দক্ষিণ ভারতের শাসনকার্য পরিচালনা করা কি কম একটা প্রলোভনের পদার্থ? এইরূপ উচ্চাভিলাষে উত্তেজিত এবং উৎসাহিত হইয়াই ডুপ্পে মুজঃফর জঙ্গ এবং চাঁদ সাহেবকে সাহায্য করিবার জন্য ইউরোপীয় প্রথায় সুশিক্ষিত চারি শত ফরাসী সেনা এবং দুই সহস্র সিপাহী প্রেরণ করেন। একটা যুদ্ধ হইয়া গেল। ফরাসীরা জয়লাভে মহোল্লাসিত হইয়া উঠিল। আনর-উদ্দীন * রণে পরাজিত ও

* প্রায় সকল ইংরেজ ইতিহাস-লেখক লিখিয়াছেন,—বাহাতে ফরাসী ইংরেজ সহসা উত্তেজিত হইতে না পারেন, আনর-উদ্দীন তাহারই চেষ্টা করিয়াছিলেন।

হত হন। তদীয় পুত্র মহম্মদ আলি যৎসামান্য ধনসম্পত্তি লইয়া ত্রিচিছুপল্লীতে পলায়ন করেন। বিজেতৃমণ্ডলী প্রায় সমগ্র কর্ণাট প্রদেশের অধিদ্বারী হইলেন।

পাঠক! যেন স্মরণ থাকে, পণ্ডিতচারীর গবর্ণর ডুপ্লের শাসন-অভ্যুত্থানের এই প্রারম্ভমাত্র। কয়েক মাস আত্মসুবিধাজনক যুদ্ধ, যড়যন্ত্র ও সন্ধিকাগো লিপ্ত বা ব্যাপ্ত হইয়া সর্বত্রই তিনি আপন শক্তি ও সম্মান সম্বদ্ধিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। নাজির জঙ্গ আত্ম-অনুচরবর্গের হস্তে নিহত হন।* ইতিপূর্বে মুজংফর জঙ্গ মাতুল নাজির জঙ্গের কৌশলে বন্দীকৃত হইয়াছিলেন। এখন নাজির জঙ্গের পতনে তাঁহার উদ্ধার হইল। তিনি দাক্ষিণাত্যের নবাব হইলেন। আনন্দের আর সীমা নাই। উন্নত উচ্ছ্বাসে দিগ্দিগন্ত পরিপ্লাবিত হইয়া উঠিল। ডুপ্লের সৌভাগ্য-শ্রী ও ঐশ্বর্য্যসম্পত্তি

* অর্থাৎ বলেন,—ফরাসিপুষ্টি চাঁদ সাহেব ও মুজংফর জঙ্গ প্রবল বিক্রমে নাজির জঙ্গের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেও তিনি প্রথমতঃ জেপ করেন নাই; আমোদ-আহ্লাদে এবং ইন্দ্রিয়মুগ্ধ-বিলাসে নিমগ্ন ছিলেন; কিন্তু যখন শত্রুপক্ষ সন্নিকটবর্তী, তখন তিনি এক জন অনুগত সাহায্যকারী রাজাকে ভৎসনা করেন; বন্দুকের গুলিতে কিন্তু তাঁহারই হস্তে হত হন।

সহস্রগুণে এবং সহস্র প্রকারে বৃদ্ধি পাইল। ফরাসীর বিজয় এবং ফরাসীর নীতি ও অভিপ্রায় পূর্ণ হইল।

অপরূপে নাজির জঙ্গের পতন-বার্তা বিবো-ধিত হয়। চাঁদ সাহেব প্রথমে এই সংবাদ প্রাপ্ত হন। তিনি বিনা রাজোচিত আড়ম্বরে বা সমা-রোহে একাকী স্বগৃহ পরিত্যাগ করিয়া ডুপ্লের প্রাসাদভবনে প্রবেশ করেন। দুই জন ভগ্ন-তরীর আরোহী, বহুদিনের পর সাক্ষাতে, যেরূপ আনন্দে বিগলিত হয়, ডুপ্লে ও চাঁদ সাহেব সেইরূপ আনন্দ-বিহ্বলচিত্তে পরস্পর প্রগাঢ় প্রেমালিঙ্গন করিলেন। ঘন গভীর কামানগর্জনে সমস্ত সহরে এ শুভ সংবাদ উদ্ঘোষিত হইতে লাগিল। সায়ংকালে দরবার বসিল। রাজ্যের প্রধান প্রধান সমৃদ্ধিশালী প্রজাবৃন্দ সাক্ষাৎ করিতে আসিল। শ্বেত-পতাকা-শোভিত হস্তি-পৃষ্ঠে মুজংফর জঙ্গের সম্মানার্থ একটা বহুমূল্য শিরপা প্রেরিত হইল।

যত কিছু আনন্দ-উৎসব সবই হইল পণ্ডি-চারীতে। খ্রীষ্টান ফরাসীর গীর্জা-মন্দিরে তালে

তালে ঘণ্টানিনাদে ফরাসীর বিজয়সঙ্গীত গীত হইল। নবীন নিজাম মুজাফর জঙ্গ স্বয়ং পণ্ডিচারীতে আসিয়া ডুপ্পে ও চাঁদ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ডুপ্পে উচ্চপদস্থ মুসলমান কর্মচারীর বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া, নিজামের সঙ্গে এক পাক্ষীতে আরোহণ করিয়া, নগরে প্রবেশ করেন। * কৃষ্ণা নদী হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত ফ্রান্সের সমতুল্য বিস্তৃত ভারত-ভূভাগের অধীশ্বর বলিয়া ফরাসী ডুপ্পের নাম-সম্মান কীর্তিত হইতে লাগিল। এমন কি, চাঁদ সাহেবের উপরও তাঁহার সর্বোচ্চ শক্তি সমাহিত হইল। তিনি সাত হাজার অশ্বরোহী সৈন্যের অধিপতি-পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। চারিদিকে রাষ্ট্র হইল, পণ্ডিচারী ভিন্ন কর্ণাটের অন্য কুত্রাপি মুদ্রাশালা থাকিতে পাইবে না। দাক্ষিণাত্যের ধন-ভাণ্ডারের অধিকাংশ ধনসম্পত্তি ফরাসী গবর্ণরের অর্থভাণ্ডারে আসিয়া পড়িল। এইরূপ প্রবাদ আছে, ডুপ্পে

নাজির
আমো
শুনিতে
রাজ্যে

* অমি লিখিয়াছেন,—যে সকল পাঠানসর্দার তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহারা অবসর বুঝিয়া, আপনাদের পারিশ্রমিকের জন্য ভয়ানক পীড়াপীড়ি করেন। এ সম্বন্ধে গোপনে পরামর্শ করিবার জন্য তিনি ডুপ্পে সঙ্গে এক পাক্ষীতে গিয়াছিলেন।

নগদ বিশ লক্ষ টাকা এবং বহু মূল্যবান জহর-অলঙ্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রকৃত কথা এই, ডুপ্পের লাভ বা প্রাপ্তি এ ক্ষেত্রে অপরিমেয়। এই সময় তিনি আমূল শক্তি-সঞ্চালনে তিন কোটি লোকের শাসন-দণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন। * তাঁহার ইচ্ছা না হইলে কেহ সম্মান বা এনাম প্রাপ্ত হইতেন না। তাঁহার স্বাক্ষর না থাকিলে, নিজাম কাহারও আবেদন-পত্র গ্রাহ্য করিতেন না। সত্য সত্যই ডুপ্পে এমনই শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। কোথাকার সেই ক্ষুদ্র পণ্ডিচারীর ক্ষুদ্র-শক্তি গবর্ণর তিন কোটি ভারতবাসীর দণ্ডমণ্ডের বিধাতা এবং অতুল শক্তিসম্পন্ন রাজ্যেশ্বর!

* অমি লিখিয়াছেন,—ফরাসী ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী ঐ সময় পণ্ডিচারীর নিকট বাৎসরিক ছিয়ানব্বুই সহস্র টাকা ব্যয়সম্পন্ন ও তজ্জোর রাজ্যে পারিকলের নিকট এক লক্ষ ছয় সহস্র টাকার আয়সম্পন্ন ভূখণ্ড এবং এক লক্ষ ক হাজার টাকার আয়সম্পন্ন মসলিপ্তন ও তদধীন ভূভাগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কোন কোন ইতিহাস-লেখক বলেন,—নাজির-উদ্দিনের ধনভাণ্ডারে ই কোটি টাকা এবং পঞ্চাশ লক্ষ টাকার অলঙ্কারাদি পাওয়া গিয়াছিল। ইহার মধ্যে ডুপ্পেকে যাহা দেওয়া হইয়াছিল, তাহা বাদে, সাহায্যকারী কর্মচারী সমুদায়কে পাঁচ লক্ষ এবং ফরাসী খাজাঞ্জিখানায় পাঁচ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। মালিসন লিখিয়াছেন,—ডুপ্পে যে টাকা পাইয়াছিলেন, তাহা তিনি সরকারী তহবিলভুক্ত করিয়াছিলেন।

নিজামের সৌভাগ্য-সাহায্যে ডুল্লের প্রতিপত্তি চরম সীমায় উত্তীর্ণ হইল বটে; কিন্তু নবাব-নিজাম মুজঃফর জঙ্গের সম্পদ সম্মানের ধ্বংসাত্মক অচিরে খসিয়া পড়িল। তিনি পাঠান নবাবদিগের অর্থ-কামনা পূরণ করিতে পারেন নাই, তাই তাঁহাদিগের হস্তে তাঁহাকে প্রাণ বিসর্জন করিতে হয়।

মুজঃফর জঙ্গের পতন হইল; কিন্তু ফরাসীর প্রভুশক্তিপ্রভাবে সলবৎজঙ্গ নামে তাঁহার এক ভ্রাতা নিজামসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। ডুল্ল এখন ভারতের সর্বোচ্চ শক্তিশালী পুরুষ-সিংহ। তদীয় দেশবাসীরা সগর্বে বলিয়া বেড়াইত যে, দিল্লীর দরবারেও তাঁহার নামমাত্রে ভীতি সঞ্চার হইত। ভারতবাসীরা তাঁহার এতাদৃশ সমৃদ্ধি-সম্মান অবলোকন করিয়া বিস্ময়-বিস্মল হইয়া পড়িয়াছিল।

লোক-সম্মুখে স্বকীয় প্রাধান্য প্রচারার্থ তিনি একটি কীর্তিস্তম্ভ নির্মাণ করাইয়া, তাহার চারি-ভিতে প্রতিপত্তি-পরিচায়ক সমুজ্জ্বল খোদিত অক্ষরে চারিটি ভাষায় চারিটি শ্লোক লিখিয়া রাখিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তাঁহার বিজয়-

নিশানা মুদ্রাক্ষণে অঙ্কিত হইয়া এই কীর্তিস্তম্ভের পাদদেশে প্রোথিত হইয়াছিল; এবং ইহারই চতুর্দিকে একটি অতি উচ্চচূড় মন্দিরে “ডুল্লের ফতেয়াবাদের” অর্থাৎ “ডুল্লের বিজয়-সহর” নাম লিখিত হইয়াছিল। পরে ইংরেজ সৈন্যকৃত এই স্তম্ভ বিধ্বস্ত হয়। * ফরাসী ডুল্লের এতাদৃশ শক্তিবৃদ্ধি জগৎ ইংরেজের ভয় ও ঈর্ষা হইয়াছিল। ইহাই আরকট-অবরোধের মূল কারণ।

উদ্যোগ, যাত্রা ও অবরোধ।

ভারতে ফরাসীর শক্তি ও শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া, ইংরেজ বণিক বাস্তবিকই ভীত, চকিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মনে মনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কামনা বলবতী ছিল বটে; কিন্তু ফরাসীর গতিরোধপক্ষে তাঁহাদের তাদৃশ ভূয়সী শক্তি ছিল না; তবে মধ্য মধ্য অতি ক্ষীণ এবং দুর্বল

* Macaulay's Lord Clive, P. 510.

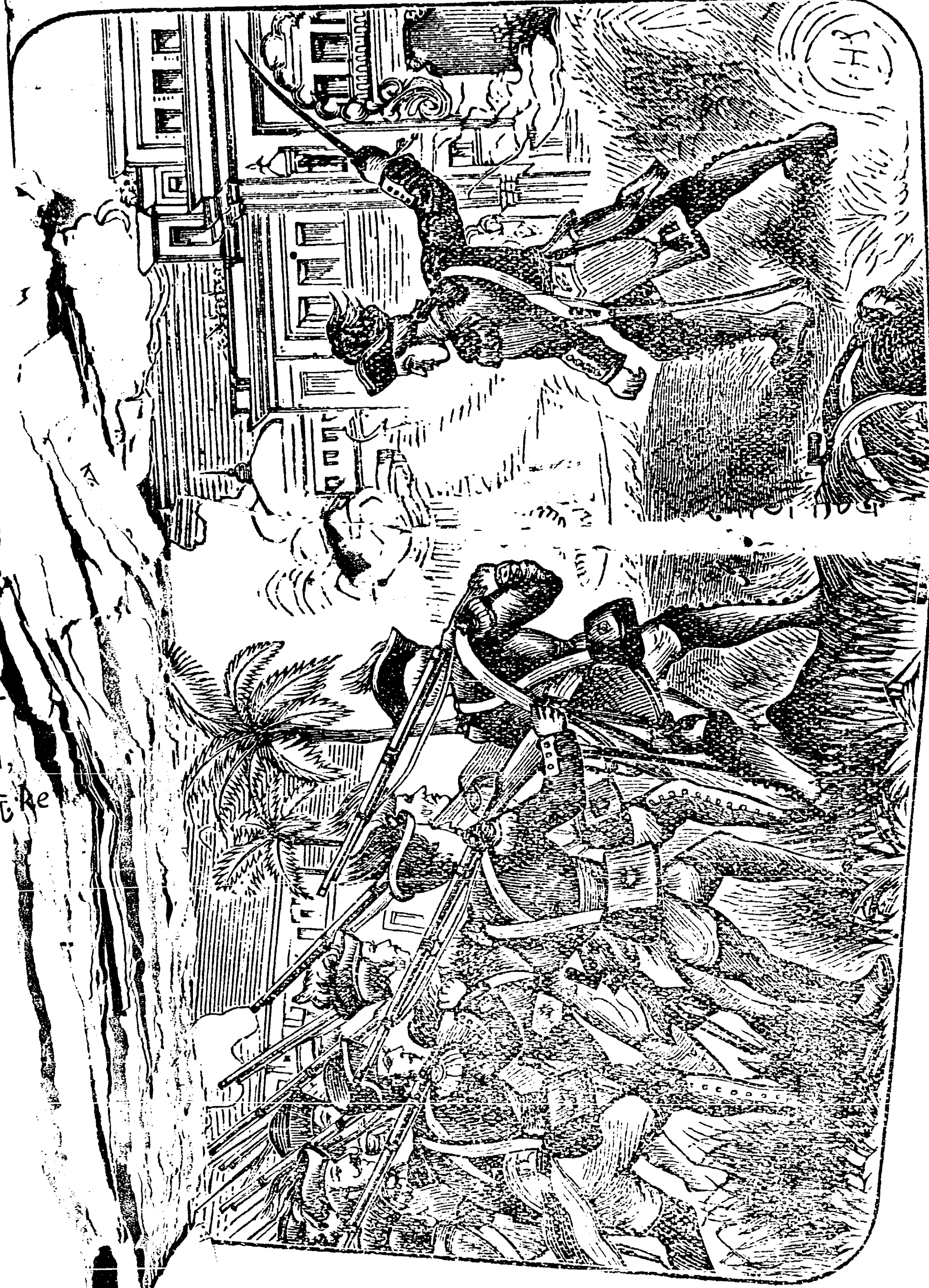
উদ্যমে ফরাসীর দুর্দমনীয় গতিরোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন মাত্র। মৃত আনর-উদ্দিনের পুত্র মহম্মদ আলি ইংরেজের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। শরণাগতকে আশ্রয় দিবার ব্যপদেশে ইংরেজ-ফরাসি-পুষ্টি চাঁদ সাহেব ও মুজঃফর জঙ্গের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু মহম্মদ আলি অবশেষে ইংরেজ সৈন্যের ব্যয়ভার বহনে সন্মত হন নাই; সেই জগ্ন ইংরেজ-সৈন্য স্বভবনে পুনরাহুত হয়। মহম্মদ নিরাশ্রয় হইলেন; কিন্তু ইংরেজ তাঁহাকে আরকটের নবাব বলিয়াই স্বীকার করেন। মহম্মদ একমাত্র ত্রিচিহ্নপল্লী অধিকার করিয়াছিলেন। সে ত্রিচিহ্নপল্লীও চাঁদ সাহেব এবং তদীয় সহায় ফরাসী কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। তাহাদিগকে দূরীভূত করা অসম্ভব। মাদ্রাজে অল্পসংখ্যক মাত্র সৈন্য ছিল; অধিকন্তু তাহারা সেনাপতিশূন্য। সুদক্ষ সেনাপতি যেজর লরেন্স বিলাত গমন করিয়া ছিলেন। কোন খ্যাতনামা সেনানী উপস্থিত ছিলেন না। ভারতবাসী ইংরেজ জাতিকে ঘণার চক্ষে দেখিত। তাহারা দেখিয়াছিল, মাদ্রাজে ইংরেজ দুর্গে ফরাসী পতাকা উড়ীয়মান; তাহারা

দেখিয়াছিল, ইংরেজ কুঠীর বহু কর্তৃপক্ষকে বন্দীভাবে পণ্ডিতারীর রাজপথ দিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল; তাহারা দেখিয়াছিল, ডুপ্পে সর্বত্রই যশস্বী ও বিজয়ী; মাদ্রাজের কর্তৃপক্ষ তাঁহার গতিতে প্রতিবন্ধকতা করিতে গিয়া, আপনাদের দৌর্বল্য প্রকাশ এবং ডুপ্পের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন। এই মুহূর্ত্তে এক জন অজাতশত্রু যুবকের অদ্ভুত বীর্যবিক্রম এবং প্রতিভা সহসা অদৃষ্টচক্র ফিরাইয়া দিল।

এই সময় ক্লাইব, মাত্র পঞ্চবিংশবর্ষ-বয়স্ক যুবক ছিলেন। কিয়দ্দিন তিনি সামরিক কার্যে এবং ব্যবসাতে নিযুক্ত ছিলেন; কিন্তু তাহাতে তাঁহার তত মনঃসংযোগ ছিল না; পরে উভয় বিষয়ে তিনি আত্মসমর্পণ করেন। কাপ্তেন উপাধি লাভ করিয়া এবং ফৌজের কমিসারিয়েট কার্যে নিযুক্ত হইয়া, ক্লাইব আবাল্য-অর্জিত প্রবৃত্তি-পরিচালনে সক্ষম হইয়াছিলেন। বর্তমান ঘটনায় তাঁহারই সর্বশক্তি সমাহৃত হইবার প্রয়োজন হইল। তিনি স্বভাবসিদ্ধ নির্ভয় চিত্তে আপন কর্তৃপক্ষকে বলিলেন,—আজ যদি আমরা বিপুল বিক্রমে যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হই,

তাহা হইলে ত্রিচিহ্নপল্লীর অধঃপতন অবশ্যজ্ঞাবী ;
 আনর-উদ্দিন খাঁর বংশলোপ হইবে ; এবং ফরাসী
 সমগ্র ভারতের প্রকৃত রাজ্যেশ্বর হইবেন। সকলে
 উদ্যোগী হউন ; আর কালবিলম্বের প্রয়োজন নাই ;
 আসুন সর্বাগ্রেই আরকট আক্রমণ করি ; তাহা
 হইলে, শত্রুপক্ষের দৃষ্টি আরকটে আকৃষ্ট হইবে ;
 তাহার। ত্রিচিহ্নপল্লী পরিত্যাগ করিয়া আরকটে
 দিকে অগ্রসর হইবে। ডুল্লের কৃতকার্যতা দেখিয়া
 ইংরেজ কর্তৃপক্ষ এতাদৃশ ভীত হইয়াছিলেন,
 এবং ফরাসী-ইংরেজের সমর-সঙ্কটনে মাদ্রাজের
 অধঃপতন নিশ্চিত ভাবিয়া, এত আতঙ্কিত হইয়া-
 ছিলেন যে, তাঁহার। আর কাল বিলম্ব না করিয়া,
 মৃত্যুকে ভূণবৎ ভাবিয়া, ক্লাইবের উপরেই আরকট
 আক্রমণের ভার অর্পণ করেন।

ক্লাইবের আরকট-যাত্রা।



১৭৫১ সালের ২৬শে আগষ্ট, ক্লাইব মাদ্রাজ হইতে তিন শত সিপাহী এবং দুই শত ইউরোপীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে আরকট অভিমুখে যাত্রা করেন। এই সকল সৈন্য পরিচালনের অভিপ্রায়ে তিনি আট জন “অফিসর” বা উচ্চ-পদস্থ সৈনিক পুরুষকে সঙ্গে লইয়াছিলেন। এই আট জনের মধ্যে ছয় জন ইতিপূর্বে কোন যুদ্ধকার্যে কখনও প্রবৃত্ত হন নাই। চারি জন সত্য সত্যই সম্পূর্ণ রণানভিজ্ঞ। তাঁহারা ঐতিহাসিক-ব্যবসায় ব্যাপৃত ছিলেন। কেবল ক্লাইবের সেই অসীম অসমসাহসিকতা এবং অমানুষিক বীর্যবন্ততার জ্বলন্ত ও জীবন্ত দৃষ্টান্তে উৎসাহিত ও উত্তেজিত হইয়া স্বদেশ এবং স্বজাতির জন্য তাঁহারা অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন।

পঞ্চবিংশবর্ষীয় ক্লাইব এই আট জন মাত্র অকৃতকর্মা রণ-সহচর এবং অল্পসংখ্যক সৈন্য সঙ্গে ১৭৫১ সালের ২৯শে আগষ্ট কাঞ্চীপুরে উপস্থিত হন। এই সময় তিনটী মাত্র কামান তাঁহা সহায় ছিল। কাঞ্চীপুরে গিয়া, তিনি সংবাদ পাইলেন, আরকটের দুর্গে এগার শত লোক এবং এক জন গবর্ণর অবস্থিতি করিতেছেন।

তিনি তৎক্ষণাৎ আরও দুইটি কামান আনাইবার জন্য মাদ্রাজে লোক পাঠাইয়া দেন। অতঃপর তাঁহাকে আরকট দুর্গের প্রায় পাঁচ ক্রোশ পূর্ববর্তী স্থানে সসৈন্য অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল। ক্লাইবের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন। ভগবতী শ্রী তাঁহাকে আপন সুকোমল ক্রোড় দান করিয়াছিলেন। ভাগ্যবান পুরুষ-সিংহের সুবিধা ও সুযোগ কোথা হইতে কেমন করিয়া আসিয়া পড়ে এবং সৌভাগ্যচক্র কোন দুর্নিরীক্ষ্য দুর্নিবার্য গতিতে সঞ্চালিত হয়, কে তাহা বলিতে পারে?

আরকট-দুর্গাধিকারী কর্তারা গুপ্তচর-মুখে সংবাদ পাইল, ক্লাইব বাত-বৃষ্টি-বজ্রে ভ্রক্ষেপ না করিয়া অদম্য এবং অনিবার্য গতিতে অগ্রসর হইতেছেন। * তখন তাঁহারা ইহাকে বিষম দুর্লক্ষণ ভাবিয়া ভয়-ব্যাকুলিতচিত্তে তন্মুহূর্তে দুর্গাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। ইহার ঘণ্টাকতক

* নবীনচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

“সেই দিন প্রভঞ্জন পৃষ্ঠে-আরোহিয়া,
সাহসে পশিল সব আর্কট নগরে,
বজ্রাঘাত ঝঞ্ঝাবাত ঝড়ে উপেক্ষিয়া,
পশিল বিহ্বল বেগে দুর্গের ভিতরে।”

পরে ইংরেজ সৈন্য নগরে প্রবেশ করে। নগর, প্রাচীর বা অন্য কোন প্রকারে সুরক্ষিত ছিল না। ক্লাইব দল-বল-সহ প্রায় এক লক্ষ সন্মানাবনত দর্শকবৃন্দের বিস্ময়-বিস্ফারিত পলকহীন দৃষ্টিতে মধ্যে আরকট-দুর্গ অধিকার করিয়া ফেলিলেন।

সৌভাগ্য, সাহস, বীর্য ও কৌশল এবং তত্ব অবস্থা বুঝিয়া তদনুপাতে ব্যবস্থা; একাধারে এত শক্তি ও জ্ঞান, গুণ ও সাধনা, কয় জনে দেখি পাও? ক্লাইব দুর্গ আক্রমণান্তে বহু পরিমাণে পরিত্যক্ত শীশা, বারুদ এবং আটটি কামান প্রাপ্ত হইলেন। বর্গিকবৃন্দ স্বদৃঢ় সংরক্ষণকল্পে দুর্গমধ্যে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রাখিয়াছিলেন। যাহার যে সম্পত্তি, ক্লাইব তাহাকে তাহা প্রত্যপণ করিলেন। ক্লাইবের অলোভবিদ্ধ সদনুষ্ঠানে বহুসংখ্যক সহরবাসী তৎপ্রতি সাতিশয় অনুরক্ত হইয়াছিলেন। দুর্গে তিন চারি মহত্ব লোক বাস করিত। তাহারা আবেদন-প্রার্থনায় আপন আপন আবাসবাটীতে থাকিবার অনুমতি পাইয়াছিল। পাঠক! বুঝিলেন ত, ক্লাইবের কি অবসরাভিজ্ঞতা! পরে পরিচয় আরও প্রকৃষ্টরূপে পাইবেন।

দুর্গ ত হস্তগত হইল। এখন রসদ এবং আত্মত্যাগোপযোগী দ্রব্যাদি সংগ্রহের ভাবনা। ক্লাইব বুঝিয়াছিলেন, শত্রুমণ্ডলী শীঘ্রই দুর্গ অবরোধ করিবে। দুর্গ অবরোধ ত পরের কথা, যে সব দুর্গাধিকারী শত্রু তাহার আগমনবার্তা পাইয়া দুর্গ পরিত্যাগপূর্বক স্থানান্তরে গিয়াছিল, তাহাদেরও নগরে পুনরাগমন করিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। ক্লাইব আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ৪ঠা সেপ্টেম্বর তিনি স্বয়ং অধিকাংশ সৈন্য এবং চারিটি কামান লইয়া তাহাদের অন্বেষণে যাত্রা করেন। পলাতক দুর্গাধিকারীদের প্রায় ছয় শত অশ্বারোহী এবং পাঁচ শত পদাতিক আরকটের তিন কোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে টীমারী নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিল। তাহাদের সঙ্গে একটী মাত্র কামান ছিল। দুই তিন জন ইউরোপীয় সৈনিক সেই কামান পরিচালনা করিয়া, ইংরেজসেনার প্রতি গোলা বর্ষণ করিতে লাগিল। ইংরেজ পক্ষে একটা উষ্ট্র হত এবং এক জন সিপাহী আহত হইল। কিন্তু যখন তাহারা দেখিল, ইংরেজ সৈন্য প্রায় নিকটবর্তী হইয়াছে, তখন

তাহারা যুদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিয়া শৈলাশ্রয়ে পলায়ন করিল। ক্লাইব সৈন্য দুর্গে প্রত্যাগমন করেন।

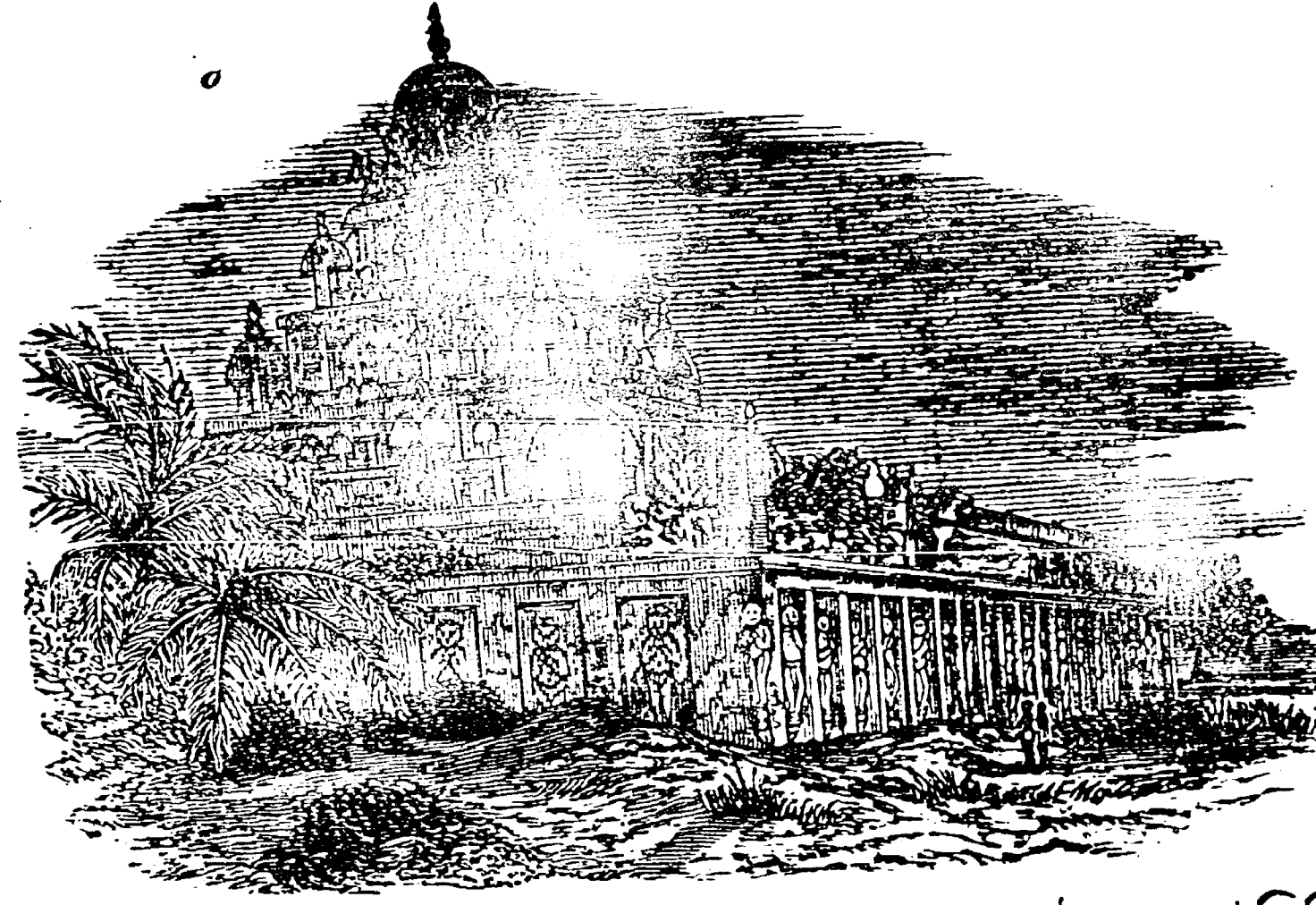
৬ই সেপ্টেম্বর আবার প্রায় দুই সহস্র *ক্রসৈন্য টীমারীতে একটি কাননের নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। এই কাননের চারিদিক খাতে ও বাঁধে বেষ্টিত ছিল। সম্মুখে প্রায় একহস্ত দূরে একটি পুষ্করিণী ছিল। এই পুষ্করিণীর চারি দিকে উচ্চতর বাঁধের বেষ্টিত ছিল। পক্ষোদ্ধার-বিহনে পুরাকালের এই পুষ্করিণী শুকাইয়া প্রায় মজিয়া গিয়াছিল। ক্লাইব সৈন্য তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হন; কিন্তু শত্রুপক্ষের গোলাবর্ষণে তাহারা তিনটি ইউরোপীয় সৈন্য আহত হয়। ক্লাইব এই দুর্ঘটনায় বিচলিত না হইয়া অতি তীব্র বেগে শত্রুবিপক্ষে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সে দুর্দমনীয় তেজ সহ করিতে না পারিয়া শত্রুগণ পুষ্করিণীর পার্শ্বে গিয়া আশ্রয় লইল। তাহারা পুষ্করিণীর পাড়ের উপরে কামান রাখিয়া গোলা বর্ষণ করিতে লাগিল। পাড়ের নিম্নে দেহ অদৃশ্য; কিন্তু উপর হইতে গোলা প্রধাবিত; সুতরাং ইংরেজের গোলা ব্যর্থ হইতেছে; শত্রুর গোলায়

ইংরেজ ব্যতিব্যস্ত। তখন ক্লাইব নিকটবর্তী কতকগুলি বাড়ীতে আশ্রয় লইয়া, সৈন্যদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, একভাগ নিজের ও অপর ভাগ লেপ্টেনান্ট-বক্সলীর অধীনে স্থাপন করিয়া দুই দিক হইতে শত্রুদিগের প্রতি গোলা বর্ষণ করিতে আদেশ করিলেন। অজ্ঞপ্রধারে গোলাবর্ষণ হইতে লাগিল। শত্রুপক্ষ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল।

ক্লাইব দুর্গমধ্যে সৈন্য প্রত্যাবর্তন করিয়া সুদৃঢ় সংস্কারকার্যে এবং অস্ত্র-শস্ত্রাদি বলসঞ্চয়-ব্যাপারে ব্যাপৃত ছিলেন। যে উদ্দেশ্যে আরকট দুর্গ অধিকৃত হইল, সে উদ্দেশ্য এখনও সিদ্ধ হয় নাই; অর্থাৎ প্রবল শত্রু ফরাসিপুষ্ঠ চাঁদ সাহেব ত্রিচিহ্নপল্লী পরিত্যাগ করিয়া, এখনও আরকটভিমুখে অগ্রসর হন নাই। তবে দীর্ঘদর্শী ও তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি ক্লাইব নিশ্চিতই বুঝিয়াছিলেন যে, চাঁদ সাহেবের আগমন ও আক্রমণ আসন্ন; এবং তাহাকেও দুর্গ-মধ্যে অবরুদ্ধ হইয়া আত্মরক্ষা করিতে হইবে। এই জন্তই এই সময় দুর্গের সংস্কার, আহাৰ্য্য-সংগ্রহ, বল-সঞ্চয় প্রভৃতি তাহার প্রগাঢ় চিন্তার বিষয়ীভূত হইয়াছিল। অতঃপর কোন দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিবার

তাহার আদৌ অবসর ছিল না। প্রায় তিন সহস্র পলায়িত দুর্গাধিকারী এই অবসরে দুর্গের বহু দিক বেষ্টিত করিয়া শিবির স্থাপন করিয়াছিল। গভীর নিশীথে ক্লাইব অকস্মাৎ অতর্কিতভাবে শত্রুশিবির আক্রমণ করিয়া, স্থপ্তোখিত শত্রুমণ্ডলীর প্রতি গুলি বর্ষণ করিয়া তাহাদের সংহার সাধন করেন।

কাঞ্চীপুরের মন্দির।



এই সময় মাদ্রাজ হইতে ক্লাইব-প্রার্থিত দুইটি কামান আরকটের পথে কাঞ্চীপুরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। সঙ্গে কয়জনমাত্র সিপাহী ছিল। শত্রুপক্ষ প্রতিবন্ধকতা করিবার

উদ্দেশে সৈন্য প্রেরণ করে। সেই প্রেরিত সৈন্য প্রথমত কাঞ্চীপুরের প্রসিদ্ধ মন্দির অধিকার করিয়া লয়। ক্লাইব সমাগত শত্রুসৈন্যকে তাড়াইয়া দিবার উদ্দেশে ত্রিশ জন ইউরোপীয় সেনা এবং পঞ্চাশ জন সিপাহীকে পাঠাইয়া দেন। শত্রুসৈন্য তখনই একটা নিকটবর্তী দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। তখন ক্লাইব দুর্গে কয়েকজনমাত্র সৈন্য রাখিয়া অবশিষ্ট শত্রুদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন। শত্রুরা এই অবসরে রজনীযোগে পূর্ণ তেজে দুর্গ আক্রমণ করে; কিন্তু ক্লাইবের বৈদ্যুতিক বক্তৃতায় উত্তেজিত মুষ্টিমেয়মাত্র সৈন্য কর্তৃক তাহারা পরাভূত হয়।

এইবার সেই বিষম অবরোধ। চাঁদ সাহেব ত্রিচিহ্নপল্লী হইতে চারি সহস্র সৈন্য আরকট অভিমুখে প্রেরণ করিয়াছিলেন। পশ্চিমধ্যে এই সকল সৈন্য চাঁদপুত্র রাজা সাহেবের সহিত মিলিত হয়। রাজা সাহেব পণ্ডিচারীর ফরাসীদিগের নিকট হইতে এক শত পঞ্চাশ জন ইউরোপীয় সৈন্য পাইয়াছিলেন; এবং তিনি স্বয়ং নিকটবর্তী স্থান হইতে বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই

বহুবলসম্পন্ন বিপুল বাহিনী ২৩শে সেপ্টেম্বর আরকট নগরে প্রবেশ করেন। নবাবপ্রাসাদে রাজা সাহেবের প্রধান সেনানিবাস প্রতিষ্ঠিত হইল।

ক্লাইব রাজা সাহেবকে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিলেন। আক্রমণে তাদৃশ ফললাভের সম্ভাবনা নাই বুঝিয়াও কেবল শত্রুপক্ষকে আপন বীর্যবর্ত্তার একটা আকস্মিক উচ্ছ্বাসে বিচলিত করিবার উদ্দেশে ক্লাইব দুর্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক নবাব-প্রাসাদের সম্মুখস্থ পথের মধ্যে উপস্থিত হন। দুই পক্ষে তুমুল যুদ্ধ বাধিল। উভয় পক্ষে গভীর গর্জনে মুহুমুহ গোলা বর্ষণ হইতে লাগিল। রাজা সাহেবের সৈন্য, ইংরেজ সৈন্যের ভীষণ গোলা-বর্ষণের বেগ সহিতে না পারিয়া, প্রাসাদমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। ক্লাইবের সৈন্য তখন বিপক্ষ-পরিত্যক্ত কামান ও অগ্ন্যাগ্নি অস্ত্রাদি সংগ্রহে অগ্রসর হইল। এই সময় শত্রুসৈন্য নিকটস্থ গৃহের পার্শ্ব হইতে গোলা বর্ষণ করিয়া ইংরেজ পক্ষীয় চৌদ্দ জন লোককে হত ও আহত করিয়াছিল। তখন বুদ্ধিমান ক্লাইব আপন সৈন্যকে আর অগ্রসর হইতে না দিয়া, নিকটস্থ একটী বাটীর মধ্যে প্রিয়া

ফেলিলেন। তথায় তাঁহার সৈন্য সকল যথাযথরূপে সুসজ্জিত হইয়া গৃহাভিমুখে অগ্রসর হয়। এই সময় শত্রুপক্ষের এক জন সিপাহী গবাক্ষমধ্য হইতে ক্লাইবকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িবার উপক্রম করিতেছিল। ক্লাইবের সহচর ট্রেনউইথ তাহা দেখিতে পাইয়া, ক্লাইবকে টানিয়া লইলেন; কিন্তু সিপাহী তদগোঁই লক্ষ্য পরিবর্তন করিয়া ট্রেনউইথের প্রতি গুলি নিক্ষেপ করে। তাহাতেই ট্রেনউইথের মৃত্যু হয়। এই সংঘর্ষে ইংরেজপক্ষে পুনের জন ইউরোপীয় হত হয়; তন্মধ্যে ট্রেনউইথ অন্যতম। লেপ্টেন্যান্ট রেভেল ও আরও ষোল জন আহত হইয়াছিল।

পর দিন মর্ভেজ আলি, ভেলোর দুর্গ হইতে দুই সহস্র সৈন্য লইয়া রাজা সাহেবের সৈন্যের সহিত মিলিত হয়। এই সব সৈন্য দুর্গাভিমুখের পথসমূহ আক্রমণ করিয়া বসিল। ক্লাইব এইবার বুঝিলেন, বহু দিন ধরিয়া অপরূপ থাকিতে হইবে; কিন্তু সেই আবাল্য-দুর্দম বীর বিচলিত হইলেন না। ক্রমে কিন্তু অবস্থা শোচনীয় হইল। ষাট দিনের মাত্র আহার ছিল। আট জন অফিসরের মধ্যে

এক জন হত, দুই জন আহত হন এবং এক জন মাদ্রাজে ফিরিয়া যান। কার্যোপযোগী দেড় শত ইউরোপীয় সৈন্য এবং দুই শত সিপাহী মাত্র অবস্থিতি ছিল। শত্রুপক্ষের গোলাবর্ষণ আঘাতে অনেক ইংরেজ সৈন্যকে জীবন বিসর্জন করিতে হইয়াছিল। ক্লাইব এই সময় কয়েকটী মাত্র কার্য-কুশল শিল্পীকে রাখিয়া অবশিষ্ট লোককে দুর্গ হইতে স্থানান্তরিত করেন। * বিপক্ষেরা চৌদ্দ দিন ধরিয়া গুলি ও সামান্য গোলা চালাইয়া ছিল; কিন্তু তাহাতে দুর্গের কোন ক্ষতি হয় নাই। মর্ত্তেজ আলি রাজা সাহেবের প্রতি বিরক্তির ভাণ করিয়া, ক্লাইবের সৈন্যদিগকে দুর্গের বাহিরে আনিবার চেষ্টা করে; কিন্তু ক্লাইব তাহার কৌশল বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

* এই সময় অল্পকষ্ট উপস্থিত হওয়ায় সিপাহীরা ভাতের ফেন খাইয়া ইউরোপীয় সৈন্যদিগকে ভাত খাইতে দিয়াছিল। মেকলে বলেন,—“এটা প্রগাঢ় প্রভুভক্তির কথা; অথবা ক্লাইবের নিয়ন্ত্রী শক্তিরই পরিচয়।” যাহারা এ পর্য্যন্ত সিপাহীচরিত পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চিতই তাহা-দিগের আত্মোৎসর্গে নিয়ন্ত্রিতার কারণ আরোপ করিতে প্রস্তুত হইবেন না। প্রভুর জন্ত আত্মোৎসর্গ সিপাহীদের প্রাকৃতিক প্রবৃত্তি ও ধর্ম্ম। সিপাহীদের অবস্থা তখনও যেমন, এখনও তেমনই। তখনও তাহারা যেমন প্রভুর জন্ত বুক চিরিয়া রক্ত দিত, এখনও তেমনই দিয়া থাকে। ডুপ্পের নিয়ন্ত্রী শক্তি অনেক কম ছিল; কিন্তু তাঁহার জন্তও সিপাহীরা প্রাণ দিয়াছিল।

শত্রুপক্ষের দেড় শত ইউরোপীয় এবং দশ সহস্র দেশীয় সৈন্য দুর্গ অবরোধ করিয়াছিল। অচিরে তাহারা আবার পণ্ডিচারী হইতে প্রেরিত দুইটী কামান এবং অনেকগুলি বন্দুক পাইয়াছিল।

ছয় দিন অনবরত শত্রুপক্ষ দুর্গস্থ ইংরেজ সৈন্যের প্রতি গোলা বর্ষণ করিয়াছিল। দুর্গের এক স্থানে প্রায় এক ফুট প্রাচীর ভগ্ন হইয়া যায়। ক্লাইবের একটী কামান অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে এবং আর একটী ভাঙ্গিয়া যায়। ক্লাইব স্বয়ং এবং অন্য অনুচরগণ সংস্কারে প্রবৃত্ত হন। ক্রমে ব্যাপার বড় বিভীষিকা-ময় হইয়া উঠিল। শত্রুবল দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। দুর্জয় বীর ক্লাইব তখন দুর্গের সর্ব্বোচ্চ প্রকোষ্ঠশীর্ষে একটী প্রকাণ্ড মৃতপ্রাচীর নিশ্চাণ করাইয়া তদুপরি একটা প্রকাণ্ড কামান বসাইয়া দিলেন। কথিত আছে, পূর্ব্বে আরেঞ্জিব দিল্লী হইতে এই কামান পাঠাইয়াছিলেন। এই কামান দুই সহস্র বলদ টানিয়া লইয়া যাইত। ক্লাইব এই কামান, রাজা সাহেবের সেনানিবেশের অভিমুখে রক্ষা করিয়া, গোলা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিন দিন গোলাবর্ষণের পর চতুর্থ দিনে

২৬
প
প্র
ক্র
দ
ম

কামান ফাটিয়া যায়। এই সময় শত্রুপক্ষ এমন একটা উচ্চ মৃৎপ্রাচীর নির্মাণ করে যে, তাহা হইতে আরকট দুর্গের সকল কার্য অবলোকিত হইতে পারিত। ক্লাইবের গোলায় সেই প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়ে। শত্রুপক্ষের কতকগুলি হত এবং কতকগুলি আহত হয়।

অ
এ

বহুবলসম্পন্ন বিষমপ্লাবী সাহসী শত্রুসৈন্য আচম্বিতে আরকট দুর্গ আক্রমণ করিবে, ক্লাইব তাহা বুঝিয়াও বিচলিত হন নাই। কি উপায়ে তিনি আত্মরক্ষা করিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাগ্যবানের ভগবান্ সহায়। ক্লাইব শুনিলেন, নিকটে মহম্মদ আলিকে সাহায্য করিবার জন্য বহুসংখ্যক মহারাষ্ট্র সৈন্য উপস্থিত আছে। তাহার নীরবে অদূরে অপেক্ষা করিতেছিল; পরন্তু ইংরেজ ও তুর্কীয় শত্রুপক্ষের গতিবিধি পর্যালোচনা করিয়া, জয়-পরাজয়ের লক্ষণ নির্ণয় করিতেছিল। ক্লাইব মহারাষ্ট্র সেনাপতি মুরারি রাওয়ের সাহায্য-প্রার্থনায় লোক পাঠাইয়াছিলেন। তিনি ক্লাইবের অমানুষিক দুর্গরক্ষার প্রণালী ও প্রক্রিয়া দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন; অধিকন্তু

মুক্তকণ্ঠে শতবার বলিয়াছিলেন;—“ইংরেজ যোদ্ধা।” ক্লাইবকে সাহায্য করিতে তিনি সাদরে ও মহোৎসাহে সম্মত হইলেন।

রাজা সাহেব এই সংবাদ পাইলেন। তিনি বুঝিলেন, জয়ের আশা নাই। তখন তিনি দুর্গ সমর্পণ করিবার অভিপ্রায়ে ক্লাইবের নিকট শান্তি-সূচক সংবাদ পাঠাইলেন; অধিকন্তু তিনি দুর্গ-বিজয়ী সৈন্যদ্বিগকে এবং স্বয়ং ক্লাইবকে অনেক অর্থ দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। ক্লাইব যদি তাহাতে সম্মত না হন, তাহা হইলে, তাহাকে সসৈন্য দুর্গশুদ্ধ ধ্বংস করিয়া ফেলিবেন বলিয়া ভয়ও দেখাইয়াছিলেন। ক্লাইব এই কথা শুনিবামাত্র একটা উপহাসের হাসি হাসিয়া বীরমদোম্যত তীব্র বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গ-বাক্যে বলিয়া পাঠাইলেন,—“চাঁদ সাহেব! তোমার টাকা তৃণ-তুল্য তুচ্ছ জ্ঞান করি; তোমার ক্রকুটভঙ্গেরও ভয় রাখি না; জানি, তোমার সাধ্য কি; জানি, তোমার শক্তি কি!”

ক্লাইব যে একবার উর্দ্ধে আপনার অদৃষ্ট-ফলক-উদ্দেশ্যে দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া, এক মুহূর্ত

সমগ্র স্বদেশের ও স্বজাতির পরিণাম অদৃষ্ট-চিত্র-পটে কল্পনার তীব্র কটাক্ষে একটা জ্যোতিষ্মান দৃষ্টিনিষ্ক্ষেপ করিয়া, এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পাঠক! এই ক্লাইব এক দিন উমিচাঁদকে প্রবঞ্চনা করিবার জন্য জাল-সন্ধিপত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন; এবং জাল স্বাক্ষরেও পশ্চাদপদ হন নাই; এক দিন এই ক্লাইবই কলঙ্ক-কলুষিত হস্ত প্রসারণ করিয়া নবাব মীরজাফরের নিকট হইতে বহুল অর্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বুঝিলেন পাঠক! ক্লাইবের অবস্থা-ভিজ্ঞতা কিরূপ! *

যাহাই হউক, ক্লাইব বুঝিলেন, এইবার চাঁদ সাহেব বিপুল বিক্রমে 'দুর্গ' আক্রমণ করিবেন। ১৪ই নবেম্বর সেই আক্রমণের দিন, এ সংবাদ ক্লাইব পূর্বেই পাইয়াছিলেন। সেই সময়ে আবার মহরম, মহরমের সময় মুসলমানেরা রণক्रीড়ায় উন্মত্ত হইয়া থাকে, ক্লাইব তাহাও জানিতেন, এই সমস্ত কারণে তিনি বিপুল উৎসাহে যথাযোগ্য যুদ্ধসরঞ্জাম সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। পূর্ব দিন রজনীযোগে

* পরে "গলাশী"-প্রবন্ধে ইহার বিস্তৃত বিবরণ পাইবেন।

ক্রান্তিদুরীকরণার্থ নিদ্রা যান; কিন্তু বলিয়া রাখেন, কোন বিপদ-বিঘ্ন উপস্থিত হইলেই আমাকে যেন জাগরিত করা হয়।

এই সময় মহারাষ্ট্র সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হয়; কিন্তু রাজা-সাহেবের সৈন্য-ব্যূহে আরকটদুর্গ এমনই সুদৃঢ় এবং সুসম্বন্ধভাবে বেষ্টিত হইয়াছিল যে, মহারাষ্ট্র সৈন্য কিছুতেই সেই দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদ করিয়া দুর্গমধ্যে ক্লাইবের সহিত মিশিতে পারিল না। পরন্তু ১৪ই নবেম্বর প্রাতঃকালে চাঁদ সাহেবের সেনানীমণ্ডলী বিপুল বিক্রমে এবং প্রাণপণে অসম-সাহসে দুর্গ আক্রমণ করিল। ক্লাইব জাগরিত হইলেন। তিনি যেখানকার যেরূপ বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাই ঠিক ছিল।

যে প্রাচীরের যে যে স্থান দিয়া দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিবার সুবিধা ছিল, শত্রুরা সেই সেই স্থানে সিঁড়ি লাগাইয়া দুর্গে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহাদের সৈন্য চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া চারি দিকে ধাবিত হইল। অদ্যই ক্লাইবের ভাগ্য-পরীক্ষা! অদ্যই জয় ও পরাজয়! অদ্যই অবরোধের অবসান!

২৬
পে
প্রা
ক্রাই
দর্শ
মধ্যে
অবস্থ
এত
পাও
পরিণ
হইলে
প্রায়
যাঁহার
করিলে
বহুসংখ্য
হইয়া
করিত
আবাস
পাঠক
পরে ২

কতকগুলি শত্রুসৈন্য হস্তীর উপর আরোহণ করিয়া দুর্গদ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইল। এই সব হস্তীর মস্তক লোহ-আবরণে আবৃত ছিল। হস্তীর স্তূদারূপ লোহমণ্ডিত মুণ্ডে কঠোরতম বিঘ্ন বিপদ প্রতিহত হইবে, শত্রুপক্ষের ইহাই ধারণা ও বিশ্বাস ছিল; কিন্তু ফলে বিপরীত হইল। ইংরেজের অব্যর্থ ও দুর্নিবার্য গোলার আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া, হস্তীগণ আরোহীদিগকে ফেলিয়া দিয়া, পদদলিত করিয়া, পলায়ন করিল। দলে দলে নির্ভীক শত্রুসৈন্য দুর্গ পার হইবার উপক্রম করিল; কিন্তু দুর্গস্থ ইংরেজ সেনার অব্যর্থ-সন্ধান কামানের অজস্র বর্ষিত গোলার আঘাতে অগ্রসর হইতে না পারিয়া, কেহ পড়িয়া প্রাণ বিসর্জন করিল; কেহ প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল; কেহ অর্দ্ধমৃতাবস্থায় পড়িয়া রহিল।

অপর এক দল দক্ষিণ পশ্চিমের ভগ্নাংশ ভাগে একটী পরিখা পার হইবার চেষ্টা করে। তাহারা যে যানাবলম্বনে পার হইতেছিল, ইংরেজের অগ্নিময় ছুরন্ত গোলায় তাহা ডুবিয়া যায়। ক্রাইব স্বয়ংই গোলাবর্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহাতে কতক

আরোহী ডুবিয়া প্রাণ ত্যাগ করিল; এবং অনেকে সম্ভরণ দিয়া পলায়ন করিল। এক ঘণ্টার মধ্যে এ সব ঘটনা হইয়া গেল। এক ঘণ্টার মধ্যে ইংরেজের বহু লোক হত ও আহত হইল। মৃতের সমাধি-সাধনার্থ কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ স্থগিত রহিল। নির্দ্ধারিত সময় অতীত হইলে পর আবার শত্রুপক্ষ হইতে গোলা বর্ষণ হইতে লাগিল। এইরূপ রাত্রি দুইটা পর্যন্ত হইয়াছিল। তাহার পর সব একেবারে নীরব। প্রাতঃকালে ইংরেজ উঠিয়া দেখুন, শত্রুরা বন্দুক বারুদ প্রভৃতি রাখিয়া পলায়ন করিয়াছে। পঞ্চাশ দিনের অবরোধ ও আক্রমণের অবসান হইল।

উপসংহার।

সামরিক ইতিহাসে এমন অবরোধ বিরল নহে কি? বলিয়াছি, ইহার পর ক্রাইব সৈনিক শ্রেণীর সর্বোচ্চ স্থান প্রাপ্ত হন। এই জন্য মেজর লরেন্স তাঁহাকে বলিতেন,—“আজন্ম বীর।” * বীরত্বের

* Major Lawrence's Narrative of the war on the coast of Coromandel. Page 14.

২৬
পরে
প্রাচী
ক্রাইব
দর্শক
মধ্যে
এ
অবস্থা
এত
পাও
পরিভ
হইলো
প্রায়
যাঁহার
করিলে
বহুসংখ
হইয়া
করিত
আবাস
পাঠক
পরে

সার্থকতা আরকটে। এই বীরত্ব-বিকাশের পূর্বে ক্রাইব এক দিন আত্মজীবন সংহারার্থ গুলি করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন। কিন্তু লক্ষ্য ব্যর্থ হয়। বারুদ-ভরা বন্দুকের লক্ষ্য ব্যর্থ দেখিয়া ক্রাইব বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন,—“আমার দ্বারা কোন মহৎ কার্য সম্পন্ন হইবার উদ্দেশে আমি জীবিত রহিলাম।” *

দীর্ঘদর্শী পুরুষ-সিংহের এই ভবিষ্যৎ বিবেক-বাণীর আংশিক সার্থকতার পরিচয় “আরকটে” মাত্র; কিন্তু তার পূর্ণ পরিণতির প্রমাণ এই মুহূর্তে চক্ষুর সম্মুখেই দেদীপ্যমান। ইংরেজশাসন-সম্ভোগের প্রত্যেক ইঙ্গিতেই লর্ড ক্রাইবের মূর্তি অঙ্কিত হয়।

আরকট-যুদ্ধের পর ক্রাইব ফরাসীর সহিত দুর্ব্বার সংগ্রামে বিজয়ী হন। কিন্তু তাঁহার আরকট-অবরোধের কীর্তি-কাহিনী বিলাতে প্রচারিত

* After satisfying himself that the pistol was really well-loaded, he burst forth into an exclamation that surely he was reserved for something great.

Macaulay's Lord Clive. P. 505.

হইলে সমগ্র বিলাতবাসী বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন। ক্রাইবের পিতা প্রথমে এ কথা বিশ্বাস করেন নাই। তাঁহার দুষ্ট পুত্র এমন কীর্তিমান হইবেন, তিনি তাঁহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই; কিন্তু যখন তিনি বুঝিলেন, পুত্রের কীর্তি মিথ্যা নহে, তখন তাঁহার আনন্দের সীমা ছিল না। ১৭৬০ সালে তিনি বিলাতে প্রত্যাগমন করিলে বিলাত-বাসী ও তাঁহার আত্মীয় পরিজন তাঁহাকে প্রগাঢ় আনন্দের সহিত গ্রহণ করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানী তাঁহাকে হীরক-খচিত তরবারি উপহার দিয়াছিলেন। তিনি কিন্তু তাহা লইতে সম্মত হন নাই। তিনি বলেন,—“সেনাপতি ও বন্ধু লরেন্সকে অগ্রে উপহার দেওয়া হউক।” পাঠক! ইহাও ক্রাইবের সহৃদয়তা ও অবসরাভিজ্ঞতার পরিচয়।

যে বীরবেশে ক্রাইব, আরকট-অবরোধে শত্রু-সৈন্য সংহার করিয়াছিলেন, সেই বীরবেশে তিনি পর পৃষ্ঠায় অঙ্কিত হইয়াছেন। পাঠক! সেই তেজস্বী দীর্ঘদর্শী পুরুষের প্রতিমূর্তি দেখিয়া নয়ন-মন সার্থক করুন।



এই মূর্তি দেখিয়া স্বতঃই মনে এই প্রশ্নের উদয় হয়, এই কি সেই পলাশীর ক্লাইব ! বিস্ময়ের কথা বটে ; কিন্তু অবসরাভিচ্ছ ইংরেজ-চরিত্রের এইরূপই বৈচিত্র্য !

এইখানে ডুপ্পে সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়া উপসংহার করিব । আরকট অবরোধের পর ডুপ্পের শক্তি প্রতিপত্তির হ্রাস হয় । প্রতিভায় এবং প্রকৃতিতে নেপোলিয়নকে ও ডুপ্পেকে মালিসন এক আসন প্রদান করিয়াছেন । উভয়েই উচ্চাভিলাষী ; উভয়কেই বিষম সমস্যায় আত্মোৎসর্গ করিতে হইয়াছে ; উভয়েই পরিণাম-জীবন-সংগ্রামে শক্তি ও তেজস্বিতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন ; উভয়েরই প্রতিভা এবং শক্তি এত প্রচুর ও প্রবল ছিল যে, তাহাতে উভয়েই লোকের সম্মান ও ভীতি আকর্ষণ করিতেন । পরিণামে উভয়েই স্বদেশবাসী কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন ; কিন্তু এ কষ্ট-কঙ্করিত-জীবন-সংগ্রামে, সুদৃঢ় প্রবৃত্তি-পরিচালনে, প্রভূত শক্তি-সম্পন্ন মস্তিষ্ক কিরূপে কার্য্য করিতে পারে, তাহারই সাক্ষি-স্বরূপে তাঁহারা আজিও ভবিষ্যৎ বংশধরবর্গের

স্মরণান্তর্ভূত হইয়া রহিয়াছেন ; এবং চিরকালই রহিবেন । *

মেকলে ডুপ্লের যে চরিত্র-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার ছায়া অনুরূপ । মেকলে সাহেব, ডুপ্লের উন্নত মস্তকে “অব্যবস্থচিত্ত”, “আত্মস্পর্দী”, “আত্মশোলিঙ্গ” ইত্যাকার বহুবিধ উপাধিমালা বর্ষণ করিয়াছেন । অন্যান্য ইতিহাস-লেখকও সে সম্বন্ধে মন্দ-বশস্বী নহেন । ইংরেজ ইতিহাস লেখকেরা কোন কোন ঐতিহাসিক চরিত্রে কাল্পনিক কলঙ্ক আরোপ করিয়া থাকেন, এমন একটা কলঙ্ক আছে । বাঙ্গালার নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার সম্বন্ধেও তাঁহাদের কলঙ্ক ঘনীভূত । ইংরেজ ইতিহাস-লেখক মালিসনের উপর এ কলঙ্ক

* “There was a marked resemblance in feature and in genius between Napoleon and Dupleix. Each was animated by unbounded ambition, each played for a great stake ; each displayed, in their final struggles, a power and a vitality, a richness of resource and a genius such as compelled fear and admiration both, alas, were finally abandoned by their countrymen. But their names still remain, and will ever remain to posterity as examples of the enormous value, in a struggle with adversity, of a dominant mind directed by a resolute will.”

আরোপিত হইতে পারে না । ডুপ্লে সম্বন্ধে মালিসন বলিয়াছেন ;—

“ডুপ্লে দেশহিতৈষী ; ডুপ্লে রাজনীতিসূত্রে দীর্ঘদর্শী ; ডুপ্লে স্বার্থপর নহেন ; ফ্রান্সের গৌরব এবং স্বার্থ তাঁহার চরম কামনা ।”

ক্লাইবের মত ডুপ্লে, অবসরাভিজ্ঞ ও প্রথর বাহুদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন ; কিন্তু তাঁহার তাদৃশী নিয়ন্ত্রী শক্তি ছিল না । তাঁহার স্বজাতি তাঁহার কার্যনীতির তাদৃশ মন্মানুভব করিতে না পারিয়া, তাঁহাকে যথাযোগ্য সাহায্যদানে বিরত হন । ফরাসী অপেক্ষা ইংরেজ যে অধিকতর প্রথর বাহুদৃষ্টিশালী, এখানে তাহার প্রচুর প্রমাণ । তাঁহার ক্লাইবকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিলেন । ডুপ্লে দাক্ষিণাত্যে যে দাবানল প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি যদি স্বজাতির নিকট সাহায্য পাইতেন, তাহা হইলে ইহ-জগতে ক্লাইব ফুটিতে পারিতেন কি না, সন্দেহ ; আর আমরাই বা কি হইতাম, তা ভগবানই জানেন । সাহায্য করা দূরের কথা, ফরাসী কর্তৃপক্ষ ডুপ্লেকে তাঁহার সংগ্রামময় ভারতীয় জীবন-ক্ষেত্র হইতে

অকস্মাৎ ফিরাইয়া লইয়া যান। * স্বরাজ্যে ডুপ্পে দারুণ মর্শ্ম-ব্যথায় জীবনের অবশিষ্ট কাল অতি-বাহিত করেন। ফরাসী যখন ডুপ্পের কার্যনীতির মূল তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করেন, ইংরেজ তখন ভারতের সৌভাগ্য-মোপানের অত্যাশ্রিত স্তরে স্তূড় পদে দণ্ডায়মান; দুর্ভাগ্য ফরাসী বহু চেষ্টায় কি আর তথায় পৌঁছিতে পারিলেন?

তবে আজ ইংলণ্ড যে গৌরব ও লাভের অধিকারী, তাহার প্রথম পথপ্রদর্শন করেন, ফ্রান্সের প্রতিভা। মালিসন ঠিক এই কথা বলিয়াছেন। †

ডুপ্পের জীবনী-সমালোচনা এ প্রবন্ধের প্রতি-পাদ্য নহে; নতুবা দেখাইতে পারিতাম, মালিসন সাহেব কিরূপ প্রকৃত সত্যবাদী; এবং সত্যে যথাবিহীন আলোক-ছায়াপাতে ডুপ্পের চরিত্র-চিত্র তাঁহার গ্রন্থে কিরূপ অঙ্কিত হইয়াছে।

* ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ই আগষ্ট ডুপ্পে ইউরোপ যাত্রা করেন। অমি-বলেন, ডুপ্পে ভারতের কার্যোপযোগী নহেন। এই বিশ্বাসে তাঁহার স্বদেশীয় কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে ভারত হইতে ফিরাইয়া লইয়া যান।

† “England, which is reaping the profit and the glory, has had but to follow the path which the Genius of France opened out to her.” Rulers of India, Page 186.

পলাশী।

মুখবন্ধ।

বাহু দৃষ্টির চরম শক্তি-ফলে মানুষের বাহ্যঙ্গ চরমোন্নতি। ঊনবিংশতি শতাব্দীর এই উপস্থিত মুহূর্তে ভারতের ইংরেজ-রাজত্বে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ভারতীয় পরাধীন প্রকৃতিপুঞ্জের রক্তমাংসে গঠিত প্রত্যেক বাহ্যাবয়বে তাহার জাজ্বল্যমান নিদর্শন। অধুনা অতুলনীয় বাহুদৃষ্টিসম্পন্ন ইংরেজ-রাজ্যের বাহ্যঙ্গ চরমোন্নতি বাহু-জগতে প্রত্যেক পরমাণুতে প্রতিভাত। ইংরেজ-রাজের প্রসাদে আমাদের বাহ্যাবয়বের পরিপূষ্টি পলকে পলকে। অন্তর্দৃষ্টিহীন অন্ধ হইলেও, ইংরেজরাজের নিকট এ বাহ্যাবয়ব-পরিপূষ্টির জন্য কৃতজ্ঞতা-স্বীকারে কুণ্ঠিত হইলে প্রত্যবায় হইবে।

সর্বোপায়ে সেই শক্তিধর স্বভাব-সাহসী পুন্ড্র ক্লাইবের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্তব্য। তিনি ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা। এ

পরিপূর্ণ বাহ্যাবয়বে দৃষ্টিক্ষেপ হইলে জগন্মান্য সমগ্র ব্রিটিশ জাতির একটা বিশাল ও বিরাট প্রতিমা সম্মুখে আবির্ভূত হয়। সে প্রতিমার সর্বোচ্চ শীর্ষস্থলে এবং শক্তিমান ব্রিটিশ সৈনিক-পুরুষবর্গের মধ্যভাগে লর্ড ক্লাইবের মূর্তি অঙ্কিত দেখিতে পাই। ক্লাইবকে দেখিলে মনে পড়ে, সেই পলাশীর কথা। পলাশীর কথা মনে হইলে মনে হয়, সেই সর্বজনত্রাসকর “অন্ধকূপে”র কথা। “অন্ধকূপে”র কথা মনে হইলে, মনে পড়ে, বঙ্গের শেষ স্বাধীন নবাব হতভাগ্য সিরাজুদ্দৌলার চরিত্র-কথা।

ক্লাইবের চিত্রে এতগুলি চিত্র ধীরে ধীরে আপনি অঙ্কিত হইয়া আসে। অধিকন্তু ক্লাইবের চিত্রে তদীয় চরিত্র-সমালোচনার একটা স্বতঃপ্রসূতি আসিয়া পড়ে। সে সমালোচনায় একটা চিরন্তন তত্ত্বের সহজ মীমাংসা হইয়া যায়।

মানুষ যখন যে অবস্থায় যেরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হউক, সেই অবস্থায় সেই কার্য্যে তাহার আবাল্য-অর্জিত স্বভাবসিদ্ধ প্রকৃতি-বাহুল্যের পূর্ণ বা আংশিক পরিচয় পাওয়া যাইবেই যাইবে। “ক্লাইব

আজন্ম-সৈনিক”, লরেন্সের এই স্তুতিবাণীর সার্থকতা ক্লাইবের প্রত্যেক কার্য্যে পরিলক্ষিত হয়। “আজন্ম-সৈনিক” চির-সাহসী এবং নিত্য-নির্ভীক। ক্লাইব চির-সাহসী ও নিত্য-নির্ভীক। “আরকট-অবরোধে” তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয়। “পলাশীতে” ক্লাইবের চরিত্র নানা কারণে কলুষিত বটে; কিন্তু তাহার সে “আজন্ম-সাহসিকত্বের” পরিচয় “পলাশী”তেও পূর্ববৎ। • আরকটের কথা পূর্বে বলিয়াছি। “পলাশী”র জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা।

“পলাশীর” কথা বলিতে হইলে অন্ধকূপের কথা বলিতে হয়। “অন্ধকূপে”র কথা বলিতে হইলে সিরাজুদ্দৌল্লা কর্তৃক কলিকাতায় ইংরেজ-দুর্গের অবরোধের কথা বলিতে হয়; নহিলে “পলাশী”র তেমন গুরুত্বানুভব হইবে না।

এই পলাশীর কথায় সিরাজুদ্দৌলার প্রকৃত চরিত্রের আভাস আসিবে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার ও দীর্ঘ মাতামহের পারিষদ কর্মচারিবর্গেরও কতকটা হুক উঠিবে।

কিঞ্চিৎ পূর্বাভাস।

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই এপ্রেল বঙ্গের নবাব আলিবর্দী খাঁর মৃত্যু হয়। সিরাজুদ্দৌলা তদীয় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহার বয়ঃক্রম তখন চতুর্বিংশতি বৎসর মাত্র। *

সিরাজুদ্দৌলা নবাব আলিবর্দী খাঁর দৌহিত্র। আলিবর্দী খাঁর তিনটি মাত্র কন্যা ছিল। পুত্র আদৌ হয় নাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজি আহম্মদের তিনটি পুত্র ছিল। হাজি আহম্মদের তিন পুত্রের সহিত আলিবর্দী খাঁ আপনার তিন কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। আহম্মদের প্রথম পুত্র নবাজিস্ আহম্মদ খাঁ; দ্বিতীয় পুত্র, সৈয়দ আহম্মদ খাঁ; তৃতীয় পুত্র জৈন-উদ্দীন আহম্মদ খাঁ। জ্যেষ্ঠ নবাজিস্ আহম্মদ খাঁর সন্তান-সন্ততি হয় নাই। মধ্যম সৈয়দ আহম্মদ খাঁর একটি পুত্র ছিল। কনিষ্ঠ জৈন উদ্দীন আহম্মদের তিনটি পুত্র হইয়াছিল। প্রথম পুত্র মীরজা মহম্মদ আলিবর্দী খাঁ কর্তৃক

সিরাজের বয়ঃক্রম সম্বন্ধে ইতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ আছে। মুতাক্করীণের মতে ঐ সময়ে তাঁহার বয়স ২৪ বৎসর ছিল; কিন্তু অর্মি ও ষ্টুয়ার্ট সাহেব বলেন, ১৯ বৎসর; আমরা এ বিষয়ে মুতাক্করীণকে প্রাণাণ্য বলিয়া মনে করি।

পোষ্যপুত্ররূপে গৃহীত হয়। এই মীরজা মহম্মদ নবাব সিরাজুদ্দৌলা। নবাজিস্ আহম্মদ খাঁ ভ্রাতা জৈন উদ্দীনের দ্বিতীয় পুত্র এক্রাম উদ্দৌলাকে পোষ্য-পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। *

১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে নবাব আলিবর্দী খাঁ সিরাজুদ্দৌলাকে আপনার উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করেন। সেই সময় হইতে সিরাজুদ্দৌলা রাজ-কার্য্য পর্যালোচনা, এমন কি, মাতামহের সঙ্গে রণ-প্রাপ্তিতে উপস্থিত থাকিয়া সৈন্য-সঞ্চালনও করিতেন।

মাতামহের জীবিতাবস্থায় ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে সিরাজুদ্দৌলা জ্যেষ্ঠতাত নবাজিস্ আহম্মদ খাঁর

* এ সব পরিচয় আমরা সৈয়দ গোলাম হোসেন কৃত “সৈয়র মুতাক্করীণ” নামক গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। ইংরেজি ইতিহাস-লেখক অর্মি বলেন,—“নবাব আলিবর্দী খাঁর একটি মাত্র কন্যা ছিল। জৈন-উদ্দীন তাঁহার মধ্যম ভ্রাতৃপুত্র।” এইরূপ বংশতত্ত্ব-নির্ণয়ে অর্মি অনেক ভুল করিয়াছেন। এজন্য ইতিহাস-লেখক ছিল, মুসলমান নবাবাদির নামনির্ণয়সম্বন্ধে অর্মির কথা তাদৃশ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। কুরুক্ষেত্রের যেমন “মহাভারত”, “পলাশীর” তেমনই অমর্কিত “ইন্দোস্তান”। আমরা কিন্তু “ইন্দোস্তান” অপেক্ষা “মুতাক্করীণকে” অধিকতর প্রমাণ বলিয়া মানি। কেননা, সৈয়দ গোলাম হোসেন সিরাজুদ্দৌলার সমসাময়িক লোক। কেবল সমসাময়িক কেন, তিনি এবং তাঁহার অন্যান্য আত্মীয়বর্গ আলিবর্দী ও সিরাজুদ্দৌলার নিকট-সম্বন্ধীয়।

মন্ত্রী হোসেন কুলী খাঁকে মুরসিদাবাদের প্রকাশ্য পথে দিব্য দিবালোকে হত্যা করিয়াছিলেন। এই সময় হোসেন কুলী খাঁর সাহসী বীর অন্ধ ভ্রাতা হায়দার আলি খাঁ সিরাজুদ্দৌলার হস্তে হত হইয়াছিলেন। হতভাগ্য হায়দার আলি মরিবার সময় ভগ্নকণ্ঠে বলিয়াছিলেন—
“হা অকস্মণ্য জীব! এইরূপেই তুই সাহসী বীরগণকে হত্যা করবি।” আরও বলিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু বলা আর হইল না; মুহূর্ত্তমধ্যে শাণিত খড়েগ বিরাট মুণ্ড কাটিয়া পড়িল।

হোসেন কুলী খাঁ এবং তদীয় ভ্রাতা হায়দার আলি খাঁর উপর আলিবর্দী খাঁর মহিষী বিরক্ত হইয়াছিলেন। সিরাজুদ্দৌলা মাতামহীর আদেশে তাঁহাদিগকে হত্যা করিয়াছিলেন। আলিবর্দী-মহিষীর প্ররোচনায় স্বয়ং আলিবর্দী খাঁ এবং নবাজিস্ খাঁ এ হত্যাকাণ্ডে মত দিয়াছিলেন। ঘাসিটী-বেগমের সঙ্গে হোসেন কুলী খাঁর প্রসক্তি ছিল। কেবল তাহাই নহে, সিরাজুদ্দৌলার মাতা আমিনা বেগমের সহিত এই প্রসক্তির আভাস “মুতাক্করীণে”

পাওয়া যায়। আলিবর্দী খাঁর প্রিয় কন্যাকুলের চরিত্র সম্বন্ধে যে কথা শুনা যায়, তাহা সুসভ্য সাহিত্যে উল্লেখ করিবার যোগ্য নহে। আলিবর্দীর স্ত্রী এই জন্ম হোসেনকুলী খাঁর প্রতি বিরূপ হন। এই জন্ম তাহার হত্যা সম্বন্ধে প্ররোচনা। হোসেনকুলী খাঁকে অতি নিষ্ঠুররূপে হত্যা করা হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার কুচরিত্র স্মরণ করিলে সিরাজুদ্দৌলার প্রতি সমবেদনাশূন্য হইতে হয় না।

হোসেন কুলী খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ঢাকার শাসকপদ লাভ করিয়াছিলেন। আলিবর্দী খাঁর জীবিতাবস্থায় ইনি গুপ্তঘাতকের হস্তে হত হন। কেহ কেহ সিরাজুদ্দৌলার উপর এ হত্যার কলঙ্ক আরোপিত করিয়া থাকেন। তাহারা কিন্তু কোন দোষ ছিল না। নবাব আলিবর্দী খাঁ জামাতা নবাজিস খাঁর নিকট স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন,—“আমি বা সিরাজুদ্দৌলা, এ হত্যাকাণ্ডের বিষয় কিছুই অবগত নহি। * হোসেন কুলী খাঁর মৃত্যুর পর রাজবল্লভ তদীয় পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

হোসেন কুলী খাঁর মৃত্যুর পর রাজবল্লভও নবাজিস্ পরিবারে আধিপত্য বিস্তার করেন। নবাজিসের পত্নী রাজবল্লভের কথায় উঠিতেন বসিতেন। নবাজিসের মৃত্যুর পরও এই ভাব ছিল। সেইজন্য কোন কোন ইংরেজ ঐতিহাসিক অনুমান করেন যে, নবাজিসের পত্নীর সহিত রাজবল্লভের যেরূপ ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাহা তাঁহার ধর্মসঙ্গত ও পদোচিত নহে। আমরা কিন্তু ইহার সমর্থন করিতে প্রস্তুত নহি। নবাজিস্-পত্নীর সহিত সিরাজের অসদ্ব্যব থাকায় এবং রাজবল্লভকে তাহাদের মন্ত্রদাতা জানিয়া সিরাজ রাজবল্লভের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। *

সিরাজুদ্দৌলা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া আপনার মাতৃশ্রম বা জ্যেষ্ঠতাপত্নী ঘাসিটী বেগমকে বন্দী করেন। আলিবর্দী খাঁর জীবিতা-

* A Gentoo, named Rajah-bullub, had succeeded Hossein Cooley Khau in the post of Duan or prime-minister to Nowagis; after whose death his influence continued with the widow, with whom he was supposed to be more intimate than became either his rank, or his religion. Indostan Vol, II P, 48.

বস্থায় ঘাসিটী বেগম সিরাজুদ্দৌলার মহাশত্রু হইয়া উঠিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পূর্বে তিনি বিধবা হন। ইতিপূর্বে এক্রাম উদ্দৌলারও মৃত্যু হইয়াছিল। বেগমের আর কেহই ছিল না। কেবল এক্রামের একটীমাত্র শিশুপুত্র জীবিত ছিল। ঘাসিটী তাহাকে বাঙ্গালার শাসক-পদে বসাইবার সঙ্কল্প করেন; এই জন্য তিনি সিরাজুদ্দৌলার শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে, সিরাজুদ্দৌলা আলিবর্দী খাঁর প্রাণাপেক্ষা প্রিয়*। আলিবর্দী সিরাজুদ্দৌলাকে সিংহাসন দিয়া যাইবেন,

* সত্য সত্যই সিরাজুদ্দৌলা আলিবর্দী খাঁর প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ছিলেন। বৃদ্ধ আলিবর্দী, দৌহিত্র সিরাজুদ্দৌলাকে এক মুহূর্ত ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। একবার তিনি যখন মহারাষ্ট্রদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন, তখন তাঁহার সহচর আফগান, কর্মচারীরা তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হন। সিরাজুদ্দৌলা সে সময় আলিবর্দীর সঙ্গে ছিলেন। একদিন রাত্রি দুই প্রহরের সময়, আলিবর্দী সিরাজুদ্দৌলাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া বিরক্ত আফগান-কর্মচারীর দলগতির শিবিরে গিয়া বলেন,—“হয় তোমরা আমাকে ও আমার এই প্রাণাপেক্ষা প্রিয় দৌহিত্রকে বিনাশ কর; না হয় যুদ্ধে যথারীতি সাহায্য কর।” এ কথায় আফগান কর্মচারীর ক্রোধ বিদূরিত হইয়াছিল। একবার কাহারও কু-পরামর্শে মাতামহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার সংকল্পে সিরাজুদ্দৌলা মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া আজিমাবাদে গিয়াছিলেন। আলিবর্দী খাঁ এ সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত কাতর হন। তিনি সিরাজুদ্দৌলাকে আনিবার জন্য

ইহা তিনি বেশ বুঝিতেন। এই জন্য সিরাজু-
দৌলাকে বলবিক্রমে সিংহাসনচ্যুত করিবার
উদ্দেশে তিনি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন।
সিরাজুদৌলা এ কথা জানিতেন। তাই সিংহাসনে
আরোহণ করিবার দুই একদিন পরে তিনি
জ্যেষ্ঠতাত-পত্নীকে পরাজিত করিয়া বন্দী
করেন।

ইংরেজবিদ্বেষ।

ইহার পর ইংরেজের সহিত সিরাজুদৌলার
সুদারুণ সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। আলিবর্দী খাঁর

লোক পাঠাইয়া দেন। সিরাজুদৌলা লোকের কথা রাখেন নাই। আলিবর্দী
খাঁ স্নায়ু হস্তীতে আরোহণ করিয়া দৌহিত্রকে আনিতে যাত্রা করেন। তিনি
অতি কাতর ভাবে পত্র লিখিয়া, সিরাজুদৌলাকে ফিরিয়া আসিতে বলেন।
সিরাজুদৌলা তত্বরে লিখিয়াছিলেন;—“হয় তোমার কাটা মুণ্ড আমার
কোলে আসিয়া পড়িবে; না হয় আমার কাটা মুণ্ড তোমার হস্তীর পদতলে
পড়িবে।” আলিবর্দী পত্র পাইয়া বলিয়াছিলেন,—“প্রথমটাই সত্য হউক।”
অতঃপর সিরাজুদৌলাকে নানা কারণে ফিরিয়া আসিতে হয়। আলিবর্দীর
তাহাতে আনন্দের সীমা ছিল না।

জীবিতাবস্থায় সিরাজুদৌলা ইংরেজের প্রতি
বিরূপ হইয়াছিলেন। আলিবর্দী খাঁর জীবিতাব-
স্থায় ঢাকার দেওয়ান রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস
কলিকাতায় ইংরেজের আশ্রয় লইয়াছিলেন।
কৃষ্ণদাসের নিকট অনেক টাকা খাজনা বাকি
ছিল। খাজনা আদায় না হওয়ায় সিরাজুদৌলা
তাঁহাকে বন্দী করিবার সঙ্কল্প করেন। কৃষ্ণদাস
জগন্নাথ তীর্থ যাইবার ছলনা করিয়া বিপুল সম্পত্তি
সহ কলিকাতায় যান এবং তথায় গিয়া “ইংরেজ
কোম্পানির শরণাপন্ন হন। অর্মি সাহেব কিন্তু
খাজনা পাওনার কথা আদৌ উল্লেখ করেন নাই।

অর্মি বলেন,—“রাজবল্লভ দেখিলেন, সিরাজু-
দৌলা তাঁহার প্রতি বিরূপ। ঢাকায় থাকা
নিরাপদ নহে ভাবিয়া, তিনি পুত্রকে আপন
সম্পত্তিসহ কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। কলি-
কাতার ইংরেজ কোম্পানীর কোন্সিল যাহাতে
বিনা আপত্তিতে কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় দেন, তাহার
জন্য তিনি মুরশিদাবাদ-কাশিমবাজারে ইংরেজ
কুঠির কর্তা ওয়াটস্ সাহেবকে অনুরোধ করিয়া-
ছিলেন। অনুরোধ রক্ষা হইয়াছিল। কলিকাতার

কৌন্সিলের কর্তা ডেক সাহেব তখন শরীর শোধ-
রাইবার জন্য উড়িষ্যায় গিয়াছিলেন। কৌন্সিলের
অন্যান্য সভ্যেরা ওয়াটস্ সাহেবের কথায় নির্ভর
করিয়া, কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় দিতে সম্মত
হন।” *

কৃষ্ণদাসের প্রতি সিরাজুদ্দৌলার বিরূপত্ব
ঘটিবার কোন কারণ অমি সাহেব স্পষ্টাক্ষরে
উল্লেখ করেন নাই। তবে রাজবল্লভ সম্বন্ধে অমি
যে কলঙ্কের আভাস দিয়াছেন, তাহাকে এ বিরূ-
পত্বর কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া লইতে হয়।
সে কারণ, তাহা হইলেও, অযথোচিত হয়
না। তবে এ কলঙ্কের কথা “মুতাক্করীণে” বা

এই সময় উমিচাঁদ বা আমীর চাঁদ কলিকাতার এক জন ধনশালী
সহরবাসী সওদাগর ছিলেন। ইনি ইংরেজ বণিকদিগকে টাকাকড়ি ধার
দিতেন এবং এ দেশীয় বাণিজ্যদ্রব্যাদি সরবরাহ করিতেন। বাঙ্গালা এবং
বিহারের সর্বত্র তাঁহার ব্যবসায় প্রচলিত ছিল। তাঁহার বিপুল বিত্ত
বাসভবন সর্বদা সশস্ত্র অহরী কর্তৃক রক্ষিত হইত। বিষয়বুদ্ধি তাঁহার যথেষ্ট
ছিল। ইংরেজ কোম্পানী তাঁহাকে বড় বিশ্বাস করিতেন। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে
কোম্পানী তাঁহার প্রতি নানা কারণে বিরক্ত হইয়া উঠেন। কৃষ্ণদাস যখন
কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন, তখন কাশিমবাজারের ওয়াটস্ সাহেবের
নিকট হইতে কোন অনুরোধ-পত্র আসে নাই। উমিচাঁদ তখন কৃষ্ণদাসকে
অতি যত্নের সহিত থাকিবার স্থান দিয়াছিলেন।

মহম্মদ আলি খাঁ কৃত “টারিফি মুজাফরি” নামক
গ্রন্থে; অথবা হরিচরণ দাস কৃত “চাহার গুলজার
মুজাহি” নামক পুস্তকে আদৌ উল্লিখিত হয়
নাই। * যে কারণেই হউক, সিরাজুদ্দৌলার
প্রতি একান্ত অন্যায অযৌক্তিকতা আরোপ করা
যায় না।

ইংরেজের প্রতি বিরূপ হইলেও কৃষ্ণদাসকে
আশ্রয় দিবার হেতু সিরাজুদ্দৌলা মাতামহের
খাতিরে ইংরেজকে বাসনামত দণ্ড দিতে সমর্থ
হন নাই। তবে তিনি এ সব সংবাদ মাতামহকে
জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। এই সময় ফর্থ নামক

✓ * সিরাজুদ্দৌলার মৃত্যুর পর এই গ্রন্থত্রয় রচিত হয়। এই কয়খানি গ্রন্থ
পারস্য ভাষায় লিখিত। “মুতাক্করীণ” গ্রন্থকর্তার পরিচয় পূর্বে দিয়াছি।
“টারিফি মুজাফরি” ১৮০০ সালে রচিত হয়। গ্রন্থকর্তা মহম্মদ আলি খাঁ
ত্রিভূত এবং হাজিপুরের ফৌজদারী আদালতের দারগা ছিলেন। ইহঁার পিতা-
মহ সামুদ্দৌলা লুৎফুল্লা খাঁ দিল্লীর সম্রাট ফরকসিয়ার এবং মহম্মদ সাহার
এক জন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। ইহঁার কৃত “টারিফি মুজাফরি” সম্বন্ধে
ইংরেজ ইতিহাসলেখক, ইলিয়ট সাহেব বলিয়াছেন,—

“This is one of the most accurate General Histories o
India which I know.”

অর্থাৎ ইহা ঠিক ইতিহাস। এই ইতিহাসে কৃষ্ণদাসের নিকট হইতে
খাজনা পাওনার কথা উল্লেখ আছে। হরিচরণ নবাব কাসিম আলি খাঁর
একজন কর্মচারী ছিলেন। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহঁার ইতিবৃত্ত সংগৃহীত।

এক জন ইংরেজ চিকিৎসক আলিবর্দী খাঁর চিকিৎসা করিতেছিলেন। সিরাজুদ্দৌলার মুখে কলিকাতায় কৃষ্ণদাসের আশ্রয়প্রাপ্তির কথা শ্রবণ করিয়া, তাহার সত্যতা নিরূপণার্থ আলিবর্দী খাঁ ফর্খ সাহেবকে সকল কথা জিজ্ঞাসা করেন। ফর্খ সাহেব বলেন,—“ইহা শত্রুপক্ষের রটনা।” সিরাজুদ্দৌলা প্রমাণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। আলিবর্দী খাঁকে আর প্রমাণ লইতে হয় নাই। ইহার কিয়দিন পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

নবাব আলিবর্দী খাঁ ইংরেজের বিরুদ্ধে উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। ইংরেজের লালসা ক্রুরপ, আলিবর্দী তাহা জানিতেন; পরন্তু ইংরেজের ক্রমশঃ শক্তিবিস্তার ক্রুরপ, তাহাও বুঝিতেন। একদিন তাঁহার সেনাপতি মুস্তেফা তাঁহার দুই জন জামাতার সহায়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে তাঁহাকে উত্তেজিত করিবার জন্য চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তিনি উত্তেজনা-বাক্যের উত্তরচ্ছলে কেবল অশান্তির আশঙ্কায় সকলকে কতকটা শান্ত করিবার জন্য কেবলমাত্র বলিয়া-ছিলেন,—“বাপ সকল! মুস্তেফা একজন

সৌভাগ্যশীল সৈনিক পুরুষ। তরবারি তাহার জীবিকা এবং নিয়ত যুদ্ধে নিযুক্ত থাকিবার প্রবৃত্তি। কিন্তু তোমাদের এ প্রবৃত্তি কেন? তাহার সঙ্গেই বা একমত কেন? ইংরেজ আমার কি করিয়াছে? তাহাদের মন্দ কেন করিব? ঐ তৃণারুত প্রান্তরের পানে একবার চাহিয়া দেখ। উহাতে যদি একবার আগুন লাগিয়া যায়, তাহা হইলে কি সহজে উহার নিবৃত্তি হইবে? যে আগুন সাগরে লাগিয়া স্থলাভিষেক্ষে অগ্রসর হইবে, সে আগুন কে নিভাইবে? সাবধান! মুস্তেফার কথায় কাণ দিও না; তাহাতে অনর্থ ঘটিবে!” ইংরেজ সম্বন্ধে আলিবর্দী খাঁর যে মত উল্লিখিত হইল, তাহা মূতাক্ষরীণে লিখিত আছে; কিন্তু অনেক ইংরেজি ইতিহাস-লেখক ঠিক ইহার বিপরীত কথা লিখিয়াছেন। দুই জন ইংরেজি ইতিহাস-লেখক স্পষ্ট বলিয়াছেন,—“আলিবর্দী খাঁ মৃত্যুকালে সিরাজুদ্দৌলাকে ইংরেজের সামরিক শক্তিকে দমনে রাখিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন।*

এক জন লিখিয়াছেন,—“ইংরেজদের রাজ্য ও

* (1) Holwell's India Tracts, (2) Orme's Indostan.

অর্থলালসার কথা উল্লেখ করিয়া, আলিবর্দী খাঁ মৃত্যুকালে সিরাজকে ইংরেজদমনের পরামর্শ দিয়াছিলেন। ইংরেজ যেরূপ সুকৌশলে অল্পে অল্পে ভারতে আপন ক্ষমতার বৃদ্ধি করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে মাথা তুলিতে না দেওয়াই আলিবর্দীর পক্ষে যুক্তিসঙ্গত বোধ হইয়াছিল। ইংরেজদিগের কুঠী নির্মাণ ও সৈন্য রক্ষা কার্যে বাধা না দিলে, বালক সিরাজ কিছুতেই রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবে না, এ বিশ্বাসও তাঁহার জন্মিয়াছিল। তিনি নিজেই দৌহিত্রকে নিরাপদ করিয়া রাখিবেন স্থির করিয়াছিলেন; কিন্তু মৃত্যু নিকট বুঝিয়া অনন্যোপায় হইয়া, তাঁহাকে শুদ্ধমাত্র উপদেশ দিয়াই ইংরেজের অভিসন্ধির কথা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দেন।”*

আলিবর্দী খাঁ রাজনীতিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান। ইংরেজ যে সূচীরূপে প্রবেশ করিয়া ফালরূপে প্রসারিত হইতেছেন, ইহা যে তিনি না বুঝিয়াছিলেন, এমন আমরা মনে করি না। মৃত্যুকালে সিরাজকে এবপ্রকার পরামর্শ দেওয়াও

তাঁহার পক্ষে বিচিত্র নয়। তবে প্রশ্ন উঠিতে পারে, জীবদ্দশায় তিনি নিজে ইংরেজদমন না করিলেন কেন? নিজেই করিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি বর্গীর হাঙ্গামায় ব্যস্ত ছিলেন; এমন অবস্থায় আবার ইংরেজের সহিত নূতন বিবাদের সূত্রপাত করিয়া রাজ্যে একটা ঘোর অশান্তি ও অরাজকতার প্রতিষ্ঠা করিতে তিনি ইচ্ছা করেন নাই।

আলিবর্দী খাঁর নিকট হইতে ইংরেজদমনের পরামর্শ পান আর নাই পান, ইংরেজদিগের অভ্যুন্নতি স্বদেশের মঙ্গলের বিশেষ অন্তরায় বুঝিয়া, সিরাজ ইংরেজের প্রতি সতত সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। সিরাজ প্রকৃতই ইংরেজের দুৰাকাঙ্ক্ষানির্ণয়ে দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছিলেন। আলিবর্দী খাঁর জীবিতাবস্থায় ইংরেজের বিরুদ্ধে দারুণ বিদ্বেষানল তাঁহার হৃদয়ে প্রধূমিত হইয়াছিল। সিরাজ বুঝিয়াছিলেন, দীন হীন ভিখারী ইংরেজ বণিক বাণিজ্য-ব্যপদেশে অসীম রত্নপ্রসবিনী বঙ্গভূমে শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছেন। মাতামহের জীবিতাবস্থায় তাঁহার হৃদয়ে যে অনল প্রধূমিত ছিল, মাতামহের মৃত্যুতে বঙ্গের “মস-

* শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এ, এ তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছেন।

নদে" আরোহণ করিবার পর সেই অনল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। তখন স্বাধীন নবাব সিরাজুদ্দৌলা দেখিলেন, যে ইংরেজ মুসলমান নরপতি-দিগের নিকট ভিক্ষা করিয়া ভারতে বিপণী-পতনের জন্য একটু স্থান পাইয়াছিলেন, সেই ইংরেজ দাক্ষিণাত্যে প্রভূত বলশালী ; বঙ্গে তাঁহারা অতীব ক্ষমতাপন্ন ; বীজ ক্রমে মহীরুহে পরিণত হইতেছে ; স্ফুলিঙ্গ দাবানলের আকার ধারণ করিতেছে ; ধূল্যব-পরমাণু ক্রমে ভীম গিরিকলেবরে দেখা দিয়াছে ; দীন হীন ভিখারী দুর্জয় বীরত্ব-বিক্রমে এবং প্রচুর ধন-জন-সম্বলে বলীয়ান হইয়া মাদ্রাজে ও বঙ্গে দুর্গ-পরিখা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বঙ্গের স্বাধীন নবাব সিরাজুদ্দৌলার এ সব সহ হয় কি ?

সিরাজ বাল্যে প্রতিপালক পিতৃস্থানীয় আলিবর্দীর বিলাস-লালসে পরিবর্দ্ধিত এবং অপরিপক্ব যৌবনে বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। সিরাজুদ্দৌলার যৌবনবিলসিত চরিত্র কোন কোন কলঙ্কে কলুষিত সত্য ; কিন্তু অধুনাতন ইংরেজ ইতিহাস-লেখক তাঁহাতে গর্ভবতীর

গর্ভবিদারণ, নৌকা নিমজ্জন প্রভৃতি যে কলঙ্কের আরোপ করিয়া থাকেন, তাহার দৃষ্টান্ত "মুতাক্করীণে," এমন কি অমির "ইন্দোস্তানেও" পাইলাম না। "মুতাক্করীণে"র মতে তিনি নিষ্ঠুর, নির্বোধ ও লম্পট। তাঁহার নিষ্ঠুরতা-প্রমাণার্থ "মুতাক্করীণে" যে দৃষ্টান্তের উল্লেখ দেখিতে পাই, তাহাতে বুঝি, শত্রুবিনাশকল্পেই তাঁহার যত কিছু নিষ্ঠুরতা ; সাধারণ প্রজা-পীড়াজনক নিষ্ঠুরতার প্রমাণ পাই নাই। কোনরূপ নিষ্ঠুরতাই মানবজীবনের প্রার্থনীয় নহে ; কোনরূপ নিষ্ঠুরতার পোষকতাও আমরা করি না ; কিন্তু সত্য জগতেও ত নিষ্ঠুরতা বিরল নহে। "মুতাক্করীণে" লাম্পাট্যোন্মেষ আছে বটে ; কিন্তু সাধারণ-প্রজাপীড়নসূচক কোনরূপ লাম্পাট্য উদাহরণ প্রদর্শিত হয় নাই। সিরাজুদ্দৌলা নিষ্ঠুর হউন, সিরাজুদ্দৌলা লম্পট হউন, তিনি এই অল্প বয়েস ইংরেজ বণিকের দুরাকাঙ্ক্ষা হৃদয়ঙ্গম করিয়া যে আত্মদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। তবে তিনি ইংরেজবিক্রমের পরিণাম স্থির করিয়া যে দূরদর্শিতাটুকুর পরিচয় দিয়া-

ছিলেন, আপন অব্যবস্থচিত্তত'-দোষে তৎপ্রতি-
বিধানের প্রকৃত পথনির্ণয়ে তাহার পরিচয় দিতে
পারেন নাই ।

আলিবর্দীর মৃত্যুর দুই দিন পরে সিরাজু-
দ্দৌলা কলিকাতার ইংরেজ কোম্পানীকে পত্র
লিখিয়া কৃষ্ণদাসকে চাহিয়া পাঠান । এই চিঠি-
প্রেরণ সম্বন্ধে অমির ইতিহাসে একটু রহস্যতত্ত্ব
অবগত হওয়া যায় । এ রহস্যের উল্লেখ কিন্তু
মুসলমান ইতিহাসে দেখিতে পাই না । যে
পত্রবাহক সিরাজুদ্দৌলার পত্র লইয়া আসিয়া-
ছিলেন, তিনি রামরাম সিংহের ভ্রাতা । * তিনি
একখানি ছোট নৌকা করিয়া কলিকাতার এক
জন সামান্য ব্যবসাদারের বেশে উমিটাদের
বাড়ীতে উপস্থিত হন ; উমিটাদ তাঁহাকে সঙ্গে
করিয়া হলওয়েল সাহেবের সঙ্গে পরিচয় করিয়া
দেন । হলওয়েল সাহেব তখন কলিকাতার
পুলিস-সুপারিন্টেডেন্ট ছিলেন ।

সিরাজুদ্দৌলার প্রেরিত পত্রের বিরূপ ব্যবস্থা

* রামরাম সিংহ আলিবর্দী খাঁর একজন প্রিয় কর্মগারী ছিলেন ।
গুপ্তচরের উপর কর্তৃত্ব করাই তাঁহার কাজ ছিল ।

করা হইবে, তাহার মীমাংসার্থ কোমিসিলের অধি-
বেশন হয় । কোমিসিলের অনেক সভ্য তখন উমি-
টাদের প্রতি বিরূপ ছিলেন । তাঁহারা ঠিক করি-
লেন, এ লোক সিরাজুদ্দৌলার প্রেরিত নহে ; এ
সব উমিটাদের 'কারচুপি' ; উমিটাদ ভয় দেখা-
ইয়া কোমিসিলের সঙ্গে পূর্ববৎ ব্যবসাসম্পর্ক
রাখিতে প্রয়াসী হইয়াছেন ; এ সময় সিরাজুদ্দৌলা
তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত-পত্নীকে আক্রমণ করিতে
উদ্যোগী হইয়াছেন ; অতএব সিরাজুদ্দৌলার
লোকপাঠান সম্ভবপর নহে । এইরূপ সন্দেহে
কোমিসিল পত্রবাহককে অপমান করিয়া তাড়াইয়া
দেন ।

পত্রবাহক মুরশিদাবাদে নবাব সিরাজুদ্দৌলার
নিকট প্রত্যাঘর্তন করিয়া ইংরেজ কর্তৃক অপ-
মানের কথা নিবেদন করেন । কাশীমবাজারের
ওয়াটস্ সাহেব এদেশী লোকের দ্বারা সিরাজু-
দ্দৌলাকে সন্দেহের কথা বুঝাইয়া দেন ।

ইহাতে সিরাজ ক্রোধ সংবরণ করেন ; অধিকন্তু
কৃষ্ণদাস সম্বন্ধে আর কোন কথা উত্থাপন করেন
নাই । * মুসলমান ইতিহাস-লেখক বলেন,

কৃষ্ণদাসকে সিরাজুদ্দৌলার হস্তে অর্পণ করিতে কলিকাতার কোম্পানী সম্মত হন নাই । এই জন্য সিরাজ ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠেন ।

সিরাজুদ্দৌলার ক্রোধান্বিত হইবার আর এক সুদারুণ কারণ উপস্থিত হয় । তিনি সংবাদ পাইলেন, ইংরেজ কলিকাতায় নূতন দুর্গ নিৰ্ম্মাণ করিতেছেন । ইংরেজ পক্ষ হইতে পত্র গেল,—“নূতন দুর্গ নিৰ্ম্মিত হয় নাই ; ফরাসির সঙ্গে যুদ্ধের সম্ভাবনা; তাই পুরাতন দুর্গের সংস্কার হইতেছে !”

সিরাজুদ্দৌলার ক্রোধ হইবে, তাহা আর অসম্ভব কি ? তিনি একজন স্বাধীন তেজস্বী নবাব । তাঁহার রাজ্যের একজন অপরাধী ইংরেজের আশ্রয় লইল ; সিরাজুদ্দৌলা তাঁহাকে চাহিয়া পাঠাইলেন ; ইংরেজ কিন্তু তাঁহার কথা রাখিলেন না । আজ যদি কলিকাতা হইতে কোন অপরাধী ফরাসডাঙ্গায় পলাইয়া যায়, আর ইংরেজরাজ যদি তাহাকে চাহিয়া না পান, তাহা হইলে কি ইংরেজরাজের রাগ হয় না ?

এই সময় সিরাজ পূর্ণিয়ায় মধ্যম জ্যেষ্ঠতাসূত

সৈয়দ আহম্মদের পুত্র সকংজঙ্গের বিরুদ্ধে সৈন্য যাত্রা করিয়াছিলেন ; কিন্তু রাজমহলের নিকট ইংরেজের পত্র পাইয়া ক্রোধক্লান্ত কলেবরে প্রত্যাবর্তন করেন ।

নূতন দুর্গ নিৰ্ম্মাণ না হউক, ইংরেজ আত্মরক্ষার্থ পুরাতন দুর্গের সংস্কার করিতেছিলেন, সন্দেহ নাই । যে সিরাজুদ্দৌলা মুহুর্তে মুহুর্তে ইংরেজ বণিকের ভবিষ্যৎ ছায়া-চিত্রের কল্পনা করিয়া কণ্টকিত হইয়া উঠেন, যে সিরাজুদ্দৌলা অক্ষির প্রত্যেক পলক-বিক্ষেপে ব্রিটিশ সিংহের বিশাল বদন ব্যাদিত মনে করেন, যে সিরাজুদ্দৌলা সেই ব্যাদিত-বদনের মধ্য দিয়া বণিকের বিরাট বিধ্বাদরে সমগ্র ভারত ভূমি নিহিত দেখিতে পান, ইংরেজের দুর্গ-সংস্কার সেই সিরাজুদ্দৌলার সহনীয় হইবে কেন ? সিরাজুদ্দৌলা বয়সে নবীন হইলেও, মাতামহের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া যে রাজনীতির অভিজ্ঞতা পাইয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি ইংরেজকে বেশ ভাল করিয়া চিনিয়া লইতে পারিয়াছিলেন ।

কলিকাতা জয়।

নবাব কালবিলম্ব না করিয়া কানীমবাজারে ইংরেজ-দুর্গ আক্রমণ করিবার জন্য তিন সহস্র সৈন্য প্রেরণ করেন। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২২ শে মে এই সৈন্য কানীমবাজারে পৌঁছিয়া ইংরেজ দুর্গ বেষ্টিত করিয়া থাকে। ২রা জুন স্বয়ং নবাব অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া আসিয়া উপস্থিত হন।

কানীমবাজারের দুর্গস্থ লোকেরা আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধ না করিয়া সিরাজুদ্দৌলাকে আত্মসমর্পণ করে। * কলিকাতার ইংরেজ-কোম্পানী কানীমবাজার পতনের সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত ভীতিগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। দুর্গে দুইশতেরও অধিক লোক ছিল না। † ইহাদের মধ্যে আবার এক-তৃতীয়াংশের অধিক ইউরোপীয় ছিল না। ইহাদের ভিতর প্রকৃত রণক্ষম কেহ ছিল কি না সন্দেহ। দুর্গে কয়েকজন শিক্ষা-প্রাপ্ত সৈন্য ছিল। আবশ্যক হইলে যুদ্ধ করিতে পারে, কলিকাতায়

এমন অনেকগুলি ইউরোপীয় ও দেশবাসী প্রস্তুত ছিল; কিন্তু তাহারা সমর-বিদ্যায় তাদৃশ শিক্ষা প্রাপ্ত হয় নাই। বন্দুকের “সোজা-ডাণ্টা” অনেকেই জানিত না। * দুর্গের সৈন্য ও বাহিরের সখের সৈন্য সর্বশুদ্ধ ৫১৪ জন মাত্র। সহরের প্রায় তিন সহস্র লোক আসিয়া দুর্গে আশ্রয় লইয়াছিল। দুর্গও কিছু তেমন আক্রমণ-সহ্য ছিল না। বাকুদাদি যাহা ছিল, তাহাতে তিন দিন মাত্রও সঙ্কুলান হইবার সম্ভাবনা ছিল না। যাহা ছিল, তাহার অধিকাংশ পুরাতন, পচা এবং সেতোধরা। কামান টানিবার গাড়ী ছিল না। অনেক অকর্মণ্য কামান প্রাচীরের নিকট পড়িয়াছিল।

বোম্বাই এবং মাদ্রাজ হইতে সাহায্য পাইবার প্রত্যাশায় লোক পাঠান হয়; কিন্তু সেখান হইতে সময়ে সাহায্য আসিয়া পৌঁছানও কিছুতেই সম্ভব-পর ছিল না। ওলন্দাজ ও ফরাসিদের নিকট হইতে সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছিল। ওলন্দাজ সাহায্য করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন।

* আমি বলেন—সিরাজুদ্দৌলার সৈনিকদিগের অত্যাচার অসহ্য ভাবিয়া কানীমবাজারের ইংরেজ সেনাপতি এনসাইনা ইলিয়ট গুলি করিয়া আত্ম-হত্যা করিয়াছিলেন।

† Thornton's History of British India, Vol. I. P. 188.

ফরাসি রাজী হইয়াছিলেন বটে ; কিন্তু ইংরেজকে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া, চন্দনগরে যাইয়া বাস করিতে বলিয়াছিলেন। এ প্রস্তাবে অবশ্য ইংরেজ সন্মত হন নাই। এই সময় নবাবও ওলন্দাজ এবং ফরাসির নিকট সাহায্য চাহিয়াছিলেন ; কিন্তু সাহায্য পান নাই। নবাব মনে মনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন বটে ; কিন্তু অসন্তোষ কার্যে প্রকাশ করেন নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন, এ সময়ে তাঁহাদের সহিত বিবাদ বাধাইলে তাহার ইংরেজের সঙ্গে যোগ দিবে। তাহা হইলে, অনর্থ ঘোরতর ঘনীভূত হইয়া উঠিবে। সিরাজুদ্দৌলার ইহা অবস্থাভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার পরিচয়।

সিরাজুদ্দৌলা ৯ই জুন সৈন্য কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন। ১৫ই জুন সকল সৈন্য হুগলীতে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহার পূর্বে ৯ই জুন তারিখে কলিকাতায় উমিটাদের ভবনে এক ভয়ানক অনর্থ সংঘটিত হইয়াছিল। নবাবের গুপ্তচরের অধ্যক্ষ উমিটাদকে একখানি পত্র পাঠাইয়াছিলেন। তাহাতে উমিটাদকে সাবধান হইবার আভাস দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহার

পরিবার ও সম্পত্তি কোন নিরাপদ স্থানে রাখিবার পরামর্শও এই পত্রে ছিল। পত্রখানি কোন রকমে ইংরেজের হস্তগত হয়। ইতিপূর্বে ইংরেজ-কোম্পানী উমিটাদের উপর বিরূপ হইয়াছিলেন। এই পত্রে তাঁহারা উমিটাদের উপর নানা সন্দেহ করিয়া তাঁহাকে দুর্গে বন্দী করিয়া রাখিয়া দেন। বাড়ীর চারিদিকে সশস্ত্র বিংশতি জন রক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিল। উমিটাদের শ্যালক হাজারিমল অন্দর-মহলে লুকাইয়াছিল। এক জন রক্ষী তাহার সন্ধান পাইয়া তাহাকে ধরিতে যায় ; কিন্তু উমিটাদের প্রায় তিন শত লোক তাহাতে বাধা দেয়। উভয়পক্ষে সংগ্রাম বাধিল। তুমুল সংগ্রামে উভয় পক্ষের অনেকেই আহত হইয়াছিল। এক জন উচ্চবংশসম্মত কর্মচারী পরিবারবর্গকে রক্ষা করা দুঃসাধ্য ভাবিয়া বাড়ীতে আগুন লাগাইয়া দেন। সম্ভ্রান্ত রমণীবর্গ পাছে অপরিচিত লোকের দৃষ্টি-পথবর্ত্তিনী হন ; পাছে তাঁহাদের কোনরূপ কলঙ্ক ঘটে, এই ভয়ে তিনি স্বহস্তে যাবতীয় রমণীকে (১৩ জন) হত্যা করিয়া আপনার গলদেশে অস্ত্রাঘাত করেন। ইহাতে কিন্তু তাঁহার মৃত্যু

হয় নাই । এই সময় কৃষ্ণদাস উমিটাদের বাড়ীতে ছিলেন । ইংরেজ-দুর্গ হইতে এক দল লোক গিয়া তাঁহাকে তথা হইতে লইয়া যায় ।

ভগলীতে উপস্থিত হইয়া সিরাজুদ্দৌলা সতেজে সসৈন্য কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন । ১৬ই জুন কলিকাতা-দুর্গবাসীরা নবাবের আগমন-বার্তা প্রাপ্ত হইল । মুহূর্ত্ত মধ্যে একটা হুলস্থূল কাণ্ড বাধিয়া গেল । বিষম গণ্ডগোল বাধিল । সকলেই কর্তৃত্বভার গ্রহণে উদ্যোগী । কেহ কাহারও কথা মানেন না । সেই সময়েরই এক জন দুর্গস্থ লোক লিখিয়া গিয়াছেন,—“সকলেই পরামর্শ দিতে প্রস্তুত ; কিন্তু প্রকৃত পরামর্শ দিতে কাহারও শক্তি নাই ।” *

শত্রুপক্ষ হইতে অবিরলধারে ইংরেজ-দুর্গাভিমুখে গোলাবর্ষণ হইতে লাগিল । দুর্গবাসীরা আত্মরক্ষার্থ চেষ্টা করিয়াছিল ; কিন্তু সেই অসংখ্য অগ্নিবর্ষী গোলার মুখে কতক্ষণ ? দুর্গ-রক্ষা দুষ্কর দেখিয়া ১৮ই জুন তারিখে দুর্গস্থ

* Cook's Evidence in First Report of Select Committee of the House of Commons, 1772.

স্রীলোকদিগকে জাহাজে পাঠাইয়া দেওয়া হয় । তাহাদিগকে জাহাজে পৌঁছাইয়া দিবার ভার লইয়া মানিংহাম এবং ফ্রাকলাণ্ড নামে দুই সিবি-লিয়ানপুঙ্গব জাহাজে পলায়ন করেন । ক্রমে অনেকেই তাঁহাদের পথানুসরণ করিল । গবর্নর ড্রেক এবং সেনাপতি কাপ্তেন মিনচিনও জাহাজে পথ দেখিলেন । জাহাজে পলাইতে গিয়া নৌকা ডুবিয়া অনেকেই মারা পড়িল ।

দুর্গ এখন অধ্যক্ষহীন । বাহারা দুর্গে ছিল, তাহারা সাধ্যানুসারে আত্মরক্ষার্থ প্রয়াসী হইয়া কোন্সিলের অন্যতম সভ্য হলওয়েল সাহেবের উপর কর্তৃত্বভার অর্পণ করিল । হলওয়েল সাহেব সাহসে বুক বাধিয়া দুর্গ-রক্ষার্থ শত্রুপ্রতি গোলা বর্ষণ করিতে লাগিলেন । *

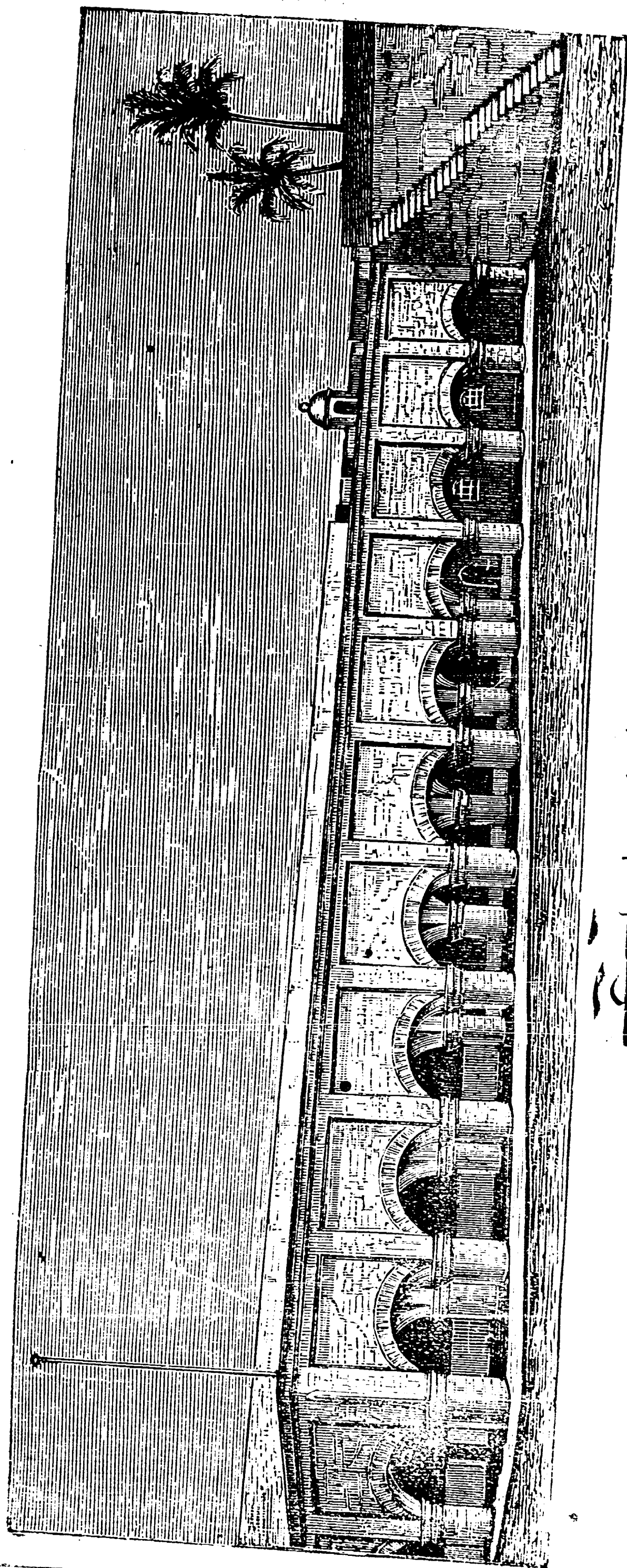
দুর্গের উপর নিশান উড়িল । পলায়িত জাহাজ-বাসীদিগকে সাহায্য প্রার্থনায় আত্মানের সঙ্কেত হইল । জাহাজ নদী-তটের নিকট আসিতে লাগিল,

* এই সময়ের লোকেরা বলেন, হলওয়েলের সাহস-বীৰ্য্য ছিল না ; তবে অত্ৰ কোন উপায় ছিল না বলিয়া তাঁহাকে অগত্যা যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল ।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে চড়ায় আটকাইয়া গেল । দুর্গ-
বাসীদিগকে সাহায্য করিতে কেহই আসিল না ।
কেহ কেহ বলেন,—এই সব কাপুরুষ ইংরেজ
কুলাঙ্গার । কাপুরুষতা ইংরেজ চরিত্রের মহা-
কলঙ্ক । এই সব কাপুরুষ ইংরেজের নাম হইলে
লজ্জা ঘণায় ইংরেজের মস্তক অবনত হয় । হল-
ওয়েল সাহেব দুই দিন অনবরত যুদ্ধিয়াছিলেন;
কিন্তু বিপুলবিক্রম শত্রুসৈন্য ক্রমে অগ্রসর হইয়া
সহরের ঘরে ঘরে আগুন ধরাইয়া দিল । ক্রমে
শত্রুকর্তৃক দুর্গ অধিকৃত হইল ।

দুর্গ অধিকৃত হইলে পর নবাব সেনাপতি মীর-
জাফরকে লইয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশ করেন । উমি-
চাঁদ ও কৃষ্ণদাস তাঁহার সম্মুখে আনীত হইল ।
কাহারও প্রতি অসদ্যবহার হয় নাই । পরে হল-
ওয়েল সাহেব আনীত হইলে নবাব তাঁহাকে অভয়
প্রদান করেন । হলওয়েল সাহেবের নিজকৃত
গ্রন্থে এই কথা স্বীকৃত হইয়াছে । *

* Holwell's India Tracts.



কলিকাতার পুরাতন দুর্গ ।

“ব্লাক হোল” বা “অন্ধকূপ”।

এইবার সেই লোমহর্ষণ অন্ধকূপ-বিবরণ। ইংরেজি ইতিহাসে যে অন্ধকূপের ভীষণ বর্ণন পাঠ করিলে, ভয়ে বিষ্ময়ে অভিভূত হইতে হয়, এইবার সেই অন্ধকূপের বিবরণ! অন্ধকূপের বৈরনির্যাতন ভারতে ইংরেজ রাজত্বের ভিত্তি! অন্ধকূপের জন্ম নবাব সিরাজুদ্দৌলার উপর আজিও অজস্র ধারে অভিসম্পাত বর্ষিত হইতেছে। অন্ধকূপে সিরাজুদ্দৌলার পৈশাচিকত্ব অপ্রক্ষালনীয়।

অর্মি, আইভিস্, ষ্টুয়াট প্রভৃতি প্রাচীন ইতিহাস-লেখক হইতে বর্তমান কালের লেখক, বিভিন্ন পর্য্যন্ত অন্ধকূপের অল্পবিস্তর বর্ণন করিয়াছেন। সেই বর্ণনের একটু পরিচয় লউন।

১৪৬ জন বন্দী হইয়াছিল। একটী কুড়ি বর্গ-ফুট দীর্ঘ-প্রস্থ গৃহে এই সকল বন্দীকে রাখিয়া কপাট বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।* এই ঘরটী

* কেহ কেহ বলেন ১৮ বর্গ ফুট।

অপরাধী সৈনিক পুরুষের কারাগাররূপে ব্যবহৃত হইত। ২৩শে জুন। দারুণ গ্রীষ্ম। রাত্রিকালে ভয়ানক গ্রীষ্ম হইয়াছিল। এই গৃহে দুইটী মাত্র ছোট ছোট বাতায়ন ছিল। ১৪৬টী প্রাণীর দেহ-সংঘর্ষণে এবং দারুণ গ্রীষ্মের অত্যধিক প্রাচুর্য্যে এই রুদ্ধদ্বার গৃহে থাকা একান্তই অসম্ভব। ক্রমে একান্তই অসহ্য হইল। সকলেই আত্মরক্ষার্থ দ্বারে আঘাত করিয়া দ্বারভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিল। বিফল চেষ্টা! সকলেই উন্মত্ত হইয়া উঠিল! বন্দী হলওয়েল* কখন মাস্তুনায়ে, কখন ভৎসনায়, সকলকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি দ্বারবানকে বলিলেন,—“বাপু! তোমাকে এক সহস্র টাকা দিব, আমাদিগকে বাহির করিয়া দুইটী ঘরে রাখিয়া দাও।” রক্ষী চেষ্টা করিল; কিন্তু কোন উপায় হইল না। হলওয়েল আবার তাহাকে তদপেক্ষা অধিক টাকা

* ১৭৬৪ সালে হলওয়েল সাহেব বিলাতে “India Tracts” নামে গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের ভিতর একখানি পত্রে অন্ধকূপের বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবৃত হইয়াছে। অগাধ ইতিহাস-লেখক তাঁহারাই বর্ণনা গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি এক স্থলে লিখিয়াছেন,—“আমিও বন্দী হইয়াছিলাম। যামে আমার জামার আস্তানা ভিজিয়া গিয়াছিল। ভয়ানক তৃষ্ণায় আমি সেই ঘর্ম্মাক্ত আস্তানা চুষিয়াছিলাম।”

দিতে স্বীকার করিলেন । রক্ষী চলিয়া গেল ; কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—“হইবার যো নাই ; নবাব ঘুমাইতেছেন ; তাঁহাকে কে জাগাইবে বল ?”

ক্রমে যাতনা বাড়িল ! ঘর্মের শ্রোত ছুটিল ! পিপাসায় ছাতি ফাটিল ! শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধপ্রায় হইল ! সকলে দেহের বস্ত্র খুলিয়া ফেলিল ! টুপি ফেলিয়া দিল ! পিপাসায় জ্ঞানশূন্য ! বেদনায় ঘোর আৰ্ত্তনাদ ! অবিরাম ঘর্মনিঃসরণে একান্ত বলক্ষয়ে অনেকেই পড়িয়া গেল ! দণ্ডায়মান ব্যক্তিবর্গের কঠোর পদচালনে তাহারা প্রাণত্যাগ করিল ! কেবল আৰ্ত্তনাদ—“জল ! জল !” জমাদার কয়েক “মসক” জল আনাইয়া জানালার নিকট ধরিল ! সকলেই “ত্রাহি” “ত্রাহি” শব্দে জানালার নিকট অগ্রসর হইতে লাগিল । জলে কিন্তু যাতনা বাড়িল ! সকলেরই চেষ্টা অগ্রে জল খাইবে । যে বলবান, সে দুর্বলকে ঠেলিয়া জল খাইতে অগ্রসর হইল । দুর্বল পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল ! জানালার নিকট থাকিয়া, কেহ কেহ টুপিতে করিয়া জল লইয়া, পশ্চাদ্বর্তী লোককে দিল ; কিন্তু তাহাতে তৃষ্ণা মিটিল না । পিপাসায় বিষম বিকার ! রক্ষীগণ

দেখিয়া আমোদ করিতে লাগিল ! কেহ বা জানালার নিকট আলো ধরিয়া বন্দীদিগের দুরবস্থা দেখিয়া বিদ্রূপ-ব্যঙ্গ করিল ! গালি খাইয়া, যদি রক্ষীরা গুলি করিয়া মারিয়া ফেলে, এই উদ্দেশ্যে অনেকে তাহাদিগকে গালি পাড়িল ! কেহ বা অন্তিম ভাবিয়া ভগবানের নাম লইল ! ক্রমে ক্রমে ২৩টা প্রাণী ব্যতীত আর সকলেই ইহলোক পরি-ত্যাগ করিল । হলওয়েল অজ্ঞান হইয়া মৃতবৎ পড়িয়া ছিলেন । প্রাতঃকালে কারাগারের দ্বার উন্মুক্ত হয় । জীবিত ব্যক্তির নবাবের নিকট প্রেরিত হইল । মৃতদেহসমূহ নিকটস্থ পয়ঃপ্রণালীতে সমাহিত হইল ।

এইরূপ বিভীষণ বর্ণন সংকল ইংরেজি ইতিহাসে দেখিতে পাইবে । দুই চারি জন ইংরেজি ইতিহাস-লেখক ভিন্ন সকলেই অন্ধকূপের নিষ্ঠুরতা জন্য সিরাজুদ্দৌলাকে দায়ী করিয়া থাকেন ।

মালিসন সাহেবের মতে অন্ধকূপের নিষ্ঠুরতা সিরাজুদ্দৌলার উপর আরোপিত হইতে পারে না । এটা তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারীদের কর্ম । তাঁহার বিবেচনায় ইংরেজ বন্দীদিগকে বিনাশ করিবার

আদেশ ছিল না। তিনি হলওয়েলের কথা প্রমাণে এইরূপ মহ-পোষণে সক্ষম হইয়াছেন। *

ইতিহাস-লেখক টরেন্স বলেন,—“সিরাজুদ্দৌলার আদেশমতে যে এ কাজ হইয়াছে, তাহার এমন কোন প্রমাণ নাই; ইংরেজ বন্দীদিগকে হত্যা করিবার ইচ্ছা থাকিলে, তিনি কখনই ২৩ জনকেও এ ভীষণবাক্তা ঘোষণা করিবার অবসর দিতেন না।” †

যে সকল ইতিহাস-লেখক অন্ধকূপের কথা ভুলিয়া, নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে অতি বড় নিষ্ঠুর ভাবিয়া, ঘণাকটাক্ষে দেখিয়া থাকেন, টরেন্স তাঁহাদিগকে “গ্লানকোর” হত্যাকাণ্ড স্মরণ করাইয়া দিতে চাহেন। হণ্টার সাহেবও সিরাজুদ্দৌলার ঘাড়ে দোষ চাপাইতে প্রস্তুত নহেন। আমাদের ভূতপূর্ব বড়লাট লর্ড কর্জেন বাহাদুরেরও সেই মত।

অন্ধকূপ-সূত্রে লর্ড মেকলে সর্বাপেক্ষা ঘোরতর ঘনীভূত রঙ্গে সিরাজুদ্দৌলার প্রকট পৈশাচিক মূর্তি অঙ্কিত করিয়া নরচক্ষু-গোচর করিয়াছেন। ‡

* Malleson's Decisive Battles of India P. 45.

† Torrens' Empire in Asia P. 26.

‡ Lord Clive in Critical & Historical Essays P. 516

অন্ধকূপের কথা কোন ইংরেজি ইতিহাসে অস্বীকৃত হয় নাই; কিন্তু সিরাজুদ্দৌলার দায়িত্ব সম্বন্ধে মতবিরোধ বহুবিধ। অন্ধকূপ-কাণ্ডের অস্তিত্বস্বীকারে কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ অসম্মত। যদিও ইউরোপীয়েরা ইহার উল্লেখ করিয়াছেন, তথাপি সে সম্বন্ধে বলিবার অনেক কথা আছে। আমরা এক্ষণে দেখিতে পাইতেছি যে, নবাব সিরাজুদ্দৌলা কর্তৃক কলিকাতা অধিকারের কিছু পরে লিখিত কোন কোন পত্রে অন্ধকূপহত্যার উল্লেখ আছে; কিন্তু সেই সমস্ত পত্রের লিখিত বিবরণের পরস্পরের ঐক্য নাই। আমাদের দেশীয় কোন গ্রন্থে অন্ধকূপের কথা দেখা যায় না। পূর্বোক্ত তিন খানি পারস্য ভাষায় লিখিত ইতিহাসে ইহার ঋদৌ উল্লেখ নাই। “মুতাক্করীণ” *

* এই গ্রন্থ ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে সৈয়দ গোলাম হোসেন কর্তৃক পারস্য ভাষায় লিখিত। সৈয়দ গোলাম হোসেন তাঁহার পিতার সহিত বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব দরবারে থাকিতেন। ভারতের ভূতপূর্ব-গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস এই গ্রন্থ দেখিয়াই ইহার অনুবাদ করাইবার জন্ত ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে রেমণ্ড নামে একজন ফরাসি ইহার ইংরেজী অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। মেকলে, জেমস্ মিল, এইচ এইচ উইলসন, সার এইচ ইলিয়ট, মেজর চার্লস ষ্টুয়ার্ট, এইচ জেকিন প্রভৃতি ইংরেজ ইতিহাস-লেখক মুতাক্করীণের যথেষ্ট সূচ্যাত্তি করিয়াছেন।

একখানি প্রামাণ্য ইতিহাস। “মুতাক্করীণ” বলিয়া-
ছেন,—“দুর্গ অধিকারের পর লুঠতরাজ হইয়াছিল।
কতকগুলি ইংরেজ বন্দীকৃত হয়। কতকগুলি
বিবি মীরজাফরের অনুগত অনুচর মীরজা আমীর
বেগের হস্তগত হয়। মীরজা বেগ প্রভুর অনুমতি
লইয়া তাহাদিগকে জাহাজে পৌঁছিয়া দিয়া
আসেন। * এই মুতাক্করীণ গ্রন্থে সিরাজদৌলার

* মিষ্টর ডিরেং তং হীকর মুজতরিবানা কর্ই আদমিয়ীসে জহাজপর
সবার হীকর অলগ হী গয়া; আর বাকি মাঁদা জবতক বারুদ গীলা রহা
লড়তে রহে। আখিরকী বাজে মারি গয়ে, আর বাজে পকড়ি আয়ে; আর
বড়া মাল আর জিনসে নফীস কম্বনিয়ে অঙ্করেজ আর দীগর সৌদাগরি
হিন্দ আর ইজলিস্তান আর আরমন বগীরহ কী কীটियोंসে, লশকরকে
লুণ্ঠীনে লুট লিয়া। বহু হাল ২২ বী তারীখ রমজান কে, সন ১১৬৫
হিজরীমে দী মহীনে বড় দিন বার্দ মহাবত জংকী মরনেসে বাকি হুয়া।

মিষ্টর বাটস্ বগীরহ (জী কাশিম বাজারকে কীঠীমে থে) জিন্দা কৈদ
হুয়ে; আর কর্ই আরতেন ইজলিস্তানী, মিরজা আমীর বেগকে (জী কি
রফীক মহম্মদ জাকর খাঁ কা থা) হাথ আয়ী; লেকিন মিরজায়ে মজকুরনে
কমাল অমানত আর দেয়ানতসে মীর মহম্মদ জাকর রখাঁকী খবর করকে,
পীশোদা সিরাজুদ্দৌলাসে, উনকী মিষ্টর ডিরেংকে জহাজ পর, জী লশকরসে
দশ বারহ কীস থা পহুঁ'চা দী; আর কলকত্বেকী বেরানীকে বাদ মানিক-
চন্দকী, জী দীবান থা, রাজা বর্জমানকা পাঁচ হাজার সবার আঠ নী হাজার
পেয়াসে সে, কলকত্বেমে ছোড় কর সিরাজুদ্দৌলা আপ মুরশিদাবাদ (অপনে
দারুল অমারত) কী চলা আয়া। খুলসায় তবারীখ সিয়াহুল মুতা
অখিরী।

দোষগুণের কথা আলোচিত হইয়াছে, এইজন্য
অনেক ইংরাজি ইতিহাস-লেখকের কাছে ইহার
আদর হইয়াছিল। ওয়ারেন হেস্টিংস্ আদর করিয়া
ইহার অনুবাদ করাইয়াছিলেন, অন্ধকূপের কথা
সমূলক হইলে, গোলাম হোসেন ইহার আদৌ
উল্লেখ না করিয়া কি পার পাইতেন?

মুতাক্করীণের ইংরেজি অনুবাদক বলেন, এ
ঘটনা সমস্ত বাঙ্গালা, এমন কি কলিকাতারও বোধ
হয়, কেহ জানিতে পারে নাই।

এ ঘটনা আদৌ হইলে কলিকাতাবাসী কেহ
কি জানিতে পারিতেন না? এ ঘটনার কল্পনাই
হলওয়েলের। এত বড় একটা ভয়ানক কাণ্ড হইয়া
গেল, কলিকাতার কাকে বকে জানিতে পারিল না,
এও কি কখন হইতে পারে? অমি সাহেব লিখিয়া-
ছেন, এ ঘটনার পর অনেক ইংরেজ কলিকাতা-
বাসীর কুটীরে আশ্রয় লইয়াছিলেন। যদি ঘটনা সত্য
হইত, তাহা হইলে কি ইহাদিগের মুখে কলিকাতা-
বাসীর জানিতে পারিত না? ফল কথা, অন্ধকূপের
বিবরণ হলওয়েলের ভবিষ্যৎ কল্পনাসম্মত। এইরূপ
প্রকাশ, কাণ্ডে মিলস্ নিজে অন্ধকূপে ছিলেন

বলিয়া প্রকাশ করেন; কিন্তু অন্ধকূপের কথায় তাহার নাম ত কেহ করেন না। কলিকাতায় এ ঘটনার কথা কেহ জানিল না, তৎকালিক এ দেশীয় ইতিহাসলেখক কেহ শুনিলেন না। ঘটনা সত্য হইলে কি এইরূপ হইতে পারে? কোন কোন ফরাসী ওলোন্দাজ অধ্যক্ষগণের পত্রে অন্ধকূপের উল্লেখ দেখা যায় বটে; কিন্তু তাহা যে হল-ওয়েলের লিখিত বিবরণের পূর্বে লিখিত, ইহার প্রমাণ নাই।

মহম্মদ আলি খাঁর কৃত, “টারিফি মুজফরি” গ্রন্থে অন্ধকূপের কোন উল্লেখ নাই। এই গ্রন্থ-খানিকে ঠিক বলিয়া ইংরেজী ইতিহাস-লেখকের স্ফূট বিশ্বাস। কিন সাহেবের মতে এখানি খুব মান্য ও প্রামাণ্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থেই লিখিত আছে,—

“ড্রেক সাহেব পলায়ন করিলে পর দুর্গের অবশিষ্ট লোক অতি সাহসের সহিত যুদ্ধ করে; কিন্তু ক্রমে তাহাদের বারুদাদি ফুরাইয়া গেলে, দুর্গ শত্রুর করতলগত হয়। যুদ্ধে কতক লোক মরিয়াছিল এবং কতক পরে বন্দী হইয়াছিল”।

হরিচরণকৃত “চাহার গুলজারে” অন্ধকূপের

নামমাত্র নাই। জর্জ ইলিয়ট এই সব গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু এই সব গ্রন্থে অন্ধকূপের উল্লেখ না পাইয়া তিনি ত কিছু বলেন নাই। অন্ধকূপ সমূলক হইলে, ইলিয়ট কি সহজে ছাড়িতেন?

অন্ধকূপের প্রকৃত অস্তিত্ব প্রমাণ কি? সত্য সত্যই কি অন্ধকূপের বিবরণ অমূলক মনে হয় না? অন্ধকূপের বিবরণকে অমূলক মনে করিবার আরও অকাট্য প্রমাণ পাই। কলিকাতা পুনর্গ্রহণসম্বন্ধে মাদ্রাজ হইতে আসিয়া ব্রিটিশ রণপোতাধ্যক্ষ ওয়াটসন সাহেব নবাবকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে আমাদের ধারণা ঘনীভূত হইয়া যায়। অন্ধকূপের নিষ্ঠুরতার কোন উল্লেখ সে পত্রে নাই। *
ওয়াটসনের পত্রে অন্ধকূপের আভাসমাত্র

* নবাব ইংরেজকে এবং ইংরেজ নবাবকে অনেক পত্র লিখিয়াছিলেন। নবাবের পত্র অবশ্য পারস্য ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। আইভিস্ সাহেব তাহার ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। আইভিস্ সাহেব আডমিরাল ওয়াটসন সাহেবের জাহাজের ডাক্তার ছিলেন। এই আইভিস্ সাহেব “Voyage from England to India” নামক যে পুস্তক লিখিয়াছিলেন, তাহাতে ইংরেজ ও নবাবের পত্রগুলি এবং সন্ধিসম্বন্ধাদি সন্নিবেশিত আছে। পুস্তকের মধ্যে সেগুলি প্রকাশ করিলে পাঠসৌকর্যের ব্যাঘাত ঘটবার সম্ভাবনা। এই জন্য সেগুলি অনুবাদ সহ পুস্তকের পরিশিষ্টে প্রকাশ করিলাম।

নাই। যে অন্ধকূপের বার্তা পাইয়া, বলিতেছ, বৈরনির্যাতনকল্পে ওয়াটসন ও ক্লাইব বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন, ওয়াটসনের ও ক্লাইবের পত্রে তাহার উল্লেখমাত্র নাই। আছে ওয়াটসনের পত্রে - “আমাদের কারখানা লুণ্ঠিয়াছ; অনেককে মারিয়াছ।”

সে ভীষণ “অন্ধকূপের” কথা কৈ? সে নিশ্চয় নিষ্ঠুরতার আভাস কৈ? অত বড় সংঘর্ষে কতকগুলি প্রাণিহত্যা হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি? যুদ্ধে কতকগুলি লোক মরিয়াছে, পত্রে এই ভংসনা-সূচনা মাত্র। ইহার পূর্বে কিন্তু হলওয়েল মাদ্রাজ-কাউন্সিলে অন্ধকূপের কথা লিখেন বলিয়া দেখা যায়; কিন্তু তাহা লইয়া, কাউন্সিলে কোন বাদানুবাদও হয় নাই, এবং তথা হইতে আগত ওয়াটসন সাহেবও নবাবকে সে বিষয়ে কিছু লিখেন নাই।

একটি ক্ষুদ্র গৃহে এক শত ছচল্লিশ জন নর-জীব রুদ্ধ হইল; “জল জল” করিয়া আর্তনাদ ছাড়িল; তৃষ্ণার যাতনায় এক শত তেইশটি প্রাণী প্রাণত্যাগ করিল এবং অবশিষ্ট তেইশটি মাত্র মৃত-প্রায় রহিল। এ পত্রে সে দারুণ দৃশ্যের, সে নিশ্চয়

নিষ্ঠুরতার যাতনা-বিকাশ কিঞ্চিৎমাত্রও হইল না। অন্ধকূপ সত্য হইলে, যে পত্রের ছত্রে ছত্রে, অন্ধরে অন্ধরে, মর্মান্ত্যতার তপ্তশ্বাস বিচ্ছুরিত, সেই পত্রে অন্ধকূপের বর্ণনা আশ্বেয় অন্ধরে লেখা থাকিত। পত্রে সে “কূপটী”র কথা, সে “কূপটী”র অঙ্গুলি-পরিমাণটী পর্যন্ত উল্লিখিত হইত। এইরূপ পত্রে পিপাসিত রুদ্ধশ্বাসময় প্রাণিগণের প্রেতাত্মার এবং তাহাদের শোণিতসম্বন্ধ জীবিত আত্মীয় জনের জীবাত্মার তৃপ্তি হয় কি?

ওয়াটসনের পত্রে অন্ধকূপের কথা নাই; ক্লাইবের পত্রেও নাই। ক্লাইব যখন মাদ্রাজ হইতে কালাপাণীতে উপস্থিত হন তখন তিনি সিরাজুদ্দৌলাকে পত্র লিখিয়াছিলেন। এই পত্রে এই কয়টি কথা ছিল,—“ড্রেকের অনধিকারচর্চা হেতু যে অপরাধ হইয়াছে, তাহা ক্ষমা করুন; টাকা দিতেছি, পূর্বের মতন কুঠী স্থাপন করিবার অনুমতি দিন; আপনার রাজত্বে আবার ইংরেজের বাণিজ্য প্রতিষ্ঠিত হউক, ইহাতেই উভয়ের মনোমালিণ্য দূরীভূত হইবে। * মাদ্রাজ কাউন্সিলে যখন

অন্ধকূপকে বিশ্বাস বা গুরুতর মনে করা হয় নাই, তখন ওয়াটসন ও ক্লাইবের পত্রে যে তাহার উল্লেখ থাকিবে না, ইহা সুস্পষ্ট রূপেই বুঝা যাইতেছে।

তবুও কি বলিবে না, অন্ধকূপের অস্তিত্ব বিবরণ অমূলক? তবুও কি মনে হয় না, ইহা একমাত্র হলওয়েলের ও তাহার কোন কোন সঙ্গীর রটনা? দুরন্ত দুরাসদ ক্লাইব বৈরনির্যাতনে বাঙ্গালায় আসিয়া বাঙ্গালার নবাবকে যে পত্র লিখিলেন, তাহাতে নবাবের দুরপনয় কলঙ্ক অন্ধকূপের উল্লেখ ত আদৌ নাই; বরং স্পষ্টাক্ষরে ইংরেজপক্ষে ক্রটি স্বীকার হইয়াছে। অন্ধকূপ প্রকৃত হইলে, বৈরনির্যাতনে আসিয়া সে কথা না বলিবার পাত্র ক্লাইব নহেন।

ইহার পর ক্লাইব ইন্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চেয়ারম্যানকে নবাবের সহিত সন্ধিসম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও অন্ধকূপের কথা লইয়া আন্দোলনের অঙ্কুরমাত্র ছিল না। * তাৎকালিক অন্যান্য ইংরেজ কর্তৃপক্ষের সহিত ক্লাইবের যে মনোবাদ হইয়াছিল, এই পত্রে তাহারই উল্লেখ

ছিল; আর ছিল, এই কয়টি কথা,—“কলিকাতার হতভাগ্য ইংরেজ অধিবাসীদিগের পক্ষে নবাবকে যাহা কিছু বলিবার, তাহার কোন ক্রটি করি নাই।” এ পত্রে অন্ধকূপের আভাসমাত্রও নাই। ইংরেজ ইতিহাস-লেখক থরনটন সাহেব লিখিয়াছেন,—“নবাবের সঙ্গে যে সব সন্ধিসম্বন্ধ হয়, তাহাতে নবাবকৃত অনিষ্টের ক্ষতিপূরণ ধরিয়া লওয়া হইয়াছে; কিন্তু অন্ধকূপের কোন ক্ষতিপূরণ ধরিয়া লওয়া হয় নাই।” * অন্ধকূপ প্রকৃত হইলে ত তাহার ক্ষতিপূরণ! তাহা হইলে ক্লাইব কি নিশ্চিত থাকিতেন? পরে অন্ধকূপের একটা বিভীষিকাময় চিত্র অঙ্কিত হইবে, বিধাতা যদি ক্লাইবকে এ ভবিষ্যৎ বুঝিবার শক্তি দিতেন, তাহা হইলে, যে ক্লাইব জাল-জুয়াচুরি করিতে কিঞ্চিন্মাত্র কুণ্ঠিত হন নাই, তিনি অন্ধকূপের সামান্য সূত্রেও নবাবের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ চাহিতে ভিল পরিমাণেও লজ্জানুভব করিতেন না। ক্লাইব মাদ্রাজ হইতে নবাবের নামে যে সব পত্র আনিয়াছিলেন, তাহাতেও অন্ধকূপের ঈষৎ আভাসমাত্র থাকিলেও,

* Thornton's British India Vol, I. P. 213.

* সন্ধিসম্বন্ধগুলি পরে প্রকাশিত হইয়াছে।

ক্রাইব নিশ্চিতই সে আভাসমাত্র হইতেই অন্ধকূপের সর্বত্রাসকর একটা ভীষণ বিকট বিশাল চিত্র অঙ্কিত করিয়া রাখিয়া যাইতেন।

অন্ধকূপ হয় নাই। অন্ধকূপের কথা অলীক। অলীকত্বে সন্দেহ নাই। হলওয়েল সাহেবের “নারেটিভ” এবং “সিলেক্ট কমিটি”র রিপোর্ট অন্ধকূপের অকাট্য প্রামাণ্যরূপে পরিচিত; এবং বর্তমান সময়ে আবিষ্কৃত কোন কোন পত্রও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। যদি পলাশীর পূর্বে এই সব প্রকটিত হইত, তাহা হইলে হয়ত আমাদের ধারণার পক্ষে কতকটা বিঘ্ন হইত। পলাশীতে যখন ইংরেজভাগ্য নির্ণীত হইয়া গিয়াছে, যখন পলাশীর সেই কলঙ্ককাহিনী জগন্ময় বিঘোষিত হইয়াছে, তখন হলওয়েলের “নারেটিভ” এবং তাহার বহু পরে “সিলেক্ট কমিটি”র রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। আর এরূপ অনেক পত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভারত গবর্ণমেন্টের আদেশে শ্রীযুক্ত এফ্. সি. হিল সাহেব বঙ্গের Bengalin 1756-57 নামক গ্রন্থে এই সমস্ত পত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। অন্ধকূপের ভীষণ বর্ণনায় হলওয়েল যে লেখনী চালাইয়াছিলেন,

সে লেখনী কলিকাতায় দুর্গের পতনের সময় স্তম্ভিত ছিল।

যে সকল লোক “অন্ধকূপে” হত হইয়াছিল বলিয়া কথিত হইয়াছে, সেই সকল লোকের স্মরণচিহ্ন স্বরূপ হলওয়েল সাহেব আপন ব্যয়ে একটা স্তম্ভ * প্রস্তুত করিয়াছিলেন। অন্ধকূপ হত্যার উল্লেখ

* এই স্তম্ভে যে কয়টি কথা লেখা ছিল বলিয়া প্রকাশ, তাহা এই,—

To
THE MEMORY
of

Edw. Eyre. Wm. Baillie. Esqrs, The Rev. Fervas Bellamy Messrs. Jenks Revely Law, Coales, Valicourt, Jebb, Torriano, E. Page, S. Page Grub, Street, Harod P. Johnstone, Ballard. N. Darke, Carse, Kupton, Gosling, Dod, Dalrymple; Captains Clayton, Buchanan, Witherington; Lieuts, Bishop, Hays, Biagg, Simpsons, J. Bellamy; Ensigns Paccard Scot, Hastings, C. Wedderburn, Dumbleton; Sea Captains Hunt, Osburne. Purnell; Messrs. Carey, Leech, Stevenson, Guy, Porter, Parker, Caulker, Bendall, Atkinson, who with sundry other Inhabitants, Military and Militia to the Number of 123 Persons, were by the tyranic violence of Sirajud Dowal, Suba of Bengal suffocated in the Black Hole Prison of Fort William in the Night of the 20th Day of June 1756 and promiscuously thrown the succeeding morning into the Ditch of the Ravelin of this Place,

This
Monument is erected
by

Their Surviving Fellow Sufferer,
J. Z. HOLWELL.

নির্ণয়ে যে সব ইতিহাসের নাম করিয়াছি, সেই সব ইতিহাসে এ স্মরণ-স্তম্ভ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ পাই নাই। ইতিপূর্বে কলিকাতার হলমস্-কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত কোন গ্রন্থপাঠে অবগত হওয়া যায়, ১৮১৮ সালে “কষ্টম হাউস” নির্মাণের সময় এই স্মরণ-স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। বস্টিদ্ সাহেবও এই কথার পোষকতা করেন। কোন নূতন গ্রন্থে * ১৮২১ খৃঃ অব্দে উক্ত স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া ফেলা হয় বলিয়া দেখা যায়। অন্ধকূপে যাঁহারা হত হইয়াছিলেন, শুদ্ধ তাঁহাদের নহে, যাঁহারা দুর্গ রক্ষার্থ আত্মপ্রাণ বিসর্জন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের স্মরণ জন্য এই স্তম্ভ নির্মিত হইয়াছিল, বস্টিদ্ ইহাও বলেন। এ হেন পবিত্র স্মরণ-স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল কেন? ইহা কি কম সন্দেহোত্তেজক? তাহা না হইলেও, অন্ধকূপের কথা যদি প্রকৃতপক্ষে সন্দেহজনক হয়, তাহা হইলে, একটা “স্মরণ-স্তম্ভ”র কল্পনা করা বা “স্মরণ-স্তম্ভ” খাড়া করা কি বড় শক্ত কথা? ঠিক কোন সময়ে এ স্তম্ভ নির্মিত হইয়াছে, তাহারও ঠিক নাই।†

* Calcutta Past and Present.

† বস্টিদ্ বলেন,—There is no record that I know of to show in

হলওয়েলকৃত গ্রন্থে যে পত্রখানিতে অন্ধকূপের বিতীষিকাময় বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে, বুঝা যায়, হলওয়েল সাহেব ১৭৫৭ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি ডেবিড সাহেবকে পত্র লিখিয়াছিলেন। * তৎপূর্বে লিখিত তাঁহার কোন কোন পত্রে কেবল অন্ধকূপের উল্লেখ মাত্র আছে। ফলতঃ ইহা তাঁহার কোন কোন সঙ্গীর রটনামাত্র। সেই রটনাকে বলবতী করিবার জন্য নিশ্চিতই হলওয়েলকে একটি বিতীষিকার চিত্র অঙ্কিত করিতে হইয়াছে। ফরাসী ওলন্দাজ অধ্যক্ষগণের পত্রে লিখিত হইয়াছে যে, হলওয়েল, ও তাঁহার সঙ্গীগণের রটনা হইতে লিখিত। তাহাতেও স্ফুটানুরূপে বুঝা যায় যে, অন্ধকূপের কোন মূল নাই; অধিকন্তু অধুনা

what year this monument was put up. As Holwell got himself painted in the supposed act of supervising its erection. It raises the presumption that the structure took place before he left India in 1760. Echoes from Old Calcutta, 2nd Edition, P, 46.

* বস্টিদ্ লিখিয়াছেন,—“১৭৫৭ খৃঃ হলওয়েলের শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে। তাঁহাকে “সাইরেণ” জাহাজে করিয়া বিলাতে পাঠান হয়। পাঁচ মাসের পর তিনি বিলাতে পৌছান। জাহাজে থাকিয়া তিনি অন্ধকূপবিবরণ লিপিবদ্ধ করেন।” এতদিন ভারতে থাকিয়া এ কথা লিখেন নাই; আর সমুদ্র-বক্ষে “সাইরেণে”র নিভৃত-কক্ষে বসিয়া লিখিলেন কেন, এ কথার উত্তর কেহ দিতে পারেন?

আবার সেই অন্ধকূপের আবিষ্কার সম্বন্ধে নানারূপ “ধাষ্ট্যম” দেখিয়াও আমাদের ধারণাই দৃঢ়ীভূত হইয়া থাকে। *

চারি দিকের অবস্থা সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলে অন্ধকূপের কথা একান্ত কল্পনা প্রসূত বলিয়াই আমাদের ধারণা হয়। হলওয়েলের এ রটনা অহেতুক বলিয়া মনে হয় না। এ রটনা কেন? ফরাসিশাসক ডুপ্লে ভারতে স্বদেশীয় কর্তৃপক্ষগণের সহানুভূতি ও সহায়তা পান নাই। সেই জন্য তাঁহার অধঃপতন। তাঁহার অধঃপতনে ভারতে ফরাসির

* জন্মভূমিতে “পলাশী” প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর একটি বন্ধু বলিয়াছিলেন,—ওহে। তুমি বলিতেছ, অন্ধকূপ হয় নাই; তবে যে মধ্যে মধ্যে অন্ধকূপের গৃহ আবিষ্কৃত ও স্থান নির্দেশিত হয়, সেটা কি? এই সে দিনও ত পোষ্ট অফিসে অন্ধকূপের ঘর আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এখনও পোষ্ট অফিসের উত্তর দিকের ফটকের খিলানে লেখা আছে—

“The stone-pavement close to this, marks the position and size of the prison cell in old Fort William, known in history as the Black Hole of Calcutta.”

অধিকন্তু যেখানে অন্ধকূপের গৃহ ছিল বলিয়া নির্দেশিত হইয়াছে, সেইখানে একখানি পাথর বসান আছে।” এই কথার উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম,—“বর্ধমান যাইলে তথাকার অনেকেই একটা স্থান নির্দেশ করিয়া বলেন, ঐ ওখানে মালিনীর ঘর ছিল। তুমি কি বল, ঘর ছিল?” বন্ধু আর কোন উত্তর করিলেন না। লর্ড কর্জুন একটা আরকস্তুত খাড়া করিয়া গিয়াছেন। এ সম্বন্ধে স্থানান্তরে আলোচ্য।

অধঃপতন। ভারতের ইংরেজ, বিলাতী কর্তৃপক্ষগণের সহানুভূতি ও সহায়তা অভাবে পাছে ভারতে দাঁড়াইবার স্থল না পান, হলওয়েলের এই ভাবনা হইয়াছিল। এই ভাবনার ফলে সিরাজুদ্দৌলার চরিত্রে চরম নৃশংসতার আরোপ করিয়া হলওয়েলের রটনায় অন্ধকূপের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই অন্ধকূপের বিতীষণ বিবরণবর্ণনায় বিলাতী কর্তৃপক্ষের হৃদয়ে নিশ্চিতই সমবেদনার আবির্ভাব হইয়াছিল। একজন স্বাধীন নবাবকে অকারণে রাজ্যচ্যুত করা হইয়াছে, পাছে ইংরেজের নামে এই এক সুদারুণ কলঙ্ক বিবোধিত হয়, এই ভাবনায় স্বদেশপ্রিয় ও স্বদেশের সুনাম-প্রত্যাশী হলওয়েলের মনে সেই কলঙ্কপ্রক্ষালনের উৎকট বাসনা হওয়া ত অসম্ভব নহে। সেই কলঙ্ক-প্রক্ষালনের প্রত্যক্ষ পথ সিরাজুদ্দৌলাচরিত্রে কলঙ্কারোপ। সেই কলঙ্কারোপের সহায় অন্ধকূপ-হত্যার সৃষ্টি। এখন যেমন ভারতে ইংরেজরাজত্বে কোনরূপ অনর্থ বা অকার্য্যের দুর্নাম হইলে বিলাতে পালি যামেণ্টের একদল লোক তাহা লইয়া হৈ-চৈ করেন, তখনও বিলাতে এইরূপ একদল লোক ছিলেন। পাছে তাঁহারা ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর

কলঙ্ক-কথা লইয়া হৈ-চৈ করেন, হলওয়েল সাহেবের সে ভয়ও ছিল । তাঁহাদের মুখে চাপা দিবার জন্য যে হলওয়েল অন্ধকূপহত্যার সৃষ্টি করেন নাই, তাহাই বা কে বলিতে পারে ?

অন্ধকূপ সম্বন্ধে এখন অনেকেরই অবিশ্বাস হইয়াছে । জন্মভূমিতে “পলাশী” প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পূর্বে এরূপ অবিশ্বাস কাহারও হইয়াছিল কি না জানি না । পরে কিন্তু কোন কোন কৃত-বিদ্য সুলেখক অন্ধকূপে অবিশ্বাস করিয়া প্রবন্ধাদি লিখিয়াছিলেন । ডাক্তার ভোলানাথ চন্দ্র একখানি ইংরেজি মাসিক পত্রে স্পষ্টই লিখিয়াছিলেন যে, অন্ধকূপের অস্তিত্ব অবিশ্বাস্য । তাঁহার প্রমাণ এই,—আঠার বর্গফুট গৃহে এক শত ছচল্লিশ জন লোক কিছুতেই ধরিতে পারে না । *

হলওয়েলের কথা মানিতে হইলে, ভোলানাথ বাবুর কথা মানিতে হয় ; কিন্তু অন্যান্য কথার আলোচনা করিলে কাহারও কথা মানা হয় না । এইরূপ প্রকাশ,—কলিকাতার দুর্গে ১৯০ জন লোক ছিলেন । ইহার মধ্যে কতক হত, কতক আহত হয় ;

* The Calcutta University Magazine, June 1899.

অনেকে আবার পালাইয়াছিল ; মীরজাফর অনেককে নিরাপদে স্থানান্তরে পৌঁছাইয়া দিয়াছিল । অর্মি বলেন,—২০ জন হত ও আহত হয়, ৭ জন অল্প আঘাত পায়, এবং ৭০ জন পলাইয়া যায় । হত-লোকের সংখ্যা ছাড়িয়া দিয়া, কেবল পলাতকের সংখ্যা ধরিলে, ১৪৬ জন থাকে কোথায় ? ১৯০ জনের মধ্যে ৭০ জন বাদ গেলে ১২০ জন থাকে, ইহার পর হতলোকের সংখ্যা আছে । ১৪৬ জন কিছুতেই হইতেছে না । ৭০ জন পলাতকের উপর অন্ততঃ দশজন হত ধরিলে ৮০ জন বাদ যায় ত, তাহা হইলে থাকে ১১০ জন মাত্র । এক্ষেত্রে ভোলানাথ বাবুর যুক্তি খাটে কৈ ? হয় হলওয়েল ঘরের মাপে, না হয় বন্দীর সংখ্যায় ভুল করিয়াছেন, অথবা অর্মি সাহেবের ভুল হইয়াছে । হলওয়েল যখন “অন্ধকূপে”র বিবরণ লিখেন, তখন ঘরের মাপে বা বন্দীর সংখ্যা সম্বন্ধে হিসাব ঠিক রাখেন নাই । একথা যে আবার পরে উঠিতে পারে, এ সবও তিনি ভাবেন নাই । তাঁহার কল্পনায় যা আসিয়াছিল, তিনি তাহাই লিখিয়াছিলেন । যাহা হউক, এ সব তর্ক ছাড়িয়া দিলাম ।

যে পক্ষেই হউক, হিসাবের ভুল ভ্রান্তি হইতে পারে। অন্ধকূপের অস্তিত্ব হীনতার প্রমাণপক্ষে এসব কথা বলবতী না হইলেও, একটা প্রমাণ বটে। প্রবল প্রমাণ ইতিহাসের প্রমাণাভাব। ওয়াটসন বা ক্লাইব, কাহারও পক্ষে অন্ধকূপের কথা নাই; বরং সিরাজুদ্দৌলা ইংরেজ কোম্পানীর দুর্গাদি লুণ্ঠন সম্বন্ধে আপনাকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করিয়া আপনার সৈনিকদিগের উপর অনেকটা দোষারোপ করিয়াছেন।

অন্ধকূপের বিবরণ অলৌক। তবে সিরাজুদ্দৌলা যে কলিকাতা আক্রমণ করিয়া ইংরেজকে তাড়াইয়াছিলেন, ইহা সর্বাদিসন্মত।

সিরাজুদ্দৌলা কলিকাতা জয় করিয়া ১লা জুলাই পর্যন্ত কলিকাতায় অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি আপন জয়ের কীর্তিগৌরব স্বরূপ কলিকাতার নামটী “আলিনগর” অর্থাৎ “ভগবানের বন্দর” নামে পরিবর্তন করেন।

বিজয়ে সিরাজ।

ইংরেজ ইতিহাস-লেখকগণ বলেন,—নবাবের কলিকাতায় অবস্থিতি কালে অন্ধকূপমুক্ত জীবিত হলওয়েল নবাবের সম্মুখে আনীত হন। নবাব তাঁহার প্রতি কোনরূপ সমবেদনা বা অপর মৃত বন্দীদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন নাই; বরং গুপ্ত ধন দেখাইয়া দিবার জন্য হলওয়েলকে পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন। কোন ধন লুকাইয়া আছে বলিয়া হলওয়েল স্বীকার করেন নাই। এই জন্য নবাব তখন তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিতে হুকুম দেন। যাহাদের উপর হলওয়েলকে বন্দী করিয়া রাখিবার ভার দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহারা তাঁহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া বন্দী করেন। তাঁহার সহিত কোট এবং ওয়ালকট সাহেবও বন্দী হন। অবশিষ্ট ব্যক্তিরা অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। যে ইংরেজ রমণী অন্ধকূপ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন, তাঁহাকে মীরজাফরের অন্তরমহলে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। *

* Orme's Indostan vol. II. P. 77.

মুতাক্করীণে এসব কথা নাই। যখন অন্ধকূপেরই অস্তিত্ব নাই, তখন অন্ধকূপ হইতে যাঁহারা পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন বলিয়া ইংরেজ ইতিহাসে কথিত হইয়াছেন, তাঁহারা নবাবের সমবেনার পাত্র হইবেন কিরূপে? তবে পরাজিত হলওয়েলকে যে বিজেতা নবাব গুপ্ত ধন দেখাইয়া দিবার কথা বলিবেন, তাহা অবশ্য বিচিত্র নহে। ইংরেজ বণিকের জন্ত নবাবের অনেক টাকা ক্ষতি হইয়াছিল। সে ক্ষতিপূরণের প্রত্যাশায় ইংরেজের গুপ্ত ধন বাহির করিবার চেষ্টাটা নবাবের পক্ষে কিছু অসম্ভব নহে। * চতুর হলওয়েল জানিয়া গুনিয়া টাকা বাহির করিয়া দিতেছেন না, এরূপ বিশ্বাস হওয়া কিছু অস্বাভাবিক নহে। ইংরেজ-রমণীকে মীরজাফরের অন্তরমহলে পাঠান হইয়াছিল, একথা মুতাক্করীণে নাই; বরং মুতাক্করীণে ইহাই লিখিত

* আমি লিখিয়াছেন,—ইংরেজদিগকে বাণিজ্য করিবার অধিকার দিয়া যে ছাড় দেওয়া হইয়াছিল, অনেক নীচমনা নীচপদবী ইংরেজ বণিক এদেশীয় ও অন্ত দেশীয় বণিককে সে ছাড় বিক্রয় করিয়াছিলেন। এই সব এদেশীয় বণিক ও অন্ত দেশীয় বণিকের বাণিজ্য করিবার অধিকার ছিল না, সুতরাং এইরূপ ছাড় বিক্রয়ে নবাবের অনেক অর্থ ক্ষতি হইত। নবাব ইংরেজের উপর যে বিরক্ত হইয়াছিলেন, ইহাও তাহার আর একটা কারণ।

আছে যে, মীরজাফরের সাহায্যে অনেক ইংরেজ-রমণী ও পুরুষ পলাইবার পথ পাইয়াছিলেন।

২রা জুলাই নবাব কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া মুরশিদাবাদাভিমুখে যাত্রা করেন। যাইবার দুই তিন দিন পূর্বে তিনি পরাজিত ইংরেজদিগকে সহরে থাকিতে হুকুম দিয়াছিলেন। উমিচাঁদ এই সব ইংরেজের আহারবাসের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। মাণিকচাঁদ কলিকাতার কতৃৎ ভার পাইয়াছিলেন। *

মাণিকচাঁদের আধিপত্য দেখিয়া মীরজাফর রহিম খাঁ প্রভৃতি নবাবের পুরাতন কর্মচারীরা বিদ্বেষবিষে জর্জরীভূত হইয়াছিলেন। পূর্বে যখন নবাব মোহনলালকে † মন্ত্রিপদে এবং

* এখানে ইতিহাস-লেখকদের মতভেদ আছে। মুতাক্করীণে লেখা আছে,—মাণিকচাঁদ বর্দ্ধমানরাজের দেওয়ান। তিনি ৮৯ সহস্র পদাতিক ও ৬৫ সহস্র অশ্বরোহীর আধিপত্য পাইয়াছিলেন। ইংরেজ ইতিহাস লেখকেরা বলেন,—মাণিকচাঁদ হুগলীর ফৌজদার এবং সহস্র সৈন্তের অধ্যক্ষ ছিলেন।

† মোহনলালা মহারাজ উপাধি পাইয়াছিলেন। তাঁহার উপর পঁচ সহস্র অশ্বরোহী রক্ষার ভার অর্পিত হইয়াছিল।

Stewart's History of Bengal, p. 309.

মীরমদনকে সেনাপতিপদে অধিষ্ঠিত করেন, তখন মীরজাফরের হৃদয়ে বিদ্বেষ-বীজ রোপিত হইয়াছিল। এখন মাণিকচাঁদের আধিপত্যে তাহা অঙ্কুরিত হইল। মীরজাফরের বিদ্বেষ হইতে পারে। কেননা, সমগ্র বঙ্গের মসনদের জন্য এবং যুবক সিরাজের উপর আধিপত্য স্থাপন করিবার জন্য উৎকট লালসায় মীরজাফর উদ্ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সিরাজুদ্দৌলা কি তাহা বুঝেন নাই? সিরাজুদ্দৌলা জানিতেন যে, এক দিন বঙ্গের মসনদলোভে এই মীরজাফর তাঁহার বন্ধু মাতামহ আলীবর্দী খাঁর বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়াছিলেন। * সুচতুর সিরাজ কোন্ সাহসে এই মীরজাফরের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবেন? মীরজাফরের উপর বিশ্বাস ছিল না বলিয়া, সিরাজ আপনার রাজপথ পরিষ্কৃত রাখিবার জন্য মোহনলাল ও মীরমদনকে উচ্চপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। এ নিয়োগের অপব্যবহার হয় নাই। পাঠক! পরে পরিচয় পাইবেন,—এই দুইটি পুরুষ প্রভুকে রক্ষা করিবার জন্য কিরূপ আত্মবিসর্জনে উদ্যত হইয়াছিলেন এবং মীরজাফর

* মূলস্করীণ।

কিরূপ ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করিয়া সিরাজের সর্বনাশ করিয়াছিলেন।

মাণিকচাঁদ কলিকাতার ভার পাইয়া ইংরেজের সহিত সদ্যবহার করিয়াছিলেন। এক দিন একটা ইংরেজসৈন্য মাতাল হইয়া একটা মুসলমানকে হত্যা করিয়াছিলেন। মাণিকচাঁদ ক্রুদ্ধ হইয়া সকল ইংরেজকে হত্যা করিবার হুকুম দেন। ইংরেজেরা ভয়ে ফরাসী ও ওলন্দাজদের কুক্ষিতে পলাইয়া যান। পরে তথা হইতে তাঁহারা পলতায় আসিয়া আশ্রয় লন। তাঁহাদিগকে পলতার নিকট নদীর উপর জাহাজেই থাকিতে হইয়াছিল।

নবাব মুরশিদাবাদ যাইবার সময় হুগলী হইয়া যান। হুগলীতে ওলন্দাজেরা সাড়ে চারি লক্ষ টাকা এবং ফরাসীরা সাড়ে তিন লক্ষ টাকা উপঢৌকন দিয়াছিলেন। মুরশিদাবাদে উপস্থিত হইয়া নবাব ১১ই জুলাই মাতামহীর অনুরোধে বন্দী হলওয়েল ও তাঁহার সঙ্গীদিগকে মুক্তি প্রদান করেন। ইতিপূর্বে হুগলীতে বন্দী ওয়াটস ও তাঁহার সঙ্গীরা মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন।

ইংরেজকে কলিকাতা হইতে তাড়াইয়া সিরাজ কতকটা নিশ্চিত ছিলেন। ইংরেজ অবশ্য নিশ্চিত হইতে পারেন নাই। আর নিশ্চিত হন নাই,—সেনাপতি মীরজাফর, রহিম খাঁ, প্রাচীন কর্মচারী ওমর খাঁ, রাজ দুর্লভ এবং জগৎসেট। তাঁহাদের হৃদয়ে বিদ্রোহের দাবানল ধু ধু প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল। তাঁহারা অতি সন্তুর্পণে ও সাবধানে সিরাজের সর্বনাশ করিবার সংকল্পসাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সিরাজকে সিংহানু্যত করিয়া পূর্ণিয়ার নবাব শকুজঙ্গকে বাঙ্গালার সিংহাসনে বসাইবার সংকল্পে সাংঘাতিক ষড়যন্ত্র হইয়াছিল। নির্বোধ শকুজঙ্গকে বাঙ্গালার মসনদের মরীচিকায় মুগ্ধ করিয়া ষড়যন্ত্রকারীরা শকুজঙ্গকে গোপনে পত্র লিখিয়াছিল।

শকুজঙ্গ ষড়যন্ত্রের মোহজালে আবদ্ধ হইয়া সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। তাঁহার সুবিজ্ঞ হুচতুর শিক্ষক ও সচিব তাঁহাকে এ কার্যে প্রবৃত্ত হইতে নিষেধ করিয়াছিলেন।* তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন,—

* ইনি মৃতাক্ষরীণ রচয়িতা সৈয়দ গোলাম হোসেন।

“ষড়যন্ত্রকারীরা আজ তোমায় উৎসাহ দিতেছে, ইহার পর তাহারাই যে তোমায় তাড়াইবে না, কে বলিতে পারে?” শকুজঙ্গ এ সদুপদেশ শুনিবার পাত্র নহেন। তিনি কুলোকের কুপরামর্শে বুদ্ধিমান সচিবের কথা অগ্রাহ্য করিয়া সিরাজুদ্দৌলার সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য দৃঢ়সংকল্প হইয়াছিলেন। তিনি নানা উপায়ে দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে আদেশপত্র আনাইয়া আপনাকে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব বলিয়া ঘোষণা করেন।

সিরাজ রায় দুর্লভের ভ্রাতা রাসবিহারীকে পূর্ণিয়ার বীরনগরের ফৌজদারীপদে নিযুক্ত করেন। শকুজঙ্গ রাসবিহারীর হস্তে বীরনগরের ভার অর্পণ করেন, এই মর্মে একখানি পত্র লিখিয়া সিরাজ রাসবিহারীকে শকুজঙ্গের নিকট পাঠাইয়া দেন। রাসবিহারী রাজমহলের নিকট উপস্থিত হইয়া শকুজঙ্গকে সিরাজের পত্র প্রেরণ করেন। শকুজঙ্গ সিরাজের পত্র পাইয়া, কি করা কর্তব্য, ইহা স্থির করিবার জন্য আপনার মন্ত্রিবর্গকে আহ্বান করেন। মন্ত্রীদিগের মধ্যে সৈয়দ গোলাম হোসেন

পরামর্শ দেন,—“আপাততঃ সিরাজুদ্দৌলাকে সৌজন্য সহকারে একখানি পত্র লেখা হউক। সম্মুখে বর্ষা। এই সময় কোন রূপ গোলযোগ বাধাইলে যুদ্ধকরা কষ্টকর হইবে। বর্ষাব সানে যুদ্ধ করিবার সুবিধা। সেই সময় ইংরেজের সাহায্য পাইবারও অনেক প্রত্যাশা আছে।” *

শকৎজঙ্গ সৈয়দ গোলাম হোসেনের পরামর্শ না লইয়া সিরাজুদ্দৌলাকে এই মর্মে পত্র লিখেন,—“আমি বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব। তুমি আমার আত্মীয়। তোমার কোন ক্ষতি করিব না। তুমি রাজ্য ধন আমাকে অর্পণ করিয়া পূর্ব-বঙ্গের যথা ইচ্ছা চলিয়া যাও।” রাজমহলে রাসবিহারীর নিকট এই পত্র প্রেরিত হয়। রাস-বিহারীর নিকট হইতে সিরাজ অবশ্য এই পত্র প্রাপ্ত হন। পত্র পাইয়া সিরাজুদ্দৌলার কোপানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। তিনি তদুত্তরে আপন

* ইংরেজের নিকট সাহায্য পাইবার প্রত্যাশা আছে, এ কথায় সহসা কাহার না সন্দেহ হয়? সিরাজের বিপক্ষে মীরজাফরপ্রমুখ মুরশিদাবাদের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা যে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, তাহাতে ইংরেজেরও সংশ্রব ছিল।

সেনাপতিদিগকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইবার জন্য আদেশ করিলেন। বিহারের সহকারী শাসনকর্তা রাজা রামনারায়ণের প্রতি হুকুম হইল, তিনি যেন সৈন্যগণ লইয়া পূর্ণিয়া আক্রমণ করেন। অতঃপর সিরাজ স্বয়ং সৈন্যসহ রাজমহলের দিকে অগ্রসর হন। তাঁহার সেনাপতি রাজা মোহনলাল অপর এক দল সৈন্য লইয়া অপর দিকে যাত্রা করেন।

সিরাজের যুদ্ধযাত্রার বার্তা পাইয়া শকৎজঙ্গ আপন সৈন্যদলদিগকে যুদ্ধার্থ আদেশ করেন। নবাবগঞ্জের নিকট একস্থানে শকৎজঙ্গের সেনারা শিবির স্থাপন করেন। যে স্থানে সেনানিবেশ হইয়াছিল, তাহার সম্মুখে জলাভূমি এবং চারিদিকে হ্রদ ছিল। জলার মধ্যে কেবলমাত্র একটা পথ ছিল। শকৎজঙ্গের সেনাপতিরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভাবে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন। পরে শকৎজঙ্গ সৈন্যসহ আসিয়া উপস্থিত হন। এই সময় সিরাজসৈন্য অগ্রসর হইয়া শকৎজঙ্গের শিবির অভিমুখে গোলাবর্ষণ করিল।

উভয় পক্ষে গোলা চলিয়াছিল। কিন্তু শকৎজঙ্গের সৈন্যমণ্ডলে শৃঙ্খলা ছিল না। এই বিশৃঙ্খল

অবস্থায় শ্যামসুন্দর নামে শকৎজঙ্গের এক জন হিন্দু সৈন্যাধ্যক্ষ অসম সাহসে ও বিপুল বীর্যে যুদ্ধ করিয়াছিলেন ।

শকৎজঙ্গ ভাঙ্গে উন্মত্ত ; বারানসী বাইজির মধুর তানে বিমোহিত । এদিকে তাঁহার সেনাগণ সিরাজসৈন্যের প্রবল প্রতাপে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল । বিষম অবস্থা বুঝিয়া সেনাপতিরা ভাঙ্গমত লক্ষশক্তি শকৎজঙ্গকে একটী হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আনয়ন করেন । যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইবামাত্র সিরাজসৈন্যের এক ভীম গোলার আঘাতে তিনি হস্তী হইতে পতিত হইয়া প্রাণ বিসর্জন করেন । শকৎজঙ্গের এই অবস্থা দেখিয়া তদীয় সৈন্যগণ পলায়ন করে ।

দুই দিন পরে রাজা মোহনলাল পুর্নিয়ায় প্রবেশ করিয়া ধন-রত্নরাজি হস্তগত করেন এবং আপন পুত্রকে পুর্নিয়ার শাসনকর্তা করিয়া অন্তঃ-পুরের স্ত্রীলোকদিগকে মুরশিদাবাদে পাঠাইয়া দেন ।*

ইংরেজ বিতাড়িত ; শকৎজঙ্গ নিহত ; দুই

* শকৎজঙ্গের বিস্তারিত বিবরণ মৃত্যুকরীণে বর্ণিত আছে ।

মহাশত্রুদায় হইতে নিস্তার পাইয়াছেন ভাবিয়া সিরাজ আপনাকে অনেকটা নিশ্চিত্ত ভাবিয়া-ছিলেন । . জয়োল্লাসে মুরশিদাবাদ পূর্ণ প্রবাহে উদ্বেল হইয়া উঠিল । হতভাগ্য সিরাজ তখন বুঝেন নাই, ষড়যন্ত্রের কি পূর্ণপ্রদীপ্ত নিত্য-ঘূর্ণমান্ মহাচক্রের মধ্যে তিনি অধ্যুষিত ! তিনি ত বুঝেন নাই, নবাবী মসনদের মহালক্ষ্মী ভবিষ্যৎ বিভীষিকার বিরাত বিশাল যবনিকা ধীরে ধীরে আকুঞ্চিত করিতে করিতে সতর্ক পদক্ষেপে কোন্ দিকে অগ্রসর হইতেছেন !

মাদ্রাজে মন্ত্রণা ।

সিরাজ নিশ্চিত্ত ছিলেন ; ইংরেজ কি নিশ্চিত্ত থাকিতে পারেন ? কলিকাতা-দুর্গের অধঃপতনে ভারতে ব্রিটিশ বণিকের ভবিষ্যৎ দুর্ভাগ্য সূচিত হইয়াছিল । বণিকের বাণিজ্য-বিলুপ্তির আশঙ্কা অপেক্ষা দুর্ভাবনা বা দুর্ভাগ্যসূচনা আর কি আছে ? কলিকাতায় যখন ইংরেজ বণিক ঈদৃশ হতসর্বস্ব

এবং হতবিক্রম, তখন বাণিজ্য-সমৃদ্ধির সম্ভাবনা কোথায়? তাই কলিকাতা-দুর্গের পতনসংবাদে মাদ্রাজে ইংরেজ কোম্পানীর প্রভু-শক্তি বাত্যা-বিক্ষুব্ধ সাগরবৎ বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল। দাক্ষিণাত্যে “আরকট অবরোধে”র পর হইতে নানা সংঘর্ষে ইংরেজ কোম্পানী বিজয় লাভ করিয়া বাণিজ্যসমৃদ্ধি সম্বন্ধে বড় আশান্বিত হইয়াছিলেন। তদপেক্ষা একটা উচ্চতর আশাও তাঁহারা হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলেন। সত্য সত্যই তখন ভারতের শাসনশক্তিরই একটা আশাঙ্কুর ইংরেজ বণিকের হৃদয়ে উদ্ভূত হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় কলিকাতার পতনসংবাদে মাদ্রাজের কর্তৃপক্ষ যে মর্ম্মাহত হইবেন, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? তবে এ দারুণ মর্ম্মাঘাতে কলিকাতার পুনরুদ্ধার জন্য একটা উৎকট উত্তেজনা উখিত হইয়াছিল।

১৫ই জুলাইয়ের পূর্বে মাদ্রাজে কাশীমবাজার-পতনের সংবাদ পৌঁছায় নাই। যখন সিরাজ কলিকাতা আক্রমণ করেন, তখন ড্রেক সাহেব এবং তৎপশ্চাৎ অন্যান্য ইংরেজ পলায়ন করিয়া পলতায় আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাঁহারা পলতার নিকটেই

জাহাজের উপর অবস্থিতি করিতেছিলেন। পলতা অস্বাস্থ্যকর বলিয়া কেহ সাহস করিয়া জাহাজ হইতে অবতরণ করেন নাই। তথাকার অনেক গৃহাদি গোলাঘাতে জীর্ণ হইয়াছিল। কাজেই জাহাজে অবস্থিতি ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। পলতায় ওলন্দাজদিগের জাহাজ রাখিবার প্রধান আড্ডা। নবাবের ভয়ে ওলন্দাজেরা এবং অন্যান্য অধিবাসীরা ইংরেজদিগকে কোনরূপ সাহায্য করিতে অগ্রসর হন নাই। নবাব কলিকাতা পরিত্যাগ করিলে পর এদেশের লোকেরা ইংরেজদিগকে আহাঙ্গাদি সম্বন্ধে সাহায্য করিয়াছিল।

পলায়িত ইংরেজমণ্ডলী এই দারুণ দুর্দশার জন্য ড্রেক সাহেবকে দোষী করিয়াছিলেন। মনোভঙ্গ ও মতভেদে বাস্তবিক তখন ইংরেজদের মধ্যে একটা বিষম বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। তবে ইংরেজের সৌভাগ্য এই যে, এইরূপ বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও সকলে গবরগর ও কোন্সিলের কর্তৃত্ব স্বীকার করিছিলেন। জুলাই মাসের প্রথমে গবরগর ড্রেক সাহেব, এক জন সামরিক কর্মচারী-সহ সিভিলিয়ন মানিংহাম সাহেবকে মাদ্রাজে

পাঠাইয়া দেন। মাদ্রাজের কতৃপক্ষরা তাঁহাদের মুখ হইতে ইংরেজের দুঃসংবাদ পাইয়া ব্যথিত হইয়াছিলেন। বিশেষ এই সময় ইংলণ্ড হইতে সংবাদ আসিয়াছিল যে, ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ হইতেছে। তখন কি করা কর্তব্য নির্ধারণার্থ সকলেই পরামর্শ করিতে লাগিলেন। পরামর্শে সিদ্ধান্ত হইল, বাঙ্গালায় ইংরেজের দুর্গাদি স্মৃদু করা কর্তব্য। এইরূপ কর্তব্যনির্ধারণ করিয়া মাদ্রাজের কতৃপক্ষরা দুই শত ত্রিশ জন সৈন্যসহ মেজর কিল পেটরিককে বাঙ্গালায় প্রেরণ করেন।

এই আগষ্ট মাদ্রাজের কতৃপক্ষরা কলিকাতা-পতনের সংবাদ পাইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সময় পিগট সাহেব মাদ্রাজের গবরণর ছিলেন। তিনি সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া ধার্য্য করিলেন, যেক্রমেই হউক বৈরনির্য্যাতন করিয়া কলিকাতার উদ্ধার সাধন করিতেই হইবে। পিগট স্বয়ং বৈরনির্য্যাতনকল্পে সৈন্যাধ্যক্ষপদ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, রণকৌশলে তাঁহার তাদৃশ ভূয়োদর্শন ছিল না; অধিকন্তু তিনি যত সৈন্য লইয়া যুদ্ধযাত্রা

করিতেছিলেন, তাঁহার অন্যান্য সঙ্গী কতৃপক্ষ তত সৈন্য সরবরাহ করা অসম্ভব বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। সুতরাং পিগটের সৈন্যাধ্যক্ষ-পদ গ্রহণের চেষ্টা বিফল হইল।

উপস্থিত বিপত্তি-ত্রাণের উপায় কি? কলিকাতার পুনরুদ্ধার ভিন্ন ত ভারতে ইংরেজের অস্তিত্ব একরূপ অসম্ভব। সেই জন্য সাগর-লঙ্ঘনবৎ দুষ্করাদপি দুষ্করকার্য্য-ভার কাহার উপর সমর্পিত হইবে, তাহাই হইল বিষম ভাবনার বিষয়। যিনি মনে করিলে, রণক্ষেত্রে মুহূর্ত্তে ৫০।৬০ সহস্র সৈন্য সমাবেশ করিতে পারেন, তাঁহার সঙ্গে সহস্রাধিক-মাত্র সৈন্য-সহায়ে যুদ্ধ করা অমানুষিক অসমসাহসের কাজ। সে সাহস কাহার আছে? কর্ণেল আলডরকন্ সাহসী ও শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন বটে; কিন্তু ভারতে কোথায় কি ভাবে কেমন করিয়া যুদ্ধ করিতে হয়, সে সম্বন্ধে তাঁহার কিঞ্চিৎ-মাত্র অভিজ্ঞতা ছিল না। তাঁহাকে বিশ্বাস না করিবারও আর একটা বিশেষ কারণ ছিল। তিনি ইংলণ্ডের স্বরপ্রেরিত কোন সেনাদলের অধ্যক্ষ স্বরূপে ভারতে অবস্থিতি করিতেছিলেন, ব্রিটিশ

বণিককোম্পানীর শাসনশক্তি মানিতে কোনরূপেই বাধ্য ছিলেন না : সুতরাং তাঁহার প্রতি যুদ্ধভার সমর্পণ করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইল না। কলিকাতা-পতনের প্রতিশোধ লইবার যোগ্যপাত্র একমাত্র কর্ণেল লরেন্স। তিনি যদি অসুস্থ না হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাকেই মনোনীত করা হইত।

উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে অবশিষ্ট রহিলেন আরকটবিজয়ী বীর ক্লাইব। ক্লাইবের সাহসপ্রতিষ্ঠা তখন পূর্ণমাত্রায় সমুখিত। যখন পর্য্যায়ক্রমে অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের কলিকাতায় যুদ্ধ-যাত্রা করিবার পক্ষে একটা না একটা বিঘ্নবাধা আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল, তখন সেই দুঃসাহসিক ছুরন্ত ক্লাইবের প্রতি একেবারে সকলের দৃষ্টি পতিত হইল। অর্মি * সাহেব, ক্লাইবকে সেনাপতি-পদে বরণ করিবার জন্য, প্রথম প্রস্তাব করেন। কর্ণেল লরেন্স কতৃক সে প্রস্তাব সমর্থিত হয়। তখন সকলে এক বাক্যে ক্লাইবকে সৈন্যাধ্যক্ষ-পদে অভিষিক্ত করিলেন। সহস্রাধিক মাত্র সৈন্য

লইয়া বিপুল বলসম্পন্ন দুর্দর্শ নবাব সিরাজুদ্দৌলার সঙ্গে যুদ্ধ করা বড় সহজ কথা নহে। ক্লাইব তাহা বুঝিয়াও আপনার গৌরব-ক্ষয়-ভয়ে কেবল অসীম সাহসে নির্ভর করিয়া সহযোগীদের অমৃতময়ী অভিষেক-বাণী মস্তক পাতিয়া লইয়াছিলেন।

সিদ্ধান্ত হইল, কলিকাতার ভূতপূর্ব গবর্নর এবং কৌন্সিল, অসামরিক এবং ব্যবসায়িক শক্তি সঞ্চালন করিবেন; কিন্তু সকল সামরিক ব্যাপারে ক্লাইব সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে চলিবেন। মিঃ মানিংহাম ইহাতে আপত্তি তুলিলেন। কলিকাতা আক্রমণকালে এই মানিংহাম সাহেব, সর্ব্বাঙ্গে পলায়নের পথ দেখিয়াছিলেন এবং অন্যান্য পলাতকদিগের প্রতিনিধিস্বরূপে মাদ্রাজে প্রেরিত হইয়াছিলেন। আপত্তিটা খুব সুদৃঢ় ভাবেই উত্থিত হইয়াছিল; কিন্তু কিছুতেই টিকিল না।

অলডরনকে সৈন্যাধ্যক্ষপদ প্রদান করা হয়। বুলিয়া ক্ষোভরোধে তাঁহার দারুণ মর্শ্বদাহ ঘটাইয়াছিল। প্রত্যক্ষপ্রমাণে সে মর্শ্বদাহ ফুটিয়াও বাহির হইয়াছিল।

ক্লাইব স্থলভাগে সৈন্য সঞ্চালনের ভার

* ইনিই "History of Hindostan" নামক গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

পাইলেন; আডমিরল ওয়াটসন রণ-পোতের অধ্যক্ষ-
পদে নিযুক্ত হইলেন। বঙ্গের বৈরনির্যাতনকল্পে
নয়শত ইউরোপীয় এবং পনের শত মাত্র সিপাহী
সৈন্য সংগৃহীত হইয়াছিল। ক্লাইব ও ওয়াটসন
অসমসাহসে অকুল পাথারে বাঁপ দিলেন। এই
সামান্য সংখ্যক সৈন্য লইয়া, তাঁহারা পাঁচখানি রণ-
পোতে আরোহণ করিলেন।* পাঁচখানি পোতে
২৬৪টি কামান ছিল। এতদ্ব্যতীত রসদাদি বহু
নার্থ তাঁহারা আর পাঁচখানি পোত সঙ্গে লইয়াছি-
লেন। আডমিরল ওয়াটসন একখানি পোতে
আপন পতাকা উড়াইয়া দিলেন। ক্লাইব অপা-
ক একখানিতে আরোহণ করিলেন। দাক্ষিণাত্যে
নবাব সলবৎজঙ্গ এবং আরকটের নবাব মহম্মদ
আলি সিরাজুদ্দৌলাকে ভয়মৈত্রী প্রদর্শন করিয়া
এই ভাবে পত্র লিখিয়াছিলেন যে, তাঁহার দ্বারা
ইংরেজ কোম্পানীর যে ক্ষতি হইয়াছিল, ত্বরায় তাহা
পূরণ করিয়া দিতে উইবে। ক্লাইব এই পত্রগুলি
সঙ্গে করিয়া লইয়াছিলেন। †

* পাঁচখানি রণপোতের নাম,—কেণ্ট, কাম্বলীও, টাইগার, সলস্বাতি
এবং ব্রিজওয়াটার।

† এই পত্রে অন্ধকূপের উল্লেখমাত্র ছিল না।

সকলেই সুসজ্জিত। বন্দর পরিত্যাগ করিবার
অপেক্ষামাত্র। এই সময় এক ঘোর বিদ্রাট উপস্থিত
হইল। মাদ্রাজের ব্রিটিশ বণিক আপনাদের
পোতসমূহে আলডরকনের কর্তৃত্বাধীন ইংলণ্ডেশ্বরের
কতিপয় সৈন্য, কামান এবং রসদাদি তুলিয়া দিয়া-
ছিলেন। আলডরকন পূর্বাপমানের প্রতিশোধ
লইবার অবসর বুঝিয়া বণিক-পোত হইতে আপ-
নার যাবতীয় সৈন্যাদি নামাইয়া লইলেন। সেও
প্রায় দুই শত জন হইবে।

সাহসী নির্ভীক ক্লাইব তাহাতেও কিঞ্চিৎমাত্র
বিচলিত না হইয়া অদম্য বীরদন্তে বুক বাঁধিয়া
১৮-৫৬ সালের ১৬ই অক্টোবর মাদ্রাজ বন্দর পরিত্যাগ
করেন।

কলিকাতায় ক্লাইব।

পথে বাত্যাবর্তে বহু বিষয় সংঘটিত হইয়াছিল;
কিন্তু বিধি যা'রে সুপ্রসন্ন, তা'র বিপদ কতক্ষণ?
শকল বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ক্লাইব ও ওয়াট-
সন সাহেব ১৫ই ডিসেম্বর পলাতায় আসিয়া

উপস্থিত হন। দুইখানি বাদে অবশিষ্ট কয়েকখানি জাহাজ ২০শে ডিসেম্বর তথায় আসিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হয়। কম্বলগু নামক রণপোতা তখানি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। সেই খানিতে আডমিরাল পিগট সাহেব ছিলেন। তাহার সঙ্গে প্রায় আড়াই শত ইউরোপীয় সৈন্য ছিল। সেইখানি আসেনাই; আর আসেনাই, মার্লবরো নামক একখানি জাহাজ। এ খানিতেও অনেকগুলি কামান ছিল।

ক্লাইব কাহারও জন্ত অপেক্ষা করিতে চাহিলেন না। ইতিপূর্বে ক্লাইব বঙ্গোপসাগরে পৌঁছিয়াই নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে পত্র লিখিয়াছিলেন। সে পত্রের মর্ম্ম পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে। এ পত্রের তিনি কিন্তু উত্তর পান নাই। যাহাই হউক, তিনি যুদ্ধার্থেই দৃঢ় সংকল্প করিয়াছিলেন। ষোল আশ্বিন তারিখে মেজর কিলপেট্টিক দুই শত ত্রিশটি সৈন্য লইয়া পলতায় উপস্থিত হইয়া শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন। এখানে প্রায় অর্ধেক সৈন্য ব্যারামে মারা পড়িয়াছিল। যখন ক্লাইব আসিয়া উপস্থিত হন, তখন পেট্রিকের অধীন ত্রিশ জনের অধিক যুদ্ধক্ষম সৈন্য ছিল না। ক্লাইব তাহাতেও

দ্রক্ষেপ না করিয়া একেবারে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিতে দৃঢ়সংকল্প হন।

সিরাজুদ্দৌলার নামে ক্লাইব যে সব পত্র আনিয়াছিলেন, পলতায় পৌঁছিয়াই, তিনি তাহা নবাবের নিকট পৌঁছাইয়া দিবার জন্ত কলিকাতার তাৎকালিক গবরগর মাণিকচাঁদকে পাঠাইয়া দেন। মাণিকচাঁদ উত্তরে লিখিয়া পাঠান,—“পত্র নবাবকে পাঠাইতে পারিব না।”

১৫ই ডিসেম্বর ওয়াটসন সাহেব নবাবকে পত্র লিখিয়াছিলেন। অন্ধকূপবিচারে এ পত্রের মর্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছে। কলিকাতা এবং হুগলী পুনরধিকৃত হইবার পূর্বে ওয়াটসন এ পত্রের কোন উত্তর প্রাপ্ত হন নাই।

যুদ্ধ অনিবার্য্য, এই সিদ্ধান্ত করিয়া ওয়াটসন ও ক্লাইব কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন। ২৭শে ডিসেম্বর তাহারা মায়াপুরে উপস্থিত হন। এইখানে সৈন্যেরা জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া বজবজ-দুর্গাভিমুখে যাত্রা করে। *

* বজবজ কলিকাতার দক্ষিণ-পূর্বে। ছয় ক্রোশ পথ হইবে।
মায়াপুর বজবজের পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণ।

ক্রাইব স্থল-পথে সৈন্য সঞ্চালন করিয়া দারুণ কণ্ঠে বজ্রবজের নিকট একটা স্থল অধিকার করিয়া লন। সেই খানে পথশ্রম-ক্রান্ত সৈনিকগণ নিদ্রিত হইলে শত্রুগণ কর্তৃক আক্রান্ত হয়। আক্রমণে জাগরিত হইয়া সকলেই ভীত, চকিত ও স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। কেবল ক্রাইবের রণোৎসাহবাকে উত্তেজিত হইয়া তাহার শত্রুগণসনে অদম্য বিক্রমে যুঝিয়াছিল। মাণিকচাঁদের সমভিব্যাহারে তিন সহস্রাধিক অশ্বরোহী ও পদাতিক সৈন্য ছিল। অকস্মাৎ একটা গোলা তাঁহার উষ্মীষের পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যায়। ইহাতে তিনি ভীত হইয়া, হস্তীকে ফিরাইয়া, রণে ভঙ্গ দিয়া, পলায়ন করেন।

ক্রাইব যখন স্থলপথে মাণিকচাঁদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, ওয়াটসন সাহেব তখন নদীবক্ষে হইতে বজ্রবজ্র দুর্গে গোলাবর্ষণ করিতেছিলেন। দুর্গ হইতেও তদুত্তরচ্ছলে গোলা বর্ষিত হইয়াছিল। দুর্গের গোলাবর্ষণ বহুক্ষণ স্থায়ী হয় নাই। দুর্গের বর্ষণ থামিল; কিন্তু দুর্গবাসীরা বশ্যতা স্বীকার করিল না। কেণ্ট রণপোতে সছুপায় নির্দ্ধারণার্থ একটা সভা বসিয়া গেল। সভায় সিদ্ধান্ত হইল,

ক্রাইবই সৈন্য স্থল-পথে দুর্গ আক্রমণ করিবেন। দুর্গটী সুদৃঢ়; যুদ্ধিকায় নিশ্চিত; সলিলপূর্ণ পরিখায় পরিবেষ্টিত। পর দিন দুর্গ আক্রমণ করা আইবে, ইহাই স্থির সঙ্কল্প হইয়া রহিল। স্থল-ভাগে শিবিরের মধ্যে এবং নদী-বক্ষে পোতা-কক্ষে সেনা-সমূহ ঘণ্টাকতকের জন্য বিশ্রাম লাভার্থ নিদ্রা যাইবার উপক্রম করিল।

অকস্মাৎ নদী-তটে একটা মহা জয়োল্লাসের কোলাহল উথিত হইল। পোতারোহী আর্মিরল ওয়াটসন সংবাদ পাইলেন, দুর্গ অধিকৃত হইয়াছে। যে কোণে দুর্গ অধিকৃত হইয়াছে, তাহা শুনিয়া তিনি চমৎকৃত হইলেন।

শিবিরে প্রগাঢ় শান্তি বিরাজমান। এমন সময় ষ্ট্রবান নামে এক “মাল্লা” মদ খাইয়া, “নেশায়” কথঞ্চিৎ উৎফুল্ল হইয়া, দুর্গের কোন ভগ্নাংশ দিয়া, দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করে। সেই সময় দুর্গে কতকগুলি মুসলমান তাহাকে দেখিতে পাইয়া আক্রমণ করে। সেও ‘অসি’ ও ‘পিস্তুল’ সাহায্যে সুদৃঢ় বিক্রমে অনেকক্ষণ যুঝিয়াছিল। তাহার তরবারীর বাঁট ভাঙ্গিয়া যায়; কিন্তু তাহাতে সে নিরুসাহ

না হইয়া, গভীর গর্জনে, অতুল সাহসে, প্রাণপণে যুদ্ধিতে লাগিল। সেই সময় দৈবক্রমে আরও কয়েকজন সশস্ত্র মাল্লা তথায় গিয়া উপস্থিত হয়। ক্রমে সমস্ত ব্যাপার ব্রিটিশ শিবিরে বিজ্ঞাপিত হইলে, দলে দলে ব্রিটিশ সৈন্য উত্থিত হইয়া, দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করে। দুর্গ অধিকৃত হইল। ইতিপূর্বে যখন দুর্গ হইতে গোলাবর্ষণ থামিয়া যায়, তখন অনেকে দুর্গ হইতে পলায়ন করিয়া-ছিল; কয়েকজনমাত্র দুর্গে অবস্থিতি করিতেছিল। তাই বোধ হয়, তত সহজে দুর্গ অধিকৃত হইল।

৩০শে ডিসেম্বর বজবজ্ দুর্গ অধিকৃত হয়। সেই দিন অপরাহ্নে জল-পথে ব্রিটিশ সেনা এবং স্থল-পথে সিপাহী সৈন্য কলিকাতা অভিমুখে অগ্রসর হয়।

১৭৫৭ খৃঃ অব্দের ১লা জানুয়ারি টানার ইষ্টক-নির্মিত দুর্গটী ইংরেজ কর্তৃক অধিকৃত হয়। এতদ্ব্যতীত আর একটী মৃত্তিকানির্মিত দুর্গও ব্রিটিশ-বাহিনীর করতলগত হইয়াছিল।

২রা জানুয়ারি ব্রিটিশ রণপোত কলিকাতায় ভাগীরথীর বক্ষে প্রাচীন দুর্গের সম্মুখে উপস্থিত

হয়। দুর্গ হইতে অবিরল ধারে ব্রিটিশ পোতাভি-মুখে গোলা বর্ষিত হইতে লাগিল। ব্রিটিশ বাহিনীও বিচিত্র বিক্রমে দুর্গের দিকে গোলা বর্ষণ করিল। ওদিকে ক্লাইব স্থল-পথে আসিয়া সহর আক্রমণ করেন। দুর্গাধিকারীরা অত্যন্ত বিপদ বিবেচনা করিয়া, রণে ভঙ্গ দিয়া, পলায়ন করে। এই সময় কতকগুলি প্রাচীন নগরবাসী নদীতট হইতে হস্তসঞ্চালন করিয়া, পোতবাসী ব্রিটিশ সেনাপতিকে বিজয়রাত্রী বিজ্ঞাপিত করিল। একটী রশ্মির উপর একটী ব্রিটিশ পতাকা উড্ডীন হইল। আডমিরল ওয়াটসন দুর্গাধিকার জগ্ তদুৎপেই কাপ্তেন কিংকে পাঠাইয়া দিলেন। দুর্গ সুরক্ষিত হইল। কাপ্তেন কুট এই নববিজয়ে গবর্ণর নিযুক্ত হইলেন। কয়েক মাস পূর্বে যে দুর্গ হইতে ব্রিটিশ জাতি জঘন্য বন্ধ্য বরাহবৎ বিতাড়িত হইয়াছিল, সিংধাতার কৃপায় ব্রিটিশ কর্তৃক তাহা পুনরধিকৃত হইল।

দুর্গ পুনরধিকৃত হইল বটে; কিন্তু দুর্গের কর্তৃত্বকল্পে একটা মহা গোলযোগ উত্থিত হইল। কাপ্তেন কুক আডমিরল ওয়াটসন কর্তৃক গবর্ণর

নিযুক্ত হইয়াছিলেন । ক্লাইব কিন্তু কতৃৎ চাহেন । ক্লাইবকে ওয়াটসনের লিখিত নিয়োগপত্র দেখান হইল । ক্লাইব তাহা মানিলেন না । আডমিরাল ওয়াটসনের নিকট সংবাদ গেল । ওয়াটসন সাহেব কাপ্তেন স্পেকিকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, ক্লাইবের কতৃত্বাধিকার কিসে ? তত্বতরে ক্লাইব বলিয়া পাঠাইলেন,—“আমি ইংলণ্ডেশ্বরের নিযুক্ত কর্ণেল এবং সকল সৈন্যের অধ্যক্ষ ; অতএব কতৃত্বাধিকার আমারই ।” স্পেকি ওয়াটসনের নিকট ফিরিয়া গেলেন । ওয়াটসন আবার বলিয়া পাঠাইলেন,—“তুমি যদি দুর্গ পরিত্যাগ না কর, তাহা হইলে তোমাকে গুলি করিব ।” নির্ভীক ক্লাইব তাহাতে বিচলিত হইলেন না । তিনি কতৃত্বাভিমান পরিত্যাগ করিলেন না । ওয়াটসন সাহেব পুনরায় ক্লাইবের পরম বন্ধু কাপ্তেন লাথেমকে পাঠাইয়া দিলেন । উভয়ে ধীর ও শান্তভাবে কথাবার্তা হইতে লাগিল । ক্লাইবের নিৰ্ব্বন্ধাতিশয় অনেকটা কমিয়া আসিল । তিনি বলিয়া পাঠাইলেন,—যদি ওয়াটসন সাহেব স্বয়ং আসিয়া দুর্গাধিকার করেন, তাহা হইলে তাঁহার কোন আপত্তি থাকিবে না । ওয়াটসন

এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া স্বয়ং দুর্গমধ্যে আগমন করেন । তখন ওয়াটসনের হস্তে দুর্গের চাবি অর্পিত হইল । বিধাতা স্প্রসন্ন । সকল গোল মিটিয়া গেল । ওয়াটসন সাহেব ভূতপূর্ব গবরগর ডেক ও তদীয় কোমিলের উপর দুর্গভার অর্পণ করেন । ইহারা ক্লাইবের নিৰ্ব্বন্ধাতিশয়ে বাধ্য হইয়া নবাবের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করেন ।

পূর্বের নবাব যখন কলিকাতার দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন, তখন অনেক বাণিজ্য দ্রব্য দুর্গমধ্যে নিহিত ছিল । এ সব নবাবের ভোগ্য বিবেচনা করিয়া মৈন্যগণ তাহা অবিকৃত অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া যায় । এ পর্যন্ত সে সব অবিকৃতাবস্থায় ছিল । সৌভাগ্য-সূচনা আর কাহাকে বলে ? বজ্রবজ্র-দুর্গ অনায়াসে অধিকৃত হইল ; কলিকাতা-দুর্গের পুনরুদ্ধারে তাদৃশ শ্রম স্বীকার করিতে হয় নাই । ইহার পর হুগলীও অল্লায়াসে ব্রিটিশ বণিকের করতলস্থ হয় । পলাশী-ক্ষেত্রে কেবল চাতুর্য্য-কৌশলে বিজয়-পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল । ব্রিটিশ বণিকের সে সৌভাগ্যস্তর পাঠকবর্গকে ক্রমে ক্রমে প্রদর্শিত হইবে ।

সিরাজের যুদ্ধ-যাত্রা।

বজ্রবজ্র দুর্গ ইংরেজের অধিকারভুক্ত হইলে মাণিকচাঁদ মুরশিদাবাদের নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে সে সংবাদ প্রদান করেন। ইতিপূর্বে নবাব ইংরেজের আগমন-বার্তা প্রাপ্ত হইয়া বিপুল বল সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন; এক্ষণে মাণিকচাঁদের নিকট হইতে বজ্রবজ্র দুর্গ-পতনের সংবাদ পাইয়া তিনি যুদ্ধযাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

কলিকাতায় সংবাদ আসিল, নবাব বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থ আগমন করিতেছেন। তখনই কলিকাতার বিজয়ী ব্রিটিশ বণিক ‘পূর্বাহ্নে’ই হুগলী আক্রমণ করিবার সংকল্প করেন। হুগলী আক্রমণার্থ ১৫০ মাল্লা, ২০০ ইউরোপীয় সৈন্য এবং ২৫ শত সিপাহী প্রেরিত হইল। ব্রিটিশের সৌভাগ্যবলে হুগলী অল্পায়াসে অধিকৃত হইল। অধিকার-প্রক্রিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণন এ প্রসঙ্গে নিম্নয়োজন।

ব্রিটিশ বণিকের এই বিজয়-বার্তা ইংলণ্ডের

কর্তৃপক্ষকে বিদিত করিবার জন্য আডমিরল ওয়াটসন কাণ্ডোন রিচার্ড কিংকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন।

সিরাজুদ্দৌলার ক্রোধের সীমা রহিল না। তিনি তখন সসৈন্য কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইতিপূর্বে ওয়াটসন সাহেব তাঁহাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, এখন নবাব তাহার উত্তর-চ্ছলে ১৭৫৭ সালের ২৩শে জানুয়ারি তারিখে এই মর্মে পত্র লিখেন,—

“ডেক আমার আজ্ঞা অবজ্ঞা করিয়া আমার শাসনযোগ্য প্রজাকে আশ্রয় দিয়াছিল। সেই জন্য আমি কলিকাতা আক্রমণ করি এবং ব্রিটিশ কোম্পানীকে তাড়াইয়া দিই। তোমরা যদি শান্ত সওদাগরের মতন ব্যবহার কর, তাহা হইলে তোমাদের ভাবনা থাকিবে না; কিন্তু যদি মনে কর, আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া, আপনাদের বাণিজ্য-স্থাপনে সক্ষম হইবে, তাহা হইলে যথাভিরুচি করিতে পার।”

এতদ্বত্তরে ওয়াটসন সাহেব এই ভাবে পত্র লিখিয়াছিলেন,—

“আপনি ড্রেকের ব্যবহার সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহা প্রকৃত নহে । স্বকর্ণে সকল শুনিয়া বা স্বচক্ষে দেখিয়া কোন কার্য্য না করা রাজার কর্তব্য নহে । আপনার কুপরামর্শদাতাদিগকে দণ্ড দিন ; আমাদিগকে সন্তুষ্ট করুন ; যাহারা আপনার দ্বারা অত্যাচারিত ও বঞ্চিত হইয়াছে, তাহাদের সন্তোষ-সাধনে কৃতসংকল্প হউন । ড্রেকের বিচার কোম্পানী করিবেন ।”

ওয়াটসন সাহেবের পত্রে ব্রিটিশ পক্ষের দোষ স্বীকৃত হইতেছে । নবাব অকারণে কলিকাতা আক্রমণ করিয়া ইংরেজকে কলিকাতা হইতে তাড়াইয়া দেন নাই । পরে ক্রমে ক্রমে সিরাজ-চরিত্রের স্পষ্ট পরিচয় পাইবেন ।

ব্রিটিশ বণিক হুগলী অধিকার করিয়াছিলেন । সিরাজুদ্দৌলার ক্রোধ হওয়া অস্বাভাবিক নহে । তবুও তিনি যুদ্ধে লোকক্ষয় হইবে ভাবিয়া শান্তির প্রত্যাশায় ইংরেজ বণিকের ক্ষতিপূরণ করিতে ও তাহাদের দাবী দাওয়ার প্রার্থনা শুনিতে প্রস্তুত হন । তিনি পত্রে স্বাক্ষরে লিখিয়াছিলেন,—
“পূর্বে আমার সৈনিকগণ কতৃক কলিকাতা-দুর্গে

ইংরেজের দ্রব্যাদি লুণ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা হইলেও আমি তৎক্ষতিপূরণে অসম্মত নহি ।” কেবল ইহাই নহে, ইংরেজ ইতিহাসে নরাকার পিশাচ-রূপে বর্ণিত নবাব সিরাজুদ্দৌলা বলিয়াছিলেন,—
“তোমরা খৃষ্টান ; অবশ্যই অবগত আছ, কোন রকমে বিবাদ-বিসম্বাদ না রাখাই কর্তব্য । তবে যদি তোমরা তোমাদের কোম্পানীর এবং অন্যান্য বণিকের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া যুদ্ধ করিতে কৃতসংকল্প হও, তাহা হইলে দোষ আমার নহে ; আমি কিন্তু এমন লোক-ক্ষয়কর যুদ্ধের বাসনা করি না ।”

এই কি নারকী নৃশংস পাপাচারী নরপিশাচের কথা ? সিরাজুদ্দৌলা শান্তিকামী ; অথচ তেজস্বী । পত্রে তাহার পরিচয় ।

যাহা হউক, ইংরেজ-পক্ষ হইতে নবাব সিরাজুদ্দৌলা এ পত্রের আর কোন-উত্তর পান নাই । উত্তর না পাইয়া তিনি সসৈন্য কলিকাতাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । তাহার সঙ্গে ছিল,—
১৮ সহস্র অশ্বারোহী, ১৫ শত পদাতিক, ১০ সহস্র পথপ্রদর্শক, ৪০ সহস্র কুলি, বরকন্দাজ প্রভৃতি,

৫০টী হস্তী এবং ৪০টী কামান । ইংরেজ-পক্ষে ছিল,—৭১১ জন ইউরোপীয়, ১০০ জন ওলন্দাজ এবং ১৩ শত সিপাহী । এতদ্ব্যতীত কতগুলি কামান ছিল ।

ক্লাইব কলিকাতার প্রায় দুই ক্রোশ উত্তরে নদীর ধারে ছাউনি গাড়িয়া নবাবের আগমন-প্রতীক্ষা করিতেছিলেন । * হুসা ফেত্রয়ারি আড-মিরল ওয়াটসন ক্লাইবের শিবিরে আহারের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন । আহার সাঙ্গ না হইতে হইতে তাঁহার সংবাদ পাইলেন যে, নবাব অর্ধক্রোশ দূরবর্তী স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন । এই সংবাদ পাইবামাত্র ওয়াটসন সাহেব ফিরিয়া যান । সেই দিন সন্ধ্যার সময় ক্লাইবের সঙ্গে নবাবের সামান্যমাত্র সংঘর্ষণ হইয়াছিল । কোন বিশেষ ফললাভের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া ক্লাইব সে দিন সসৈন্তে ফিরিয়া আসেন । ইহার পর আর একবার ক্লাইব নবাবের শিবির

* এই সময় একটা মহিষ ক্লাইবের প্রহরীকে আক্রমণ করিবার উপক্রম করে । প্রহরী আত্মরক্ষার্থ মহিষকে গুলি করিয়াছিল । মহিষ কিন্তু গুলি খাইয়াও প্রহরীকে আক্রমণ করে । সেই আক্রমণে প্রহরীর প্রাণ নষ্ট হয় । মহিষ মরে নাই ; প্রহরীকে মারিয়া পলাইয়া যায় ।

আক্রমণ করিয়াছিলেন । কিন্তু এবারও বিশেষ ফল লাভ হয় নাই । * ক্লাইব এক্ষণে নানা কারণে নবাবের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন । † প্রথম কারণ, নবাবের ভয়ে তাঁহাকে সহরবাসীরা রসদাদি সরবরাহ করিতে সঙ্কুচিত হইয়াছিল । দ্বিতীয় কারণ, মাদ্রাজের কর্তৃপক্ষ, তাঁহাকে স্বাধীন সৈন্যাধ্যক্ষ-পদে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন বলিয়া, অনেকে তাঁহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল । ‡ সেই শত্রুতা জন্ম রণকার্যে অনেক অন্তরায় ঘটিবার সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া তিনি নবাবের সঙ্গে সন্ধি করিতে প্রস্তুত হন । নবাবের নিকট সন্ধি-প্রার্থনায় পত্র প্রেরিত হইল । এইখানে ক্লাইবের অবস্থাভিজ্ঞতার পরিচয় ।

* আইবস্ বলেন, নবাব এই সময় সহরের পূর্বভাগে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন । † ডই ফেত্রয়ারি ক্লাইব এক জন এদেশীয় পথপ্রদর্শককে সঙ্গে লইয়া নবাবের শিবির আক্রমণ করিতে যাত্রা করেন ; কিন্তু ঘোরতর কুজ-বাটিকায় পথভ্রান্ত হইয়া স্থানান্তরে গিয়া পড়েন । এরূপ না হইলে সেই দিনই সিরাজুদ্দৌলা সসৈন্য বিনষ্ট হইতেন । তবুও যে একটু যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে সিরাজুদ্দৌলার বহু লোক হত ও আহত হইয়াছিল ।

† Orm's Hist Vol. II. P. 129.

‡ এই সময় ক্লাইব ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান কোম্পানীর চেয়ারম্যানকে এই কথাই লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন ।

সিরাজুদ্দৌলা এই সময় আপনার শত্রুর মহম্মদ ইরেজ খাঁ এবং অন্যান্য সহচরগণের সহিত পরামর্শ করিয়া সন্ধি-স্থাপন করাই কর্তব্য নির্ধারণ করিলেন। ১৭৫৭ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি নিম্ন লিখিত সর্ত্তানুসারে সন্ধিবন্ধন হইয়াছিল,—

ঈশ্বর ও তাঁহার দূতগণ সাক্ষী, অতঃ ইংরেজ কোম্পানীর সহিত যে সন্ধি করিলাম, তাহা হইতে বিচ্যুত হইব না। তাঁহাদের উপর আমি সর্বদা অগ্রনুহ প্রকাশ করিব। নবাব।

১। বাদসাহ ফারমান্দ ও হুসবালবুকুম ইংরেজ কোম্পানীকে পাঠাইয়া উহাদিগকে যে সকল অধিকার ও ক্ষমতা দিয়াছেন, তাহাতে কোন আপত্তি করা হইবে না। তাহা কাড়িয়া লওয়া হইবে না। তাহাতে যে সকল রেহাই দেওয়া হইয়াছে, তাহাও স্বীকার করা হইবে। ফারমান্দে যে সকল গ্রাম দেওয়া হইয়াছে, পূর্ব পূর্ব সুবাদারগণ যদিও তাহা দিতে আপত্তি করিয়াছিলেন; কিন্তু এক্ষণে তাহা দান করা হইবে। তবে ইংরেজ কোম্পানী এই সকল গ্রামের জমিদারদিগকে বিনা কারণে উচ্ছেদ বা তাহাদের ক্ষতি করিতে পারিবেন না।

ফারমান্দের এই সকল সর্ত্ত আমিও স্বীকার করিতেছি। নবাব।

২। ইংরেজের দস্তক লইয়া বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার ভিতর দিয়া যে কোন স্থান দিয়া ইংরেজের মালপত্র গমনাগমন করিবে; চৌকিদার, গোলিভা ও জমিদার তাহাদের নিকট হইতে টেক্স বা মাসুল আদায় করিতে পারিবেন না।

ইহা আমার স্বীকার করা হইল। নবাব।

৩। নবাব কোম্পানীর যে সকল কুঠি দখল করিয়াছেন, তাহা ছাড়িয়া দিবেন। সেই সঙ্গে কোম্পানীর লোকের যে সকল টাকাকড়ি ও দ্রব্যাদি লওয়া হইয়াছে, তাহা ফেরত দেওয়া হইবে। আর যে সকল দ্রব্যাদি লুটপাট করিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহার আয্যমত মূল্য ধরিয়া দেওয়া হইবে।

আমার সিদ্ধান্তি অর্থাৎ রাজস্ব ও মাসুল সংক্রান্ত কর্মচারিগণ আমার হুকুমমত যাহা কিছু অধিকার করিয়াছে, তাহা প্রত্যর্পিত হইবে। নবাব।

৪। আমরা ইংরেজ যেক্রপ আবশ্যক ও ভাল বুঝিব, সেইমত করিয়া আমরা আমাদের কলিকাতা-দুর্গ সুদৃঢ় করিব।

আমি ইহাতে সম্মত হইলাম। নবাব।

৫। মুরশিদাবাদে যেক্রপ মুদ্রা প্রস্তুত হয়, সেইরূপ ওজনের সুন্দর সিকা টাকা ও মোহর আমরা ইংরেজ প্রস্তুত করিব। তাহাও দেশে চলিবে এবং তাহাতে কেহ বাটা লইতে পারিবে না।

ইংরেজ কোম্পানী নিজের ধাতুতে নিজে মুদ্রা প্রস্তুত করিবেন। তাহাতে আমি সম্মত আছি। নবাব।

৬। এই সন্ধিপত্র ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত দূতগণের সম্মুখে সই করিবেন, সিলমোহর করিবেন ও শপথপূর্বক পালন করিবার জন্য নবাব নিজে ও তাঁহার প্রধান কর্মচারিগণ প্রতিজ্ঞা করিবেন।

আমি ঈশ্বর ও তাঁহার দূতগণের সমক্ষে ইহাতে সই ও সিলমোহর করিলাম। নবাব।

৭। নবাবের সঙ্গে সন্ডাব স্থাপন করিয়া, যত বিবাদ-বিসম্বাদ

দূর করিয়া, নবাব যত দিন এই সন্ধিপত্রের মতামুসারে চলিবেন, তত দিন ইংরেজদিগের পক্ষ হইয়া এডমিরাল চার্লস ওয়াটসন ও কর্ণেল রবার্ট ক্লাইব নবাবের সহিত সদ্ভাব রাখিয়া চলিবেন ।

এই সকল প্রতিজ্ঞায় এই সকল সর্ত্তে যদি গবর্ণর ও কোন্সিল ইহাতে সই দেন ও সিলমোহর করেন, তবে আমি ইহাতে স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইলাম । নবাব ।

ইহাতে নবাব, মীরজাফর, রাজা দুর্লাভ ও দুই জন রাজকর্মচারীর সই আছে ।

বলা বাহুল্য, সন্ধি-সর্ত্ত ইংরেজের পক্ষে সম্পূর্ণ সুবিধাজনক । সিরাজুদ্দৌলা চারিদিকের অবস্থা বুঝিয়া সন্ধি-সর্ত্ত স্বীকার করেন । তিনি বুঝিয়াছিলেন, এ যাত্রা ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করা সুবিধাজনক নহে ; আরও বলসঞ্চয়ের প্রয়োজন । ওয়াটসন সাহেবের আদৌ ইচ্ছা ছিল না, এত তাড়া-তাড়ি সন্ধি হয় । তিনি ক্লাইবকে পত্র লিখিয়া জানাইয়াছিলেন,—“সিরাজুদ্দৌলা চালাকী করিতেছেন । সন্ধিসূত্রে তিনি এখান হইতে প্রস্থান করিবেন এবং সময় পাইয়া বলসঞ্চয়ে প্ররত্ব হইবেন । ইহার ফল বড় শোচনীয় জানিও । অতএব আমার মতে তাঁহাকে আক্রমণ করাই উচিত । তাঁহার রাজনীতিক চতুরতায় ভুলিও না ।”

ক্লাইবও সিরাজুদ্দৌলার রাজনীতি-চতুরতা অবিশ্বাস করিতেন না ; কিন্তু তিনি যেরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন, তাহাতে আপাততঃ সন্ধি ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না ।

সন্ধি-স্থাপন হইল বটে ; কিন্তু পুনঃসংঘর্ষের আবার নানা কারণ দেখা দিল ।

সিরাজ ও ফরাসি ।

কলিকাতায় ইংরেজের সঙ্গে সন্ধি-স্থাপন করিয়া নবাব সিরাজুদ্দৌলা সসৈন্য মুরশিদাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করেন । এই সময় ফরাসি ও ইংরেজের সন্ধি-বন্ধন ছিন্ন হইয়া পুনরায় ঘোরতর শত্রুতার সঞ্চার হইয়াছিল । ক্লাইব যখন মাদ্রাজ হইতে আগমন করিবার উদ্যোগ করেন, তখন তথাকার কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে এই পরামর্শ দিয়াছিলেন যে, সুযোগ ঘটিলেই যেন চন্দননগর আক্রমণ করা হয় । ক্লাইব এক্ষণে সেই সুযোগই অনুভব করিলেন । অবসরাভিজ্ঞ চতুর ক্লাইব ভাবিলেন, এই সময় ফরাসিরা যদি নবাবের সঙ্গে যোগ দেয়,

তাহা হইলে মহা অনর্থ ঘটবার সম্ভাবনা ; অত-
এব নবাব ও ফরাসির সম্মিলন সংঘটিত হইবার
পূর্বেই চন্দননগর আক্রমণ করা যাউক। তিনি
ওয়াটসন সাহেবকে আপনার অভিপ্রায় জ্ঞাপন
করেন। ওয়াটসন সাহেব কিন্তু নবাবের অনুমতি
ব্যতিরেকে চন্দননগর আক্রমণ করা যুক্তিসঙ্গত
বিবেচনা করিলেন না। ইংরেজ চন্দননগর আক্র-
মণ করিবেন, এ সংবাদ নবাব ইতিপূর্বেই প্রাপ্ত
হইয়াছিলেন। তিনি ১৯শে ফেব্রুয়ারি ওয়াটসন
সাহেবকে এই ভাবে পত্র লিখেন, “চন্দননগর
আক্রমণ করিলে সন্ধিসর্ত্তের মর্যাদা রক্ষা হইবে
না ; অনর্থক আমার প্রজাপীড়ন করা হইবে ; অত-
এব সে কার্য যেন না হয়।”

২১ শে ফেব্রুয়ারি ওয়াটসন সাহেব এ পত্রের
জবাব দিয়াছিলেন। সে পত্রে অবশ্য ফরাসিদের
উপর সম্পূর্ণ দোষারোপ করা হইয়াছিল। ওয়াট-
সন সাহেব চন্দননগর আক্রমণ অহেতুক নহে
বলিয়া নবাবকে বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

সিরাজুদ্দৌলা ফরাসি ও ইংরেজের সন্ধাব-
সংরক্ষণে চেষ্টা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া-

ছিলেন। ইহার পর এ সম্বন্ধে নবাব ওয়াটসন
সাহেবকে এবং ওয়াটসন সাহেব নবাবকে অনেক
পত্র লিখিয়াছিলেন। ইংরেজ চন্দননগর আক্র-
মণ করেন, এ কামনা নবাবের আদৌ ছিল না ;
কিন্তু তাঁহার সম্মতি না পাইয়া, চন্দননগর আক্রমণ
করিয়া, ইংরেজ সমগ্র চন্দননগর আপনাদের হস্ত-
গত করেন।

তাহাতেও ইংরেজ পরিতৃপ্ত হন নাই। যে
সব ফরাসি চন্দননগর পরিত্যাগ করিয়া নবাবের
শরণাগত হইয়াছিলেন, ইংরেজ নবাবের নিকট
হইতে তাহাদিগকে চাহিয়া পাঠান।

চন্দননগর ইংরেজের হস্তগত হইলে পর,
মুঁসে ল নামক কোন ফরাসি সেনাপতি আপনার
দল বল এবং অস্ত্রশস্ত্র সমভিব্যাহারে মুরশিদাবাদে
যাত্রা করেন। মুঁসে ল পূর্বে নৈদাবাদ ফরাসডাঙ্গার
কুটীর অধ্যক্ষ ছিলেন। নবাবের শরণাগত হইয়া
তিনি তদীয় কৃপায় সেনাবিভাগে কার্য প্রাপ্ত হন।
সেখানে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি হইয়াছিল।
নবাব তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন। এই জন্য
তাঁহার অনেক কপটাচারী সভাসদ ল সাহেবের .

উপর বিরূপ হইয়া উঠিয়াছিলেন । ল সাহেবকে তাড়াইবার তাঁহাদের সম্পূর্ণ চেষ্টা হইয়াছিল । স্বেযোগও উপস্থিত হইল । সিরাজুদ্দৌলার উচ্ছেদ-কামী ব্রিটিশ বণিক যখন গুনিলেন, ল সাহেবের ন্যায় এক জন শক্তিশালী সৈনিক পুরুষ সিরাজুদ্দৌলার সৈনিকদলভুক্ত, তখন তাঁহারা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না । তাঁহারা তখনই সন্ধিসত্ত্বের সূত্র ধরিয়া নবাবকে লিখিয়া পাঠাইলেন,—“ফরাসি আমাদের শত্রু ; আপনি ফরাসি ল সাহেবকে আশ্রয় দিয়া সন্ধির অমর্যাদা করিতেছেন । অতএব এখনই তাঁহাকে তাড়াইয়া দিউন ।” নবাব সভাসদগণের সহিত পরামর্শ করিলেন । কপটাচারী সভাসদবর্গ হিতৈষিক্রমে নবাবকে বলিলেন,—“হুজুর ! ল সাহেবকে আর রাখা বিধেয় নহে ; কেননা ইহাতে সন্ধির অমর্যাদা হয় । ইহাতে ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা ; অতএব ল সাহেব এবং তদীয় অনুচরবর্গকে এখনই পদচ্যুত করা হউক ।” নবাব কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইলেন । তিনি তখন ল সাহেবকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন । ল সাহেব আসিয়া নবাবের সহিত গোপনে

সাক্ষাৎ করিয়া, যখন সকল বিষয় অবগত হইলেন, তখন তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিলেন,—“হুজুর ! যদি কতকগুলি ফরাসি পলাতক আশ্রিত জনের জন্য সমুদয় ফরাসি কোম্পানীকে সাহায্য করা হয়, তাহা হইলে অবশ্য সন্ধির অমর্যাদা হইতে পারে ; কিন্তু যাঁহার অধীনে নানা জাতি চাকুরী করিতেছে, তিনি যদি তাহাদের মধ্যে কয়েক জন আশ্রিত ফরাসিকে চাকুরী দেন, তাহা হইলে নিশ্চিতই সন্ধির অবজ্ঞা হইবে না ।”

ল সাহেবের মুখের কথা গুনিয়া নবাব বড় সন্তুষ্ট হইলেন । তিনি ইংরেজকেও একথা জানাইলেন । ইংরেজ কিন্তু কিছুতেই কিছু গুনিলেন না । নবাবের পক্ষোন্মুখ-বিষকুন্ত সভাসদেরাও তাঁহাকে পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিলেন,—“ল সাহেবকে এখনই পদচ্যুত করুন ; নহিলে ইংরেজের সঙ্গে পুনরায় সংঘর্ষণ সংঘটিত হইবে ।”

নবাব বুঝিতেছেন, অনুগত আশ্রিত শক্তিশালী কিঙ্করকে ত্যাগ করা কখনই কর্তব্য নহে ; কিন্তু সভাসদবর্গের নির্বন্ধাতিশয্যে ল সাহেবকে বলিলেন,—“আপাততঃ তুমি আজিমাবাদে গিয়া

অবস্থিতি কর ।” ল সাহেব গদগদ বচনে বলিলেন,—
 “হুজুর ! আমি যাই তায় ক্ষতি নাই ; কিন্তু আপনি
 জানিবেন, আপনার অধিকাংশ কণ্ঠাচারী, মন্ত্রী
 এবং সেনাপতি আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছে ।
 হয় ত তাহারা ইতিমধ্যে ইংরেজের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে
 লিপ্ত হইয়াছে । আপনার উপর তাহারা অসন্তুষ্ট
 বলিয়া তাহারা ফরাসিদিগকে দূরে রাখিতে চাহে ।
 ফরাসিরা চলিয়া গেলে তাহারা ইংরেজের সঙ্গে
 ষড়যন্ত্র ঘনীভূত করিয়া তুলিবে । তাহাতেই তাহারা
 প্রভুর সর্বনাশ করিয়া আপনার আপনার স্বার্থপূষ্টি
 করিয়া লইবে । কিন্তু যতক্ষণ আমি আমার সহচর-
 বর্গকে লইয়া আপনার নিকট থাকিব, ততক্ষণ
 তাহাদের কার্য্যসিদ্ধি সুদূরপরাহত । এখন হুজুর !
 আপনার যাহা অভিরুচি হয় করুন ।”

ল সাহেবের বাক্যে নবাব সিরাজুদ্দৌলা বিমো-
 হিত হইলেন ; কিন্তু তিনি আপাততঃ ইংরেজকে
 সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য বলিলেন, “ল ! এখন তুমি
 আজিমাবাদে গিয়া অবস্থিতি কর ; সময় হইলে
 আবার তোমায় ডাকিয়া আনিব ।” নবাবের কথা
 শুনিয়া, ল সাহেব একটী দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ

করিয়া বলিলেন ;—“অবার ! নবাব বাহাদুর
 এই আমাদের শেষ সাক্ষাৎ ; পুনরায় সম্মিলন
 অসম্ভব” । এই কথা বলিয়াই ল সাহেব নবাব-
 দরবার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান ।

ষড়যন্ত্র ।

বুদ্ধিমান ল সাহেব ভবিষ্যদ্বাণীরূপে যাহা
 বলিয়া গেলেন, যথার্থই তাহাই সংঘটিত হইল ।
 সেনাপতি মীরজাফর, মন্ত্রী দুর্লভরাম এবং দুই
 সহস্র সেনার অধ্যক্ষ ইয়ার লুৎফখাঁ ইতিপূর্বে ত
 বহুকারণে নবাবের উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন ।
 ক্রমে বিরক্তি চরম-সীমায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল ।
 জগৎশেঠ এবং অন্যান্য কয়েকজন সভাসদ ও
 শক্তিশালী সম্ভ্রান্ত দেশবাদী নবাবের উপর অসন্তুষ্ট
 হইয়াছিলেন । এই বিরক্তি ও অসন্তুষ্ট নবাব
 সিরাজুদ্দৌলার অধঃপতনের মূল । অনেকেই
 নবাবের নৃশংসতাকেই ইহার মূল কারণ বলিয়া
 নির্দেশ করিয়া থাকেন । আমরা কিন্তু ইহার অন্য
 কারণ নির্দেশ করিয়াছি । মীরমদন ও মোহনলাল

* নবাবের শক্তিশালী সৈনিক পুরুষ ছিলেন। মীরজাফর, লুৎফ খাঁ † এবং দুর্লভ রাম অপেক্ষা নবাব, মোহনলাল ও মীরমদনকে অধিকতর বিশ্বাস করিতেন। এই জন্যই মীরজাফর, লুৎফ ও দুর্লভরাম নবাবের উপর বিরক্ত হন। জগৎশেঠ ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত দেশবাসীরা নবাব আলিবর্দী খাঁর সময় যেরূপ শক্তি সঞ্চালন করিতেন, সিরাজুদ্দৌলার সময় সেরূপ করিতে পাইতেন না। এই জন্য তাঁহারাও সিরাজুদ্দৌলার উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ লিখিয়াছেন,—নবাব সিরাজুদ্দৌলা জগৎশেঠের সুন্দরী পুত্রবধূকে দেখিবার জন্য জগৎশেঠকে একান্ত অনুরোধ করিয়াছিলেন। জগৎশেঠ নবাবের ভয়ে আপনার পুত্রবধূকে পাল্কী করিয়া নবাবের অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

* মুতাক্করীণের অনুবাদক বলেন,—“মোহনলাল আপন ভগিনীকে সিরাজুদ্দৌলার হস্তে সমর্পণ করিয়া তাঁহার প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন”। মূলে কিন্তু এ কথা নাই।

† রায় লুৎফ খাঁ উমিচাঁদের নিকটও বেতন পাইতেন। সেই জন্য উমিচাঁদের বিপদ-আপদে রায় লুৎফ তাঁহাকে রক্ষা করিতেন। রায় লুৎফ উমিচাঁদের এত বাধ্য ছিলেন যে, নবাব বিরুদ্ধাচরণ করিলেও বোধ হয় পার পাইতেন না।

নবাব তাঁহাকে একটীবার মাত্র দেখিয়া, তাঁহার বাড়ীতে পাঠাইয়া দেন। ইহাই হইতেছে, জগৎশেঠের উপর বিরক্ত হইবার কারণ। আমরা কিন্তু অর্মির ইন্দোস্তানপাঠে অবগত হই, আলিবর্দী খাঁর পূর্বগত নবাব সরফরাজ খাঁ জগৎশেঠের পুত্রবধূকে দেখিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহারই অন্তর-মহলে পুত্রবধূ প্রেরিত হইয়াছিল। *

হলওয়েলও তাহাই বলিয়াছিলেন। †

মীরজাফর, দুর্লভরাম প্রভৃতি নবাবের উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন বটে ; কিন্তু ষড়যন্ত্রের কল্পনা করিতে কেহ সাহসী হন নাই। ইংরেজ তাঁহাদের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে ষড়যন্ত্র করিবার জন্য উত্তেজিত করিয়াছিলেন। আমাদের কথা নহে, ইংরেজ ইতিহাসলেখক মালিসন সাহেব স্পষ্টাক্ষরে এই কথা বলিয়াছিলেন। ‡

* Orme's History of Indostan, Vol. II Sec I. P. 30.

† Halweli's Interesting Historical Events.

‡ Whilst the unhappy boy Nawab was the sport of the passion, to which the event of the moment gave mastery in his breast, the Englishman was engaged slowly, persistently and continuously in undermining his position in his own Court in seducing his generals and in corrupting his courtiers.

কেবল ষড়যন্ত্র করিতে উত্তেজিত নহেন, মালিসন সাহেবের মতে সেনাপতি এবং সভাসদগণও কলুষিত হইয়াছিলেন ।

ইংরেজের প্ররোচনায় মীরজাফরপ্রমুখ ব্যক্তিবর্গ গোপনে রুদ্ধদার গৃহে কাশীমবাজারের কুঠির অধ্যক্ষ ওয়াটস সাহেবের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন । * উমিচাঁদ এই ষড়যন্ত্রের মধ্যস্থ ব্যক্তি ছিলেন । গোপনে গোপনে তিনি উভয় পক্ষের কথা সঞ্চালন করিতেন । ইংরেজ ইতিহাসলেখকেরা বলেন, উমিচাঁদ অবসর বুঝিয়া ৫০ লক্ষ টাকার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন । তাঁহার উপর ক্লাইবের সন্দেহ হইয়াছিল । তিনি বুঝিয়াছিলেন, উমিচাঁদ যাহা চাহিতেছেন, তাহা না দিলে সকল রহস্য ভেদ হইবে । নবাব যখন পূর্বের কলিকাতা আক্রমণ করিয়াছিলেন, তখন উমিচাঁদের যে অর্থ নষ্ট হইয়াছিল, ইংরেজ কোম্পানী তাঁহাকে

* মুরশিদাবাদে জগৎ শেঠের ভবনে রাজা মহেন্দ্র, রাজা রামনারায়ণ, রাজা কৃষ্ণদাস, মীরজাফর প্রভৃতি সিরাজুদ্দৌলাকে রাজ্যচ্যুত করিবার সংকল্পে গোপনে মন্ত্রণা করিয়াছিলেন । দুইবার মন্ত্রণা হইয়াছিল । দ্বিতীয়বার বলী-চরিত ।

তাহাই দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন । উমিচাঁদ তাহাতে তৃপ্ত হন নাই । ক্লাইব ভাবিলেন, উমিচাঁদকে জব্দ করিতে হইবে । মুহূর্ত্তে তিনি উপায়ও কল্পনা করিলেন । উমিচাঁদ বলিয়াছিলেন, মীরজাফরের সঙ্গে যে সন্ধি হইবে, সেই সন্ধিপত্রে তাঁহার প্রাপ্য বিষয়ের উল্লেখ থাকিবে । সে বিষয়ের উল্লেখ হইল কি না, উমিচাঁদ তাহা স্বচক্ষে দেখিতে চাহেন । এইখানে ক্লাইব চাতুরী খেলিলেন । দুইখানি সন্ধি-পত্র লিখিত হইল ; একখানি সাদা কাগজে ; আর একখানি লাল কাগজে । প্রথম খানি প্রকৃত ; অপর খানি অপ্রকৃত । প্রথম খানিতে উমিচাঁদের নামোল্লেখও হইল না ; অপর খানিতে উমিচাঁদের আকাঙ্ক্ষিত টাকার উল্লেখ রহিল । প্রথম খানিতে ক্লাইব ও ওয়াটসন সাহেব স্বাক্ষর করেন ; দ্বিতীয় খানিতে ওয়াটসন সাহেব স্বাক্ষর করিতে সম্মত হন নাই, ক্লাইবই তাঁহার স্বাক্ষর করেন, দ্বিতীয় খানি উমিচাঁদকে দেখান হইয়াছিল । গোপনে ষড়যন্ত্র হইল ; গোপনে মীরজাফরের সঙ্গে সন্ধি হইল ।

মীরজাফর যে সন্ধি-পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন,

তাহার প্রতিলিপি বাঙ্গালা ভাষায় এইখানে
প্রকাশ করিলাম,—

আমি যতদিন বাঁচিব, ততদিন এই সন্ধি-পত্রের নিয়ম পালন
করিব। ইহা ঈশ্বর ও তাহার দূত সমীপে আমি শপথপূর্বক
প্রতিজ্ঞা করিতেছি।

১। নবাব সিরাজুদ্দৌলার সহিত শান্তির সময় যে সন্ধি
হইয়াছিল, তাহার সর্ত্ত আমি পালন করিতে সম্মত হইলাম।

২। দেশীয় হউক বা ইউরোপীয় হউক, যে কেহ ইংরাজের
শত্রু, সেই আমার শত্রু।

৩। বাঙ্গালা দেশের মধ্যে ফরাসিদিগের যে সকল কুঠি,
সম্পত্তি আছে, তাহা ইংরেজদিগের অধিকারে চলিবে। ফরাসি-
দিগকে আর কখন এ দেশে বাস করিতে দিবনা।

৪। নবাব কলিকাতা অধিকার করায় ইংরেজদিগের যে
ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূরণ করিবার জন্য ও সৈনিকদিগের ব্যয়ের
সম্মুলান করিবার জন্য আমি ইহাদিগকে এক কোটি টাকা দিব।

৫। কলিকাতার ইংরেজ অধিবাসীদিগের দ্রব্যাদি লুটপাট
হওয়ায় ক্ষতিপূরণের জন্য আমি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকার
করিলাম।

৬। জেণ্ট মুর প্রভৃতির দ্রব্যাদি লুটপাটের ক্ষতিপূরণের
জন্য ২০ লক্ষ টাকা দেওয়া হইবে।

৭। আরমানীদিগের ক্ষতিপূরণের জন্য ৭ লক্ষ টাকা দিব।
কাহাকে কি পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে, তাহা আড-
মিরাল ওয়াটসন, কর্ণেল ক্লাইব, রোজা ডেকর, উইলিয়ম

ওয়াটসন, জেমস কিলপ্যাট্রিক ও রিচার্ড সাহেব বিচারের
বিবেচনামত দেওয়া হইবে।

৮। কলিকাতার চতুর্দিকে যে খাত আছে, তাহার মধ্যে
অনেক জমিদারের জমি আছে। খাতের বাহির ৬০০০ গজ
জমি ইংরাজ কোম্পানীকে দান করিব।

৯। কলিকাতায় দক্ষিণ কুল্লি পর্য্যন্ত সমুদায় স্থান ইংরাজ
কোম্পানীর জমিদারী হইবে। তথাকার সকল কর্মচারী
কোম্পানীর অধীন থাকিবে। তাহারা অন্যান্য জমিদারকে
যে রূপ খাজনা দেয়, কোম্পানীকে সেইরূপ দিতে হইবে।

১০। যখন আমি ইংরেজদিগের সেনার সাহায্য চাহিব,
তখন আমি সেনার খরচ দিব।

১১। হুগলির দক্ষিণে আমি কোথাও দুর্গ প্রস্তুত করিবনা।

১২। আমি এই প্রদেশের রাজ্যে অধিষ্ঠিত হইলে, এই
সর্ত্তের টাকা সমস্ত দিব।

তারিখ ১৫ই রমজান, ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের জুন।

ইংরেজ সিরাজুদ্দৌলাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া
মীরজাফরকে নবাব করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি-
লেন। সেই প্রতিশ্রুতির প্রতিদান এই সন্ধি।

কথিত আছে, কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র
ও নাটোরের রাণী ভবানী এ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন।
রাণী ভবানীর ও কৃষ্ণচন্দ্রের কথা কবি নবীনচন্দ্র
সেনের পলাশীযুদ্ধে উল্লিখিত আছে। কৃষ্ণচন্দ্রের

কথা ৮কার্তিকেয়চন্দ্র রায় প্রণীত ক্ষিতীশবংশাবলী-
চরিতে * দেখিতে পাই। একথা লইয়া “ফ্রেণ্ড অব
ইণ্ডিয়া” নামক সংবাদপত্রে বাদ-প্রতিবাদ হইয়াছিল।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বা রাণী ভবানী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত
থাকুন বা নাই থাকুন, মীরজাফর, লুৎফ, দুর্ল্লভরাম
এবং জগৎশেঠ যে ছিলেন, সে সম্বন্ধে সন্দেহ
নাই। মুতাক্করীণ পাঠে অবগত হই, সিরাজুদ্দৌ-
লার মাতৃস্বসা বা জ্যেষ্ঠতাত-পত্নী ঘাসিটী বেগম
ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহারই উত্তেজনায়
এক প্রকার ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি।

ইংরেজ গোপনে গোপনে ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি ও

* নবাব সিরাজুদ্দৌলার সর্বনাশ করিবার জন্য মীরজাফর প্রভৃতি
যে অভিসন্ধি করেন, কৃষ্ণচন্দ্রও তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন। তৎকালে তিনি
কালীদর্শনচ্ছলে কালীঘাটে আসিয়া ক্লাইবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সিরাজের
রাজচ্যুতি সম্বন্ধে মন্তব্য করেন। কৃষ্ণচন্দ্র নবাবের রাজবিপ্লবের প্রবর্তক মন্ত্রী
ও একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন, এজন্য নবাবের অনেকেই তাঁহাকে
‘নেমকহারাম’ বলে।

শিবনিবাসনিবাসী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের
মুখে শুনিতে পাই যে, কৃষ্ণচন্দ্র নবাবের বিরুদ্ধে ইংরেজের সঙ্গে ষড়যন্ত্র
করিয়াছিলেন, এ প্রবাদ এখনও শিবনিবাস, রাজবাটীর দেওয়ানখানার
মিরাণি ছিলেন।

পুষ্টি সাধন করিতেন, বাহিরে কিন্তু নবাবের প্রতি
সখ্য দেখাইতে ক্রটি করিতেন না। একটা প্রকট
প্রমাণও জাজ্বল্যমান। যে সময় মীরজাফরের সঙ্গে
ষড়যন্ত্র হইতেছিল, সেই সময় এক ব্যক্তি পেসো-
য়ার নিকট হইতে এক পত্র লইয়া আসিয়া কলি-
কাতায় ইংরেজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।
পত্রে লেখা ছিল,—“মহারাজেরা ২২ হাজার সৈন্য
লইয়া বাঙ্গলা আক্রমণ করিবে। যদি ইংরেজ তাহা-
দের সাহায্য না করেন, তাহা হইলে ছয়সপ্তাহের
মধ্যে, তাহাদিগের দ্বারা কলিকাতা আক্রান্ত হইবে।”
যে লোক পত্র আনিয়াছিল, সে ইংরেজের সম্পূর্ণ
অপরিচিত। সে কাহার নিকট হইতে কিরূপে
পত্র আনিয়াছিল, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারে
নাই। ইংরেজের ঘোর সন্দেহ হইল। তাঁহারা
বুঝেন, ইংরেজের অভিপ্রায় অবগত হইবার
জন্য সিরাজুদ্দৌলা এই খেলা খেলিয়াছেন। পত্র
প্রকৃত হউক বা না হউক, ইংরেজ যে সিরাজু-
দ্দৌলার হিতাকাঙ্ক্ষী, এই টুকু বুঝাইবার জন্য
পত্রখানি সিরাজুদ্দৌলার নিকট প্রেরিত হয়। পত্র
পাঠাইবার আরও এক উদ্দেশ্য এই যে, পত্র পাইয়া

সিরাজুদ্দৌলা অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকিবেন, তাহা হইলে ইংরেজও অনেকটা অবসর পাইবেন । ক্রমে অবসর বুঝিয়া, তাঁহার নবাবকে আক্রমণ করিবেন । ইতিপূর্বে সিরাজুদ্দৌলা ইংরেজের দুর্ভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া পলাশীপ্রাঙ্গণে * সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন । ক্লাইব চন্দননগর হইতে অর্ধেক সৈন্য কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন । ইহার দ্বারা সিরাজুদ্দৌলাকে বুঝান হইল, ইংরেজের কোন দুর্ভিসন্ধি নাই । ইংরেজ দূত স্কাফটন পত্র লইয়া, সিরাজুদ্দৌলার নিকট গিয়াছিলেন । তিনি ইংরেজের সাধুতার ভাণ দেখাইয়া সিরাজুদ্দৌলাকে পলাশী হইতে সৈন্য সরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য পরামর্শ দেন । তিনি নবাবকে বুঝাইলেন, এইরূপ করিলে, ইংরেজ বুঝিবে, সিরাজুদ্দৌলা তাঁহার সাধুতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন । সিরাজুদ্দৌলা পত্র পাইয়া, ইংরেজের উপর সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন বটে ; কিন্তু পলাশী হইতে সৈন্য সরাইয়া লইতে সন্মত হন নাই । †

* পলাশীগ্রাম ভাগীরথীর বাম তটে । কলিকাতার ৪০ ক্রোশ উত্তর এবং বহরমপুরের ১১ ক্রোশ দক্ষিণ ।

† Thornton's History of British India. Vol I. p. 228.

সিরাজুদ্দৌলা ইংরেজের গতি-মতির প্রতি সতর্ক ও সূতীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন । তিনি বুঝিয়াছিলেন, ইংরেজ তাঁহার সম্পূর্ণ উচ্ছেদকামী । যে দিন তিনি দেখিলেন, ইংরেজ তাঁহার মত না লইয়া চন্দননগর আক্রমণ করিয়াছেন, সেই দিন তিনি বুঝিয়াছিলেন, সন্ধি সর্ত্তানুসারে ইংরেজের সকল প্রার্থনা পূর্ণ করিলেও ইংরেজ নিশ্চিন্ত থাকিবার পাত্র নহেন । তবুও কেবল বলপুষ্টিকল্পে সময় পাইবার অভিপ্রায়ে ওয়াটসন সাহেবকে পত্র লিখিয়া, অনুভোজিত ভাষায় ও ধীর ভাবে আশা দিতেন, সন্ধি-সর্ত্তানুসারে সকল প্রার্থনা পূর্ণ করিব । ওয়াটসনকে তিনি এইরূপ অনেক পত্র লিখিয়াছিলেন ।

ইংরেজ সিরাজুদ্দৌলার বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করিতেছেন, সিরাজুদ্দৌলা এ আভাসও পূর্বে পাইয়াছিলেন । তিনি বুঝিয়াছিলেন, মীরজাফর এই ষড়যন্ত্রের মূল্যধার । স্কাফটন সাহেব যখন নবাবের নিকট পত্র লইয়া যান, তখন তাঁহার ইচ্ছা ছিল, একবার মীরজাফরের সহিত সাক্ষাৎ করেন । সিরাজুদ্দৌলার সূতীক্ষ্ণ লক্ষ্যে তাঁহার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ

হয় নাই । মীরজাফরকে ষড়যন্ত্রের মূল্যধার ভাবিয়া সিরাজুদ্দৌলা তাঁহাকে পদচ্যুত করেন । এই সময় ওয়াটস সাহেব সদলবল মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আগমন করেন । তাঁহার অকস্মাৎ সহরত্যাগে সিরাজুদ্দৌলার সন্দেহ ঘনীভূত হইল । তিনি তখনই মীরজাফরের প্রাসাদ আক্রমণ করিয়া, তাঁহার ধ্বংসসাধনে কৃত-সংকল্প হইলেন ; কিন্তু যখন বুঝিলেন, ষড়যন্ত্র চরম সীমায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, তখন তিনি শত্রুভাব পরিত্যাগ করিয়া মিত্রভাবে মীরজাফরকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন । মীরজাফর ভয়ে হউক, আর ঘৃণায় হউক, নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না । তখন নবাব স্বয়ং মীরজাফরের বাটীতে যাইয়া উপস্থিত হন । সিরাজুদ্দৌলা বিনয়নম্রবাক্যে মীরজাফরের তুষ্টি-সাধনে প্রয়াস পাইলেন । মীরজাফর নবাবের কথায় তুষ্ট হইয়া বিদ্বেষভাব পরিত্যাগ করিলেন । উভয়ে তখন প্রগাঢ় সখ্য সংস্থাপিত হইল । উভয়ে কোরাণ-স্পর্শে শপথ করিলেন, কেহ কাহারও বিপক্ষতাচরণ করিবেন না ।

মীরজাফরকে কোরাণ স্পর্শে শপথ করিতে

দেখিয়া সিরাজুদ্দৌলা পরম প্রীতলাভ করিলেন । মীরজাফর সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিত হইলেন ; কিন্তু ইংরেজের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না । তাঁহার সম্যক হৃদয়ঙ্গম হইল, ইংরেজ তাঁহার একান্ত উচ্ছেদ-কামী । তখন তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া ওয়াটসনকে শেষ পত্র লিখিয়াছিলেন,—

২৫ শে রমজান (১৩ই জুন ২৭৫৭) আমাদের মধ্যে যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহাতেই আমার অঙ্গীকার মত আমি ওয়াটস সাহেবকে সমস্তই দিয়াছি ; অল্পমাত্র বাকি আছে । মাণিকচাঁদের বিষয় প্রায় এক রকম শেষ হইয়াছে । আমি এত করিলাম, তথাপি দেখিতেছি, ওয়াটস সাহেব ও কানীম বাজারের কোন্সিলের সভ্যগণ বাগানে বায়ু সেবনের অছিলায় রাত্রিতে পলায়ন করিয়াছেন । কার্য্যটীতে চাতুরী ও সন্ধিতঙ্গের সম্পূর্ণ ইচ্ছা প্রকাশ পাইতেছে । আপনি যে ইহার কিছু জানেন না, অথবা আপনার পরামর্শ না লইয়া যে একাধ্য হইয়াছে, তাহা কখন সন্তান নহে । এরূপ হইবে, ইহা আমি অনেক দিন হইতে জানিতাম । যেরূপ বিশ্বাসঘাতকতার উদ্যোগ দেখিতেছি, তাহাতে পলাশী হইতে আমি সেনা সরাইয়া আনিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিলাম ।

ঈশ্বরের নিকট ধন্যবাদ যে, সন্ধির সত্ত্ব আমা হইতে ভঙ্গ হয় নাই । ঈশ্বর ও তাঁহার দূতগণকে সাক্ষী করিয়া আমাদের সন্ধি হইয়াছে । সে সন্ধি যে ভঙ্গ করিবে, তাহাদিগকে ঈশ্বরের শাস্তি ভোগ করিতে হইবে ।

বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর কোরাণ স্পর্শে শপথ করিয়াও ষড়যন্ত্রে নিরস্ত হয় নাই ।

১০ই জুন মীরজাফরের স্বাক্ষরিত সন্ধিপত্র কলিকাতায় পৌঁছায় । অতঃপর চতুর ক্লাইব মুখের মুখস খুলিয়া ফেলেন । প্রতারণার প্রচ্ছন্ন মূর্তি প্রকটিত হইল । তিনি প্রকাশ্যে নবাবের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন । কথা ক্রমে মুরশিদাবাদ পর্যন্ত পৌঁছিল । এ লোকসংবাদে নির্ভর করিয়াই নবাবকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে হয় নাই । ক্লাইব নিজ হস্তে নিজ স্বাক্ষরে এই মর্মে পত্র লিখিয়া ছিলেন,—“আপনি সন্ধিসর্ত্তানুসারে কাজ করেন নাই ; তদ্যতীত নানা চাতুরী খেলিয়াছেন ; শত্রুকে আশ্রয় দিয়াছিলেন ; অতএব যুদ্ধই শ্রেয়ঃকল্প ।”

সংঘর্ষণ ।

এক্ষণে উভয় পক্ষে যুদ্ধের তুমুল আয়োজন হইতে লাগিল । সিরাজুদ্দৌলার ৪০।৫০ সহস্র সৈন্য যুদ্ধার্থ পলাশীতে প্রস্তুত ছিল । এদিকে

ক্লাইবও সৈন্য পলাশী-অভিমুখে যাত্রা করিবারই উদ্যোগ করিলেন ।

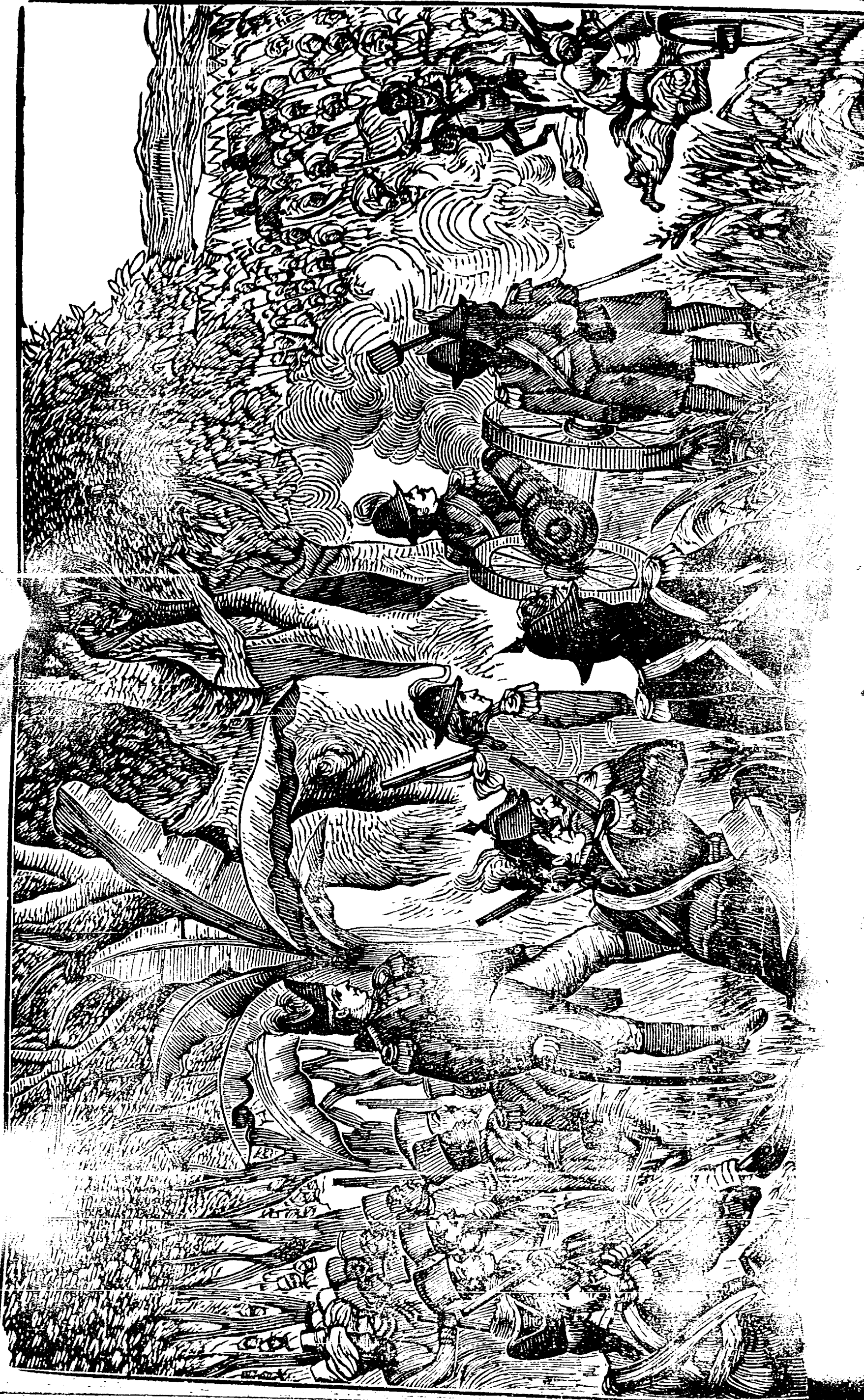
১৭ই জুন কর্ণেল ক্লাইব, দুইশত ইউরোপীয় সেনা, পাঁচ শত সিপাহী, একটি বড় ও একটি ছোট কামানসহ মেজর আয়রকুটকে কাটোয়ায় পাঠাইয়া দেন । কাটোয়া অধিকার করা আবশ্যক হইয়াছিল । কাটোয়ার দুর্গে প্রচুর পরিমাণে চাউল এবং সামরিক দ্রব্যাদি ছিল । এখান হইতে পলাশী প্রাপ্ত সৈন্য-সঞ্চালনের যথেষ্ট সুবিধাও ছিল । কাটোয়া-দুর্গের দেণীয় সেন্যাধক্ষ একবারমাত্র ইংরেজ-সৈন্যের গতিরোধ করিতে যাইয়া ইংরেজের হস্তে দুর্গ সমর্পণ করেন । সন্ধ্যার সময় ক্লাইব-সৈন্য তথায় গিয়া উপস্থিত হইয়া, নগর অধিকার করে । এখানকার দুর্গ এবং আন্যান্য গৃহাদি আশ্রয়স্থল হইয়াছিল ; নহিলে পরদিন শিলারষ্টিপাতে ভয়ানক কষ্ট পাইতে হইত । এখন ক্লাইবের ভাবনা হইল, মীরজাফর কি করিবে ; কেননা কাটোয়ায় আসিয়া, তিনি মীরজাফরের নিকট হইতে সবিশেষ আশাসূচক পত্রাদি প্রাপ্ত হন নাই । তিনি কেবলমাত্র একখানি পত্রে অবগত হইয়া-

ছিলেন, সিরাজুদ্দৌলার সহিত তাঁহার সন্ধাব স্থাপন হইয়াছে ; তবুও তিনি ইংরেজের সহায়তা করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। ২০শে তারিখে মীরজাফরের নিকট প্রেরিত লোক ফিরিয়া আসিয়া কোন সুনিশ্চিত সংবাদ দিতে পারে নাই। ইহাতে ক্লাইব চিন্তিত হইয়া কর্তব্যনির্দ্ধারণার্থ কলিকাতার সিলেক্ট কমিটিতে পত্র লিখেন। এই পত্রে তিনি স্পষ্ট লিখিয়াছিলেন,—মীরজাফর প্রকৃতপক্ষে তাঁহার সহিত যোগ দিবেন কি না, এ কথা না জানিয়া, তিনি কিছুতেই যুদ্ধ করিতে পারেন না। মীরজাফর যদি যোগ না দেন, তাহা হইলে আপাততঃ পলাশীতে না গিয়া কাটোয়ায় বর্ষার অবসান পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে।

সেই দিন সন্ধ্যার সময় মীরজাফর প্রেরিত এক পত্র পাইয়া ক্লাইব অবগত হইলেন,—মীরজাফর পলাশী অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। তিনি সিরাজুদ্দৌলার সৈন্যের এক ভাগে অবস্থিতি করিবেন। পলাশী গিয়া সকল সংবাদ স্পষ্ট করিয়া লিখিতে পারিবেন। ক্লাইবের মন দারুণ সন্দেহে আন্দোলিত হইতে লাগিল। তিনি কতকটা কিংকর্তব্য

বিমূঢ় হইলেন। অবশেষে কর্তব্যনির্দ্ধারণার্থ তিনি কয়েকজন সহকর্মচারীর সহিত পরামর্শ করিলেন। অধিকাংশের মতে সিদ্ধান্ত হইল, আপাততঃ যুদ্ধ স্থগিত থাকুক। ক্লাইবেরও সেই মত হইল। এই সময় ক্লাইব বর্দ্ধমানের রাজাকে এক সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য সহ যুদ্ধে যোগ দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

ক্লাইব সহচরগণকে বিদায় দিয়া, একটি নিভৃত বৃক্ষের তলায় বসিয়া, আপন মনে তর্কবিতর্ক করিতে লাগিলেন। বহু বিচারের পর, এখনই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত বলিয়া সিদ্ধান্ত হইল। সিদ্ধান্তের সঙ্গেই কার্য্যারম্ভ। ২১শে জুন তারিখের প্রাতঃকালে ক্লাইব ৯৫০ জন ইউরোপীয় পদাতিক, ১০০ ইউরোপীয় গোলন্দাজ, ৫০ টী ইংরেজ মাল্লা, কতকগুলি দেশী লস্কর এবং ২১০০ দেশী সৈন্য লইয়া ভাগীরথী-তট দিয়া পলাশী অভিমুখে যাত্রা করিয়া নৌকারোহণে নদীপার হন। তাঁহাদের সঙ্গে ৮ টী বড় ও ছোট কামান ছিল। বেলা চারিটার সময় তাঁহারা নদীতটে শিবির স্থাপন করেন। এই সময় মীরজাফরের প্রেরিত একখানি



পাঠে ক্লাইব অবগত হইলেন, সিরাজুদ্দৌলা কাশীমবাজার হইতে তিন ক্রোশ দূরে মনকরা গ্রামে অবস্থিতি করিতেছেন। কাশীমবাজারের পূর্ব দিক দিয়া যাইয়া নবাবকে আক্রমণ করাই সুবিধা। ক্লাইব কিন্তু তাহাতে সুবিধা বুঝিলেন না। তিনি বুঝিলেন, ষড়যন্ত্রকারীকে বিশ্বাস নাই ; পরন্তু তিনি ঘুরিয়া নবাবকে আক্রমণ করিতে গেলে নবাব-সৈন্য সোজাসুজি ভাবে আসিয়া, তাঁহাকে আক্রমণ করিবে। এই সব ভাবিয়া ক্লাইব মীরজাফরের লোককে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, আমি কালবিলম্ব না করিয়া পলাশী অভিমুখে যাত্রা করিব ; আগামী কল্য ৩ ক্রোশ পথ কুচ করিয়া, দাউদপুর গ্রামে উপস্থিত হইব ; সেখানে যদি মীরজাফর আমার সহিত যোগ না দেন, তাহা হইলে নবাবের সঙ্গে সন্ধি করিব।

যেখানে ক্লাইব শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন, সেখান হইতে নবাবের শিবির ১৫ মাইল দূর-বর্তী। ২০শে জুন সন্ধ্যার সময় যাত্রা করিয়া ২৩শে রাত্রি একটার সময় ক্লাইব পলাশীতে উপস্থিত হন। এই পলাশী গ্রামের কিঞ্চিৎ

দূরবর্তী একটি আশ্রয়-কাননে গিয়া ব্রিটিশ সৈন্য আশ্রয় গ্রহণ করে।

এই আশ্রয়-কাননের অর্ধক্রেম দূরে নবাবের সৈন্য অবস্থিতি করিতেছিল। আশ্রয়-কাননটি দৈর্ঘ্যে ১৬০০ হাত এবং প্রস্থে ৬০০ হাত। তাহার চারিদিকে মৃত্তিকার বাঁধ এবং পয়ঃ-প্রণালী। ইহার উত্তর-পশ্চিমদিকে প্রায় ১০০ হস্ত দূরে ভাগীরথী কুলকুল শব্দে প্রবাহিত হইতেছিলেন। আশ্রয়-কাননের নিকট নবাবের একটি ইষ্টক-প্রাচীর-বেষ্টিত মৃগয়া-মঞ্চ অধিষ্ঠিত ছিল। ক্লাইব ও মঞ্চটি অধিকার করেন। আশ্রয়-বৃক্ষগুলি সমান্তরালে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া প্রতিষ্ঠিত ছিল। * যে সমস্ত ক্লাইব আশ্রয়-কাননে সৈন্য আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহার ২৪ ঘণ্টা পূর্বে নবাব আসিয়া শিবিরে অধিষ্ঠিত হন।

নবাবের পক্ষে ছিল ৩৫ হাজার পদাতিক কিন্তু তাহারা ইউরোপীয়দের মত সুশিক্ষিত ছিল না; অশ্বারোহী ১৫ সহস্র; তাহারা অপেক্ষাকৃত সুশিক্ষিত; অধিকাংশ অশ্বারোহী পাঠান তরবারি এবং বর্ষায় সুসজ্জিত; কামান-পরি-

চালকগুলি উৎকৃষ্ট; ৫৩টী কামান ছিল; ৪০।৫০ জন সুশিক্ষিত ফরাসি সৈন্য কামানসহ নবাবসৈন্যের মলবর্দ্ধন করিয়াছিল। মুঁসে সেন্ট ফ্রে এই সকল ফরাসির অধ্যক্ষ। ইনি পূর্বে চন্দননগরের একজন “কাউন্সিলার” ছিলেন। ইংরেজ ফরাসিকে চন্দননগর হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। আজ তাই নবাবসৈন্যভুক্ত ফরাসি সৈনিকেরা বৈর-নির্যাতনকল্পে মুহুমুহু ইংরেজের ধ্বংস কামনা করিয়া বীরদর্পে পলাশীক্ষেত্রে প্রতীক্ষা করিতেছিল।

নবাবের সৈন্য যেমন স্বদৃঢ় শক্তিমান, তেমনই দূরাক্রম্য স্বদৃঢ় স্থান অধিকার করিয়াছিল। ভাগীরথীতট হইতে গড়বন্দী শিবিরাদি প্রায় চারি শত হস্ত ভূমি পরিমাণ ব্যাপ্ত। তাহা আবার উত্তর-পূর্বে ঘুরিয়া গিয়াছে। তাহাও প্রায় তিন মাইলব্যাপী হইবে। সর্বসমীমন্ত কোণে সুরক্ষিত গড়চত্বরে একটি বৃহৎ কামান প্রতিষ্ঠিত। গড়ের সম্মুখে একটি মৃত্তিকাস্তূপ জঙ্গলে আবৃত। প্রায়

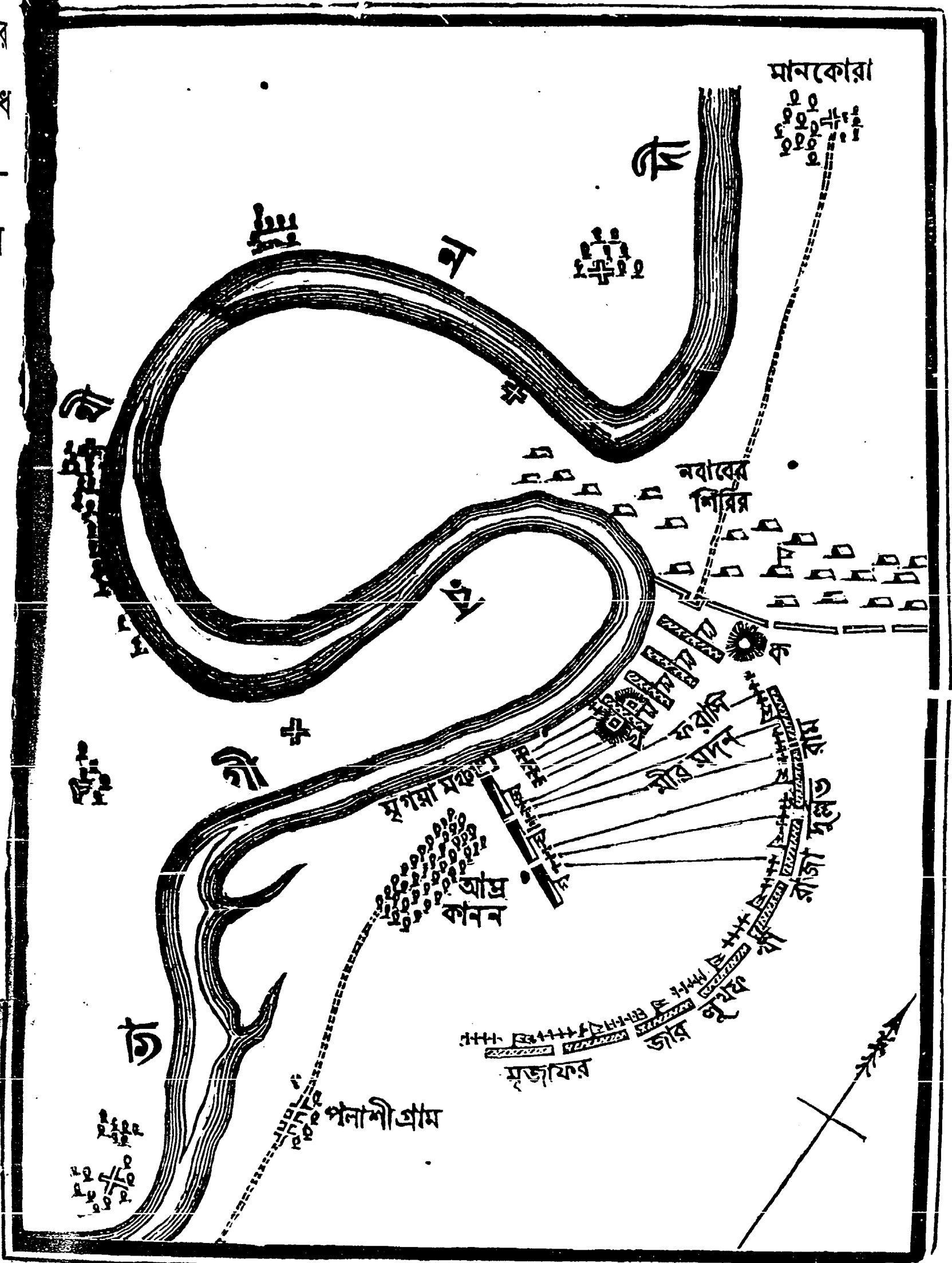
* এক্ষণে আর একটীও আশ্রয়-বৃক্ষ দেখা যায় না। যেটী শেষ ছিল, অবশিষ্ট সেটী কয়েক বৎসর হইল পতিত হইয়া কীটের উদরসাৎ হইয়াছে।

১৬ শত হস্ত দূরে দক্ষিণে আত্র-কাননের নিকট
একটি পুষ্করিণী। তাহার নিকট আর একটি বৃহত্তর
পুষ্করিণী; এই পুষ্করিণী দুইটি মৃত্তিকার বাঁধে
পরিবেষ্টিত। পরে ১৬৫ পৃষ্ঠায় অঙ্কিত চিত্রে স্থান-
সমাবেশের স্পষ্ট নির্ণয় হইবে। ক চিহ্নিত স্থান
মৃত্তিকা-স্তূপ; খ চিহ্নিত স্থানটি পুষ্করিণী।

প্রতারণায় পরাজয়।

২৩শে জুন নবাবের সৈন্য গড় হইতে নিঃসৃত
হইয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইল। সুদৃঢ় ব্যহ রচিত
হইয়াছিল। ফরাসিয়া চারিটি কামান সহ বৃহৎ
পুষ্করিণীর নিকট অবস্থিতি করিলেন। ফরাসিসেনা
এবং ভাগীরথীর মধ্যে দুইটি বড় কামান স্থাপিত
হইল। এক জন দেশী সৈনিকপুরুষ কামা
চালাইবার ভার পাইলেন। তাঁহাদের পশ্চাৎ
ভাগে রহিলেন, বিশ্বাসী সেনাপতি মীরমদন
সঙ্গে ৫ সহস্র অশ্বারোহী এবং ৭ সহস্র পদাতি
তাঁহারই নিকটে বীর মোহনলাল। মীরমদনের

যুদ্ধক্ষেত্রের মানচিত্র।



বহুদূরে অর্ধ-গোলাকার ভাবে অন্যান্য সৈন্য সুসজ্জিত । বামে পলাশীর আশ্রয় কামান হইতে দক্ষিণে জঙ্গলারত মৃত্তিকা-স্তূপ পর্য্যন্ত এই সব সৈন্যের সুবিস্তার । ইহার মধ্যে বহুসংখ্যক অশ্বারোহী ও পদাতি দলবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান । তাহার মধ্যে মধ্যে আবার সুদারুণ অগ্নিবর্ষা কামান । অর্ধগোলাকার ব্যুহসজ্জায় ৪৫ সহস্র সৈন্য ছিল । মীরজাফর, ইয়ার লুৎফ খাঁ এবং দুর্লভরাম ইহাদের অধ্যক্ষ । মীরজাফর বামদিকে, ইয়ার লুৎফ মধ্যভাগে এবং দুর্লভরাম দক্ষিণ ভাগে । ইংরেজ সৈন্য সম্পূর্ণরূপে নবাব-সৈন্য কর্তৃক পরিবেষ্টিত ।

ক্লাইব একবার যুগয়া-মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া সতৃষ্ণ নয়নে নবাব-সৈন্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন । সমুদ্রবৎ নবাব সৈন্য । ক্লাইব স্তম্ভিত ও চকিত । তিনি ভাবিলেন, এই সব সৈন্য কি প্রভুত ? কিন্তু “আজন্ম সৈনিক” সাহসী ও নির্ভীক বীর ক্লাইব বিচলিত হইলেন না । তিনি যুদ্ধা আপন সৈন্য সজ্জিত করিলেন । বাম ভাগে রহি যুগয়া-মঞ্চ ; মধ্যভাগে ইরোপীয় সৈন্য সুসজ্জিত

উভয় পার্শ্বে ছয়টি কামান ; বামে দক্ষিণে সম-ভাগে দেশীয় সৈন্য । সৈন্যের বামভাগে, চারি ত হস্ত দূরে একটি ইটের পাঁজা ছিল ; কতক-গুলি সৈন্য দুইটি বড় এবং দুইটি ছোট কামান লইয়া তাহা অধিকার করিয়া রহিল ।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন ভারতেতিহাসের অরণীয় দিন । এই দিন প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় করাসি সৈন্যাদ্যক্ষ সেন্ট ফ্রেঙ্ক ই সর্বপ্রথমে কামান লাগিলেন । তাহার কামান গর্জ্জন মাত্রেই নবাব-সৈন্য হইতে অবিরল ধারে গোলাবর্ষণ হইতে লাগিল । মুহূর্ত্তে রণ-ভূমি কামানের গভীর ধূমে আচ্ছন্ন হইল । ক্লাইবের ইঙ্গিতে ইংরেজ সৈন্যও শত্রুপক্ষে গোলাবর্ষণ করিল । ব্রিটিশ সৈন্য নবাব সৈন্য অপেক্ষা অধিকতর সুদক্ষ ও সুশিক্ষিত ; কিন্তু অর্ধ ঘণ্টার মধ্যে ৩০টি ইংরেজ সৈন্য যুদ্ধা-ক্ষম হইল । ক্লাইব তখনই ধীরে ধীরে সাবধানে সৈন্য সরাইয়া লইয়া গিয়া ছায়াপ্রদ আশ্রয় বৃক্ষ-তলে স্থাপন করিলেন । নবাবসৈন্যের নিক্ষিপ্ত গোলা বৃক্ষোপরি পতিত হইতে লাগিল । ক্লাইব অধিকাংশ সৈন্য ভাগীরথীতটে নিম্নভাগে রাখিয়া

দিলেন। কতকগুলি সৈন্য কামান চালাইবার জন্য মাটি কাটিয়া ছোট ছোট সুড়ঙ্গ করিয়া দিল। ইংরেজ সৈন্য নদীতটের নিম্নে; সুতরাং নবাব সৈন্যের নিষ্কিপ্ত গোলা তাহাদের মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। ইংরেজের সুড়ঙ্গ-মধ্যস্থ কামানের অব্যর্থ গোলা নবাবসৈন্যের উপর পতিত হইতে লাগিল।

নবাবসৈন্যের অনেকে হত ও আহত হইল। অনেক কামান ফাটিয়া গেল। তিন ঘণ্টা কাল অনবরত যুদ্ধ চলিল। কোন পক্ষের বিশেষ লাভ-ক্ষতি হইল না।

ক্লাইব দেখিলেন, মীরজাফর কোন উচ্চবাচ্য করিতেছেন না। সহযোগিত্বের সঙ্কেতও তিলমাত্র নাই। অপার ভাবনা;—কি করিবেন! অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সহযোগীদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ক্লাইব সিদ্ধান্ত করিলেন, অদৃষ্টে যাহ থাকুক, রাত্রি পর্যন্ত যুদ্ধ চালাইব।

যুদ্ধ চলিল। দেখিতে দেখিতে এক পাল্লার স্থিতি হইয়া গেল। ইংরেজ ত্রিপল দিয়া বারুদাদি ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। নবাব পক্ষে সে

ব্যবস্থা হয় নাই; সুতরাং সমুদায় বারুদাদি খসিয়া গিয়াছিল। ইংরেজ অনার্দ গুলি সতেজ প্রয়োগে গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। নবাব-পক্ষ গোলাবর্ষণে তাদৃশ সতেজ রহিল না। মীরমদন ভাবিলেন, ইংরেজেরও বুঝি সেই অবস্থা। এই ধারণা-বলে তিনি তীব্রবেগে গোলাবর্ষণ করিতে করিতে ইংরেজসৈন্যের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

হায়! ইংরেজের সাংঘাতিক স্তীত্র গোলার আঘাতে বীর মীরমদন আহত হইয়া পড়িলেন। এ সংবাদ শুনিয়া, হতভাগ্য সিরাজুদ্দৌলা আহত হইলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, চারিদিকের বিশ্বাসঘাতকের ব্যহবেষ্টন মধ্যে মহাবীর প্রভুভক্ত মীরমদন তাঁহাকে রক্ষা করিবেন; কিন্তু এখন হায়! সেই মীরমদন আহত হইয়া ধূল্যব-স্থিতি। তখন নবাব ভীত হইয়া সপুত্র মীরজাফরকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং মীরজাফরের পদযুগলে আপনার উষ্ণীয় রক্ষা করিয়া কাতরকণ্ঠে বলিলেন,—“মীরজাফর! আমায় রক্ষা কর!”

প্রভুর কাতর ক্রন্দনে প্রভুবিদ্রোহী বিশ্বাস-ঘাতক মীরজাফরের ছুরাকাঙ্ক্ষা দূরীকৃত হইল না।

পাপমতি মনে মনে পুলকিত হইল ; পরন্তু ভাবিল
নবাবের সর্বনাশ করিবার এই শুভযোগ । দুরাশয়
মীরজাফর বাহিরে সরল সাধু পবিত্র বন্ধুবৎ ব্যব-
হারে দুইটি হস্ত বক্ষঃস্থলে রক্ষা করিয়া বিনয়-বিনয়
বচনে বলিল,—“হুজুর ! ভয় নাই ; আমি প্রাণপণে
আপনাকে রক্ষা করিব ; অদ্য দিবা অবসানপ্রায় ;
সৈন্যগণও ক্লান্ত ; অতএব অদ্য যুদ্ধ বন্ধ হউক ;
কালি হইবে ।” নবাব বলিলেন,—“অদ্য রাত্রি-
কালে যদি ইংরেজ আক্রমণ করে ?” বিশ্বাসঘাতক
বলিল,—“তাহার জন্য চিন্তা নাই ।” এই কথা বলি-
য়াই মীরজাফর মুহূর্ত্ত মধ্যে বিদ্রোহে অশ্বারোহণে
আপন সৈন্য মধ্যে চলিয়া গেল এবং সেইখান
হইতে ক্লাইবকে সকল অবস্থা লিখিয়া পাঠাইল ;
অধিকন্তু সতেজে সদলে অগ্রসর হইবার পরামর্শ
দিল ।

এই পত্র সময়ে ক্লাইবের নিকট পৌছায় নাই ।

মীরজাফর চলিয়া গেলে, নবাব দুর্লভরামের
শরণাপন্ন হইলেন । নবাবকে ভীত বুঝিয়া বিশ্বাস-
ঘাতক দুর্লভরাম তাঁহাকে বলিল,—“হুজুর ! ভয়
নাই ; সকল সৈন্যকে শিবিরে ফিরিয়া যাইতে

আজ্ঞা করুন ; আর আপনি আমাদের উপর সম্পূর্ণ
নির্ভর করিয়া মুরশিদাবাদে চলিয়া যাউন ।” হত-
ভাগ্য নবাব কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া অগত্যা তখনই
সকল সৈন্যকে শিবিরে ফিরিয়া যাইতে আদেশ
করিলেন ।

বাঙ্গালী বীর প্রভুভক্ত মোহনলাল এই সময়
অতুল বিক্রমে যুদ্ধ করিতেছিলেন । তাঁহার জ্বলন্ত
অগ্নিময় গোলার আঘাতে শত্রুপক্ষ অস্থির হইয়া
উঠিয়াছিল । সমরকুশল অধীন সৈন্যগণও বীরত্ব-
বীর্য্যে প্রভুর মুখ উজ্জ্বল করিতেছিল । এমন সময়
নবাবের দূত গিয়া তাঁহাকে রণে নিবৃত্ত হইতে
বলিল । মোহনলাল সে কথা শুনিলেন না । আবার
নবাবের দূত যাইল । এবারও মোহনলাল কোন
কথা গ্রাহ্য করিলেন না । আবার নিষেধ আজ্ঞা
আসিল । এবার মোহনলাল একবার চারিদিকে
চাহিয়া দেখিলেন, নবাবসৈন্য ছিন্ন-ভিন্ন ; কেহ
ফিরিয়াছে ; কেহ ফিরিতেছে ; কেহ ফিরিবার
উপক্রম করিতেছে । তখন তিনি বুঝিলেন, নবা-
বের অধঃপতন অনিবার্য্য ; বুঝিলেন, বঙ্গের মুদল-
মান রাজত্বের এইবার বিপর্য্যয়-পরিণাম ; বুঝিলেন,

অদ্যকার এই সূর্যাস্তের সঙ্গে মুসলমান নবাবের স্বাধীনতা-সূর্য্য অস্তমিত হইবে। তিনি কাল-বিলম্ব না করিয়া, কাহাকে কিছু না বলিয়া, সৈন্যগুলীকে সঙ্গে না লইয়া, অভিমানে ক্ষোভে রোষে পরিপূর্ণ হইয়া রণভূমি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহাকে রণভূমি পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া সৈন্যগণও রণে ভঙ্গ দিল। হায়! মোহনলালের দুর্জয় অভিমানে, আর একটু ধৈর্য্যের অভাবে, হতভাগ্য সিরাজুদ্দৌলার সর্বনাশ হইল!

মোহনলাল যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া ফিরিয়া আসিলে পর, নবাব দুই সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য-সমভিব্যাহারে উষ্ট্রারোহণে মুরশিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করেন।

মীরজাফর ও দুর্লভরামের আদেশক্রমে সকল সৈন্য রণ-ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া শিবির-অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্লাইব এই সময় যুগয়া-মঞ্চের ভিতর বিশ্রামার্থ নিদ্রা ঘাইবার পূর্বে বলিয়া রাখিয়াছিলেন,—“কোন বিভ্রাট বুঝিলে, আমাকে ডাকিয়া দিও!”

অন্যতম ব্রিটিশ সৈনিক মেজর কিলপেটিক নবাবের সৈন্যসমূহকে পশ্চাৎপদ হইতে দেখিয়া, ক্লাইবের অনুমতির জন্য অপেক্ষা না করিয়াই, অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই সময়ে ক্লাইবকে জাগরিত করা হয়। তিনি কিলপেটিককে অগ্রসর হইতে দেখিয়া ভয়ানক ক্রোধান্বিত হইয়াছিলেন; কিন্তু পরে প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়া, পরম প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। *

ক্লাইব এখন পূর্ণোৎসাহে পূর্ণোন্মত্ত। তিনি অবশিষ্ট সৈন্যগণকে ডাকিয়া আনিয়া সমস্ত সৈন্যসহ দুর্নিবার্য্য দুরন্ত বিক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তখন রণক্ষেত্র শূন্যপ্রায়। কেবল ফরাসী বীর সেন্ট ফ্রেঁ স্বদলবল-সহ প্রাণান্তপণে যুদ্ধ করিতেছিলেন। তিনি নবাবের আজ্ঞা শুনে নাই; মীরজাফরের কথায়ও কর্ণপাত করেন নাই;

* কোন কোন ইতিহাস-লেখক বলেন, ক্লাইব কিলপেটিকের কার্ষ্যে আপনার কৃতিত্বগৌরব-হানি মনে করিয়া, কিলপেটিককে কার্য্যান্তরে পাঠাইয়া, আপনি সৈন্য যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি পরে কিলপেটিকের নিকট স্ব মুখে স্বকীয় কৃতিত্বেরই ঘোষণা করিয়াছিলেন।

কিন্তু কয়েক জন সৈন্য লইয়া, দুর্দর্শ ব্রিটিশ সৈন্যের সম্মুখে আর কতক্ষণ যুঝিবেন ? তিনি দেখিলেন, ব্রিটিশ সৈন্য অনেকটা অগ্রসর, হইয়াছে। তখন তিনি একটু পশ্চাৎ হঠিয়া উচ্চ মৃত্তিকা-স্তূপের নিকট গিয়া, পলকে পলকে শত্রু-সৈন্যের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

এ দিকে মীরজাফর নবাবের অন্যান্য সৈন্যের সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া নিজ সৈন্য সহ আত্রাকাননের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্লাইব তাহাদিগকে মীরজাফরের সৈন্য বলিয়া আদৌ জানিতে পারেন নাই। তিনি মনে করিয়াছিলেন, নবাবের সৈন্য বুঝি তাহাকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইতেছে। তখন তিনি পুষ্করিণীর পার্শ্ব হইতে সৈন্য সরাইয়া আনিয়া সতেজে সবেগে মীরজাফর সৈন্যের গতিরোধ করিলেন। মীরজাফর নিজ সৈন্যগুলিকে লইয়া পূর্ব স্থান প্রস্থান করিলেন। সেখানে তিনি নীরব ও নিশ্চিন্ত হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। যখন নবাব উপস্থিত ছিলেন, তখন বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর আদৌ সৈন্যসঞ্চালন করেন নাই; কেবল

ভাবে দুই পক্ষের গতিবিধি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন; পরন্তু যে পক্ষ প্রবল, সেই পক্ষে যোগ দিবেন বলিয়া সংকল্প করিয়াছিলেন। তাই নবাব মুরশিদাবাদে চলিয়া যাইলে পর এবং মোহন-লাল রণ ভূমি ত্যাগ করিলে পর, মীরজাফর ক্লাইবকে সাহায্য করিবার উদ্দেশে আত্রাকাননের অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

ক্লাইব মনে করিয়াছিলেন, মীরজাফর তাহাকে সাহায্য করিবেন না। তিনি ভাবিয়াছিলেন, পলাশী-প্রাঙ্গণ হইতে এ যাত্রা আর একটীও ব্রিটিশ প্রাণীকে ফিরিয়া যাইতে হইবে না। কেবল অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া অসীম সাহসে অনিবার্য্য বীর্য্য তিনি যুদ্ধ করিতেছিলেন। এত চাতুরী! এত কৌশল! এত প্রতারণা! এত প্রবঞ্চনা! কলুষ-কালিমায় আগ্রীব নিমজ্জন! কিন্তু “আজন্ম সৈনিকে”র তেজস্বিতার পরিচয় পদে পদে! নবাব-সৈন্য কেন ফিরিতেছে, ক্লাইব তাহা জানিতে পারেন নাই; কিন্তু ফিরিতে দেখিয়া তাহার সাহস দ্বিগুণ হইয়াছিল। ক্রমে তিনি বুঝিলেন, মীরজাফর যুদ্ধ করিতেছে না; শুধু একপার্শ্বে

নীরবে নিষ্ক্রিয় সৈন্যসহ দণ্ডায়মান আছে। তখন তিনি বর্দ্ধিতবিক্রমে ফরাসিদের দিকে অগ্রসর হইলেন। ফরাসিরা প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহারা আবার ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ধন্য বীর সেন্ট ফ্রেঁ ! কিন্তু হায় ! সেই সেনাপতি-শূন্য রণক্ষেত্রে সেন্ট ফ্রেঁ কয়েকজনমাত্র সৈন্য লইয়া একা আর কতক্ষণ যুঝিবেন ? তিনি রণে ভঙ্গ দিলেন। ব্রিটিশ সৈন্যের আর কোন বিঘ্নবাধা রহিল না। নবাব-সৈন্য পলায়ন করিতে লাগিল। ব্রিটিশ সৈন্য তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া অনেককে হত করিল। ইহার পর ক্লাইব সসৈন্যে স্বচ্ছন্দে সতেজে পরিখার ভিতর প্রবেশ করিয়া শিবির অধিকার করিলেন। ব্রিটিশের জয় হইল ! পলাশীর মুক্তপ্রাঙ্গণে বিজয়-কোলাহলে গগন-মদিনী উথলিয়া উঠিল। সেই রুধিরপ্লাবিত পলাশীক্ষেত্রে আমাদেরই মঙ্গলার্থ ব্রিটিশের শাসন-শক্তির বীজ রোপিত হইল।

এখন কত কথা মনে হয়।—সিরাজুদ্দৌলা যদি মীরজাফরের পদগৌরব পূর্ববৎ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিতেন, তাহা হইলে সে সাংঘাতিক ষড়যন্ত্র হইত না। মনে হয়, সিরাজ যদি বুদ্ধিমান ফরাসি

বীর ল সাহেবকে বিদায় না দিতেন, তাহা হইলে ব্রিটিশ বণিক্ নবাবের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে সাহসী হইতেন না। মনে হয়, নবাব যখন বুঝিয়াছিলেন, মীরজাফর বিশ্বাসঘাতক, তখন যদি কোন রকমে একেবারে তাহার গতিরোধ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে ইংরেজকে ভয় করিতে হইত না। মনে হয়, নবাব যখন দেখিলেন, বীর মীরমদন আহত, তখন তিনি বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরকে না ডাকাইয়া, যদি আপনার অদৃষ্টে নির্ভর করিয়া, মহাবীর মোহনলালের বীরত্বে বিশ্বস্ত হইয়া বুক বাধিতে পারিতেন, তাহা হইলে নবাবকে মুরশিদাবাদে পলায়ন করিতে হইত না। মনে হয়, মোহনলাল যদি অভিমানে অভিহত না হইয়া আর একটু ধৈর্য্যসহকারে যুদ্ধ করিতেন, অন্ততঃ যদি রণক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া আসিবার সময় সৈন্যগণকেও সঙ্গে লইয়া আসিতেন, তাহা হইলে পরিণাম এমন হইত না। মনে এমন কত কি হয় ; কিন্তু বিধির লিখন কে খণ্ডাইবে ! বিধির ইচ্ছায় আমাদের সোভাগ্যোদয়। তাই সিরাজুদ্দৌলার অধঃপতন ; ইংরেজের অভ্যুত্থান।

বিধির ইচ্ছা হইলে, তৃণাকুরেও ভীম গিরি
ছিন্ন-ভিন্ন হয়, মশকপদাঘাতে রুম্ববক্ষ বিদারিত
হয়, গণ্ডুষে বারিধি শুকাইয়া যায়; ফুৎকাতে
সূর্য্যতাপ নিবিয়া যায়। যাঁহার ইচ্ছায় স্ফটিকস্তম্ভ
নিহিত স্নগুপ্ত মৃত্যুবাণে দুর্জয় বীর রাবণের মৃত্যু
হইয়াছিল, তাঁহারই ইচ্ছায় সিরাজুদ্দৌলার পতন
হইল। এই টুকু বুঝিলে মানুষের মোহ রহে না।

সিরাজের পরিণাম।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩এ জুন পলাশী-প্রান্তরে
রুধির-প্লাবিত রণ-ক্ষেত্রে ব্রিটিশ বণিকের বিজয়-
কেতন উদ্ভীন হইল। ব্রিটিশ-বাহিনীর শ্রবণ-
ভৈরব গগনস্পর্শী সিংহনাদে পলাশীর সে বিজয়-
বার্তা বিঘোষিত হইতে লাগিল। সে কল্লোল-
কোলাহল ভাগীরথীর কল কল শব্দে মিশিয়া
আত্মকাননের প্রসুপ্ত ছায়াতল মুহুম্মুহঃ প্রকম্পিত
করিয়া তুলিল। যাঁহারই গুণে বা যাঁহারই ফলে
পলাশীর সংঘর্ষে বিজয় লাভ হউক, সেই “আজন্ম
সৈনিক,” নির্ভীক, নিত্য-সাহসী, দীর্ঘদর্শী কিন্তু

স্বার্থপর, প্রতারণাপটু “ক্লাইবে”রই প্রতিষ্ঠাস্পর্ধা
এত গুণে পরিবর্দ্ধিত হইল।

যুদ্ধের দিবস রাত্রিতে ক্লাইব যুদ্ধপ্রান্তর হইতে
তিন ক্রোশ দূরে দাদপুরে শিবির সন্নিবেশ করেন।
পরদিন প্রাতঃকালে বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর তথায়
ক্লাইবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন।
ক্লাইবের শিবিরে যাইবার সময় তাঁহার মনে
মনে বড় ভয় হইয়াছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন,
যুদ্ধকালে সাহায্য সম্বন্ধে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন
বলিয়া বোধ হয়, ইংরেজ তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট
হইয়াছেন; সুতরাং তাঁহাকে শিবির মধ্যে পাইয়া
তাঁহার প্রতিশোধ লইবেন। বলা বাহুল্য, পাপীর
সে আতঙ্ক, পাপ চিন্তার প্রতিঘাতমাত্র; প্রকৃত
পক্ষে আশঙ্কা ফলবতী হয় নাই। মীরজাফর
সাহায্য করিবে কি না ভাবিয়া ক্লাইবের মনে যে
সংশয় জন্মিয়াছিল, পলাশীবিজয়ের পূর্বেই তাঁহার
সে সংশয় অপসারিত হইয়াছিল। তাই মীরজা-
ফরকে দেখিবামাত্র ক্লাইব প্রফুল্ল চিত্তে অতি সমা-
দর সহকারে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে আপন সন্নি-
কটে আসন প্রদান করিয়াছিলেন। উভয়েই উচ্চা-

শায় উৎকণ্ঠিত। অন্তরের কথা অন্তর্যামীই জানেন। বিশ্বাসঘাতক নীচাশয় মীরজাফর এবং পররাষ্ট্র-লোলুপ প্রতিষ্ঠাকামী ক্লাইবের হৃদয়ে কখন কোন্ ভাবের কিরূপ ঘাত-প্রতিঘাত উদ্ভিত-পড়িত হইতেছিল, তা অন্তর্যামী ভিন্ন কে বলিতে পারে? বাহিরে অবশ্য মীরজাফর ব্রিটিশের বিজয় জন্ম সহাস্রবদনে ক্লাইবের বীরত্বমাহাত্ম্যের কীৰ্ত্তন করিয়াছিলেন। ক্লাইবও মীরজাফরকে তাঁহার সাহায্যকারিতার জন্য সহস্রবার ধন্যবাদ দিয়াছিলেন। এই সময়ে উভয়ে বিশ্রুতলাপে হৃদয়োদ্ঘাটন করিয়া, কি কি কথায়, কি কি প্রস্তাবের উত্থাপন ও সমর্থন করিয়াছিলেন, তাহার অক্ষরাক্ষিত বিবৃতি কোন ইতিহাসে নাই। সে শতাব্দিক বর্ষের অতীত কাহিনীর প্রত্যক্ষস্বরূপ সাক্ষ্য কে দিবে? তবে সে অতীতের সাক্ষী এখন একমাত্র সেই অনন্ত-সাক্ষী স্বয়ং ভগবতী ভাগীরথী। তাঁহার তরঙ্গমালা চিরকালই বুক চিরিয়া সেই শোণিতাম্বর পলাশী-প্রাঙ্গণের ও তাহার নিকটস্থ স্থান সমূহের প্রতি-বিশ্বে সাধক ভক্ত কবিকে পলকে পলকে মানব-পরিণামের একটা প্রকট চিত্র প্রদর্শন

করিবে! তিনিই বলিতে পারেন, মীরজাফরের ব্রিটিশ শিবিরে ক্লাইবের কি কথা হইয়াছিল। কিন্তু জননীর মুখ হইতে সে কথা শুনিবার পুণ্য ত আমাদের নাই; সুতরাং ক্লাইব ও মীরজাফরের সাক্ষাৎ সংঘটনের পরবর্তী যে সব কার্য্য মূতা-করীণপ্রমুখ পারস্য এবং ইন্দোস্তানপ্রমুখ ইংরেজি ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই বিবৃত করিব।

ক্লাইবের সহিত সাক্ষাৎকারে মীরজাফর পূর্ব সন্ধিসম্মত কার্য্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন; এবং ব্রিটিশ সেনাসমূহকে আপনার সেনাভুক্ত করিয়া লইলেন। ক্লাইবও তাঁহাকে বঙ্গ, বিহার এবং উড়িষ্যার নবাব বলিয়া স্বীকার করিলেন। দুরা-গয়ের দুরভিসন্ধি সিদ্ধ হইল।

দারুণ আশঙ্কা-সন্দেহের এতাদৃশ শুভ পরিণতি-সন্দর্শনে নীচমতি মীরজাফর পুনর্জীবন পাইলেন। শিবিরে প্রবেশ-কালে যখন ব্রিটিশ সৈনিকসমূহ তাঁহাকে সামরিক সন্মানে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, তখনও মীরজাফর ভাবিয়াছিলেন, বঙ্গের সিংহা-নের আশা রুখা; সে আশা বুঝি, এই অকিঞ্চিৎ-সামরিক সন্মানেই পর্য্যবসিত হইল।

ক্লাইবের প্রসন্নতা-প্রসাদ লাভ করিয়া মীরজাফর সসৈন্যে মুরশিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করেন। মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইয়া তিনি শুনিলেন, নবাব সিরাজুদ্দৌলা নগর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

সত্য সত্যই ইতিপূর্বে হতভাগ্য সিরাজুদ্দৌলা? মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পলাশীতে কু-চক্রীদের চক্রান্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া সিরাজুদ্দৌলা মুরশিদাবাদে আসিয়া উপস্থিত হন। মুরশিদাবাদে আসিয়া তিনি পুনরায় বল-সঞ্চয়ের সংকল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু হায়! সম্পদে-বিপদে সিরাজুদ্দৌলা সহায়হীন। সম্পদে অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে চক্রান্তের সৃষ্টি হইয়াছিল; বিপদে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, ভৃত্য, সৈন্য, এমন কি পোষ্য-পাল্য পরিবারবর্গের অনেকেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। নবাব বুঝিলেন, বিধাতা নিতান্ত বাম। তবুও তিনি নিরুৎসাহ হইলেন না। তবুও তিনি বলসঞ্চয়ের সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন না। মুহূর্ত্তে তিনি ধন-ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। অচিরে চারিদিকে ঘোষণা হইল,—“কে কোথায় আছ, ফিরিয়া এস; একবার বিপদাপন্ন

নবাবের মুখপানে তাকাও; কাহারও কিছু প্রাপ্য থাকে, কেহ যদি বেতন না পাইয়া অসন্তুষ্ট হইয়া থাক; ফিরিয়া এস, সকলেই সব পাইবে।” ঘোষণা প্রচারের পর দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। কেহ পূর্ব পাওনা পাইবার প্রত্যাশায় আসিল; কেহ বা আপাততঃ আত্ম-পরিবার রক্ষার জন্য অগ্রিম পাইবার প্রার্থনা করিল; কতক লোক অপর দাবীতেও টাকা চাহিল; নানা লোকে নানা ছলে নানা দাবীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সমস্ত রাত্রি ধন-ভাণ্ডার লোকসমাগমে পরিপূর্ণ ছিল। ‘দেহি’ ‘দেহি’ শব্দের অবিরাম শ্রোত বহিতে লাগিল। সিরাজুদ্দৌলাও মুক্তহস্ত। কত লোক কত কল্পনায় কত প্রকার দাবীর সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই; কিন্তু কেহই বঞ্চিত হয় নাই। হা! দুর্দৃষ্ট! টাকা পাইয়াও একবার ঘরে ফিরিয়া গেল, সে আর ফিরিয়া আসিল না। নবাবের অবারিত দান নিষ্ফল হইল। পরে নবাব সারাদিন আপন প্রাসাদ-ভবনে উৎকণ্ঠিত চিত্তে একাকী বসিয়া রহিলেন।

নবাবপুরী নির্জন নীরব। এমন একটীও

ক্রাইবের প্রসন্নতা-প্রসাদ লাভ করিয়া মীরজমশির
ফর সসৈন্যে মুরশিদাবাদ অভিযুখে যাত্রা করেন। মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইয়া তিনি শুনিলেন, নবাব সিরাজুদ্দৌলার
দাবাদে উপস্থিত হইয়া তিনি শুনিলেন, নবাব সিরাজুদ্দৌলার
দৌলার নগর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। তখন
সত্য সত্যই ইতিপূর্বে হতভাগ্য সিরাজুদ্দৌলার
মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পলাশীতে
কু-চক্রীদের চক্রান্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া সিরাজুদ্দৌলার
দৌলার মুরশিদাবাদে আসিয়া উপস্থিত হন।
মুরশিদাবাদে আসিয়া তিনি পুনরায় বল-সঞ্চয়ের
সংকল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু হায়! সম্পদে-বিপদে
সিরাজুদ্দৌলার সহায়হীন। সম্পদে অলক্ষ্যে ধীরে
ধীরে চক্রান্তের সৃষ্টি হইয়াছিল; বিপদে আত্মীয়-
স্বজন, বন্ধু বান্ধব, ভৃত্য, সৈন্য, এমন কি পোষ্য-
পাল্য পরিবারবর্গের অনেকেই তাঁহাকে পরিত্যাগ
করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। নবাব বুঝিলেন, বিধাতা
নিতান্ত বাম। তবুও তিনি নিরুৎসাহ হইলেন না।
তবুও তিনি বলসঞ্চয়ের সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন
না। মুহূর্ত্তে তিনি ধন-ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া
দিলেন। অচিরে চারিদিকে ঘোষণা হইল,—“কে
কোথায় আছ, ফিরিয়া এস; একবার বিপদাপন্ন

ক্রাইবের মুখপানে তাকাও; কাহারও কিছু প্রাপ্য
নাই, কেহ যদি বেতন না পাইয়া অসন্তুষ্ট হইয়া
হইল; ফিরিয়া এস, সকলেই সব পাইবে।” ঘোষণা
মুর্শিদাবাদের পর দলে দলে লোক আসিতে লাগিল।
এহে পূর্ব পাওনা পাইবার প্রত্যাশায় আসিল;
তাহ বা আপাততঃ আত্ম-পরিবার রক্ষার জন্য
প্রথম পাইবার প্রার্থনা করিল; কতক লোক
প্রাপ্য দাবীতেও টাকা চাহিল; নানা লোকে নানা
মাল্য নানা দাবীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সমস্ত
মাত্রি ধন-ভাণ্ডার লোকসমাগমে পরিপূর্ণ ছিল।
‘দেহি’ ‘দেহি’ শব্দের অবিরাম শ্রোত বহিতে
লাগিল। সিরাজুদ্দৌলারও মুক্তহস্ত। কত লোক
কত কল্পনায় কত প্রকার দাবীর সৃষ্টি করিয়াছিল,
তাহার ইয়ত্তা নাই; কিন্তু কেহই বঞ্চিত হয়
নাই। হা! দুর্দৃষ্ট! টাকা পাইয়াও একবার
যে ঘরে ফিরিয়া গেল, সে আর ফিরিয়া আসিল
না। নবাবের অব্যবহৃত দান নিষ্ফল হইল। পরে
নবাব সারাদিন আপন প্রাসাদ-ভবনে উৎকণ্ঠিত
হইতে একাকী বসিয়া রহিলেন।

নবাবপুরী নির্জন নীরব। এমন একটীও

বন্ধু ছিল না যে, দুইটা সাস্তুনা-বাক্যে নবাবের
সে দারুণ দুঃখপীড়িত হৃদয়ের ভার কিঞ্চিৎ
লাঘব করে । নবাব নিরুপায় হইলেন । যাহার
কটাক্ষমাত্রে কোটি লোক সঞ্চালিত হইত, আজ
তাঁহার বিপুল বিজয়ন্তীপুরী সহায়শূন্য ! এখন কি
করিবেন, কোথায় যাইবেন, কাহার শরণাপন্ন
হইবেন, কে রক্ষা করিবে, ইহাই হইল হতাশ
প্রাণের বিষম ভাবনা । মুহূর্ত্তে কিস্তি কি যেন একটা
বৈদ্যুতিক স্পর্শে সিরাজুদ্দৌলার মে মুমূষু প্রাণ
জাগিয়া উঠিল । ভাবনার প্রবাহে সহসা আজিমা-
বাদের ফরাসি সৈনিক ল সাহেবকে স্মরণ হইল ।
শক্তিশালী ল সাহেবকে স্মরণ হইবামাত্র নবাব
তাঁহার সাহায্য লইবার সংকল্প করিলেন । নবাব
বুঝিয়াছিলেন, এ বিপদ-পারাবারে এখন ল সাহে-
বই একমাত্র কাণ্ডারী । ল সাহেবকে সাহসী
ও বিশ্বাসী বলিয়া সিরাজুদ্দৌলার ধারণা ছিল ;
কেবল কু-লোকের কু-চক্রে পড়িয়াই তাঁহাকে
তাড়াইয়াছিলেন বৈতনয় । ল সাহেবের সাহায্য
পাইবার প্রত্যাশায় নবাব ২৫শে জুন মুরশিদাবাদ
পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ।

সিরাজুদ্দৌলার মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ করি-
বার পর মীরজাফর সৈন্য তথায় উপস্থিত হইয়া-
ছিলেন । পরে মনপুরগঞ্জের প্রাসাদভবন নির্বিঘ্নে
ও নিরাপদে তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল । এই
সময় যাবতীয় বিশ্বাসঘাতক আসিয়া মীরজাফরের
সঙ্গে যোগ দিল । সিরাজুদ্দৌলা যুদ্ধ-বিরামের
আজ্ঞা প্রচার করিলেও যাহারা যুদ্ধ করিয়াছিল,
তাহারাও এক্ষণে মীরজাফরের পদানত হইল ।
যাহারা শেষ পর্য্যন্ত সিরাজুদ্দৌলার আনুগত্য-
স্বীকারে কুণ্ঠিত হয় নাই, যাহারা বর্তমান বিপর্য্যয়-
বিপ্লবে মনে মনে অসন্তুষ্ট হইয়াছিল, তাহারও
নির্য্যাতন ও অত্যাচার ভয়ে মীরজাফরের বশ্যতা
স্বীকার করিল ।

দুর্লভরাম মীরজাফরের প্রধান মন্ত্রী হইয়া-
ছিলেন । তাঁহারই সাহায্যে মীরজাফর সকল
লোককে বশীভূত করিয়া শত্রু-মিত্র সকলকে
মুষ্টির মধ্যে আনিয়া আপনাকে সিরাজের
সিংহাসনাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করেন । এই
সময় ব্রিটিশ সেনাপতি কর্ণেল ক্লাইব অগ্ন্যাগ্ন
ব্রিটিশ সেনাপতি এবং মুরশিদাবাদের উচ্চবংশ-

সমুত্ত সম্ভ্রান্ত অধিবাসী এবং নবাব-বাটীর যাব-
তীয় কর্মচারী নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। প্রাসা-
দের সুবিশাল প্রকোষ্ঠের উত্তর ভাগে সিরাজ-
সিংহাসনের চিতাভস্মের উপর নবীন নবাব
মীরজাফরের নানা মণিখচিত সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত
হইয়াছিল। ২৯শে জুন ক্লাইব স্বয়ং উপস্থিত
থাকিয়া, বাহ্যুগলে প্রেমালিঙ্গন করিয়া, মীরজা-
ফরকে সিংহাসনে বসাইয়া দেন। * ইহার পর
ইংরেজ এবং অন্যান্য উপস্থিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ
সম্মানসূচক উপহার প্রদান করেন। ঘন ঘন
গভীর কামান-গর্জনে পলকে পলকে বিশ্বাসঘাতক
মীরজাফরের সিংহাসন-প্রতিষ্ঠার বিজয়রোল বিঘো-
ষিত হইয়াছিল।

সিংহাসনাধিকারের পর মীরজাফর সিরাজুদ্দৌ-
লার ধন-ভাণ্ডার অধিকার করেন। ধনভাণ্ডার
অধিকারকালে ওয়াটস সাহেব, দেওয়ান রাম-

* অমির বলেন, ক্লাইব যখন মুরশিদাবাদভিমুখে অগ্রসর হন, তখন
রায় দুর্লভ, মীরণ এবং কদম হোসেন খাঁ, তাঁহাকে হত্যা করিবার সংকল্প
করিয়াছিলেন। ক্লাইব কোন রকমে সে সংবাদ পাইয়া কাশিমবাজারে
থাকিয়া যান। তথায় তাঁহার সকল সন্দেহভর্য দূরীভূত হইয়াছিল। কি
कारणे হইল, অমির তাহা বলিতে পারেন নাই।

চাঁদ এবং মুন্সি নবকৃষ্ণ উপস্থিত ছিলেন। ধন-
ভাণ্ডারে ছিল, এক কোটি সত্তর লক্ষ টাকা, দুই
কোটি ত্রিশ লক্ষ মোহর, দুই সিন্দুক সোনার
বাট, চারি সিন্দুক মণিখচিত অলঙ্কার এবং
দুই সিন্দুক মণিমুক্তা। ইহা হইল, বাহিরের
ধন-ভাণ্ডারের সম্পত্তি। কথিত আছে, অন্দর-
মহলের ধন-ভাণ্ডারে আট কোটি টাকা ছিল।
মুহাক্করীণ অনুবাদক বলেন, *—মীরজাফর, আমীর
বেগ খাঁ, রামচাঁদ এবং নবকৃষ্ণ এই টাকা সংগোপনে
ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। রামচাঁদ এবং নবকৃষ্ণ
ক্লাইবের লোক। তাঁহারা অন্দর-মহলের ধন-
ভাণ্ডারের কথা জানিতেন। পাছে তাঁহারা প্রকাশ
করিয়া দেন বলিয়া মীরজাফর তাঁহাদিগকে ভাগ
দিয়াছিলেন।

* অনুবাদক নিজে বলিয়াছেন যে, তিনি ১৮৫৮ সালে ক্লাইবের বিভাগীর
কার্যে নিযুক্ত হন। ইনি বলেন, রামচাঁদ এবং নবকৃষ্ণ প্রত্যেকেই ৫০৭
টাকা বেতন পাইতেন। রামচাঁদ কিন্তু দশ বৎসর পরে মৃত্যুকালে বাহাত্তর
লক্ষ টাকা নগদ রাখিয়া যান। এতদুপরি আশিটি চৌবাচ্চায় সোনা এবং
তিনশত কুড়িটিতে রূপা, আশী লক্ষ টাকার ভূসম্পত্তি এবং কুড়ি লক্ষ টাকার
অলঙ্কার মজুত ছিল। সর্বশুদ্ধ কোটি টাকার সম্পত্তি হইবে। রাজা নবকৃষ্ণ
মাতৃশ্রাদ্ধে সাত লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। এই নবকৃষ্ণ কলিকাতার
শোভাবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

এই সময় ব্রিটিশ কোম্পানী সন্ধিসর্তানুসারে আপনাদের প্রাপ্য টাকার দাবী উত্থাপন করেন। মীরজাফর বাহিরেয় ধন-ভাণ্ডার হইতে নিম্নলিখিত লোককে নিম্নলিখিত রূপ অর্থ দিয়াছিলেন,— মীরজাফর কোম্পানীকে যে টাকা দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার অর্দ্ধেক দেওয়া হইল। অবশিষ্ট তিন বৎসরে দিবার কথা রহিল। ইংরেজ যে অর্দ্ধেক টাকা পাইলেন, তাহা সাত শত সিন্দুকে ভর্তি হইয়াছিল। এই সব সিন্দুক নৌকায় তুলিয়া দেওয়া হয়। জন কয়েক ইংরেজ কর্তৃপক্ষ দলবলসহ আনন্দ-কৌতুহলে উৎফুল্ল হইয়া সঘন ডগডগ রবে স্বাদ্য বাজাইয়া, সগর্বে নৌকায় নিশান তুলিয়া দিয়া, ধীরে ধীরে দক্ষিণ বাহনে কলিকাতা অভিমুখে অগ্রসর হন। কলিকাতায় টাকা পৌঁছাইলে পর, ইতিপূর্বে সিরাজুদ্দৌলা কর্তৃক কলিকাতা আক্রমণ কালে, যাঁহাদের সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছিল, তাঁহারা এই টাকা হইতে ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ব্রিটিশ সৈন্যদিগকে পুরস্কার দেওয়া হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত কলিকাতার কোমিসলের সভাসদবর্গও কিঞ্চিৎ পাইয়া-

ছিলেন। যে সময় মীরজাফরের সঙ্গে সন্ধি হয়, সে সময় ব্রিচ নামে একজন সভ্য প্রস্তাব করেন যে, সিলেক্ট-কমিটী ষড়যন্ত্রের মন্ত্রী, তাঁহাদিগের বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে অর্থাৎ তাঁহাদিগকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ টাকা দিতে হইবে। সে প্রস্তাব ব্যর্থ হয় নাই। ক্লাইব পাইয়াছিলেন, দুই লক্ষ আশী হাজার টাকা। সেই পলাতক ডেকও পাইয়াছিলেন, দুই লক্ষ আশী হাজার। এতদ্ব্যতীত সিলেক্ট কমিটীর প্রত্যেক সভ্য দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার করিয়া পাইয়াছিলেন। কোমিসলের যে সব সভ্য সভার সিলেক্ট কমিটীতে ছিলেন না, যাঁহারা সেই বিবেচনার অন্তর্ভূত হন নাই, তাঁহারাও দান-কল্পতরু “পর ধনে পোদার” মীরজাফরের কল্যাণে বঞ্চিত হন নাই। তাঁহারাও প্রত্যেকে লক্ষ্য করিয়া পাইয়াছিলেন। * ক্লাইব নিজ মুখে স্বীকার করিয়াছেন, তিনি এ সিংহভাগের উপরও মীরজাফরের নিকট হইতে ষোল লক্ষ টাকা পাইয়াছিলেন; ওয়াটস্ সাহেব ভাগের ভাগ পাইয়াও

* Beecher's Evidence Select Committee of House of Commons; First Report, page 145

মীরজাফরের নিকট হইতে অতিরিক্ত আট লক্ষ, মেজর কিল পেট্রিক তিন লক্ষ, ওয়ালস্ পাঁচ লক্ষ এবং জ্রাফটন দুই লক্ষ পাইয়াছিলেন।

ক্লাইব সর্বশুদ্ধ পাইলেন, আঠার লক্ষ আশী হাজার। পাঠক মনে আছে ত, আরকট-অবরোধ-কালে আরকটের নবাব ক্লাইবকে বহু অর্থ দিতে চাহিয়াছিলেন। ক্লাইব তাহা তুচ্ছ তণবৎ উপেক্ষা করিয়াছিলেন। মীরজাফরের নিকট হইতে টাকা লইয়াছিলেন বলিয়া, পরে বিলাতের কর্তৃপক্ষ এই ক্লাইবের নিকট হইতে কৈফিয়ৎ চাহিয়াছিলেন। কৈফিয়তে ক্লাইব স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন,— “মীরজাফরের নিকট হইতে টাকা লইয়া আমি কোন অন্ডায় কাজ করি নাই; ইহাতে তাঁহার বা আমার নিয়োগ-কর্ত্তার কোন ক্ষতি হয় নাই, টাকা না লইলেও কিছু কর্তৃপক্ষের কোন লাভ হইত না; আমি ব্যবসায়সংক্রান্ত সকল সুবিধা-সুযোগ পরিত্যাগ করিয়া, সামরিক জীবনে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলাম; স্বদেশের সন্মান এবং কোম্পানীর স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমি সকল কার্য সম্পাদন করিয়াছি। লগুন অপেক্ষা

মুরশিদাবাদ অধিকতর সুবিস্তৃত সহর; এখানে বহুতর সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্যের বাস; অনেকেই আমাকে অর্থাদি নানাবিধ দ্রব্য উপহার দিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, আমি লই নাই। আমি যদি তাহা লইতাম, তাহা হইলে কত কোটির অধিপতি হইতে পারিতাম; ডাইরেক্টরেরা কিছু তাহা আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে পারিতেন না। আমার স্মরণ হয়, যখন আমি মুরশিদাবাদের ধন-ভাণ্ডারে প্রবেশ করি, তখন আমার দক্ষিণে ও বামে স্তূপাকারে স্বর্ণ-রৌপ্য মণি-মাণিক্য দেখিয়াছিলাম। তাহাতে লোভ করি নাই। *

ক্লাইবের এই কৈফিয়তের উত্তরচ্ছলে ইতিহাস-লেখক থরনটন বলিয়াছেন, ক্লাইব যাহাই বলুন, তিনি মীরজাফরের নিকট হইতে টাকা লইবার অধিকারী নহেন; পুরস্কারের প্রত্যাশা কর্তৃপক্ষ কোম্পানীর নিকট করিতে পারিতেন; তিনি স্বদেশ এবং কোম্পানীর স্বার্থরক্ষার্থে যুদ্ধ করিয়াছিলেন; মীরজাফরের জন্য নহে; কোন্ হেতু-বাদে তিনি মীরজাফরের নিকট হইতে টাকা

* Malcolm's Life of Clive Vol. I. Page 313.

লন ? ক্লাইব ভাবিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, কোম্পানীর নিকট হইতে কিছুই পাইবার সম্ভাবনা ছিল না । কিন্তু তা বলিয়া কি, সত্যের পথ পরিত্যাগ করিতে হইবে ? পাপকে প্রশ্রয় দিয়া যদি মানুষ সত্যের পথ পরিত্যাগ করিতে পারে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, সংসারে নৈতিক সংযমের অবসান হইল । *

এইবার উমিটাদের পালা । পাপের প্রত্যক্ষ ফল । ইতিপূর্বে উমিটাদের সর্বনাশ করিবার জন্য ক্লাইব যে ফাঁদ পাতিয়াছিলেন, যে অব্যর্থ ব্রহ্মবাণ জুড়িয়া রাখিয়াছিলেন, উমিটাদ যুগাক্ষরেও তাহার সন্ধান পান নাই । সকলকে আপন আপন প্রাপ্য পাইতে দেখিয়া উমিটাদ আপনার প্রাপ্যের কথা ক্লাইবকে জানাইলেন । ক্লাইব এই অবসরে উমিটাদকে সাদা কাগজে লিখিত প্রকৃত সন্ধিপত্রখানি প্রদর্শন করেন । এ সন্ধিপত্রে উমিটাদের প্রাপ্যের উল্লেখ ছিল না । উমিটাদ চমকিয়া বলিলেন,—“এ কি ! আমি যে সন্ধিপত্র দেখিয়াছিলাম, সে যে লাল ।” ক্লাইব

অস্মানবদনে ধীরে ধীরে বলিলেন,—“হাঁ, সে লাল বটে ; এখানি সাদা ।” উমিটাদ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলেন । কিন্তু যে ক্লাইব অক্ষুণ্ণচিত্তে জালসন্ধিপত্রে ওয়াটসন সাহেবের স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, সেই ক্লাইব অস্মান বদনে স্কাফটন সাহেবকে দিয়া বলাইলেন *,—“উমিটাদ ! লাল সন্ধিপত্রখানি জাল ; তুমি কিছুই পাইবে না ।” এই কথা শুনিবামাত্র হতভাগ্য উমিটাদ মুচ্ছিত হইয়াছিলেন । তাঁহার ভৃত্যেরা তাঁহাকে পাল্কী করিয়া বাড়ী লইয়া যায় । বাড়ীতে তিনি অনেকক্ষণ মুচ্ছিত অবস্থায় ছিলেন । মুচ্ছায় মৃত্যু হয় নাই ; কিন্তু জীবনের অবশিষ্ট কাল এক রকম অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় অতিবাহিত হইয়াছিল । এই ঘটনার দেড় বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু হয় ।

ক্লাইব উমিটাদের সঙ্গে যে ব্যবহার করিলেন, তৎসম্বন্ধে আমরা আর অধিক কি বলিব ? অনেক ইংরেজ ইতিহাস-লেখককেও লজ্জায় বদন ঢাকিয়া সেই কলঙ্ককাহিনী লিখিতে হইয়াছে । যে

* স্কাফটন সাহেব ক্লাইবের অপেক্ষা দেশীয় ভাষা সহজে বুঝিতেন । তিনি এই সময় দ্বিভাষীর কাজ করিয়াছিলেন ।

অপরাধে ইংরেজ রাজত্বে কেবল নির্বাসন নহে, পরন্তু প্রাণদণ্ড হইয়া থাকে, ক্লাইবের সেই অপরাধ। নন্দকুমারের ফাঁসি হইয়াছিল কোন্ অভিযোগে? সে কথা স্মরণ হইলে অধুনা উচ্চশির ব্রিটিশ-সম্রাটের লজ্জা-ঘণায় মস্তক অবনত হয়। অধুনা প্রজাবৎসল ব্রিটিশরাজের শাসন-শান্তি-সুখার সহস্র ধারায় ক্লাইবের অন্যান্য সকল কলঙ্ক প্রক্ষালিত হইতে পারে, কিন্তু উমিটাদকে প্রতারণারূপ কলঙ্কের কালকূট-চিহ্ন বংশ-পরম্পরায় ব্রিটিশ-সম্রাটের কণ্ঠে কণ্ঠে বিরাজমান থাকিবে।

এক জন ইংরেজ ইতিহাস-লেখক লিখিয়াছেন, যাহারা সিরাজুদ্দৌলার বিপক্ষে যড়যন্ত্র করিয়াছিল, উমিটাদের অর্থগৃপ্ততা অপেক্ষা তাহাদের অর্থগৃপ্ততা কি লঘুতর? উমিটাদ অর্থগৃপ্ত হইলেও, তিনি ইংরেজের অনেক উপকার করিয়াছিলেন। পূর্বে উমিটাদ তাহার যথেষ্ট পরিচয়ও দিয়াছিলেন। ইংরেজ যখন চন্দননগর আক্রমণ করিবার সংকল্প করেন, নবাব সিরাজুদ্দৌলা তখন উমিটাদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—“ইংরেজ সন্ধিমত কাজ করিবে?” উমিটাদ তদুত্তরে

অম্মান বদনে বলিয়াছিলেন,—“ইংরেজ জগতে অতি বড় বিশ্বাসী জাতি বলিয়া বিখ্যাত; মিথ্যা বলিলে, তাহাদের নিন্দার সীমা থাকে না; তাহারা নিশ্চিতই সন্ধির মর্যাদা রক্ষা করিবেন।” উমিটাদের মুখে এই কথা শুনিয়াই নবাব ইংরেজের বিরুদ্ধে চন্দননগরের ফরাসিকে সাহায্য করিতে অস্বীকার করেন। সেই হিতকারী উমিটাদের এই পরিণাম! একেবারে বঞ্চিত না করিয়া কিঞ্চিৎ দিলেও হতভাগ্যের তাদৃশ ভীষণ পরিণাম হইত না।

উমিটাদ অর্থপিশাচ হউন বা না হউন, উমিটাদ ইংরেজের উপকার করিয়া থাকুন বা নাই থাকুন,—উমিটাদ রাজদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক! তাহার পরিণাম অন্তরূপ হইবে কেন? পাঠক বলিতে পারেন, উমিটাদের মতন পাপী ত সংসারে অনেকেই, তবে উমিটাদের ন্যায়, পাপের সঙ্গে সঙ্গেই সকল পাপীর ফলভোগ হয় না কেন? এ কথার উত্তর আমি কি দিব? তবে নিশ্চিতই ধারণা, শীঘ্র হউক বা বিলম্বে হউক, এক বংশে হউক বা বহুবংশে হউক, ইহলোকে হউক বা পরলোকে

হউক, পাপীকে পাপের ফল ভুগিতেই হইবে।
উমিটাদের চরিত্র কাব্য-শাসন-নিয়োগের উচ্চ
সুযোগ-স্থল ।

এইবার পাঠক ! হতভাগ্য সিরাজুদ্দৌলার
জীবন-নাটকের শেষ অঙ্ক । মুরশিদাবাদ পরি-
ত্যাগ কালীন নবাব প্রিয়তমা পত্নী লুৎফনুসা এবং
অন্যান্য কয়েকটি প্রিয় জনকে সঙ্গে লইয়াছিলেন।
সকলে কয়েকখানি আবরিত যানে আরোহণ
করিয়া রাত্রি তিনটার সময় মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ
করেন। গাড়ীতে যত কাঞ্চন-মণি ধরিতে পারে,
সিরাজুদ্দৌলা তাহাও সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিলেন।
সঙ্গে কতকগুলি হস্তী এবং আপনার কতকগুলি
প্রিয় গৃহ-সজ্জা ছিল।

নবাব প্রথমে রাজমহলে যাইবার সংকল্প করি-
য়াছিলেন ; কিন্তু সে সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া
ভগবানগোলায় গিয়াছিলেন। * এইখানে তিনি
কালবিলম্ব না করিয়া নৌকারোহণ করেন। জল-
পথে না যাইয়া যদি তিনি স্থলপথে যাইতেন, তাহা
হইলে তাঁহার অনেক সুবিধা হইত। তখনও যে

* ভগবানগোলা মুরশিদাবাদের সাড়ে সাত ক্রোশ উত্তর-পূর্বে ।

সব সৈনিকপুরুষ চক্রান্তকারীদিগের সঙ্গে যোগ
দেয় নাই, তিনি যদি তাহাদিগকে ডাকাইতেন,
তাহা হইলে বোধ হয়, তাহারা আসিয়া তাঁহার
সহিত যোগ দিত। এরূপ অবস্থায় নবাব বহুবলে
বলীয়ান হইতে পারিতেন। তখন কেহই তাঁহার
গতিরোধে সাহস করিত না। কিন্তু আসন্ন কালে
বিপরীত বুদ্ধি ! বিধি যারে বাম, তাহাকে কে রক্ষা
করিবে ?

নবাব ফরাসি সেনাপতি ল সাহেবের সাহায্য-
প্রত্যাশায় নৌকাযোগে আজিমাবাদ অভিমুখে
অগ্রসর হন। ল সাহেবও সাহায্য করিতে প্রস্তুত
হইয়াছিলেন। ইংরেজ যখন কলিকাতা পুনরা-
ক্রমণ করেন, তখন ল সাহেবকে সংবাদ পাঠান
হইয়াছিল। কিন্তু বিধির বিড়ম্বনা ! নবাব তাঁহার
সাহায্যার্থ ছুটী না পাঠাইয়া আজিমাবাদের
খাতাজিখানায় টাকা দিবার জন্য লুক্কায় পাঠাইয়া-
ছিলেন। সেখানে টাকা পাইতে বহু বিলম্ব হয়।

নবাব তাঁহার বেগম, কন্যা এবং অন্যান্য সঙ্গী
ও সঙ্গিনীরা, তিন দিন অনাহারে ছিলেন। তিন
দিন পরে রাজমহলের পরপারে তাঁহারা সকলেই

এক ফকীরের আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই ফকীরের নাম সাহাদানা। কথিত আছে, এই সাহাদানা পূর্বে সিরাজুদ্দৌলা কর্তৃক লাঞ্চিত ও তাড়িত হইয়াছিল। কোন কোন ইতিহাসলেখক বলেন, সিরাজুদ্দৌলা তাহার কান কাটিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু কি কারণে সে লঙ্ঘনা বা তাড়না, তাহার উল্লেখ ইতিহাসে দেখিতে পাই নাই। ফকীর প্রথমতঃ নবাবকে চিনিতে পারে নাই; ভাবিয়াছিল, নিত্য যে সব পথিক সে পথ দিয়া যায়, অভ্যাগত অতিথি তাহাদেরই এক জন; কিন্তু নবাবের জুতা দেখিয়া তাহার সন্দেহ হইয়াছিল। সে তখনই নৌকার মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হয়। ফকীরের হৃদয় প্রতিহিংসায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল।

ফকীর কোন কথা না বলিয়া সপরিবার রৈয়া বের আতিথ্য সংকারের যথাযোগ্য বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিল। নবাবপরিবার সুদারুণ ক্ষুণ্ণিবারণার্থ খিচুড়ি রাঁধিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন।

এই সময় ফকীর গোপনে লোক দিয়া পরপারে রাজমহলে সিরাজুদ্দৌলার শত্রুপক্ষকে সংবাদ

পাঠাইয়া দেয়। সংবাদ পাইয়া মীরজাফরের জামতা মীরকাসেম এবং মীরদাউদ খাঁ সদলবল তথায় আসিয়া উপস্থিত হন। সিরাজুদ্দৌলা শত্রুসৈন্য কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইলেন। নবাবমহিষী লুৎফনুসা মীরকাসেমের হস্তগত হইলেন। মীরকাসেম ভয় প্রদর্শন করিয়া তাহার যাবতীয় অলঙ্কারাদি আত্মসাৎ করেন! মীরকাসেমের দেখিয়া মীরদাউদ অন্যান্য রমণীদের অলঙ্কার অপহরণ করিল। তাহার দেখাদেখি সেখানে নবাবপক্ষের যাহারা উপস্থিত ছিল, তাহারও সিরাজুদ্দৌলার সর্বস্ব লুণ্ঠিয়া লইল! এক দিন যাহারা বিপুলবিক্রম নবাবের একটু করুণা কটাক্ষের জন্য লালায়িত হইত; এক দিন যাহারা নবাবের সম্মুখীন হইতেও সাহসী হইত না, আজ তাহারা বিপদাপন্ন নবাবের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্বেষের অবিরল বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল। নবাব নিরুপায়! তিনি নিরুৎসাহে নিরাশ্বাসে কাতর কণ্ঠে বলিলেন, —“আমি ধন জন সাম্রাজ্য চাহি না; আমাকে কিছু মাসহারা দিও; আর এই বিস্তৃত বঙ্গের এক পার্শ্বে থাকিবার স্থান দিও।” নবাবের এ প্রার্থনা

পণ্ড হইল। সে কথায় কাহারও প্রাণ গমিল না ; কেহ সে কথায় কণপাত করিল না। নবাব সিরাজুদ্দৌলা সপরিবার বন্দী হইলেন।

নবাব সিরাজুদ্দৌলা যে দিন মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ করেন, তাহার আট দিন পরে শৃঙ্খলাবদ্ধ বন্দী-বেশে মুরশিদাবাদে পুনরানীত হন। হায়! যদি আর দিন কতক সিরাজুদ্দৌলা বন্দী না হইতেন, তাহা হইলে হয়ত তাঁহার ভাগ্যপরিবর্তন হইত। ফরাসি সৈনিক ল সাহেব তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য রাজমহল পর্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাজমহলে আসিয়া তিনি শুনি-লেন, নবাব বন্দী হইয়াছেন। তখন তিনি নিরুপায় হইয়া, পলায়ন করেন। তিনি পলাইয়া, সিরাজুদ্দৌলার রাজ্যের সীমান্ত-পারে বন্ধার হইতে বহুদূরে গিয়া আশ্রয় লয়েন।

আবাল্য সুখ-লালিত বিংশতি বর্ষীয় যুবক নবাবের বন্দী-ভিখারীর বেশ দেখিয়া মুরশিদাবাদ-বাসীরা ব্যথিত হইয়াছিল। তাঁহার সেই পূর্ব গৌরব স্মরণ করিয়া অনেকেই অশ্রু বিসর্জন করিয়াছিলেন। অনেক নিয়মদস্ত কর্মচারী

সিরাজের সে দারুণ দুর্দশা এবং সে ভীষণ নির্যাতন যাতনা অসহ্য ভাবিয়া তদুদ্বারে কৃতসংকল্প হয় ; কিন্তু তাহাদের ধন-প্রলুপ্ত কতৃপক্ষ তখন মীরজাফরের সম্পূর্ণ বশীভূত। তাঁহারা অধীন কর্মচারীদের সংকল্পে প্রতিরোধ করিলেন। নবাবের উদ্ধার হইল না।

সিরাজুদ্দৌলাকে দেখিয়া মীরজাফরের পাষণ-হৃদয়েও দয়ার সঞ্চার হইয়াছিল। আলিবর্দী খাঁর অনুগ্রহে এবং করুণায় মীরজাফরের সম্যক শ্রীবুদ্ধি হইয়াছিল। আলিবর্দী খাঁ ভাবিতেন, মীরজাফর তাঁহার দৌহিত্রের প্রতি সতত সন্মোহ দৃষ্টি রাখিয়া এবং বিশ্বস্ত ভাবে কার্য্য করিয়া তাঁহার ঋণ শোধ করিবেন। সেই ঋণের পরিশোধ হইল,—মর্শ্বেভেদিনী বিশ্বাসঘাতকতা! মীরজাফরকে দেখিবামাত্র সিরাজুদ্দৌলা ভূমিতলে পতিত হইয়া, সভয়চিত্তে সজল নয়নে বলিলেন,—“আমায় প্রাণ ভিক্ষা দাও।” ছুরাচার নৃশংস নামের মীরজাফর কিন্তু সেই দণ্ডেই সিরাজুদ্দৌলার প্রাণবধ করিবার জন্য পিতাকে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করে। মীরজাফর সেই সময় সিরাজুদ্দৌলাকে

আপনার সম্মুখ হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাই
আদেশ করিয়াছিলেন। মীরণের ইঙ্গিতে
উপস্থিত রক্ষিরন্দ সিরাজুদ্দৌলাকে তঁথা হই
লইয়া গিয়া একটা জঘন্য গৃহে বন্দী করিয়া রাখি
এবং প্রত্যেক মুহূর্ত্তে প্রাণদণ্ডাজ্ঞার জন্য অপেক্ষা
করিতে লাগিল। যে সব লোক সেই সময়
মীরজাফরের নিকট উপস্থিত ছিলেন, মীরজাফর
তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“কি করা
কর্তব্য?” তাঁহাদের অনেকেই সিরাজুদ্দৌলাকে
বন্দী করিয়া রাখিবার পরামর্শ দিলেন। এই
সময় পাপমতি মীরণ মীরজাফরকে বলিল,
“আপনি এখন অন্তঃপুরে যাউন, আমি বন্দীর
যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিব।”

মীরজাফর পুত্রের মনোগত ভাব বুঝিতে
পারিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। সিরাজু-
দ্দৌলাকে বন্দী করিয়াও দুরাচার মীরণ নিশ্চিন্ত
থাকিতে পারিল না। মুহূর্ত্তে সিরাজুদ্দৌলার
প্রাণবিনাশের সংকল্প হইল। তাহার সে সংকল্পে
কিন্তু তাহার কোন সহচরই দহানুভূতি প্রকাশ
করিল না; বরং অনেকেই ত্রুষ্ক হইয়াছিল।

সংকল্প হইল; কিন্তু সিরাজুদ্দৌলাকে হত্যা
করিতে কেহই সম্মত হইল না। মণি-মণ্ডিত মস-
নদে বসিয়া প্রবল প্রতাপে যিনি একদিন বিস্তৃত
বঙ্গের শাসন-দণ্ড পরিচালিত করিয়াছিলেন, সেই
বিপন্ন মলিন দীন হীন নবাবকে কে হত্যা
করিতে সাহস করিবে? কিন্তু এ জগতে কবে
কোন দুষ্কর্ম-সাধনের লোকাভাব হইয়াছে? মহ-
ম্মদীবেগ * নামক এক ব্যক্তি নৃশংস মীরণের
দুরভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য স্বয়ং
সম্মতি প্রকাশ করিল। এই মহম্মদীবেগ পূর্বে
সিরাজুদ্দৌলার পিতৃ-গৃহে প্রতিপালিত হইয়া-
ছিল। পরে আলীবর্দী-মহিষী, স্বয়ং ইহার প্রতি-
পালনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহম্মদীবেগ একটা
অনাখিনী কুমারাকে বিবাহ করিয়াছিল। আলী-
বর্দী-মহিষী তাহাকেও সতত সযতনে নানা শিক্ষা
প্রদান করিতেন। এই কৃতব্র কুকুরাধম মহম্মদীবেগ
সেই সিরাজুদ্দৌলার প্রাণবিনাশের ভার লইল।

‘দুই তিন ঘণ্টা পরে মহম্মদীবেগ সিরাজুদ্দৌলার

* ইহার আর এক নাম লাল মহম্মদ। এ ব্যক্তি মীরণের প্রিয়পাত্র

প্রাণবিনাশার্থ স্ত্রীক্ষু তরবারি হস্তে বন্দি-
গৃহে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিবামাত্র
সিরাজুদ্দৌলা জিজ্ঞাসা করিলেন,—“তুমি কি
আমাকে কাটিতে আসিয়াছ?” মৃত্যু-বিভীষিকার
বিকট নাদে উত্তর হইল,—“হাঁ।” নবাব বুঝি-
লেন, তাহার পরমায়ুর শেষ! বুঝিলেন, ইহজগতের
সকল সাধ ফুরাইল! মরণকালে পবিত্র চিত্তে এক-
বার ভগবানের প্রার্থনা করিবার প্রত্যাশায় তিনি
হস্তপদ প্রক্ষালনের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন;
অনুমতি পাইলেন না; তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুষ্ক; কাতর
কণ্ঠে জল চাহিলেন; তাহাও মিলিল না। তখন
তিনি একবার ভূমিতে মস্তক বিলুপ্তিত করিয়া
বলিলেন,—“দয়াময় ভগবন্! অপরাধ ক্ষমা কর
পূর্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হউক; আমায় ক্ষমা
কর।”

এইরূপ ভূষিত কণ্ঠে, জড়িত জিহ্বায়, কাতর
বাক্যে ভগবানের করুণা ভিক্ষা করিয়া সিরাজু-
দ্দৌলা আর একবার সেই অন্নদাস নিম্নম মহম্মদী
বেগের দিকে নিরাশ-নির্নিমেয়-কটাক্ষে দৃষ্টিক্ষেপ
করিয়া বলিলেন,—“তবে তাহারা,—তবে তাহারা

আমাকে বঙ্গের এক পার্শ্বে এক বিন্দুও স্থান দিবে
না—আমাকে যৎকিঞ্চিৎও মাসহারা দিবে না,—
তা'তেও তাহারে হৃপ্তি নাই।” এই কথা বলিয়া,
সিরাজুদ্দৌলা একটু নীরব হইলেন; আবার মুহূ-
র্তের মধ্যে কি যেন স্মরণ করিয়া চমকিয়া বলি-
লেন,—“না,—তাহারা তাহাতে হৃপ্ত নহে,—
আমি অবশ্য মরিব,—হোসেন কুলী খাঁর হত্যার
প্রায়শ্চিত্ত হইবে।” আর কিছু বলিবার অবসর
হইল না। দেখিতে দেখিতে চকিতে নরাদম
অন্নদাসের সেই তীক্ষ্ণধার অসি বিদ্যুৎবেগে
সিরাজুদ্দৌলার মস্তকে নিপতিত হইল! যখন
তরবারির সেই সুদারুণ সাজাতিক আঘাত
সিরাজুদ্দৌলার সেই সুন্দর মুখ খানির উপর
আসিয়া পতিত হইল, তখন সিরাজুদ্দৌলা ঘন গভীর
শোভিশ্বাসে,—“যথেষ্ট,—আমি মরিলাম,—কুলী খাঁর
হত্যার—প্রতিশোধ হইল”,—এই কথা বলিতে
বলিতে ভূমিতে লুঠাইয়া পড়িলেন। মুহূর্তে প্রাণ-
বায়ু নিঃসৃত হইল।

তাহার পর মহম্মদীবেগ মৃত নবাবের দেহ
খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া একটী হস্তীর পৃষ্ঠে

চাপাইয়া দেয়। হস্তি-চালক সেই হস্তী লইয়া সহর প্রদক্ষিণ করে শুনা যায়, কোনরূপ নিয়োগ-নির্দেশ না থাকিলেও হস্তী সহসা হোসেন কুলী খাঁর বাড়ীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। যে স্থানে কুলী খাঁ হত হয়, ঠিক সেই স্থানে সিরাজুদ্দৌলার খণ্ডিত দেহ হইতে কয়েক বিন্দু শোণিত পাত হইয়াছিল। সহরপ্রদক্ষিণকালে হস্তী সিরাজুদ্দৌলার মাতা আমিনা বেগমের বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইলে একটা ঘোরতর শোকময় কোলাহল উত্থিত হইয়াছিল। এদিকে এত কাণ্ড হইয়া গিয়াছে, প্রাণের পুতলী সর্বস্বধন সিরাজ জেঁপে মত পরিত্যাগ করিয়াছে, হতভাগিনী আঁচি বেগম তাহা কিছুই অবগত ছিলেন না। তিনি দ্বারদেশে গোলযোগ শুনিয়া, জিজ্ঞাসা করিলে “কিসের গোল?” প্রকৃত উত্তর পাইয়া তখন হতভাগিনী অন্তঃপুরবাসিনী আমিনাবেগম দিগ-বিদিগ-জ্ঞান-শূন্য হইয়া, লজ্জা-সরম পরিত্যাগ করিয়া, উন্মাদিনী বেশে, এলোকেশে, অনাবৃত পদে, উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া বাড়ীর বাহিরে আসিয়া পড়িলেন। অনেকগুলি অন্তঃপুরসহচরীও তাঁহার

সঙ্গে আসিয়াছিলেন। হস্তীর উপর প্রিয় পুত্রের খণ্ড খণ্ড মাংসপিণ্ড দেখিয়া, হতভাগিনী বেগম ভূতলে পড়িয়া, বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই উন্মত্ত শোকভাব অবলোকন করিয়া উপস্থিত দর্শকগণও হাহাকার রবে ক্রন্দন করিয়াছিল। সে সময়ের সে শোকোচ্ছ্বাস, সে শোক-দৃশ্য বর্ণনা-অসম্ভব। হস্তিপরিচালকও সে দৃশ্যে অশ্রু সংবরণ করিতে পারে নাই। তাহার ইঙ্গিতে হউক বা অন্য যে কারণে হউক, হস্তীও মুহূর্তের মধ্যে বসিয়া পড়িল। উপস্থিত দর্শকগণ হস্তীকে বেঁটন করিয়া দাঁড়াইল। হতভাগিনী আমিনা বেগমও বিদ্যুৎবেগে দৌড়িয়া গিয়া, পুত্রের খণ্ডিত মাংসপিণ্ডের উপর পতিত হইয়া, বিকৃত বদনমণ্ডলে মুহুমুহু ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মীরজা-ফরোজের অনুগত সহচর খাদম হোসেন খাঁ আপন প্রাসাদের ছাদের উপর দাঁড়াইয়া সতৃষ্ণ নয়নে সিরাজুদ্দৌলার মৃত দেহে দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে ছিলেন। উপস্থিত লোকবৃন্দ অধীর হইয়াছে দেখিয়া, অনর্থ এবং উত্তেজনার আশঙ্কায়, তিনি

তখনই কতকগুলি লোক পাঠাইয়া
এই সব লোক আমিনা বেগম ও
সহচরীগণকে বলপূর্বক উঠাইয়া বাড়ীর
লইয়া যায়।

পাঠক! হতভাগ্য নবাব-জীবনের শো-
পরিণাম দেখিলে! আর একবার এদিকে চালিলার হত্যাভিনয়ে ইংরেজ পক্ষের কোন ইঙ্গিতাভাস
দেখ,—বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের দিকে একই ছিল না। মেকলে বলেন,—“সিরাজুদ্দৌলা মহা
চাহিয়া দেখ। তিনি তখন বিলাসকক্ষে দুঃখফোঁক হইলেও, তাঁহার হত্যা ইংরেজের অভিপ্রেত
নিভ সুকোমল শয্যায় শায়িত হইয়া ঘোর নিদ্রা হইল না; এ কথা বুঝিয়া, মীরজাফর ইংরেজের
অভিভূত। মৃত্যুকরীর মতে সিরাজুদ্দৌলা একটু ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন।” মেকলের এ
যখন মুরশিদাবাদে পুনরানীত হন, তখন মীরজাফর যাচিৎ কৈফিয়ৎ সন্দেহোত্তেজক হইতে পারে।
নিদ্রিত ছিলেন। নিদ্রা যাইবার পূর্বে তিনি দ্বিগুণ, বিয়াজুস সানাতীন নামক গ্রন্থে লিখিত
মাত্রায় সিদ্ধি সেবন করিয়াছিলেন। সিদ্ধিও দ্বিগুণ আছে যে, মীরজাফর ইংরেজ সর্দারের মন্ত্র অনুসারে
মাত্রায় শক্তি সঞ্চালন করিতেছিল। মীরজাফর জগৎ শেঠের প্ররোচনাক্রমে সিরাজকে বধ করি-
মৃতবৎ নিদ্রিত। তাঁহাকে জাগাইয়া সিরাজুদ্দৌলা হইলেন। ইহা কতদূর বিশ্বাস্য, আমরা বলিতে
আগমন-সংবাদ দিবার সাহস কাহারও হয় না। সিরাজের হত্যায় ইংরেজ পক্ষের ইঙ্গিতা-
মীরজাফর যখন জাগরিত হন, তখন তিনি মীর প্রাসনা থাকিলেও, ক্লাইবের কলঙ্ক অপ্রক্ষালনীয়।
বলিয়া পাঠান,—“দেখ বৎস! শত্রুর প্রতি সিরাজীব জাল করিতে পারেন, তিনি নরহত্যারও
দৃষ্টি রাখিও।” মীরণ হাসিয়া প্রভুত্বের ছিলো করিয়াছিলেন, লোকের মনে এইরূপ সন্দেহ
পাঠান,—“পিতঃ খুব সতর্ক আছি।” দু

উপস্থিত লোকসমূহকে সম্বোধন করিয়া একটু ব্যঙ্গ-
সহকারে বলিয়াছিল—“বাবা কি অদ্রুত লোক!
আলিবর্দীর ভাগিনেয়পুত্র,—আমি এ হেন কার্যেও
অবহেলা করিব?”

ইংরেজ ঐতিহাসকেরা বলেন যে, সিরাজুদ্দৌ-
পক্ষের কোন ইঙ্গিতাভাস
দেখ,—বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের দিকে একই ছিল না। মেকলে বলেন,—“সিরাজুদ্দৌলা মহা
চাহিয়া দেখ। তিনি তখন বিলাসকক্ষে দুঃখফোঁক হইলেও, তাঁহার হত্যা ইংরেজের অভিপ্রেত
নিভ সুকোমল শয্যায় শায়িত হইয়া ঘোর নিদ্রা হইল না; এ কথা বুঝিয়া, মীরজাফর ইংরেজের
অভিভূত। মৃত্যুকরীর মতে সিরাজুদ্দৌলা একটু ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন।” মেকলের এ
যখন মুরশিদাবাদে পুনরানীত হন, তখন মীরজাফর যাচিৎ কৈফিয়ৎ সন্দেহোত্তেজক হইতে পারে।
নিদ্রিত ছিলেন। নিদ্রা যাইবার পূর্বে তিনি দ্বিগুণ, বিয়াজুস সানাতীন নামক গ্রন্থে লিখিত
মাত্রায় সিদ্ধি সেবন করিয়াছিলেন। সিদ্ধিও দ্বিগুণ আছে যে, মীরজাফর ইংরেজ সর্দারের মন্ত্র অনুসারে
মাত্রায় শক্তি সঞ্চালন করিতেছিল। মীরজাফর জগৎ শেঠের প্ররোচনাক্রমে সিরাজকে বধ করি-
মৃতবৎ নিদ্রিত। তাঁহাকে জাগাইয়া সিরাজুদ্দৌলা হইলেন। ইহা কতদূর বিশ্বাস্য, আমরা বলিতে
আগমন-সংবাদ দিবার সাহস কাহারও হয় না। সিরাজের হত্যায় ইংরেজ পক্ষের ইঙ্গিতা-
মীরজাফর যখন জাগরিত হন, তখন তিনি মীর প্রাসনা থাকিলেও, ক্লাইবের কলঙ্ক অপ্রক্ষালনীয়।
বলিয়া পাঠান,—“দেখ বৎস! শত্রুর প্রতি সিরাজীব জাল করিতে পারেন, তিনি নরহত্যারও
দৃষ্টি রাখিও।” মীরণ হাসিয়া প্রভুত্বের ছিলো করিয়াছিলেন, লোকের মনে এইরূপ সন্দেহ
পাঠান,—“পিতঃ খুব সতর্ক আছি।” দু

কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। যাহাই হউক, সিরাজের হত্যা সম্বন্ধে ক্লাইব কলঙ্ক-শূন্য হইলেও, মেকলে তাহার জালিয়াতী কলঙ্কের অপলাপ করিতে পারেন নাই। ক্লাইব চিরকলঙ্কী রহিলেন। তবে মেকলে সিরাজের যে ভীষণ চরিত্র-বিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে ক্লাইব-কলঙ্ক কতকটা লঘু হইয়া পড়ে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সিরাজুদ্দৌলা যে মেকলে-বর্ণিত নারকীয়-নরপিশাচ নহেন, পাঠকগণ বোধ হয়, তাহা এক্ষণে অনেকটা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। ক্লাইব অপেক্ষা সিরাজুদ্দৌলার চরিত্র উচ্চতর। আমাদের কল্পনা নহে, ইংরেজ ইতিহাস-লেখক মালিসন বলিয়াছেন,—“সিরাজুদ্দৌলার যত দোষ তত্নি রাজদ্রোহী নহেন; তিনি স্বদেশের স্বার্থ-প্রিয় করেন নাই। এই ফেব্রুয়ারি হইতে ২৩ জুন পর্যন্ত যে সব ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার আদর্শ চনা করিলে নিরপেক্ষ ইংরেজমাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে, ক্লাইব অপেক্ষা সিরাজের মর্যাদা অনেক অধিক।” *

* Whatever may have been his faults, Siraj, ud-daulah neither betryed his master nor sold his country—no unbiased Englishman, siting in judgment on th

সিরাজুদ্দৌলার সর্ব ফুরাইল। আমার পলাশী পরিচ্ছেদেরও উপসংহার হইল। উপসংহারে বীর মোহন লালের পরিণাম-পরিচয় দিব। সিরাজুদ্দৌলা যে সময়ে বন্দী হন, মোহনলালও সেই সময় বন্দীকৃত হইয়া মুরশিদাবাদ হইতে ঢাকায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। দুর্লভরাম মোহনলালের বিপুল সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। মৃত্যু-ক্ষরীণ-প্রণেতা গোলাম হোসেন বলেন, সম্ভবতঃ মোহনলাল সম্পত্তি রক্ষা করিতে গিয়া হত হইলেন। *

which passed in the interval between the 9th February and the 23rd June, can deny that the name of Siraj-ud-daulah stands higher in the scale of honour than does the name of Clive. Decisive Battles of India.

* কেহ কেহ বলেন, মীরজাফরের আদেশক্রমে মোহনলাল হত হন। কেহ কেহ বলেন, শক্তিশালী মোহনলাল বন্দী অবস্থায়ও অনর্থ বাধাইতে পারে ভাবিয়া, দুর্লভরাম তাহাকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়াছিলেন।

† মৃত্যুকরীণে লিখিত আছে, মীরণ ঘাসিটী বেগম এবং আমিনা বেগমকে হত্যা করিয়াছিল। আরও কয়েকজনকে হত্যা করিবার তাহার প্রাসংগিক ছিল। সংকল্প কিন্তু কার্যে পরিণত হয় নাই। আমি বলেন, মীরণের আদেশে সিরাজুদ্দৌলার শিশু ভ্রাতাকে হত্যা করা হইয়াছিল। গানসিটী লিখিয়াছেন, ঘাসিটী বেগম, আমিনা বেগম, সিরাজ-মহিষী লুৎফুননেসা, তাহার কন্যা এবং অপর ৭০টী স্ত্রীলোককে মীরণ ডুবাইয়া মারিয়াছিল। ১৬৬৫ সালে ১লা অক্টোবর বাঙ্গালা গবর্নমেন্ট কোর্ট অব ডাইরেক্ট-

English settled in your country, I doubt not you will consent to make them a reasonable satisfaction for the losses and injuries they have suffered, and by that means put an amicable end to the troubles, and secure the friendship of my King, who is a lover of peace, and delights in acts of equity. What can I say more ?

From on board his Britanic Majesty's ship Kent,
at Fulta, the 17th of December 1756.

Sent by Serajh Doulah to the Admiral,

Dated 23rd, January 1757.

You write me, that the King your master sent you into India to protect the Company's settlements, trade, rights, and privileges : the instant I received that letter, I sent you an answer ; but it appears to me that my reply never reached yours, for which reason I write again. I must inform you that Roger Drake, the company's chief in Bengal acted contrary to the orders I sent him, and encroached upon my authority : he gave protection to the king's subjects, who absented themselves from the inspection of the *Durbar*, which practice I did forbid ; but to no purpose. On this account I was

determined to punish him, and accordingly expelled him from my country. But it was my inclination to have given the *English* company permission to have carried on their trade as formerly had another chief been sent here. For the good, therefore, of these provinces and the inhabitants, I send you this letter ; and if you are inclined to re-establish the company, only appoint a chief, and you may depend upon my giving currency to their commerce, upon the same terms they heretofore enjoyed : If the *English* behave themselves like merchants, and follow my orders, they may rest assured of my favour, protection, and assistance.

If you imagine that by Carrying on a war against me, you can establish a trade in these dominions, you may do as you think fit.

The slave of *Allum-gueer*, king of *Indostan*, the mighty Conqueror, the Lamp of Riches, *Shah Kuly Khan*, the most valiant among warriors.

Sent by Admiral Watson to the Nawab.

Dated, 27th January 1757.

Your letter of the 23rd of this month I this day recieved. It has given me the greatest pleasure, as it informs me you had written to me before ; a circumstance I am glad to be assured of under your hand, as the not answering my letter, would have been such an affront as I could not have put up with.

unnoticed, without incurring the anger of the king my master.

You tell me in your letter, that the reason of your expelling the *English* out of these countries, was the bad behaviour of Mr. *Drake*, the company's chief in *Bengal*. But besides, that princes, and rulers of states, not seeing with their own eyes, nor hearing with their own ears, are often misinformed, and the truth kept from them by the arts of crafty and wicked men; was it becoming the justice of a prince to punish all for one man's sake? Or to ruin and destroy so many innocent people, as had no way offended, but who, relying on the faith of the royal *Phirmaund*, expected protection and security both to their property and lives, instead of oppression and murder which they unhappily found? Are these actions becoming the Justice of a prince? Nobody will say they are. They can only then have been caused by wicked men, who have misrepresented things to you through malice, or for their own private ends; for great princes delight in acts of justice, and in shewing mercy.

If therefore you are desirous of meriting the name of a great prince and lover of justice, shew your abhorrence of these proceedings, by punishing those evil counsellors who advised them; cause satisfaction to be made to the company, and to others who have been deprived of their property; and by these acts turn off the edge of

the sword which is ready to fall on the heads of your subjects.

If you have any cause of complaint against Mr. *Drake*; as it is but just the master alone should have a power over his servant; send your complaints to the company, and I will answer for it, they will give you satisfaction.

Although I am a Soldier as well as you, I had rather received satisfaction from your own inclination to do justice, than be obliged to force it from you by the distress of your innocent subjects.

Sent by *Serajh Dowlah* to the *Admiral*.

You have taken and plundered *Houghley*. and made war upon my subjects: these are not actions becoming merchants!

I have therefore left *Muxsadabad*, and am arrived near *Houghley*; I am likewise crossing the river with my army, part of which is advanced towards your camp. Nevertheless, if you have a mind to have the company's business settled upon its ancient footing, and to give a currency to their trade; send a person of confidence to me, who can make your demands, and treat with me upon this affair. I shall not scruple to grant a *Perwannah* for the restitution of all the company's factories, and permit them to trade in my country upon the same terms as formerly. If the *English*, who are settled in those provinces, will behave like merchants, obey my

orders, and give me, no offence, you may depend upon it, I will take their losses into consideration, and adjust matters to their satisfaction. You know how difficult it is to prevent soldiers from plundering in war; therefore if you will on your parts relinquish something of the damages you have sustained by being pillaged by my army, I will endeavour to give you satisfaction even in that particular, in order to gain your friendship, and preserve a good understanding for the future with your nation. You are a *Christian*, and know how much preferable it is to accommodate a dispute, than to keep it alive; but if you are determined to sacrifice the interest of your company, and the good of private merchants, to your inclinations for war, it is no fault of mine; to prevent the fatal consequences of such a ruinous war, I write this letter.

From the Admiral to the Nawab.

Dated Feb. 6th 1757.

The letter, which you will receive with this, was written the day before yesterday*; but before

* The enclosed letter was as follows: The letter which you sent me in answer to my reply to your former letter, I received the day before yesterday. But as I was sitting down to write an answer to it, intelligence was brought to me, that part of your army had entered Calcutta, and that the remainder was advancing in great haste towards our camp. I had no sooner heard these things, than looking towards the town the smoke and flames which I saw ascending from it, confirmed

that I could get it translated into the Persian language in order to its being sent to you, I was informed by Colonel Clive, that you had treated his deputies with disrespect, and that you was within the bounds of *Calcutta*, from which you had refused to retire.

their truth. Wherefore, from such appearances, looking upon all treating as at an end, I gave over the thoughts of writing. Since this, I hear from Colonel Clive that you have again made offers of treating, and that in consequence thereof he has sent to you Messrs Walsh and Scrafton with proposals of accommodation; a proof so demonstrative of our pacific inclinations, that nothing, can be added to it. For my own particular sentiments if you will look upon my letters, you will find that they always proposed amicable methods; and my actions always corresponded with them, for it was not till after despairing of peace by having no answer to my letters, that I could prevail on myself to commit any hostilities; to which I was always so averse, that even in the midst of victory, I stop short to listen to the voice of peace. I am still inclined to it, notwithstanding the little prospect of its taking place. However, to take away all blame from me, both in the eyes of God and man, and to convince the world how much rather I wish to see the happiness of mankind than their misery, I write this.

If you really and sincerely mean to treat of peace, listen to the proposals which will be made by the gentleman who are now with you. They ask nothing but justice, nor mean anything more than the mutual good of both nations. If you refuse it, remember that princes are only placed at the head of mankind to procure their happiness; and that they must one day give a very severe account, if through ambition, revenge or avarie, they fail in their duty. I have done mine in giving you my advice.

Evidences so full and positive, of your bad intentions towards us, that however strong my inclinations might be towards peace, I could no longer entertain any resonable hopes of seeing it accomplished. I therefore desired Colonel Clive to show you what an army of *Englishmen* was capable of doing, that before it was too late you might agree to the proposals, which would be made to you. He yielded to my desire, and marched through your whole camp, as if it had not been filled with armed men; after which he returned to his own, where he will remain yet a little while, in hopes of seeing you accede to the reasonable proposals, which are now offered to you for the last time, from the secret committee. If you are wise, you will grant them the justice that is their due; otherwise, the sword is going to be drawn that never will be sheathed again.

*From the Nawab to the Admiral.
Dated 9th February 1757.*

The Colonel's letter I have received, with the agreement of the governor and council signed and sealed. He desires me to get the *articles* of the treaty now made, ratified by my great men and principal officers. I have complied with his request it will be proper likewise for you and the Colonel on one part, and myself on the other, to execute an agreement, that hostilities between us shall cease; that the *English* will always remain my

friends and allies; and that they will assist me against my enemies. For this purpose, I send a person of distinction and confidence who will speak at large the sentiments of my heart, and I hope you will inform him of your disposition toward me. The articles which were sent to me, I have returned, signed by myself, the king's *Daun* my own *Daun*, and the *Bukhshi* of my army. I should be glad if you would confirm this taeaty by a paper under your hand and seal, as the Colonel has done. I have in the most solemn manner called God and the *Prophets* to witness, that I have made peace with the *English*. As long as I have life I shall esteem your enemies as enemies to me, and will assist you to the utmost of my power whenever you require it. Do you likewise, and the Colonel, and chiefs of the English factory swear in the presence of the Almighty God to observe and perform your part of the treaty, and to esteem my enemies as your own, and always be ready to give me your assistance against them and though you may not come yourself, I flatter myself you will send the aid I shall at any time ask for. God is the witness between us in this treaty.

God and his Prophets are witness, that I never will deviate from the terms of the treaty I have now made with *English* company, and that I will on all occasions shew them my favour, relying on your faith to observe inviolably your part of the treaty.

*The Admiral made the following
return to the Nawab.*

I received the letter, you have done me the honour to write me, by *Runjel Roy*, who has given me the greatest satisfaction by acquainting me with your good disposition towards our nation ; and your sincere desire to live with us in the strictest terms of friendship and alliance.

Before this letter can come to your hands, he will have made known to you, how much I agree in the same sentiments ; the sincerity of which I hope every day to manifest more and more, that you may be thereby convinced how much the *English* have been wronged by those who have represented them to you, as an ambitious, troublesome people. I trust you will live to see by their conduct henceforward, that their character is the very reverse ; and that there is not in the world a more peaceable people, when not oppressed ; although I confess there are none more ready to draw the sword, when greatly injured.

The paper of agreement to the treaty on my part, I send you herewith, done in the manner you desired it, signed with my hand and sealed with my seal. And I call upon the Almighty, whom we both worship, to bear witness against and punish me, if I ever fail in observing to the utmost of my power, every part of the treaty, concluded between yourself and the *English* nation, so long as you

shall faithfully observe your part, which I make no doubt will be as long as you have life. What can I add more ? but my wishes, that your life may be long and crowned with all manner of prosperity.

I *Charles Watson*, &c. &c. in the name of his *Britannic* Majesty, and in the presence of God and *Jesus Christ*, do solemnly declare, that I faithfully observe and maintain the peace concluded on the 9th of *February*, 1757, between the *Soubahdar*, &c, and the *English*, in every part and article there of. And that so long as the *Soubahdar* &c shall abide by his promises, and the articles signed by him I will always look upon his enemies as the enemies of my nation, and when called upon, will grant him all the assistance in my power.

From the Admiral to the Nawab.
Dated 16th February 1757.

Omichund has informed me of the particulars you was pleased to instruct him with. The advice you have received of a fleet of *French* men of war, and a large land-army under the command of Monsr. *Bussy*, being in their way to these provinces, I believe is true ; I have likewise heard that they are coming here to commit hostilities against us. In regard to your desire, that I would do all in my power, to prevent their coming into these territories ; you may assure yourself, I will use my

best endeavours to prevent it, in order to manifest my friendship for you. A request of this nature I shall always take pleasure in granting, and by my readiness to comply with your desire, you will be sufficiently convinced of the sincerity of my friendship and esteem, and be satisfied with my actions. What has been destroyed and ruined by your anger and resentment, I trust will again flourish under your favour and protection. Mr. *Watts* is now sent to wait upon you, in behalf of the governor and council, and I flatter myself you will consent to the petitions he may have to make.

From the Nawab to the Admiral.

Dated the 19th February 1757.

To put an end to the hostilities in my country and dominions, I consented and agreed to the treaty of peace with the *English*, that trade and commerce might be carried on as formerly; to which treaty you have agreed and a firm accommodation between us is settled and established: you have likewise sent me an agreement, under your own hand and seal, not to disturb the tranquility of my country; but it now appears that you have a design to besiege the *French* factory near *Houghley*, and to commence hostilities against that nation. This is contrary to all rule and custom, that you should

bring your animosities and difference into my country; for it has never been known since the days of *Timur*, that the *Europeans* made war upon one another within the king's dominions. If you are determined to besiege the *French* factories, I shall be necessitated in honour and duty to my king to assist them with my troops. You seem inclined to break the treaty so lately concluded between us; formerly the *Maharattas* infested these dominions, and for many years harrassed the country with war but when the dispute was accommodated, and a treaty of peace with that people concluded, they never broke, nor will they ever deviate from, the terms of the said treaty. It is a wrong and wicked practice, to break through and pay no regard to treaties made in the most solemn manner; you are certainly bound to abide by your part of the treaty strictly, and never to attempt or be the occasion of any troubles or disturbances in future within the provinces under my jurisdiction. I will on my part observe most punctually what I have promised and consented to.

I will maintain and preserve on my part the treaty of peace I have made with the *English*, which with the permission of God I hope will continue for ever. You may have heard, that for seven years, we had constant wars with the *Maharattas*, but when a treaty of peace was concluded with them, they strictly observed the terms, and never

deviated from them. It is but just and reasonable that your nation should pay regard to the late treaty and commit no hostilities in my country nor disturb its tranquility with any differences, that may subsist between you and other *European* powers.

To this the Admiral sent the following reply.

Dated the 21st of February 1757.

Your letter at the 19th, I was honoured with this morning, and observe that you disapprove of our committing hostilities against the French settled in these provinces. Had I imagined it would have given you any umbrage, I should never have entertained the least thoughts of disturbing the tranquility of your country, by acting against that nation within the Ganges ; and am now ready so desist from attacking their factory, or committing other hostilities against them in these Provinces, if they will consent and agree to a solid treaty of neutrality and if you as *Soubahdar* of Bengal will under your hand guarantee this treaty, and, promise to protect the English from any attempts made by that nation against our settlements during my absence. I am persuaded you have heard of no people in the world who pay a stricter regard to their word, and to the faith of treaties, than the English ; and I do sincerely assure you, that I will inviolably preserve the peace we have concluded

and I dare answer for the Colonel and the company's representatives, that they will not attempt to infringe any part of it.

I have ratified the late treaty between you and the *English* with my hand and seal ; and I now repeat my assurances, made in the pressence of *God* and of *Jesus Christ*, that I will maintain and preserve inviolably my part of the said treaty, not doubting of your sincerity in performing such articles as you have consented to. I likewise promise that I will not disturb the tranquility of your country, by committing any hostilities against the *French* provided you will be answerable for their observance of a strict neutrality with us.

From the Nawab to the Admiral.

Dated the 20th February 1757.

The letter I wrote to you yesterday, I imagine you have recieved ; since which I have been informed by the French Vackeel that five or six additional ships of war have arrived in the river, and that more are expected. He represents likewise, that you design commencing hostilities against me and my subjects again, as soon as the rains are over. This is not acting agreeable to the character of a true soldier, and a man of honour, who never violated their words. If you are sincere in the treaty concluded with me, send your ships of war out of the

river, and abide steadfastly by your agreement. I will not fail in the observance of the treaty on my part. Is it becoming or honest to begin a war, after concluding the peace so lately and solemnly? The Maharattas are bound by no *Gospel*, yet they are strict observers of treaties. It will therefore be a matter of great astonishment, and hard to be believed, if you, who are enlightened with the *Gospel*, should not remain firm, and preserve the treaty. I have ratified on the Presence of God and *Jesus Christ*.

From the Admiral to the Nawab.

Dated 25th February 1757.

Your letter of the 25th instant I received two days ago; but being just in the height of my dispatches for England, I was not able to answer it till now. I know not how to express to you my astonishment, at finding myself taxed with having a design to break the peace on so slight a foundation as a base fellow's having dared to tell you so, without any one action of mine being produced to support so extravagant and impudent an accusation, which has not the least shadow of probability to render it credible. You tell me. "It is unworthy the character of a *soldier*, and man of *honour*, to violate their words!" In what single instance since my being here, have I acted so unworthily as to make

you think me capable of violating mine? Yourself can answer for me, in none. My dealing with you hath always been full of that frankness and sincerity for which my countrymen are remarkable throughout the known world. From you, Sir, I expect justice on that base man, who has dared basely to accuse me, and to impose upon you. In the meantime, I have complained to the French of your *Vockeel's* behaviour; who have promised me to write to you their knowledge of the falsity of his accusation. You may rest assured, that I will always religiously observe the peace; and I beg you to believe, that people who raise reports to the contrary, can only do it to create jealousies, which they hope will break the friendship they are sorry to see between us.

The letter you wrote me about the *French* affair, I have received and perused you may depend upon it, that I neither have nor will assist the *French*. If they begin any troubles or commit any hostilities in my territories, I will oppose them with my whole force, and punish them very severely. I was informed you designed to attack *Chandernagore*, which made me write you what I thought was reasonable and just upon that head. The forces I sent down were to guard and protect the King's subjects and not to assist the *French*. If the purport of my letter has been the occasion of your desisting from the attack of *Chandernagore*, it

gives me great satisfaction. I have written *French* likewise, what I thought was proper, in order to make them apply for a neutrality; I suppose they will act conformably. I will send a person to consider to bring me the treaty you may conclude with them, and will order it to be registered in my books. Assure yourself that I have no other design or inclination than to live upon terms of good understanding and friendship with the English. By the grace of God, I never intend to do anything that you will not esteem just; this rely upon, and do not expect a failure. Do you likewise remain fixed to your treaty, word, and give no credit to the reports of people or no consideration to the figure. If you have anything to write about, please to address me, and no body else; I will always send a fair and unreserved answer.

The van of the King of *Dehli's* army is advancing towards these provinces; upon this intelligence I design marching towards *Patna* to meet them. If at this critical juncture you will be my friend, and send me assistance, I will pay your forces a *Lack of Rupees* monthly, while they remain with me. Send me an immediate answer.

From the Admiral to the Nawab.

I this moment received your letter, which gives me the greatest satisfaction. I own I had a

decision, from your so easy crediting *French* reports, that you entertained a partiality for that nation to the prejudice of mine: your letter has removed all my doubts, so that henceforward I shall proceed with confidence on your friendship, and every study to give you the strongest proofs of mine. The ready obedience I paid to your desire in not attacking the *French*, will, I persuade myself, convince you that nothing but the strongest necessity, could make me again apply to you on that subject. I beg you will give your most serious attention to what I am going to say: immediately on the receipt of one of your past letters, I not only gave up all thoughts of attacking the *French*, but invited them to enter into a treaty of neutrality and to send people here to settle the terms; but judge what must have been my surprize, when, after they were in some manner settled, the *French* deputies owned that they had no power to secure to us the observance of the treaty, in case any commander of theirs should come with a great power after my departure! you are too reasonable not to see, that it is impossible for me to conclude a treaty with people who have no power to do it; and which beside, while it ties my hands, leaves those of my enemies at liberty to do me what mischief they can. They have also for a long time reported, that Monsieur Bussy is coming here with a great army. Is it to attack you? Is it to attack us? you are going to

Patna—you ask our assistance—Can we with the least degree of prudence march with you, and leave our enemies behind us? You will be then too far to support us, and we shall be unable to defend ourselves. Think what can be done in this situation. I see but one way. Let us take *Chandernagore*, and secure ourselves against any apprehensions from that quarter, and then we will assist you with every man in our power, and go with you even to *Delhi*, if you will. Have we sworn reciprocally, that the friends and the enemies of the one should be regarded as such by the other? And will not *Clive* the avenger of perjury punish us, if we do not fulfill our oaths? What can I say more? Let me request the favour of your speedy answer.

You tell me the van of the King of *Delhi's* army is advancing towards these provinces, and that you are going towards *Patna* to meet them; in consequence of which you ask me to be your friend, and give you assistance. Have we not already sworn a friendship? Put it but in my power to assist you, by yielding to my request, and you shall find I will support you to the utmost of my ability. Believe me, and most assuredly you will not be deceived. If you doubt me, look back into all my dealings towards you, and judge from them. I esteem you now to be such a friend to my nation, that I think it would be doing injustice to your good inclination towards me to keep any occurrence from

your knowledge; therefore I take this earliest opportunity to tell you, the troops which should have come here with me, are now arrived in the river, a circumstance that will be beneficial to your interest if you will but give me the means of making it so.

*From the Admiral to the Nawab,
Dated 4th March, 1757.*

I answered your letter of the 20th of last month some days past; I suppose you have ere now received it and are there by fully convinced of the falsehood of the *French Vackeel's* informations of my intention to break the peace. If you still will want farther proofs of the sincerity with which I made it, and the desire I have to preserve it, you will find them in my *Patience*; which has not only suffered your part of the treaty to be thus long unexecuted, but has even borne with your assisting my enemies the *French* with men and money, contrary to your faith pledged to me in the most solemn manner, "that my enemies should be yours.

"Is it thus that soldiers and men of honour never violate their words?" But it is time now to speak plain: if you are really desirous of preserving your country in peace, and your subjects from misery and ruin; in ten days from the date of this, fulfill your part of the treaty in every article, that I may not have the least cause of complaint:

otherwise, remember, you must answer for the consequences, and as I have always acted the open-unreserved part in all my dealings with you; I now acquaint you, that the remainder of the troops, which should have been here long since (and which I hear the Colonel told you he expected) will be at *Calcutta* in a few days; that in a few days more I shall dispatch a vessel for more ships and more troops; and, that I will kindle such a flame in your country as all the water in the *Ganges* shall not be able to extinguish. Farewel; remember that he promises you this, who never yet broke his word with you, or with any man whatsoever."

From the Nawab to the Admiral.

Dated 9th March, 1757.

I have already answered the letter you wrote me some days ago. Be so good as to consider the purport of what I wrote, and send me a speedy reply. I am fixed and determined to abide by the terms of the treaty we have concluded, but have been obliged to defer the execution of the articles on account of the *Hooly*, during which holidays my *Banians*, and ministers do not attend the *Durbar*. As soon as that is over, I will strictly comply with everything I have signed. You are sensible that there is no avoiding this delay, and I flatter myself it will not be thought much of. It is not my

custom to break any treaty I make, therefore be satisfied that I will not endeavour to evade that which I have made with the English. I rely on your friendship and bravery in giving me the assistance I asked against the van of the *Pytan* army, who are advancing this way, and that you will oblige me with a compliance to the request I made in my last letter. What shall I say more?

I beg you will be sensible of my sincerity. I promise you in the most faithful manner, that I will never break or infringe my part of the treaty I have made with your nation.

Enclosed in this letter came a small paper with these lines.

This you may be sure of, that if any person or persons attempt to quarrel with you, or become your enemies, I have sworn before God that I will assist you. I have never given the *French* a single *Cowry*, and what forces of mine are at *Houghley*, were sent to *Nandcomar* the *Fougedar* of that place: the *French* will never dare to quarrel with you; and I persuade myself that you will not, contrary to ancient custom, commit any hostilities within the *Ganges*, or in the provinces of which I am *Soubahdar*.

From the Nawab to the Admiral.

Dated 10th March, 1757.

Your obliging answer to my letter I have received, wherein you write, that your suspicions

are at an end, that on the receipt of my letter you forbore attacking *Chandernagor*, and sent for their people to make peace, and wrote out the terms of agreement; but when they were about signing them, they declared that if they signed the articles, and any other commander should arrive, they could not be answerable for his adhering to them; and that on this account there was no peace. You also write many other particulars, of which I am well acquainted. It is true, if it is the custom of the *French*, that if one man makes an agreement, another will not comply with it, what security is there? My forbidding war on my borders, was, because the *French* were my tenants, and upon this affair desired my protection: on this I wrote you to make peace, and no intentions had I of assisting or favouring them, *You have understanding, and generosity; if your enemy with an upright heart claims your protection, you will give him his life, but then you must be well satisfied of the innocence of his intentions: if not, whatever you think right that do.*

—
From the Admiral to the Nawab.
Dated 26th March, 1757.

I have the honour of several of your letters, which I would have paid due attention to, and answered immediately, had not the service I came here upon engaged all my time: I hope you will accept

this as a reasonable excuse for my long silence. I have now the pleasure to acquaint you, that on the 23rd of this month, after two hours fighting, we, by the blessing of God, and the happy influence of your fortune and friendship, subdued and took possession of the *French* fort, making our enemies prisoners, except a small number who fled up the river with their effects. I have sent a few armed men to seize them; and I persuade myself you will not be displeased at this step, since I have given the strictest orders nor to molest or disturb any of your subjects.

I have often declared to you my unalterable resolution of strictly adhering to the treaty made between us; and as we have sworn reciprocally that the enemies of either should be esteemed the enemies of both, I hope, by your favour, the enemies I have now remaining will be delivered into my hands, together with their effects.

The moment I received your letter complaining of Mr. *Drake's* having addressed himself to *Monichund* in a manner displeasing to you, I wrote to Mr. *Drake*, and desired he would make an apology to you for the expressions he had made use of to *Monichund*; which he has done, and I hope you are satisfied there with. You may rest assured, you will have no cause of such complaint for the future.

I observe by your letter of the 22nd of this month, that you were under a necessity of sending your brother *Raja Roy Dullubram Bahader* into the

Burdwan country to collect the revenues which Monichchund excused himself from paying : as you have given me your word, that this is the purpose of his march, it is not in the power of any artful designing villain to make me believe the contrary ; and as it will be ever more my first principle to promote and establish the friendship made between us, I shall be very cautious how I give credit to any idle stories, tending to break the unity, which I hope will endure for ever between you and the *English*. I am sensible our nation has many enemies at your court ; but as you are a wise and prudent Prince, I hope you will in time discover all the wickedness of those, who by asserting for positive truths what have appeared to be notorious falshoods, have attempted to injure us in your opinion. As I know your ears have been filled with evil reports of us, and you will still be subject to hear the stories of such deceivers, the Major will be sent to you : receive what he may say, as my sentiments, and be assured you shall not be deceived. What can I say more ?

From the Admiral to the Nowab.

Dated 31st March, 1757.

I have already informed you of our conquest of *Chandernagore*, and making all the *French* our prisoners, except some fugitives who fled up the river, after whom, I told you I had sent some

armed men in boats. I am sorry I should be under a necessity of sending you another letter ; but having received information that you have not as yet performed your agreement, I must take leave to acquaint you, that from the repeated promises you have made of keeping your word in every respect, I now expect you will act conformable to the oath you have taken before God and your *Prophet*, and comply *immediately* with all the articles of the treaty. Deliver also the cannon to Mr. *Watts* which you now have belonging to the company ; and strictly keep to the oath we have both sworn, of living in friendship, and esteeming each other's enemies our own ; and deliver up into my hands all the *French* in your dominions, with their effects. This will be keeping your oath, and behaving like a prince, whose pursuit is justice, and whose utmost glory as a soldier, is preserving his word inviolable. Depend upon it, if there are any about you bold enough to advise you to act contrary to these just demands, they are your enemies, and want to see your country involved in a ruinous war, which nothing but your breach of promise, of faith, and of honour, shall ever prevail on me to engage in. Nothing will give me more satisfaction, than the being assured that continual peace and friendship will for ever last between you and the *English*.

Since I began this letter, I am informed the fugitive *French* have offered to enter into your

service. If you accept this offer, I shall conclude that you intend to favour the French and desire to live no longer in friendship with me; especially as you have declined the assistance of the English troops, after strongly soliciting them.

From the Admiral to the Nawab,
Dated 2nd April, 1757.

I have been informed, that you express some uneasiness at your ships remaining at this settlement, and at your army being encamped near *Houghly*. I find that our enemies have taken the advantage of your uneasiness, and endeavoured to persuade you our troops propose marching up in a hostile manner against you to *Muxadbad*. It is amazing to me, that any one should dare to impose so grossly on your understanding, without trembling at the consequence, should his villainous arts be discovered. And it also surprizes me, that you should hearken to such idle stories. You, as a soldier, must know, that while I have enemies yet in your dominions, it would be very impolitic in me not to pursue them. Yet, if you will deliver up my enemies and their effects to me, my ships and troops, shall immediately return to *Calcutta*; and then, and not before, shall I be convinced of your sincerity and resolution in abiding by the oath you have taken, of regarding my enemies as your own.

From the Nawab to the Admiral.
Dated 22nd March, 1757.

What I have promised, and set my hand to, I will fir-
maintain, nor in any respect deviate therefrom. All Mr. Wa-
demands, and whatsoever he has represented to me, I h-
complied with, and what remains, shall be given up by t-

15th of this Mo:n. This, Mr. Watts must have written to you, with all the particulars; but notwithstanding all this, it appears to me from many instances, that you seek to obliterate your agreement with me. The country within the territories of *Houghly*, *Ingely*, *Burdwan* and *Nuddea* have been ravaged by your troops. For what cause is this? Add to this that *Govendram Metre* wrote to *Nundacumar* by the son of *Ramdhen Ghose*, requiring him to deliver *Colligant* as belonging to the districts of *Calcutta* into his the said Metre's possession. What is the meaning of this? I am sure this has been done without your knowledge. In confidence of your engagement, I made peace; with the view of procuring the welfare of the country, and to prevent the ruinous consequences which would befall the royal territories from both armies, and not that the people should be trampled upon, and the revenues obstructed.

Your endeavours should be daily to strengthen more and more the friendship which has taken root betwixt us, and to that end put a stop to the influence of this mischief-maker and discountenance the aforesaid Metre in such manner, that he may not dare to say these things, nor be guilty of such false proceeding for the future. By the will of God, the agreement shall never be infringed upon my part. I have spoken to Mr. Watts fully on this subject; the particulars of which you will have in his letter.

P. S. I have just learned that the French are bringing a large force from the Deccan, to make war against you; for ever reason I write to you, that if you stand in need of any-
ces of the government for your support, you will immedi-
me ly acquaint me, and they shall be ready to join you whenever
con you shall have occasion for them.

*From the Admiral to the Nawab.
Dated Calcutta 3rd April 1757.*

The letter you did me the honour to write the 22nd of the month, did not come to my hands till this day. As the object of it required an answer as soon as possible, I make no doubt but you have been surprized at not having found anything in my three last letters relating thereto. But this informs you of the true reason, and I hope will satisfy you of my readiness always to acknowledge the receipt of your favours. The assurances you continue to give me, of firmly maintaining the agreement between us; makes me hope you will listen to all the just demands I have made in my last letters, as the delivering up my enemies into my hands with their effects; and complying with all the articles of the treaty the latter part, you promise me shall be done the 15th of this Moon, which will be to-morrow when I hope Mr. Watts will be able to write, and assure me you have fulfilled your promise. You tell me, that notwithstanding the order you have given for every thing being complied with and fixing the day for its being done, yet it appears to you from many instances that I intend to break my agreement. You must suffer me to tell you, that your apprehension of my not strictly abiding by the treaty I have made, are founded on false representations made to you by *Maniqhchund*, to excuse himself from paying the revenues of the several countries you say have been pillaged by the *English*. How can this possibly be? When the *English* troops, since the happy peace made, you, have penetrated no farther into the *Burdwan* country than marching from *Bankebusar* to *Chundernagore* along the coast and since the conquest of the *French*, a few armed men sent after some fugitives a little way, but they have been ordered back some time since and are returned. Of this upon very little reflection you must be sensible; why then will you hearken to those who seek every opportunity

to deceive you, and make you believe such things as are in their nature impossible? For how could the territories of *Houghley*, *Ingely*, *Burdawan* and *Nuddea*, be ravaged by our troops, when the troops have been no farther than I have assured you? I am afraid the person who dares attempt the imposing on you so gross a falsehood as this, has reason to think you may be easily persuaded into the belief of anything, that would serve as a pretence for your displeasure against the *English*; otherwise, I think no one would presume to fill your ears with such false and idle stories. What you tell me relating to *Govendram Metre*, you do me great justice in believing he has acted in manner he did, without my knowledge. You may be assured, I will take pains to enquire into every circumstance of that matter and will see that strict justice is done to you, and give *Metre* a severe rebuke for his late behaviour.

Need I give you any farther assurances of my immovable resolution strictly to regard our treaty and every moment to improve the friendship growing up between us? I hope not. It would willingly believe you now know me sufficiently to place a confidence in what I say without having any doubts of being deceived; which you may depend upon you never shall by me: deceit is detestable in the heart of an honest man and much too low a practice for the true soldier to stoop to.

Give me to render you my thanks for your intelligence concerning the *French* from the *Deccan* and your readiness in offering me assistance, if I should have occasion. Should the *French* leave the *Deccan*, and come into this country with such a number as to make the junction of our troops necessary. I then will do myself the honour to write to you on that business. In the meantime if you would wish preserve peace in your country deliver up my enemies into my hands and by that means they will be less able to oppose me, if such a force should arrive. This will convince me of the

sincerity of your offer. It is now in your power to everlasting peace in your country and if you suffer the opportunity to slip it may never offer again. You see that God by whose power all human events are determined has given me the victory over my enemies. He seeth the justness of my cause and therefore fighteth for me. Hesitate no longer about the things I have written to you but openly fulfil the oath you made before God and your Prophet of making my enemies your own ; and let us evermore become as one people. Then we shall see peace and tranquility will flourish ; for our enemies beholding us cemented in unity, will not venture to bring war into the country.

Reflect on what I have written, and be assured nothing is so much my desire, as to see peace and concord permanently settled throughout the whole kingdom ; and to give the strongest proof of my sincerity I have ordered the ships down to Calcutta, as I heard such a measure would be acceptable by you. What can I say more ?

*From the Nawab to the Admiral.
Dated 14th April 1757.*

Your letters at several times, I have received with the news of your health, which has given me great pleasure. The purport of them I have understood, and for your satisfaction, and in observance of the agreement between us, to look upon others enemies as our own, I have expelled them with all their adherents from my country and have given strict orders to all my *Naibs* and *Fouged* not to permit them to remain in any part of my dominions. I am ready upon all occasions to grant you my assistance. If the *French* ever enter the

province with a great or small force, with a design of making war upon you ; *God* and his *Prophets* are between us, that whenever you write to me, I will be your ally, and join you with all my force. Rest satisfied in this point, and be assured of my resolution to remain inviolably by the promises which I have made in my letters, and in the treaty concluded betwixt us. With regard to the *French* factories and merchandize, I must acquaint your excellency, that I have been informed, the *French* company are indebted to the natives, and have several *Lacks* belonging to my subjects in their hands ; should I comply with your demands in delivering up the effects, how can I answer it to the creditors of the *French* ? Your excellency is my well wisher and my friend ; weigh all this affair, and return me your answer, that I may act accordingly.

I have written before, and now repeat, that if the *English* company want to establish their trade, do not write me what is not conformable to our agreement, by the instigation of self interested and designing men who want to break the peace between us. If you are not disposed to come to a rupture with me, you have my agreement under my hand and seal ; when you write, look upon that, and write accordingly. Mr. *Watts* will inform you fully of all particulars. What shall I write more ?

If you desire to maintain the peace, write nothing contrary to the treaty.

From the Admiral to the Nawab.

Dated 19th April 1757.

I am honoured with your letter of the 14th of this month, acquainting me with your having received at several times the letters I lately wrote you. Your forbearance and not writing to me, hath not the appearance of that friendship, you would persuade me you have for my countrymen; and with regard to myself, I must take the liberty to say, I was more particularly entitled to a speedy answer to my letters, from my high rank and station; and I cannot help looking upon your neglect in this respect but as a slight offerd to the King my master, who sent me into India to protect his subjects, and defend his rights and justice wheresoever they were oppressed.

I observe in your letter the following particulars, viz. "That for my satisfaction and according to our mutual agreement to look upon each others enemies as our own. You have expelled Monsieur Law and his adherents from your dominions, and given strict orders, &c &c." My brother Mr. Watts, who is entrusted with all the company's concerns, always writes me the particulars of your intended favours towards us; but I have never found that what he writes is put in execution, neither do I find that what you wrote me in your letter dated the 1st of Rujub (22d of March) is yet complied with. therein assured me, that you would fulfil all the articles you had agreed to, by the 15th of that

Have you ever yet complied with them all? No.

How then can I place any confidence in what you write, when your actions are not correspondent with

our promises? Or how can I reconcile your telling me in so sacred a manner, you will be my ally, and

assist me with your forces against the French? When you have given a Perwannah to Mr. Law and his

people to go towards Patna, in order to escape me, and tell me it is for my satisfaction, and in obser-

vance of the mutual agreement, you have taken this measure. Is this an act of friendship? Or is it

in this manner I am to understand you will assist me? Or am I to draw a conclusion from what you

write, or from what you do? You are too wise not to know when a man tells you one thing, and does

the direct contrary, which you ought to believe. Why then do you endeavour to persuade me you

will be my friend, when at the same time you give my enemies your protection, furnish them with

ammunition, and suffer them to go out of your domi-

nions with three pieces of canon? Their effects I esteem a trifling circumstance, and as far as they

will contribute to do justice to your people, who are creditors to the French company, I have no object-

ion to your seizing them for their use, for money is what I despise, and accumulating riches to myself

is what I did not come here for. But I have already told you, and now repeat it

again, that while a Frenchman remains in this king-

dom, I will never cease pursuing him ; but if they will deliver themselves up, they shall find me merciful : and I am confident those who have already fallen into my hands, will do me the justice to say, they have been treated with a much greater generosity, than is usual by the general custom of war.

If you will reflect upon the oath you have taken, you cannot but join with me in what follows : As soon as Cassimbuzar is properly garrisoned, to which place our troops will speedily begin their march, I desire you will grant a *Dustuck* for the passage of two thousand of our soldiers by land to *Patna*. You may be assured they will do no violence, nor commit the least injury to the natives : the only design of sending them is to seize the *French*, and restore tranquility and perfect peace in your kingdom, which can never be truly established in these dominions, while a war continues between us and them. If you are apprehensive of any injury arising to your subjects from the march of our troops to *Patna*, send some of your trusty *Hircars* to go with them, with orders to acquaint you from time to time of their transactions, and I dare answer you will find their reports agreeable to what I now write you.

Instead of sending Mr. *Watts* only ten guns why did you not deliver up all that belonged to the company ? I will not write you what is not conformable to our agreement, and which you suppose

by the instigation of self interested and designing men : I must take the liberty to say, I never yet have writren a syllable contrary to our agreement, and the oath and promise I have made ; and be assured it is not in the power of any artful or designing men to make me write anything inconsistent with my honour. I ask nothing more than your fulfilling the articles of your agreement, and abiding by the oath you have taken : This I have strongly urged you to do, because you have been very slow in the execution, and this surely I have a right to demand, so long as you neglect to perform it. If it is disagreeable to you to hear these things, put it out of my power ever to ask again, by your immediate compliance ; and as you have desired me when I write, to look upon our agreement, and take that for my guide, let me request you to compare my letters with my agreements, and with what you have promised, and when you find me differ from that, or ask anything contrary to it, then tax me there with ; point out to me expressly, wherein I have deviated from this rule, and you shall find me ready to confess it as an error ; but till then, you must excuse me for insisting on your having charged me wrongfully, and which upon an examination of my letters I make no doubt will appear to you too plain to be contradicted.

Let me again repeat to you, I have no other views than that of peace. The gathering together

of riches is what I despise ; and I call on God who sees and knows the spring of all our actions and to whom you and I must one day answer, witness to the truth of what I now write ; therefore if you would have me believe that you wish peace as much as I do, no longer let it be the subject of our correspondence, for me to ask for the fulfilment of the treaty, and you to promise and not perform it ; but immediately fulfil all our engagements : thus let peace flourish and spread throughout all your country, and make your people happy in the re-establishment of their trade, which has suffered by a ruinous and destructive war. What can I say more ?

From the Nawab to the Admiral.

Dated 13th June 1757.

According to my promises, and the agreement made between us, I have duly rendered everything to Mr. *Watts*, except a very small remainder, and had almost settled Monichchund's affair : Notwithstanding all this, Mr. *Watts* and the rest of the council of the factory at Cassimbazar, under pretence of my going to take the air in their gardens, fled away in the night. This is an evident mark of deceit, and of an intention to break the treaty I am convinced it could not have happened without your knowledge, nor without your advice. I all al-

luded something of this kind, and for that reason I should not recall my forces from *Plassy*, expecting some treachery.

I praise God, that the breach of treaty has not been on my part : God and his *Prophet* have been witnesses to the contract made between us, and whoever first deviates from it will bring upon themselves the punishment due to their actions.

সন্ধি-সর্ত

নবাব ও ইংরেজের সন্ধি।

Articles acceded to, signed and sealed by the Nawab, 9th of February 1757.

I. Whatever rights and privileges the King hath granted to the *English* company in the *Phirmaunds* and *Husbalhookums* sent from *Delhi*; shall not be disputed, or taken from them, and the immunities therein mentioned stand good and be acknowledged. Whatever villages are given by the *Phirmaunds* to the company, shall likewise be granted notwithstanding they have denied them by former *Soubadhars*, but the *Zemindars* of these villages are not to be hurt or displaced without cause.

I do agree to the terms of the Phirmaund.

II. All goods passing and repassing through the country by land or water in *Bengal*, *Behar*, and *Orissa* with *English* *Dustucks*, shall be exempt from any tax, fee or imposition from *Choquedars*, *Gaulivahs*, *Zemindars* or any others.

I agree to this.

III. All the company's factories seized by the

Nawab shall be returned. All the money, goods and effects belonging to the company, their servants and tenants, and which have been seized and taken by the *Nawab*, shall be restored. What has been plundered and pillaged by his people shall be made good by the payment of such a sum of money as justice shall think resonable.

I agree to restore whatever has been seized and taken by my orders, and accounted for in my Sincany Government books)

IV. That we have permission to fortify *Calcutta* such a manner as we think proper without interruption.

I consent to it.

V. That we shall have liberty to coin *Siccas* both of gold and silver, of equal weight and fineness to those of *Muxadabad*, which shall pass current in the province, and that there be no demand made for a deduction of *Batta*.

I consent to the English company's coining their own Bullion into Siccas.

VI. That the treaty shall be ratified by signing, sealing, and swearing in the presence of God and his *Prophets* to abide by the articles therein contained, not only by the *Nawab* but his principal officers and ministers.

I have sealed and signed the articles in the presence of God and his Prophets.

VII. That Admiral *Charles Watson* and Colonel

Robert Clive, on the part and behalf of the *English* nation and of the company, do agree to live in a good understanding with the *Nawab*, to put an end to the troubles, and be in friendship with him, whilst these articles are observed and performed by the *Nawab*.

I have signed and sealed the foregoing articles upon these terms, that if the governor and council will sign and seal them with the company's seal, and will swear to the performance on their part, I then consent and agree to them.

The Governor and Council's agreement with the Nawab of Bengal.

We the *English East India* company, in the presence of his Excellency the *Nawab Munscroff Muluk Serajah Dowlah*, *Soubahdar of the province of Bengal, Behar and Orissa*, by the hands and seal of the council, do agree and promise in the most solemn manner; that the business of the company's factories, which are in the jurisdiction of the *Nawab*, shall be transacted as formerly; that we will never do violence to any persons without cause; that we will never offer protection to any persons having accounts with the government, to any of the *King's Fuluckdars or Zemindars*, to any murderers or robbers, nor will ever act contrary to the tenor of the articles granted by the *Nawab*; we will carry on our trade in the former channel and never in any respect deviate from this agreement.

মীরজাফর ও ইংরেজের সন্ধি ।

Treaty executed by Meer Mahomed Jaffier Khan Bhador. With Admiral Watson, Colonel Clive, and the Counsellors Drake and Watts.

I swear by God, and the Prophet of God, to abide by the terms of this treaty while I have life.

I. whatever articles were agreed upon in the name of peace with the *Nawab Serajahdowlah*, I agree to comply with.

II. The enemies of the *English* are my enemies, whether they be *Indians* or *Europeans*.

III. All the effects and factories belonging to the *French* in the province of *Bengal*, (the paradise of nations) and *Behar*, and *Orissa*, shall remain in the possession of the *English*, nor will I ever allow them any more to settle in the three provinces.

IV. In consideration of the losses which the *English* company have sustained by the capture and plunder of *Calcutta* by the *Nawab*, and the charges occasioned by the maintenance of the forces, I will give them one Crore of *Rupees* [1, 250000£.]

V. For the effects plundered from the *English* inhabitants at *Calcutta*, I agree to give fifty *Lacks* of *Rupees* [1625,000£.]

VI. For the effects plundered from the *Gentoo*s, *Moors* and other inhabitants of *Calcutta*, Twenty *Lacks* of *rupees* shall be given, [250,000£.]

VII. For the effects plundered from the *Armenian* inhabitants of *Calcutta*, I will give the sum of seven *Lacks* of *rupees*, [87,500£] The distribution of the sums allotted to the *English*, *Gentoo*, *Moor* and other inhabitants of *Calcutta*, shall be left to *Admiral Watson*, *Colonel Clive*, *Roger*, *Drake*, *William Watts*, *James Kilpatrick*, and *Richard Becher*, *Esquires*, to be disposed of by them, whom they think proper.

VIII. Within the ditch which surrounds the borders of *Calcutta*, are tracts of land belonging to several *Zemindars*; besides these, I will grant the *English* company six hundred yards without the ditch.

IX. All the land lying south of *Calcutta*, as far as *Culpee*, shall be under the *Zemindary* of the *English* company; and all the officers of those parts shall be under their jurisdiction. The revenue shall be paid by the Company in the same manner as other *Zemindars*.

X. Whenever I demand the assistance of the *English*, I will be at the charge of the maintenance of their troops.

XI. Will not erect any new fortifications on the river *Ganges*, below *Houghley*.

As soon as I am established in the three *Provinces*, the aforesaid sums shall be faithfully paid. the 15th of the month *Ramazun*, (June 1757) fourth year of the present reign.

চিঠি-পত্র ।

(বঙ্গানুবাদ)

আডমিরাল ওয়াটসনের পত্র ।

১৭ই ডিসেম্বর ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দ ।

পৃথিবীর রাজত্ববর্গ কর্তৃক সম্মানিত আমার প্রভু ও রাজ্যে ভারতে প্রেরণ করিয়াছেন । পত্র পাইয়াই আমি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসায়-বাণিজ্য, দাবি-দাওয়া ও অধিকার তাহার উত্তর পাঠাইয়াছি ; কিন্তু উহা বোধ হয়, রক্ষা করিবার জন্য আমায় বহু সৈন্য দিয়া এতদেশে প্রেরণ নাই । তজ্জন্ম আমি আপনাকে পুনরায় পত্র লিখিয়াছি । বলা বাহুল্য, আমার প্রভুর প্রজাগণ যোগল-রাজ্যে কোম্পানীর বঙ্গদেশস্থ প্রধান কর্মচারী রাজার ড্রেক যেরূপ সুবিস্তৃত ব্যবসায়-বাণিজ্য চালাইতেন, তাহাতে মোকদ্দমা অবহেলা করিয়াছিলেন ; অধিকন্তু আমার রাজ্য দিগের সর্বিশেষ সুবিধা হইত । শুনিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যাক্রান্ত করিয়াছিলেন । যে সকল লোক দরবারে অনুপস্থিত হইলাম যে, আপনি বহু সৈন্য সহ কোম্পানীর কুঠী-সমূহাদিগকে তিনি আশ্রয় দিয়াছিলেন । আমি তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহাদিগের লোকজনকে তাড়া করিতে নিষেধ করি ; কিন্তু তাহার কোন ফল দিয়াছেন, অনেক টাকার সামগ্রী লুণ্ঠিয়া লইয়াছেন এবং তাহা । সেই কারণে, শান্তি দিবার অভিপ্রায়ে, আমি রাজার বহু প্রজা নষ্ট করিয়াছেন ।

আমি কোম্পানীর লোকদিগকে তাহাদের পূর্ব্বতন রাজ্যে অথবা কোন লোককে প্রধান কর্মচারী নিযুক্ত করা হয়, বাড়ীতে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিবার সংকল্পে আসিয়াছি । হইলে ইংরেজ বণিকগণ পূর্ব্বের ন্যায় এ দেশে বাণিজ্যাদি করি, আপনি তাহাদের পূর্ব্বের ক্ষমতা ও সুবিধা সকল পাইবেন, আমার এইরূপ অভিপ্রায় ছিল । দেশের এবং রাখিতে সম্মত হইবেন । কারণ, ইংরেজেরা এতদেশে বাণিজ্যের উপকারার্থে আমি আপনাকে এই পত্র পাঠাইতেছি । করাতে আপনার যে উপকার হয়, তাহা আপনি বিশেষ পুনরায় আপনাদের বাণিজ্য সংস্থাপন করিতে ইচ্ছা থাকে, জানেন । আপনি তাঁহাদিগের ক্ষতিপূরণ করিয়া দিলে আশঙ্কা হইলে আর একজন নূতন কর্মচারী নিযুক্ত করিবেন গোলযোগ থাকিবে না । আমার রাজা শান্তি চাহেন । এবং আমিও আপনাদিগকে পূর্ব্বের ন্যায় বাণিজ্য করিতে দিব । পরতায় তাঁহার প্রীতি । আপনি তাঁহার প্রজাসমূহের ক্ষতি যদি ইংরেজগণ বণিকের ন্যায় ব্যবহার করেন এবং আমার আজ্ঞা করিয়া দিলে, তাঁহার সহিত সদ্ভাব সংস্থাপিত হইবে । পালন করেন, তাহা হইলে আমি তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে এবং তাঁহাদিগের বাণিজ্যের সুবিধা করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত রহিলাম ।

আর যদি আপনি মনে করেন যে, আমার সঙ্গে যুদ্ধ আপনারা এখানে বাণিজ্য চালাইতে পারিবেন, তাহা আপনার বিবেচনায় যাহা ভাল হয়, তাহা করিবেন।

ধনকুবের ভুবন-বিজেতা, হিন্দুস্থানের সম্রাট আলমগীরের সাহসী এবং বিখ্যাত যোদ্ধা, সা কুলি খাঁ ॥

আডমিরালের পত্র ।

২৭শে জানুয়ারি ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ ।

আপনার এই মাসের ২৩শে তারিখের পত্র পাইয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। কারণ, পত্র পাঠে জানিতে পারিলাম আপনি আমার পূর্ব পত্রের উত্তর দিয়াছিলেন। আপনি পত্র লিখিয়াছেন, বড় আনন্দের কথা; কিন্তু যদি পত্রের না দিতেন, তাহা হইলে আমার বড় অপমান হইত। সে অগ্রাহ করিয়া নিশ্চিত থাকিলে, আমাকে আমাদের রাজার কোপ-দৃষ্টিতে পতিত হইতে হইত।

আপনি পত্রে বলিয়াছেন যে, ডেক সাহেবের কুবেরের আশ্রয় নিয়া ইংরেজদিগকে দেশ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিয়া আমি বলি যে, রাজারা কোন বিষয় স্বচক্ষে দেখেন না এবং কথা স্বকর্ণে শ্রবণ করেন না। শঠ ও চতুর লোকেরা দ্বারা তাঁহাকে কোন বিষয়ের তথ্য অবগত হইতে দেওনের একের দোষে সমস্ত লোককে শাস্তি দেওয়া কখনই রাজার কৰ্ম্ম নহে। যে সকল নির্দোষ প্রজা সনন্দ-পত্রের উপর

নিশ্চিত ছিল, তাহাদিগকে ধনে-প্রাণে মারা কখনই উচিত হইত। ইহা কি রাজোচিত কার্য্য হইয়াছে? কখনই নহে। লোকেরা কুমন্ত্রণা দ্বারা আপনাদিগের স্বার্থসাধনার্থে আপনাদের এই কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইয়াছে। গায়বান রাজা নিষ্ঠুর কখন আনন্দ উপভোগ করেন না।

অপি আপনি জগৎ-সমক্ষে গায়বান এবং মহৎ রাজা বলিয়া লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে এই সকল ক্রিয়াকর্ম্মদাতা লোকদিগকে শাস্তি দিয়া, আপনার অনিচ্ছায় যে আপনার অনিষ্টপাত হইয়াছে, তাহা প্রতিপন্ন করুন। আর বণিকদল এবং যে যে লোক এই সকল কার্য্যের জন্তে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের ক্ষতিপূরণ করিয়া দিউন। এইরূপ করিলে আপনার প্রজাসমূহের বিপক্ষে যে অসি উত্তোলিত হইয়াছে, তাহা নিবারিত হইবে।

ডেক সাহেবের বিরুদ্ধে আপনার যদি কিছু বক্তব্য থাকে, তাহা হইলে বণিক-সম্প্রদায়কে লিখিয়া পাঠাইবেন। কারণ, প্রভু ব্যতীত ভূত্যের শাসন করিতে আর কেহই সক্ষম নহে। বণিক-সম্প্রদায় যাহাতে এই বিষয় আপনাকে সন্তোষ প্রদান করিতে পারেন, তজ্জন্ম আমি প্রতিশ্রুত রহিলাম।

আপনি আপনার ইচ্ছানুসারে ন্যায় বিচার করিয়া আমাদের ক্ষতিপূরণ করিবেন। জোর জবরদস্তীতে আপনার নিরীহ লোককে বিপন্ন করিয়া ক্ষতিপূরণ আদায় করা প্রার্থনীয় নহে।

নবাবের পত্র ।

আপনারা হুগলি আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়া আমার প্রজার বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছেন। আপনাদিগের বণিকোচিত কার্য্য হয় নাই। তজ্জন্য আমি যুরশিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া হুগলিতে উপস্থিত হইয়াছি এবং সসৈন্য নদী পার হইবার উপক্রম করিতেছি। আমার সৈন্যের একাংশ আপনাদিগের শিবিরের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। তথাপি, যদি পূর্বের ন্যায় আপনাদিগের বাণিজ্য চালাইবার অভিপ্রায় থাকে, তাহা হইলে আপনাদিগের একজন বিশ্বস্ত লোককে আমার নিকট প্রেরণ করিবেন। তাহা হইলে তাহার নিকট হইতে আপনাদিগের প্রার্থিত বিষয়-সমূহ অবগত হইয়া, আমি এ বিষয়ের একটা মীমাংসা করিতে পারিব। আমি বণিক-সম্প্রদায়কে তাঁহাদিগের কুষ্ঠী-সমূহ পুনঃপ্রাপ্ত হইতে এবং পূর্ব অঙ্গীকার মত বাণিজ্য চালাইবার অধিকার দিতে কুণ্ঠিত হইব না। যে সকল বণিক এ দেশে বাস করিবেন, যদি তাঁহারা এখন বণিকের ন্যায় ব্যবহার করেন এবং আমার মতের কোন প্রকার বিরুদ্ধাচরণ না করেন, তাহা হইলে আমি অবশ্যই তাঁহাদের ক্ষতিপূরণ করিয়া দিব। আপনি জানেন যে, যুদ্ধের সময় সৈন্যদিগকে লুণ্ঠন-কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করা কঠিন দুষ্কর ব্যাপার আমার সৈন্যেরা লুণ্ঠ করিয়াছিল বলিয়া আপনাদের যে ক্ষতি হইয়াছিল, আপনারা যদি সেই ক্ষতির দাবী কতক ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে আমি আপনাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। আপনারা জাতিতে খৃষ্টান, এবং অবশ্যই জানেন, কলহ রাখা অপেক্ষা কলহ মিটান ভাল।

কিন্তু যদি আপনারা বণিক-সম্প্রদায় ও অত্যাচার বণিকদিগের স্বার্থের উপর দৃষ্টি না রাখিয়া, যুদ্ধলিপ্সু হন, তাহা হইলে আর আমার প্রতি দোষারোপ করিতে পারিবেন না। এইরূপ ধ্বংসকারী যুদ্ধ নিবারণার্থে আমি আপনাকে এই পত্র লিখিতেছি।

আডমিরালের পত্র ।

আপনি এই পত্রের সহিত যে আর একখানি পত্র প্রাপ্ত হইবেন, তাহা পরশুদিবস লেখা হইয়াছে। * কিন্তু উহা মহাশয়ের

* পত্রের মর্ম্ম এইরূপ—আমি আপনার পত্রের জবাব দিবার পর, আপনি যে পত্র সেখেন, তাহা আমি গত পরশু দিবসে পাই। এইমাত্র পত্রের জবাব লিখিতে বসিয়াছি। শুনিলাম, আপনার কতক সৈন্য রাজধানী কলিকাতা নগরী প্রবেশ করিয়াছে ও অবশিষ্ট অংশ দ্বারায় তাঁবুর দিকে অগ্রসর হইতেছে। শুনিবামাত্র আমি সহরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি, সর্বত্র অগ্নিশিখা ও ধূমরাশি পরিপূর্ণ। বুঝিলাম ঘটনা সত্য। আনুসঙ্গিক সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া বোধ হইল যে, শান্তির আশা বৃথা। সঙ্গে সঙ্গে পত্র লেখার আশাও পরিত্যাগ করিলাম। শুনিতেছি, আপনি কর্ণেল ক্লাইবের কাছে পুনরায় সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছেন। সেই হেতু মিষ্টার ওয়ালস্ ও স্কেফটন নামক দুই ব্যক্তিকে কর্ণেল ক্লাইভ আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। ইহা আপনার শান্তিকামনার পরিচায়ক। আমার নিজস্ব মত যদি শুনিতে চান, তাহা হইলে আমার পূর্বতন পত্রগুলি দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, আমি সেই সব চিঠি পত্রে সৌহার্দ্যমূলক বন্দোবস্তের কথা বলিয়া আনিয়াছি ও তদনুযায়িক কার্য্যও করিয়াছি। কিন্তু যখন দেখিলাম, আর শান্তি অসম্ভব, যখন দেখিলাম—আমার একখানি পত্রেরও জবাব দিলেন না, তখন কাজেই বিরুদ্ধাচরণে বাধ্য হইলাম। আমি এরূপ শত্রুতাচরণের

নিকট প্রেরিত হইবার জন্ত পারশ্ব ভাষায় অনুবাদিত হইবার পূর্বে, আমি কর্ণেল ক্রাইভের নিকট শুনিলাম যে, আপনি তাঁহার দূতসমূহের অবমাননা করিয়াছেন এবং আপনি কলিকাতার সীমানার ভিতর উপস্থিত হইয়াছেন ও তথা হইতে চলিয়া যাইতে অস্বীকার করিয়াছেন।

আপনার অভিপ্রায়ের একরূপ নির্দ্ধারিত প্রমাণ পাইয়া, আমার সন্ধি-সংস্থাপনের ইচ্ছা বলবতী থাকিলেও, আমি এক্ষণে তাহার আশা করিতে পারি না। একদল ইংরেজ-সৈন্য কিরূপ বলধারণ করে, তাহা আপনাকে জানাইবার জন্ত, আমি কর্ণেল ক্রাইভকে অনুরোধ করি। কারণ, তাহা হইলে দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা-সূত্রে আবদ্ধ হইবার পূর্বে আপনি সাবধান হইতে পারিবেন। তিনি আমার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করেন এবং সসৈন্য আপনার তাঁবুর

বিরোধী। যুদ্ধে জয়ী হইলেও আমি শান্তি প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিয়াছিলাম। আমার এখনও সন্ধিসংস্থাপনের ইচ্ছা আছে; জানি না কতদূর সফল হইব। আমি কি ঈশ্বর কি মনুষ্য উভয়ের কাছে নির্দোষ থাকিতে ইচ্ছা করি। আমি মনুষ্যের সুখ চাই, কষ্ট দেখিতে পারি না; ইহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য এই পত্র লিখিলাম। যদি আপনার সন্ধিসংস্থাপনের বাঞ্ছা থাকে, তাহা হইলে আপনার নিকট প্রেরিত ভদ্রসন্তানগণের পরামর্শ শুনিলেই যথেষ্ট হইবে। তাঁহারা ন্যায় বিচার বই আর কিছু চাহেন না। উভয় জাতির ভ্রাসাদনই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। যদি আপনার অমতের কোন কারণ হয়, তাহা হইলে স্মরণ রাখিবেন, রাজারা মানবের মঙ্গলসাধন জন্যে মানব শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন, তাঁহারা যদি দ্বেষ-হিংসা পরায়ণ হইয়া কর্তব্যপরাগ্ৰুহ হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে এক দিন জগৎপিতা সর্বশক্তিমানের নিকট জবাব দিতে হইবে। আমি আপনার বন্ধু। সুপদেশ দান আমার কর্তব্য। তদনুযায়িক কার্য্যও করিলাম।

মধ্য দিয়া এইরূপ ভাবে যাত্রা করিয়া স্বীয় ছাউনীতে প্রত্যাবর্তন করেন, যেন তাঁহার গতিরোধ করিতে আপনার ছাউনীতে এক জনও সশস্ত্র পুরুষ ছিল না। তিনি এক্ষণে তাঁহার ছাউনীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং আমাদিগের গুপ্ত সমিতির দ্বারা শেষ বার প্রেরিত ত্রায়া প্রস্তাবে আপনি সম্মত হন কি না, সেই আশায় আরও কিছু দিন থাকিলেন। যদি আপনি সুবিবেচক হন, তাহা হইলে আপনি তাহাদিগের সুবিচার করিবেন; নতুবা যে অসি নিক্ষেপিত হইবার উপক্রম হইয়াছে, তাহা আর নিবারিত হইবে না।

নবাবের পত্র।

৯ই ফেব্রুয়ারি ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ।

শাসনকর্তা ও তাঁহার সভার স্বাক্ষরিত ও মোহরাঙ্কিত সন্ধিপত্র আমি কর্ণেলের পত্রের সহিত প্রাপ্ত হইয়াছি। তিনি ইচ্ছা করেন যে, এক্ষণে যে সন্ধি সংস্থাপিত হইল, তাহার সর্ব সফল আমার দেশের প্রধান লোকদিগের দ্বারা এবং আমার প্রধান প্রধান কর্মচারীদিগের দ্বারা স্বীকৃত হউক। আমি তাঁহার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিয়াছি। এক্ষণে আমাদিগের উভয় পক্ষের এমন একটি লেখাপড়া থাকা উচিত, যদ্বারা আমাদিগের মধ্যে যুদ্ধ নিবারিত হয়, ইংরেজগণ আমার চিরবন্ধু হন এবং আমার শত্রু-দমনে তাঁহারা সহায়তা করেন। তজ্জন্ত আমি আমার একজন বিশ্বস্ত ও বিখ্যাত লোককে আপনাদিগের নিকট প্রেরণ করিতেছি। তিনি আমার মনের ভাবসমূহ আপনাদিগের নিকট বিশদরূপে বুঝাইয়া দিবেন এবং আমিও আশা করি, আপনারা

তঁাহার সম্মুখে আপনাদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন। যে সকল প্রস্তাব স্বাক্ষরিত হইবার নিমিত্ত আমার নিকট প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা আমি স্বয়ং, সম্রাটের দাওয়ানের দ্বারা, আমার দাওয়ানের দ্বারা এবং আমার সৈন্তের বক্সী দ্বারা স্বাক্ষর করাইয়া পাঠাইয়া দিয়াছি। আপনি যদি একখানি কাগজে এই সন্ধি-পত্র স্বীকার করিয়া, আপনার শিলমোহর এবং স্বাক্ষর সংযুক্ত করিয়া, কর্ণেলের দ্বারা আমার নিকট পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে আমি অত্যন্ত আশ্লাদিত হইব। আমি যথাবিহিতরূপে ঈশ্বর এবং তঁাহার দূতকে সাক্ষ্য মানিয়া ইংরেজদিগের সহিত এই সন্ধি-সংস্থাপন করিয়াছি। যতদিন আমার দেহে প্রাণ থাকিবে, ততদিন আমি ইংরেজদিগের শত্রুকে নিজের শত্রু বলিয়া মনে করিব এবং আবশ্যক হইলে যথাসাধ্য সাহায্য করিব। আপনি কর্ণেল, এবং ইংরেজদিগের কুঠীর অধ্যক্ষ প্রধান কর্মচারী ঈশ্বরসমক্ষে শপথ করুন যে, আপনারা এই সন্ধি অনুযায়ী কার্য্য করিবেন, আমার শত্রুকে আপনাদিগের শত্রু বলিয়া বিবেচনা করিবেন, আবশ্যক হইলে আপনাদিগের সাধ্যমত আমাকে সাহায্য করিবেন এবং যদিও আপনারা স্বয়ং আসিয়া আমাকে সাহায্য করিতে না পারেন, তত্রাপি আমি ইহা আশা করিতে পারি যে, আবশ্যক হইলে সৈন্তপ্রেরণ দ্বারা আপনারা আমার সাহায্য করিবেন।

আমাদের এই সন্ধি-পত্রে ঈশ্বর সাক্ষী রহিলেন। ঈশ্বর এবং তঁাহার দূতগণ সাক্ষী রহিলেন যে, আমি ইংরেজ সম্রদায়ের নিকট যে সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ রহিলাম, তাহা কদাচ ভঙ্গ করিব না। আপনারা এই সন্ধি-সর্তানুযায়ী কার্য্য করিবেন, এই স্থির বিশ্বাসে আমি আপনাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণে সতত যত্নবান হইব।

আ ডমিরালের পত্র ।

রঙ্গল রায় মাং আপনি যে পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহা আমি পাইয়াছি এবং তঁাহার নিকট হইতে আমাদিগের জাতির সহিত বন্ধুত্ব সংস্থাপন করিতে আপনার একান্ত ইচ্ছা আছে জানিয়া অত্যন্ত আশ্লাদিত হইয়াছি। তঁাহার মাং এই যে পত্র পাঠাইতেছি, উহা পাইবার পূর্বে আপনিও তঁাহার নিকট হইতে আমাদিগের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইতে পারিবেন। আপনার দ্বারা আমাদিগেরও একান্ত ইচ্ছা যে, আমরা আপনার সহিত সদ্ভাবে বাস করি এবং আপনিও তঁাহার নিকট হইতে জানিতে পারিবেন যে, কিরূপে কুলোকে মিথ্যা করিয়া আপনার কাছে ইংরেজ জাতিকে লোভী এবং কলহপ্রিয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছে। কিন্তু আপনি আমাদিগের সহিত কিছুদিন ব্যবহার করিলেই এ কথার সত্যাসত্য জানিতে পারিবেন। অত্যাচারিত না হইলে, ইংরেজ কাহারও অনিষ্ট করে না। ইংরেজ জাতির তুল্য শান্তিপ্রিয় জাতি আর বোধ হয় পৃথিবীতে নাই; কিন্তু ইংরেজের ক্ষতি হইলে, ইংরেজ ক্ষণবিলম্ব না করিয়া অসি উন্মুক্ত করে। এ সম্বন্ধে ইংরেজের তুলনা নাই।

আমাকে সন্ধি সম্বন্ধে লেখা পড়া করিয়া যে একখানি কাগজ পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাহা আমি পাঠাইতেছি। ইহা আপনার ইচ্ছামত লিখিত, এবং আমার স্বহস্তে স্বাক্ষরিত ও মোহরাক্ষিত করা হইয়াছে। যঁাহাকে আমরা উভয়ে পূজা করি, সেই ঈশ্বরকে সাক্ষ্য করিয়া বলিতেছি যে, আপনি যদি আজীবন আপনার অঙ্গীকারমত চলেন, তাহা হইলে আমি ও ইংরেজ জাতি,

আপনার সহিত যে সন্ধি করা হইয়াছে, তাহা রক্ষা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। যদি না করি, তাহা হইলে ঈশ্বর আমাকে সাজা দিবেন। আর অধিক কি লিখিব? আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি দীর্ঘ জীবন ও প্রভূত সম্পদ লাভ করুন।

আমি চার্লস ওয়াটসন্, ঈশ্বর এবং যীশুখৃষ্টকে প্রত্যক্ষ জানিয়া ব্রিটিশ সম্রাটের পক্ষ হইতে শপথ করিতেছি যে, ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের ৯ই তারিখে ও সুবাদারের সহিত ইংরেজের যে সন্ধি সংস্থাপিত হইল, তাহার আমি প্রত্যেক স্তম্ভ মানিয়া চলিব এবং যদবধি সুবাদার তাঁহার অঙ্গীকারমত কার্য্য করিবেন, এবং ঐ সন্ধি-স্তম্ভ মানিয়া চলিবেন, তদবধি আমরা তাঁহার শত্রুকে আমাদের শত্রু বলিয়া বিবেচনা করিব এবং আবশ্যক হইলে আমরা সাধ্যমত তাঁহার সাহায্য করিব।

আডমিরালের পত্র ।

১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ।

উমিচাদের দ্বারা আপনি যে সকল বিষয় বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তিনি আমাকে উহার সমুদায় বলিয়াছেন। বুসীর কর্তৃত্বাধীনে একদল ফরাসী নৌ-সেনা ও বড় একদল স্থল-সেনা আসিয়া আপনার বার্তা আপনি যাহা পাইয়াছেন, তাহা আমার বিবেচনায় সত্য বোধ হইতেছে। আমি ইহাও শুনিয়াছি যে, তাহারা আমাদের সহিত শত্রুতাচরণ করিতে এখানে আসিতেছে। তাহাদিগের এখানে আগমন নিবারণ করিতে আপনি যে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া-

ছেন, সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিত থাকুন। তাহাতে আমার কদাচ যত্নের ক্রটি হইবে না। আর আপনি যখনই আমাদের এইরূপ বিষয়ে অনুরোধ করিবেন, তখনই তাহা আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত প্রতিপালন করিব। ইহাতেই আপনি জানিতে পারিবেন, আমরা আপনার প্রকৃত বন্ধু কিনা। যাহা আপনার কোপ-দৃষ্টিতে পড়িয়া একবার ধ্বংসপ্রায় হইয়াছিল, তাহা আপনার শুভদৃষ্টিতে আবার বর্দ্ধিত হইবে। লর্ট সাহেবের পক্ষ হইতে ওয়াট সাহেবকে আপনার নিকট প্রেরণ করা যাইতেছে। আমি আশা করি, তিনি যে সকল বিষয় যাক্রা করিবেন, তাহা পূরণ করিতে আপনি কুণ্ঠিত হইবেন না।

নবাবের পত্র ।

১৯শে ফেব্রুয়ারি ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ।

দেশের মধ্যে বিবাদবিসম্বাদ মিটাইবার জন্তই আমি ইংরেজদিগের সহিত এই সন্ধি করিয়াছি যে, তাহারা ব্যবসায়-বাণিজ্যাদি পূর্ব্বের ন্যায় চালাইবেন। আপনি সেই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং আপনিও সে বিষয়ে একটা লেখা পড়া করিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে প্রতীয়মান হইতেছে যে, হুগলীর সন্নিকটস্থ ফরাসীদিগের কুঠী লুণ্ঠন করিবার এবং তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার আপনার অভিপ্রায় আছে। দেশের মধ্যে পরস্পর দুই দলে গোলযোগ উপস্থিত করা সর্ব্বনীতিবিরুদ্ধ। টাইমুরের সময় হইতে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত কেহ কখন শুনে নাই, ইউরোপবাসীগণ পরস্পর বিবাদ করিয়াছেন। আপনি যদি ফরাসী কুঠী লুট

করিতে মনস্থ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার প্রভুর পক্ষ হইতে আমাকে সৈন্তের দ্বারা তাহাদিগকে সাহায্য করিতে হইবে। সম্প্রতি যে সন্ধি করা হইয়াছে, তাহা ভঙ্গ করিতে আপনি উদ্যত হইয়াছেন। এককালে মহারাজ্যীয়েরা এদেশ আক্রমণ করিয়াছিল এবং অনেক দিন ধরিয়া যুদ্ধ চালাইয়াছিল; কিন্তু তাহাদিগের সহিত সন্ধি স্থাপিত হইলে, তাহারা কখনও উহা ভঙ্গ করে নাই। অকপটভাবে যে সন্ধি সংস্থাপিত হয়, তাহা ভঙ্গ করা অতিশয় গর্হিত এবং অত্যাচার। আপনারা সন্ধিপত্রে যেরূপ অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহা আপনাদের মানিয়া চলা উচিত এবং দেশে যাহাতে কোনরূপ গোলযোগ না হয়, সে বিষয়ে সাবধান থাকা উচিত এবং আমিও আমার অঙ্গীকারমত কার্য্য অবশ্য করিব। আমি আমার পক্ষ হইতে বলিতেছি যে, ইংরেজদিগের সহিত যে সন্ধি আমি করিয়াছি, তাহা প্রতিপালন করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিব এবং আমি আশা করি, ঈশ্বরানুকম্পায় বোধ হয়, উহা চিরকাল বজায় থাকিবে। আপনারা বোধ হয় শুনিয়াছেন যে, মহারাজ্যীয়দিগের সহিত সাত বৎসর ধরিয়া আমাদের যুদ্ধ হইয়াছিল; কিন্তু যখন আমরা পরস্পর সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলাম, তখন তাহারা সন্ধিসর্ত্তানুযায়ী চলিয়াছিল এবং কখনও উহা হইতে বিচলিত হয় নাই। আপনাদিগের আগেকার সন্ধি মানিয়া চলা, আমাদের সহিত যুদ্ধ না করা এবং আমাদের এবং অন্যান্য ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের সহিত কোনরূপ গোলযোগ না বাধাইয়া দেশের শান্তি রক্ষা করা একান্ত উচিত।

আডমিরালের পত্র ।

২১শে ফেব্রুয়ারি ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ ।

আপনার ১৯শে তারিখের পত্র আমি আজ সকালে পাইয়াছি। পত্রে দেখিলাম যে, এদেশীয় ফরাসীদিগের সহিত আমাদের যুদ্ধ করা আপনি অত্যাচার বিবেচনা করেন। আমি যদি আগে জানিতাম যে, আপনি ইহাতে রুষ্ট হইয়াছেন, তাহা হইলে কখনই আমি গঙ্গার উপকূলবর্তী ফরাসীদিগের সহিত যুদ্ধ বাধাইয়া আপনার দেশের শান্তিভঙ্গ করিতাম না। এক্ষণে যদি তাহারা আমাদের সহিত আর প্রতিযোগিতাচরণ করিবে না, এইরূপ মর্মে একখানি অঙ্গীকার-পত্র লিখিয়া দেয় এবং আপনি (বাঙ্গালার সুবাদার) যদি ঐ অঙ্গীকার-পত্রে তাহাদিগের জামিন স্বরূপ স্বাক্ষর করেন ও আমার অনুপস্থিতিতে আমাদের উপনিবেশগুলি তাহাদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন, তাহা হইলে আমরা আর কখন তাহাদিগের কুটী লুণ্ঠন কিম্বা তাহাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গমন করিব না। আমি বিশ্বাস করি, আপনি জ্ঞাত আছেন যে, ইংরেজদিগের তায় বাক্য রক্ষা এবং অঙ্গীকার রক্ষা করিতে আর বোধ হয় পৃথিবীতে কোন জাতি নাই, এবং আমি আপনাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে, আমরা আপনার সহিত যে সন্ধি করিয়াছি, সেই সন্ধিসর্ত্তানুযায়ী চলিতে যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিব এবং আমি সহাস করিয়া বলিতে পারি যে, কর্ণেল কিম্বা কোম্পানীর অন্যান্য কর্মচারীগণ এই সন্ধির একটি সর্ত্তও ভঙ্গ করিতে চেষ্টা করিবে না।

আপনার সহিত ইংরেজ জাতির যে সন্ধি করা হইয়াছে, সেই

সন্ধিপত্র আমি স্বহস্তে মোহরাঙ্কিত করিয়াছি এবং আমি ঈশ্বর এবং যীশুখৃষ্টের সমক্ষে যে অঙ্গীকার একবার করিয়াছি, সেই অঙ্গীকার অনুসারে নিশ্চয় করিয়া আমাদিগের পক্ষ হইতে বলিতেছি যে, আমি ঐ অঙ্গীকার রক্ষা করিতে যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিব এবং আমি বিশ্বাস করি যে, আপনিও ঐ সন্ধির একটি সর্বও ভঙ্গ করিবেন না। আমি আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, ফরাসীরা আমাদিগের সহিত আর কোনরূপ গোলযোগ করিবে না, এই বিষয়ে যদি আপনি জামিন থাকেন, তাহা হইলে আমরাও আর ফরাসীদিগের বিপক্ষে যুদ্ধ যাত্রা করিয়া আপনার দেশের শান্তিভঙ্গ করিব না। *

নবাবের পত্র ।

২০শে ফেব্রুয়ারি ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ ।

আমি কল্য আপনাকে যে পত্র লিখিয়াছিলাম, তাহা বোধ হয় আপনি পাইয়াছেন। ইতিমধ্যে আমি ফরাসী উকিলের নিকট শুনিলাম যে, তাহাদিগের পাঁচ ছয়খানি রণতরী নদীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, এবং আরও জাহাজ আসিবার কথা আছে। তিনি বলিলেন যে, বর্ষবাদে আপনি আমার ও আমার প্রজাবর্গের বিরুদ্ধে শত্রুতাচরণ করিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছেন। ইহা কখন ভদ্র সৈনিকের আয় ব্যবহার নহে। সৈনিক পুরুষ কখনও তাহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না। যদি আপনার সরল ব্যবহার করিতে এবং সন্ধি বজায় রাখিতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে শীঘ্রই নদী হইতে যুদ্ধের জাহাজগুলি স্থানান্তরিত করুন। সেইরূপ

* আডমিরালের পত্র পাইবার পূর্বে নবাব নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়াছিলেন।

করিলে আমার পক্ষে কোন ক্রটি পাইবেন না। সন্ধি করিয়া এত শীঘ্র ভঙ্গ করা কখনই সৎ লোকের কার্য্য নহে। মহারাজীয়েরা খৃষ্ট-ধর্ম্য মানে না, অথচ তাহারা সন্ধি কখন ভঙ্গ করিতে জানে না। অতএব ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে, আপনি এতদূর উন্নত হইয়া, ঈশ্বর এবং যীশুখৃষ্টকে সাক্ষ্য মানিয়া, যে সন্ধি করিয়াছেন, তাহা ভঙ্গ করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

আডমিরালের পত্র ।

২৫শে ফেব্রুয়ারি ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ ।

আপনার ২০শে তারিখের পত্র আমি দুই দিবস পূর্বে পাইয়াছি। কিন্তু ইংলণ্ডে চিঠি লিখিবার দরুণ ব্যস্ত থাকাতে আমি এতাবৎকাল পর্য্যন্ত উহার উত্তর দিতে পারি নাই। আমরা সন্ধি ভঙ্গ করিতে উদ্যত হইয়াছি, ইহা আপনি যেরূপ সামান্য কারণে মনে করিয়াছেন, তাহাতে আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। আমার একটিও অত্যাচার কার্য্য না দেখিয়া কেবলমাত্র এক জন শঠ লোকের কথার উপর নির্ভর করিয়া আমাদিগকে দোষী সাব্যস্ত করা অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক। সৈনিক-পুরুষ কখন তাঁহার প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হন না। আমার এখানে আসা অবধি, আপনি আমার এরূপ একটিও কার্য্য কি দেখিয়াছেন যে, তাহাতে আমার দ্বারা এরূপ কার্য্য সম্ভব হইতে পারে? আপনি বলিবেন, না। ইংরেজ জাতি জগতে সরলতার জন্ম বিখ্যাত এবং আপনি আমার নিকট হইতে সরল ব্যবহার ব্যতীত আর কিছুই পান নাই। যে লোক প্রবঞ্চনা করিয়া মহাশয়ের

নিকট আমার অযথা নিন্দা করিয়াছে, তাহার যথার্থ বিচার করুন। ইত্যবসরে আমি ফরাসীদিগের নিকট তাঁহাদের উক্তি-
লের চরিত্রের বিষয় লিখিয়া পাঠাইয়াছি। তাঁহারা আমার প্রতি এই অত্যাচার দোষারোপ সম্বন্ধে আপনাকে লিখিয়া পাঠাইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আপনি স্থির জানিবেন, আমি সত্য প্রতিজ্ঞা হইতে কখন বিচলিত হইব না। আপনি জানিবেন যে, যে সকল লোক ইহার বিরুদ্ধ কথা রটাইয়া বেড়ায়, আমাদের বন্ধুত্ব নষ্ট করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য।

নবাবের পত্র ।

ফরাসীদিগের সম্বন্ধে আপনি যে পত্র পাঠাইয়াছেন, সেই পত্র আমি পাঠ করিয়াছি। আপনি স্থির জানিবেন যে, আমি ফরাসীদিগকে সাহায্য করি নাই, কিন্মা করিব না। যতপি তাহারা কোন গোলযোগ উপস্থিত করে, কিন্মা আমার সাম্রাজ্যে কোনরূপ শত্রুতাচরণ করে, তাহা হইলে আমি সসৈন্য তাহাদিগের আক্রমণ প্রতিরোধ করিব এবং তাহাদিগকে বিশেষরূপে শাস্তি দিব। আমি শুনিয়াছিলাম যে, আপনি চন্দননগর আক্রমণ করিবেন। তাহা ঠিক কিনা, তাহা জানিবার জন্ত আপনাকে পত্র লিখিয়াছিলাম। আমাদের প্রজারক্ষণ করিবার বাসনায় আমি তথায় সৈন্য পাঠাইয়াছিলাম, ফরাসীদিগকে সাহায্য করা আমার অভিপ্রায় ছিল না। আপনি আমার পত্র পাইয়া যদি চন্দননগর আক্রমণে বিরত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইব। ফরাসীরা আর যাহাতে কোনরূপ উপদ্রব না করে, আমি সেই জন্ত তাহাদিগকে পত্র লিখিয়াছি এবং আমি

বিশ্বাস করি যে, তাহারা আমার কথা রাখিবে। ফরাসীদিগের সহিত আপনার যে সন্ধি হইবে, আমি সেই সন্ধিপত্র আনিতে একজন সন্তোষ লোককে পাঠাইব এবং আমার খাতায় উহা রেজেষ্টরি করিতে অনুমতি দিব। ইংরেজদিগের সহিত বন্ধুত্ব করা ব্যতীত আর আমার কিছুই উদ্দেশ্য নাই। ঈশ্বরানুকম্পায় আমি যে কার্য্য করিতে মনস্থ করিয়াছি, সেই কার্য্য আপনি বোধ হয় উচিত বিবেচনা করিবেন এবং সেই কার্য্য অবশ্য সাধিত হইবে ও কখন বিফল হইবে না। আপনিও আপনার সন্ধি ও প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিবেন এবং নীচ লোকের কথায় বিশ্বাস করিবেন না। যতপি আপনার কোন বিষয় লিখিবার অভিপ্রায় থাকে, তাহা হইলে আমাকে লিখিবেন, আর কাহাকেও লিখিবেন না। আমি আপনাকে সরল ভাবে তাহার উত্তর দিব।

দিল্লীসম্রাটের সৈন্যগণ এই প্রদেশাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে, এই সমাচার পাইয়া আমি পাটনাভিমুখে তাহাদের সহিত যুদ্ধাভিপ্রায়ে যাইতেছি। যতপি এই বিপদের সময় প্রকৃত বন্ধুত্ব হয়, আপনি আমাকে সাহায্য করেন, তাহা হইলে আমি আপনার সৈন্যগণকে, যতদিন তাহারা আমার নিকট থাকিবে, ততদিন বেতন স্বরূপ মাসিক এক লক্ষ টাকা দিব। শীঘ্র উত্তর লিখিবেন।

আডমিরালের পত্র ।

আমি এই মাত্র আপনার পত্র পাইয়া অত্যন্ত আহলাদিত হইয়াছি। আপনি যেক্রপ সহজে ফরাসীদের কথায় বিশ্বাস করেন, তাহাতে আমার সংশয় হইয়াছিল যে, আমাদের অপেক্ষা

ফরাসীদের উপর আপনার বেশী টান। কিন্তু আপনার পত্র আমার সকল সন্দেহ দূর করিয়াছে। আজ হইতে আমি আপনাকে একজন অকপট ও সরল বন্ধু বলিয়া বিশ্বাস করিব এবং প্রতি-দিবস আমার অকপট বন্ধুত্বের নিদর্শন দেখাইতে চেষ্টা করিব।

আপনার ইচ্ছানুসারে আমি ফরাসীদিগকে আক্রমণ করি নাই। তাহাতেই আপনি বুঝিয়াছেন, গুরুতর প্রয়োজন না হইলে, এ সম্বন্ধে আপনাকে আর কোন কথা বলিব না। এক্ষণে যাহা বলি, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা মনোযোগের সহিত শুনুন। আপনার পত্র পাইয়াই আমি ফরাসীদিগকে আক্রমণ করিবার বাসনা পরিত্যাগ করি; পরন্তু যাহাতে তাঁহারা নিরপেক্ষভাবে বন্ধুত্ব করেন, তৎসম্বন্ধে সন্ধি করিবার জন্তে অনুরোধ করি; অধিকন্তু বন্দোবস্ত মীমাংসা করিবার জন্তে লোক পাঠাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এক রকম একটা স্থির সিদ্ধান্ত হইলেও, ফরাসী প্রতিনিধিরা বলেন, আমি চলিয়া যাইলে পর, তাঁহাদের কোন শক্তিশালী নূতন সেনাধ্যক্ষ আসিলে, সন্ধি-সর্ত্তে কাজ চলিবে না। অতএব মহাশয় বুঝিতেছেন যে, এক্ষণে লোকেদের সহিত সন্ধি করা কত দুষ্কর ব্যাপার। আমার হাত পা বাঁধা রহিল। তাঁহারা যেরূপ ইচ্ছা, আমার উপর অত্যাচার করিলে, আমার একটিও কথা বলিবার ক্ষমতা থাকিবে না। তাঁহারা পূর্ব্বেই বলিয়া-ছেন যে, মনসিয়ার বুসি বড় একদল সৈন্য লইয়া এখানে আগমন করিতেছেন। তিনি আসিয়া আমাদের না আপনাকে আক্রমণ করিবেন? এক্ষণে স্থলে আমি আমাদের কুঠী পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে মহাশয়ের সাহায্যার্থ পাটনায় যাই? শত্রুকে পশ্চাতে রাখিয়া যাওয়া অতি মূঢ়ের কার্য্য। বুসি যখন আসিয়া পৌঁছিবেন,

তখন আপনি এখানে থাকিবেন না; সুতরাং আপনার পক্ষে তখন আমাদের সাহায্য করা নিতান্ত অসম্ভব হইবে; আর আমরাও আশ্চর্য্যের সমর্থ হইব না। এক্ষণে যদি আমরা পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইয়া চন্দননগর হস্তগত করিতে পারি, তাহা হইলে আমরা অনেকটা নিশ্চয় হইতে পারিব এবং এক্ষণে হইলে আমরা আমাদের প্রত্যেক লোক দ্বারা মহাশয়ের সাহায্য করিতে পারিব; পরন্তু পাটনা কি দিল্লী পর্য্যন্তও মহাশয়ের সঙ্গে যাইতে পারিব। আমরা কি প্রতিজ্ঞা করি নাই, পরস্পরের শত্রুকে পরস্পরে শত্রু-জ্ঞান করিব? সে প্রতিজ্ঞা যদি ভঙ্গ করি, তাহা হইলে ঈশ্বর অবশ্যই আমাদের সাজা দিবেন। অধিক আর কি লিখিব, পত্রের শীঘ্র উত্তর প্রদানে বাধিত করিবেন।

আপনি লিখিয়াছেন যে, দিল্লীরাজের সৈন্যেরা আপনার সাম্রাজ্য আক্রমণ করিতে আসিতেছে এবং আপনি পাটনা-অভিমুখে তাহাদিগের বিপক্ষে যুদ্ধ যাত্রা করিতে যাইতেছেন। এই জন্ত আপনি আমাকে প্রকৃত বন্ধুর তায় সাহায্য করিতে লিখিয়াছেন। আমরা কি আপনার সহিত পূর্ব্ব বন্ধুত্বের আবদ্ধ হই নাই? আপনি যদি আমার কথাবলিয়াই কার্য্য করেন, তাহা হইলে আমিও প্রাণপণে আপনার সাহায্য করিব। আপনি আমার উপর নির্ভর করুন, তাহা হইলে আপনাকে কখন ঠকিতে হইবে না। আপনার যদি আমার উপর সন্দেহ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার পূর্ব্ব কার্য্যের বিষয় একবার স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিবেন। তাহা হইলে আর সন্দেহের কোন কারণ থাকিবে না। আমি এক্ষণে আপনাকে ইংরেজ জাতির এক্ষণে বন্ধু বিবেচনা করি যে,

আপনার নিকট কোন বিষয় গোপন করা অত্যন্ত অনুচিত । অতঃপর মহাশয়ের জ্ঞাতার্থে আমি নিবেদন করিতেছি, যে সৈন্তদল আমার সহিত আসিবার কথা ছিল, তাহারা এক্ষণে নদীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে ; আর আপনি একটু মনোযোগ করিলে, তাহারা আপনার সাহায্যার্থে নিয়োজিত হইতে পারে ।

আডমিরালের পত্র ।

৪ঠা মার্চ ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ ।

আমি আপনার গতমাসের ২০শে তারিখের পত্রের জবাব প্রেরণ করি । তাহা বোধ করি, আপনি ইতিপূর্বে পাইয়াছেন । এখন আপনি নিশ্চয় বুঝিতে পারিবেন যে, ফরাসী উকীলেরা আপনাকে যে বলিয়াছিল, আমি সন্ধিভঙ্গ করিতে চাহি, তাহা সর্বৈব মিথ্যা । যদি আমার সং উদ্দেশ্যের আর কিছু অধিক প্রমাণ চাহেন, তাহা হইলে আমার সহিষ্ণুতা দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন । আমি সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিবার কতদিন পরে আপনি তাহাতে স্বাক্ষর করেন । তাহা আমি সহ্য করিয়াছিলাম । আপনি আমার শত্রু ফরাসীদিগকে লোকবল ও অর্থের দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন । আপনি আমাকে যে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছিলেন, আমাদের শত্রু আপনার শত্রু,—ফরাসীদিগকে সাহায্য করায় সে প্রতিজ্ঞার বিপরীত কার্য্য করা হইয়াছে । তাহাও আমি সহ্য করিয়াছি । সত্যপ্রতিজ্ঞ বীরপুরুষ একরূপ করিয়া কি তাঁহাদের বাক্য রক্ষা করেন ? কিন্তু এক্ষণে সকল কথা স্পষ্ট করিয়া বলা ভাল । যদি আপনার দেশের শান্তি ভঙ্গ না করিতে এবং

প্রজাবর্গকে দুঃখে এবং কষ্টে না ফেলিতে আপনার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে পত্রপ্রাপ্তির দশ দিবসের মধ্যে সন্ধির প্রত্যেক প্রস্তাব একরূপ ভাবে কার্য্যে পরিণত করুন যে, আমার যেমত আপনার বিরুদ্ধে আর কোন কথা বলিবার না থাকে । আর আপনি যদি একরূপ না করেন, তাহা হইলে আপনাকে তাহার ফলভোগ করিতে হইবে । আমি পূর্বাগত আপনার সহিত অকপট ব্যবহার করিয়া আসিতেছি এবং এক্ষণে আপনাকে নিবেদন করিতেছি যে, যে সৈন্তদলের অনেকদিন পূর্বে এখানে আসিবার কথা ছিল এবং যাহার কথা কর্ণেল আপনাকে বলিয়াছিলেন, তাহারা শীঘ্রই কলিকাতায় আসিবে এবং আমিও শীঘ্র আরও কিছু বেশী জাহাজ ও সৈন্ত আনাইবার জন্য একখানি জাহাজ ইংলণ্ডে প্রেরণ করিব । আমি আপনার দেশে একরূপ সমরাগ্নি প্রজ্বলিত করিব যে, স্বয়ং গঙ্গা আসিলেও তাহা নির্দাপিত করিতে সক্ষম হইবেন না । এই পর্য্যন্ত শেষ । আপনি স্মরণ রাখিবেন যে, যে লোক আপনার কাছে এই অঙ্গীকার করিতেছে, সে আপনার নিকট কিম্বা জগতের অন্য কোন লোকের নিকট তাহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে নাই ।

নবাবের পত্র ।

বহু দিবস পূর্বে আপনি যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার উত্তর আপনাকে প্রেরণ করিয়াছি । আমি যে বিষয় আপনাকে বলিয়াছি, তৎসম্বন্ধে আমাকে শীঘ্র একটী জবাব দিবেন । আমরা পরস্পর যে সন্ধি করিয়াছি, তদনুযায়িক কার্য্য করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ

হইয়াছি ; কিন্তু আমাদিগের হোলীপর্ক উপস্থিত হওয়াতে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই । পর্কের সময় মুচ্ছদী ও আমার মন্ত্রিবর্গ দরবারে আসেন না । পর্ক শেষ হইয়া গেলে আমি অঙ্গীকারমত সমস্ত কার্য্য করিব । অতএব বিলম্ব হইয়াছে বলিয়া আপনি কিছু মনে করিবেন না । আমি কখন অঙ্গীকার ভঙ্গ করি না এবং ইংরেজদিগের সহিত যে সন্ধি করিয়াছি, তাহা ভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিব না । আমি আপনাদিগের বন্ধুত্ব ও সাহসের উপর নির্ভর করি । অতএব মহাশয় পাঠান সৈন্যদলের সহিত যুদ্ধকালে আমাকে সাহায্য দানে বাধিত করিবেন । অধিক আর কি লিখিব ?

আমি যে অকপটতাচরণ করিতেছি, মহাশয় তাহা অনুগ্রহ-পূর্ব্বক স্বরণ রাখিবেন এবং আমি সরলভাবে মহাশয়ের নিকট অঙ্গীকার করিতেছি যে, ইংরেজের সহিত যে সন্ধি করিয়াছি, তাহা কদাচ ভঙ্গ করিব না ।

আপনি নিশ্চয় জানিবেন যে, শত্রুদমনে আপনার সাহায্য করিতে আমি ঈশ্বর সমক্ষে প্রতিশ্রুত হইয়াছি । আমি ফরাসীদিগকে এক কপর্দকও দান করি নাই ; আর হুগলীতে যে আমার সৈন্য আসিয়াছিল, তাহা ফৌজদার নন্দকুমারের জন্য । ফরাসীরা কখন আপনার সহিত কলহ করিতে সাহস করিবে না । আমার বিশ্বাস যে, আপনিও আমার সুবেদারীর অন্তর্ভুক্ত গঙ্গার উপকূলবর্ত্তী দেশসমূহে গোলযোগ উপস্থিত করিবেন না ।

নবাবের পত্র ।

১০ই মার্চ ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ ।

আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার পত্রের যে জবাব দিয়াছিলেন, তাহা আমি প্রাপ্ত হইয়াছি । পত্রপাঠে জানিলাম যে, এখন আমার উপর আর সন্দেহ নাই । আপনি আমার বাক্য অনুযায়ী চন্দননগর আক্রমণ করিতে বিরত হন এবং তাহাদের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠান । আপনি লিখিয়াছেন,—চন্দননগরবাসী ফরাসীরা বলে যে, তাহাদের সন্ধি করিবার কোন ক্ষমতা নাই । ফরাসীদিগের এ রীতি চিরপ্রসিদ্ধ বটে । একজন কুশলচারী সন্ধি করিল, তাহার উদ্ধতন কুশলচারী আসিয়া বলিলেন, আমি এ সন্ধির দ্বারা বাধ্য হইব না । অতএব এরূপ লোকদিগের সহিত সন্ধি করিয়া কিরূপে নিশ্চিত থাকি যাইতে পারে ? আমি ফরাসীদিগকে সাহায্য করিবার অভিপ্রায়ে মহাশয়কে তাহাদিকে আক্রমণ করিতে নিষেধ করি নাই । শুদ্ধ মাত্র তাহারা আমার প্রজা বলিয়াই, এবং দেশে গোলযোগ হইবে না, এই ভাবিয়াই মহাশয়কে তাহাদের সহিত সন্ধি করিতে বলি । শত্রু যদি ক্ষমাভিক্ষা করে, দয়ালু লোক তাহা দিতে কুণ্ঠিত হয় না । মহাশয় অতিশয় দয়ালু ও সন্ধিবেচক লোক । অতএব আপনার বিবেচনায় যাহা ভাল হয় তাহা করিবেন ।

আডমিরালের পত্র ।

২৬শে মার্চ ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ ।

আপনি আমাকে অনেকগুলি পত্র লিখিয়াছেন ; কিন্তু আমি কুঠীর কার্য্যে ব্যস্ত থাকাতে তাহার উত্তর দিতে অবকাশ পাই

নাই। সে অপরাধ মহাশয় মার্জনা করিবেন। এক্ষণে অত্যন্ত আনন্দের সহিত মহাশয়কে জানাইতেছি যে, গতমাসের ২৩শে তারিখে দুই ঘণ্টা কাল ঘোরতর বুদ্ধের পর মহাশয়ের আশীর্বাদে এবং ঈশ্বরের অনুকম্পায় আমরা ফরাসিকেলা দখল করিয়া লইয়াছি। অধিকাংশ শত্রু আমাদের হস্তে বন্দী হইয়াছে। কেবল তাহাদের অল্পসংখ্যক লোক জিনিষপত্র লইয়া পলায়ন করিতে সক্ষম হইয়াছে। পলাতকদিগের অনুসরণার্থ একদল সৈন্য প্রেরণ করিয়াছি। আমি আশা করি, মহাশয় আমার কার্যে রুগ্ন হইবেন না, আর যাহাতে আমার সৈন্যগণ আপনার প্রজাবর্গের অনিষ্ট না করে, তাহার জ্ঞা আমি কড়া হুকুম দিয়াছি।

আমি যে সন্ধি অনুযায়ী ঠিক কার্য করিব, তাহা আমি মহাশয়কে অনেকবার বলিয়াছি এবং পরস্পরের শত্রুদমনে সহায়তা করিতে আপনিও প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। অতএব আমার যে সকল শত্রু মহাশয়ের নিকট বাস করিতেছে, তাহাদিগকে জিনিষপত্রসমেত আমার নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

আপনি ড্রেক সাহেব সম্বন্ধে আমাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার বিষয় আমি তাঁহাকে জানাই। মাণিকচাঁদের নিকট ড্রেক সাহেব আপনার সম্বন্ধে যে সকল অসন্তোজনক কথা ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহাতে আপনি তাঁহার প্রতি রুগ্ন হইয়াছেন, একথা তাঁহাকে (ড্রেক সাহেবকে) জানাই ও আপনার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলি। তিনি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন এবং এক্ষণে আপনি বোধ হয়, তাঁহাকে ক্ষমা করিতে সন্মত হইবেন। ভবিষ্যতে যাহাতে আর এরূপ ব্যবহার না হয়, সে বিষয়ে আমি যত্নবান থাকিব।

আপনার এই মাসের ২২শে তারিখের পত্র পাঠে অবগত হইলাম যে, মাণিকচাঁদ বর্দ্ধমান বিভাগের রাজস্ব দিতে অসম্মত হওয়াতে, আপনি রায় দুলাভরাম বাহাদুরকে তথায় পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন; তাঁহার যাত্রার কারণ আপনি যখন স্বয়ং নির্দেশ করিয়াছেন, তখন আমি আর শঠলোকের কুমন্ত্রায় ভুলিব না। আপনার সহিত আমাদের বন্ধুত্ব বজায় রাখাই আমার উদ্দেশ্য। আমি কখনও প্রবঞ্চক লোকের কথায় আর বিশ্বাস করিব না। আমাদের পরস্পরের ভিতর বিবাদ বাধাইয়া দেওয়াই তাহাদিগের উদ্দেশ্য। আপনার রাজ-সভায় আমাদের অনেক শত্রু আছে। মহাশয় সন্নিবেচক লোক, 'ঐ সকল দুষ্ট লোকের কথার উপর বিশ্বাস করিয়া আমাদের দোষী সাব্যস্ত করিবেন না। যাহাতে ভবিষ্যতে এরূপ লোক আপনার সাক্ষাতে আমাদের নিন্দা করিয়া আপনাকে প্রতারিত না করিতে পারে, তজ্জ্ঞ আমি মেজরকে আপনার নিকট প্রেরণ করিতেছি। তিনি আপনার নিকট আমার মনোভাব ব্যক্ত করিবেন। তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিলে, আপনাকে আর কখন প্রতারিত হইতে হইবে না। অধিক আর কি বলিব ?

আডমিরালের পত্র।

৩১শে মার্চ ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ।

চন্দননগর আক্রমণ বিষয়ে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা সমস্তই আমি আপনাকে লিখিয়া পাঠাইয়াছি। মহাশয় আপনার অঙ্গীকার মত কার্য করেন নাই শুনিয়া আমাকে পুনরায় পত্র লিখিতে হইল। অঙ্গীকারমত কার্য করিবেন বলিয়া আপনি যেরূপ

বারংবার স্বীকার করিয়াছেন, এক্ষণে আপনার সেইরূপ কার্য করা উচিত। কোম্পানির যে কামান আপনার নিকট আছে, তাহা আপনি ওয়াট সাহেবকে ফিরাইয়া দিন; আর যে সকল ফরাসী আপনার নিকট আছে, তাহাদিগকে বন্দী করিয়া আমার নিকট প্রেরণ করুন। তাহা হইলে, আমাদের বন্ধুত্ব বজায় থাকিবে এবং আপনার রাজোচিত কার্য্য হইবে। আপনি নিশ্চয় জানিবেন যে, যে ব্যক্তি ইহার বিপরীত পরামর্শ আপনাকে দেয়, সে আপনার শত্রু। দেশে যুদ্ধ বাধাইয়া দেওয়াই তাহার উদ্দেশ্য। আপনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ না করিলে, আমি কখনই আপনার শত্রু হইব না। আপনার সহিত চিরকাল সদ্ভাব রাখিয়া বাস করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

আমি যখন এই পত্র লিখিতেছিলাম, তখন শুনিতে পাইলাম যে, পলাতক ফরাসীরা আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। যদি আপনি তাহাদিগকে আশ্রয় দেন, তাহা হইলে আমি এই সিদ্ধান্ত করিব যে, আপনি তাহাদিগের উপর কৃপাদৃষ্টি করেন এবং ইংরেজদিগের সহিত বন্ধুত্ব করা আর আপনার অভিপ্রেত নহে। আপনি কি একবার আমাদের সৈন্তের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পুনরায় সাহায্যপ্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করেন নাই?

আডমিরালের পত্র ।

২রা এপ্রেল ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ ।

(চন্দননগর ।)

আমি শুনিলাম যে, আমাদের জাহাজগুলি এখানে রহিয়াছে বলিয়া এবং আমাদের সৈন্তগণ হুগলীতে রহিয়াছে

বলিয়া, আপনি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। আমি দেখিতে পাইতেছি যে, আমাদের উপর আপনার রাগ আছে বলিয়া, শত্রুরা বোধ হয় বুঝাইতেছে যে, আমাদের সৈন্তগণ আপনার সহিত যুদ্ধ করণার্থ মুরশিদাবাদ যাইতে মনস্থ করিয়াছে। কিন্তু তাহারা কি জানে যে, যদি তাহাদের চাতুরী একবার জগতসমক্ষে প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে সবিশেষ লাঞ্ছিত হইতে হইবে? আপনি এই সকল মিথ্যা কথা বিশ্বাস করিয়াছেন শুনিয়া আমি অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইয়াছি। আপনি বীর পুরুষ এবং বীর পুরুষের ইহা জানা উচিত যে, যতদিন আপনার সাম্রাজ্য আমাদের শত্রু থাকিবে, ততদিন তাহাদিগকে অনুসরণ করিতে কখনও আমরা বিরত হইব না। যতপি আপনি আমাদের শত্রু-সমূহ ও তাহাদিগের ধনসম্পত্তি আমাদের নিকট পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে আমাদের জাহাজ ও সৈন্তগণ কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবে এবং তাহা হইলে আমি জানিতে পারিব যে, আপনি যথার্থই আমাদের শত্রুকে আপনার শত্রু বলিয়া মনে করেন।

নবাবের পত্র ।

২২শে মার্চ ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ ।

আমি যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি এবং যাহাতে আমি একবার হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তাহা সম্পন্ন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। ওয়াট সাহেব যাহা চাহেন, তাহা করিয়াছি এবং যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহা ১৫ই তারিখের ভিতর শেষ করিব। এ কথা ওয়াট সাহেব আপনাকে জানাইয়াছেন; কিন্তু তথাপি দেখিতেছি,

আপনি আপনার অঙ্গীকার ভঙ্গ করিতেছেন। আপনার সৈন্তদল হুগলী, ইন্গুলি, বর্ধমান, নদীয়া প্রভৃতি স্থানে লুটপাট করিতেছে। এ ছাড়া গোবিন্দরাম মিত্র, রামধন ঘোষের পুত্রের দ্বারা নন্দকুমারকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে, কালিঘাট কলিকাতার অন্তর্ভুক্ত; সুতরাং এ স্থানটি তাঁহার দখলে থাকিবে। আমার বোধ হয়, এই স্থানটি আপনার অজ্ঞাতসারেই দখল করা হইতেছে। অত্যায যুদ্ধবিগ্রহে উভয় পক্ষের কতকগুলি সৈন্তনাশ না হয় এবং প্রজাবর্গের অনর্থক উৎপীড়ন না হয়, এই কারণেই আপনার সঙ্গে সন্ধি করিয়াছিলাম। আপনার সঙ্গে আমার বন্ধু-ভাব যাহাতে দিন দিন বৃদ্ধি পায়, সে পক্ষে আপনার চেষ্টা থাকা উচিত এবং আপনার যদি ইহা অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে উক্ত গোবিন্দরাম মিত্র ভবিষ্যতে যাহাতে আর কোন অত্যায কার্য না করেন, এরূপ বন্দোবস্ত করিবেন। আর ঈশ্বরকে শাক্ষী করিয়া বলিতেছি, আমি কখনই সন্ধি ভঙ্গ করিব না। এ বিষয়ে ওয়াট সাহেবের সহিত যে কথাবার্তা হইয়াছে, তাহা আপনি তাঁহার পত্রে অবগত হইবেন।

পুনশ্চ। আমি শুনিতেছি যে, ফরাসীরা দাক্ষিণাত্য হইতে অনেক সৈন্তসামন্ত লইয়া আপনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আসিতেছে। যদি আপনি সাহায্যার্থ আমার সৈন্তসামন্ত চাহেন, তবে আমাকে তাহা জানাইবেন। তাহারা আপনার সাহায্যার্থ প্রস্তুত রহিল।

আডমিরালের পত্র ।

৩রা এপ্রিল ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ।

আপনি অহুগ্রহ করিয়া গত মাসের ২২শে তারিখে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা আমি সবে মাত্র আজ পাইলাম। আপনি এই পত্রের শীঘ্র জবাব দিবার জন্ত যেরূপ বিশেষ করিয়া অহুরোধ করিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যাইতেছে যে, আপনি যাহা জানিতে চাহেন, তাহা আমার লিখিত শেষ তিন তিনখানি পত্রে কিছুই পান নাই। আপনার এই পত্রের উত্তর পাঠাইতেছি। ইহাতে আপনি সমস্ত বিষয় অবগত হইবেন এবং ইহাও বুঝিতে পারিবেন যে, আমি কত শীঘ্র আপনার পত্রপ্রাপ্তি স্বীকার করি। আপনি অঙ্গীকার অক্ষুণ্ণ রাখিবেন, ইহা বরাবর জানাইয়া আসিয়াছেন বলিয়া, আমার আশা হইয়াছে যে, আপনি আমার শত্রুদিগকে তাহাদের ধনসম্পত্তি সমেত আমার হস্তে সমর্পণ করিবেন এবং সন্ধিপত্রে উল্লিখিত বিষয়গুলি স্বীকার করিবেন। সন্ধি সম্বন্ধে যাহা বাকি আছে, আপনি ১৫ই তারিখের ভিতর তাহা সম্পন্ন করিবেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কাল ১৫ই তারিখ। আশা করি, কাল ওয়াট সাহেবের মুখে শুনিতে পাইব যে, আপনি অঙ্গীকার প্রতিপালন করিলেন। আপনি লিখিয়াছেন যে, আপনি যতই আমাদিগের সহিত সন্ধি বজায় রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন, আমি ততই তাহার ভঙ্গ করিতে চেষ্টা করিতেছি। আমি বলিতেছি যে, আপনি এ বিষয়ে প্রতারণিত হইয়াছেন। সে প্রতারণা মাণিকচাঁদ ভিন্ন আর কেহই নহে। আপনি বলেন, আমরা হুগলী, নদীয়া প্রভৃতি স্থান লুটপাট করিয়াছি। আমার বোধ হয়, মাণিকচাঁদ

২৮৫

আ

হু

৫

৬

৭

৮

৯

এই সব স্থানের রাজস্ব হইতে অব্যাহতি পাইবার প্রার্থনায় আপনাকে আমার নামে মিথ্যা কথা বলিয়াছে। আপনার সহিত সন্ধি হইবার পর আমাদিগের সৈন্তেরা স্থলপথে ঝাঁকি খুসার হইতে চন্দননগর পর্যন্ত গিয়াছিল। তাহারা বর্ধমান পর্যন্তও যায় নাই। ফরাসীদিগকে জয় করিবার পর যদিও তাহারা ফরাসী-দিগকে অনুসরণ কবিবার নিমিত্ত কিছু দূর বেশী গিয়াছিল; কিন্তু আজ্ঞা পাইবামাত্রই তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়াছিল। ইহা হইতে কি আপনি সিদ্ধান্ত করিতে পারেন যে, আমাদিগের সৈন্তেরা হুগলি, ইনগলি, বর্ধমান, নদীয়া প্রভৃতি স্থানসমূহ জুটপাট করিতেছে? সেই জন্তই বলিতেছি যে, আপনি প্রতারণিত হইয়াছেন। আমাদিগের উপর আপনার বিরক্তি জন্মানই প্রতারকের উদ্দেশ্য। আমাদিগের নামে এইরূপ মিথ্যা বলিবার আর কি উদ্দেশ্য হইতে পারে? আর গোবিন্দরাম মিত্র যথার্থ আমার আজ্ঞাসারে এই সকল কার্য্য করিয়াছে। এ সম্বন্ধে আমি তদন্ত করিব।

গোবিন্দরাম মিত্র পুনরায় যাহাতে এরূপ কার্য্য না করে, তজ্জন্ত আমি বিশেষ চেষ্টা করিব এবং তাহার এই উপস্থিত কার্য্যের জন্ত তাহাকে ভৎসনা করিতে কুণ্ঠিত হইব না।

আর বোধ হয় বেশী বলিতে হইবে না,—সন্ধি অক্ষুণ্ণ রাখিতে আমার কিরূপ অটল প্রতিজ্ঞা এবং প্রতিমুহূর্তেই আমাদের সভাব-প্রীতি কিরূপ সম্বদ্ধিত হইতেছে। এখন বোধ হয় আপনি আমার কথা বিশ্বাস করিতে পারিবেন এবং আমাকে পূর্বে প্রবঞ্চক বলিয়া যে আপনার ভুল বিশ্বাস হইয়াছিল, উহা বোধ হয়, এখন অপসৃত হইয়াছে। আমি কখন আপনার সহিত প্রবঞ্চনা করিব না। সজ্জন লোক কখন প্রবঞ্চনা করেন না এবং যিনি যথার্থ

বীর তিনি প্রবঞ্চনাকে গার চক্ষে দেখেন। আপনি আমাকে দাক্ষিণাত্য-ফরাসী-বার্তা পাঠাইয়া অতিশয় বাধিত করিয়াছেন এবং আমাকে সময়মত সাহায্য করিবেন বলিয়া যে আশ্বাস দিয়াছেন, তাহার জন্ত আমি আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। দাক্ষিণাত্য হইতে যদি ফরাসী এত অধিক সংখ্যক সৈন্ত লইয়া আইসে যে, তাহাদিগের সম্মুখীন হওয়া আমাদের পক্ষে দুর্ভহ হইবে, তাহা হইলে তখন আপনার সাহায্য প্রার্থনা করিব। উপস্থিত আপনার দেশের শান্তিরক্ষার্থ কয়েদী ফরাসী-দিগকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিন। বন্দী ফরাসীগণ আমার নিকট থাকিলে, আগন্তুক ফরাসীগণ আর আমাদিগের সহিত কোনরূপ গোলযোগ করিতে পারিবে না। বন্দী ফরাসীদিগকে যদি আমার নিকট পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে আপনার সততার পরিচয় পাইব। চির-শান্তি সংস্থাপনের এই সুযোগ। যদি আপনি সুযোগ নষ্ট করেন, তাহা হইলে উহা পুনরায় ফিরিয়া পাইবেন না। মনুষ্যের কার্য্যের উপর যাঁর অসীম ক্ষমতা, সেই পরম কারুণিক ঈশ্বরই যেন আমাকে শত্রু-জয় করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন। আমি যে শ্রায়তঃ যুদ্ধ করিতেছি, তিনিই তাহা দেখিতেছেন এবং আবশ্যকমত আমাকে সাহায্য করিতেছেন। আমি যে সকল প্রস্তাব করিয়াছি, তাহা সম্পন্ন করিতে বিলম্ব করিবেন না। ঈশ্বর এবং তাহার দূতগণকে সাক্ষী মানিয়া, আপনি আমার শত্রুকে আপনার শত্রু বলিয়া মনে করিবেন বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা রক্ষা করিবার এই উপযুক্ত সময়। আসুন, আমরা দুই দলে এক হইয়া যাই। তাহা হইলে আমাদিগের ভিতর চির-শান্তি বিরাজ করিবে এবং আমাদিগের

শত্রুবর্গ আমাদিগকে একত্ৰীভূত দেখিয়া কখনই আমাদিগের বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে সাহস করিবে না। আমি যাহা লিখিলাম, তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন। যাহাতে দেশের একতা ও শান্তি বিরাজ করে, তাহাই আমার আন্তরিক বাসনা। আমার সাধুতার নিদর্শন স্বরূপ আপনাকে জানাইতেছি যে, আমি আমাদিগের জাহাজগুলি কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতে আজ্ঞা করিয়াছি। ইহাতে বোধ হয়, আপনি সন্তুষ্ট হইবেন। আর অধিক কি লিখিব?

নবাবের পত্র।

১৪ই এপ্রিল ১৭৫৭ খৃঃাব্দ।

আপনার পত্র অনেকবার পাইয়াছি। আপনি শারীরিক ভাল আছেন জানিতে আরিয়া আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমি আপনার সমস্ত পত্রের মর্ম গ্রহণ করিতে পারিয়াছি। আপনার সম্ভ্রামের জ্ঞান এবং আমরা একজনের শত্রুকে অপরের শত্রু বলিয়া মনে করিব বলিয়া, আমাদিগের পরস্পরের যে সন্ধিসম্বন্ধ হইয়াছে, তাহা প্রতিপালন করিবার জ্ঞান আপনাকে জানাইতেছি যে, আমি ল সাহেব এবং তাঁহার সমস্ত অনুচরবর্গকে দেশ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিয়াছি এবং আমার নায়েব ও ফৌজদারদিগকে বিশেষরূপে সতর্ক করিয়া দিয়াছি যে, তাহারা যেন ফরাসীদিগকে আমার রাজ্যের কোন অংশে থাকিতে না দেয়। আমি প্রত্যেক যুহুর্ন্তে আপনাদিগকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি। যদি ফরাসীরা বহুসংখ্যক কিসা অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া আপনার

বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে আইসে, তাহা হইলে ঈশ্বর এবং তাঁহার দূতগণকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি যে, আপনি পত্র লিখিবার মাত্রই, আমি সৈন্য আপনার সাহায্যার্থে গমন করিব,—আপনি এ বিষয়ে নিশ্চিত থাকুন। আমি আমার পত্রে এবং সন্ধি-পত্রে যে সমস্ত স্বীকার করিয়াছি, তাহা পালন করিতে যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিব। আপনি যে ফরাসীকুঠী ও বাণিজ্য-দ্রব্যের কথা লিখিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমার বক্তব্য শুনুন। আমি শুনেতেছি, ফরাসী বণিকদল দেশীয় লোকদিগের নিকট হইতে টাকা ধার করিয়াছে এবং তাহাদিগের হস্তে আমার প্রজার অনেক টাকা পড়িয়া রহিয়াছে। আমি যদি ফরাসীদিগের ধনসম্পত্তি আপনার নিকট পাঠাইয়া দিই, তাহা হইলে তাহাদিগের পাওনাদারদিগকে কি বলিয়া বুঝাইব? আপনি আমার মঙ্গলাকাজক্ষী ও বন্ধু। আপনি আমাকে সৎ পরামর্শ দিয়া বাধিত করুন।

আমি পূর্বে বলিয়াছি এবং এখনও পর্যন্ত বলিতেছি যে, ইংরেজদিগের যদি যথার্থ বাণিজ্য করিবার অভিপ্রায় থাকে, তাহা হইলে আপনি আর কপট লোকের দ্বারা চালিত হইয়া অঙ্গীকার-বিরুদ্ধ প্রস্তাব করিবেন না। শান্তিভঙ্গ করা ভিন্ন এই সকল কপট লোকের আর কিছুই উদ্দেশ্য নহে। আমার স্বহস্তে লিখিত ও মোহরাক্ষিত অঙ্গীকার-পত্র ত আপনাদিগের হস্তে রহিয়াছে। যতপি আপনাদিগের কলহ করিবার অভিপ্রায় না থাকে, তাহা হইলে আমাকে কোন বিষয় লিখিবার আবশ্যক হইলে, আপনার সেই সন্ধিপত্রে একবার দৃষ্টিপাত করিবেন।

ওয়াট সাহেবের মুখে আপনি অত্যাণ্ড বিষয় জানিতে পারিবেন। অধিক আর কি লিখিব? যদিও আপনি আপনার যথার্থ সন্ধি

বজায় রাখিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে সন্ধি-সর্তের বিরুদ্ধ হয়, এমন কোন পত্র লিখিবেন না।

আডমিরালের পত্র ।

১৯শে এপ্রেল ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ ।

আপনার এই মাসের ১৪ই তারিখের পত্র পাইয়া জানিতে পারিলাম যে, আপনি আমার পূর্ব পত্রগুলি পাইয়াছেন। আমার পূর্ব পত্রগুলির সময়মত উত্তর না দেওয়াতে আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, আপনার আমাদিগের জাতির উপর পূর্বে যেরূপ সখ্য-ভাব ছিল, তাহা ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। আমার পদগৌরবের সম্মানার্থ পত্রের শীঘ্র শীঘ্র উত্তর দেওয়া উচিত ছিল। আপনার এ সম্বন্ধে তচ্ছল্য ভাব আমাদিগের স্বদেশীয় রাজাকে অপমান করা ব্যতীত আর কিছুই নহে। তিনিই আমাকে প্রজাদিগের কষ্ট দূরীকরণার্থ ভারতবর্ষে পাঠাইয়াছেন।

আমি আপনার পত্র পাঠ করিয়া নিম্নলিখিত বিষয়টি অবগত হইলাম। আপনি লিখিয়াছেন যে, আমাদিগের সন্তোষবিধানার্থ এবং একের শত্রুকে অপরের শত্রু মনে করিব বলিয়া আমরা পরস্পর যে অঙ্গীকার করিয়াছি, সেই অঙ্গীকার প্রতিপালন করিবার নিমিত্তে আপনি ল সাহেবকে তাহার অনুচরবর্গের সহিত দেশ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিয়াছেন এবং বিশেষরূপে নিষেধ করিয়াছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। আপনি যে আমাদিগের উপর কৃপা-দৃষ্টি করেন, কোম্পানির কর্মচারী এবং ওয়াট সাহেব তাহার বিষয় আমাকে সদাসর্বদা লিখিয়া থাকেন। তিনি যে সকল

বিষয়ের কথা লিখিয়া থাকেন, তাহা কখন কার্য্যে পরিণত হয় নাই এবং আপনি ১লা রাজব (২২শে মার্চ) তারিখের পত্রে যে বিষয় লিখিয়াছেন, তাহাও এখন পর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত হয় নাই। আপনি ঐ পত্রে ১৫ই তারিখের ভিতর সমস্ত সন্ধিসর্ত স্বীকার করিবেন বলিয়া লিখিয়াছিলেন। আপনি কি সমস্ত সর্ত স্বীকার করিয়াছেন? বোধ হয়, না। তাহা হইলে, আপনার কার্য্যগুলি অঙ্গীকার-বিরুদ্ধ দেখিয়া, আপনার সকল কথায় কেমন করিয়া বিশ্বাস করিতে পারি? যখন আপনি ল সাহেব এবং তাঁহার অনুচরবর্গকে পাটনায় যাইবার নিমিত্তে পরওয়ানা দিয়াছেন, আপনি যে ফরাসীদিগের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করিবেন, তাই বা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিতে পারি? এই কি বন্ধুত্বের নিদর্শন? এইরূপে কি আপনি আমাকে সাহায্য করিবেন? আপনি একরূপ বলিয়া অপরূপ কার্য্য করেন। আপনি আমাকে সাহায্য করিবেন বলিয়া আমার শত্রুবর্গকে আশ্রয় এবং বারুদ প্রভৃতি যুদ্ধের উপকরণ সামগ্রী প্রদান করেন নাই কি? আপনি কি তাহাদিগকে তিনটি কামান লইয়া যাইতে অনুমতি দেন নাই? আপনি ফরাসীদিগের ধন-সম্পত্তি তাহাদিগের পাওনাদারদিগকে দিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। তাহা অতি উত্তম হইয়াছে। ধনসম্পত্তিকে আমি তুচ্ছ বলিয়া জ্ঞান করি এবং উহার নিমিত্তে আমি ভারতবর্ষে আসি নাই। আমি অনেকবার বলিয়াছি এবং এখন পর্য্যন্ত বলিতেছি যে, যতদিন পর্য্যন্ত একজন ফরাসী এদেশে থাকিবে, ততদিন আমি তাহাকে অনুসরণ করিতে বিরত হইব না। কিন্তু যতপি তাহারা স্বয়ং আসিয়া আত্ম-সমর্পণ করে, তাহা হইলে আমি তাহাদিগের উপর

দয়া প্রদর্শন করিব। আম সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, যাহারা আমার হস্তে পড়িয়াছে, তাহারা সুখস্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে। এইরূপ দয়া প্রদর্শন করা কিন্তু যুদ্ধের রীতি নহে।

যতপি আপনি অঙ্গীকারের বিষয় বিস্মৃত হইয়া না থাকেন, তাহা হইলে আমার নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি অনুমোদন করিবেন। কাশিমবাজারে শীঘ্রই আমাদিগের সৈন্য যুদ্ধ-যান করিবে এবং ঐ স্থানটি সৈন্যবাহ দ্বারা যথোচিত বেষ্টিত হইলেই, আমি ইচ্ছা করি, আপনি পাটনাতে স্থলপথে দুই সহস্র সৈন্যের নিরাপদে পৌঁছিবার জন্ত একখানি দস্তক দিবেন। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে, ঐ সৈন্য যাত্রাকালে তদেশবাসীদিগের উপর কোনরূপ অত্যাচার করিবে না। ফরাসীদিগকে অবরোধ করা এবং আপনার রাজ্যে শান্তি সংস্থাপন করাই এই সৈন্য পাঠাইবার একমাত্র উদ্দেশ্য। যতদিন ফরাসীদিগের সহিত আমাদিগের যুদ্ধ বিগ্রহ চলিতে থাকিবে, ততদিন আপনার রাজ্যে শান্তির সম্ভাবনা নাই। পাটনায় সৈন্য পাঠাইবার দরুণ, আপনার প্রজাবর্গের কোন অনিষ্টপাত হইবে, যদি এক্ষণে আশঙ্কা করেন, তাহা হইলে ঐ সৈন্যদলের সঙ্গে আপনার বিশ্বস্ত কয়েকজন হরকরা পাঠাইতে পারেন। তাহারা সময়ে সময়ে সৈন্য-দলের ত্রায় অত্রায় আচরণের বিষয় আপনাকে জ্ঞাত করিতে পারিবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন যে, তাহাদিগের নিকট হইতে কোন মন্দ খবর শুনিতে পাইবেন না।

কোম্পানীর অধিকারে যে কামানগুলি আছে, তাহা না পাঠাইয়া ওয়াট সাহেবকে কেবল দশটি কামান পাঠাইলেন কেন? আপনি মনে করিতেছেন, কোন স্বার্থপর দুষ্ট লোকের পরামর্শে

আমি আপনার নিকট অঙ্গীকার-বিরুদ্ধ কোন অযথা প্রস্তাব করিয়াছি। তদুত্তরে আমায় বলিতে সাহস দিন যে, আমি এপর্যন্ত অঙ্গীকারবিরুদ্ধ কোন প্রস্তাব করি নাই এবং আপনি ইহাও জানি বেন যে, স্বার্থপর দুষ্টলোকের পরামর্শ গ্রহণ করা আমি অযশস্কর মনে করি। আপনি অঙ্গীকার মানিয়া চলিবেন। এতদ্ব্যতীত অধিক কিছু আপনার নিকট প্রত্যাশা করি না। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে অঙ্গীকার-প্রতিপালনে শৈথিল্য প্রকাশ করিতে দেখিব, ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ বিষয়ে আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে বাধ্য হইব। আপনাকে এক্ষণে লিখিলে, যদি বিরজিত বোধ করেন, তবে অঙ্গীকারানুরূপ কার্য করিয়া আমাকে ওরূপ ভাবে লেখা হইতে বিরত করুন। আপনি লিখিয়াছেন যে, আমাকে পত্র লিখিবার পূর্বে আমাদের অঙ্গীকার-পত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। তদুত্তরে আমি বলি যে, তদ্বিষয়ে আমার বিশেষ লক্ষ্য আছে। সন্ধিপত্রের বিরুদ্ধ প্রস্তাব আমি কখন করিয়াছি, যদি আপনি দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে আমার ভ্রমস্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। যতদিন পর্যন্ত তাহা দেখাইতে না পারেন, ততদিন পর্যন্ত আপনি যে আমার প্রতি অযথা দোষারোপ করিতেছেন, তাহাই প্রমাণিত হইবে।

দেশের শান্তি-রক্ষা করা ব্যতীত আমার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য নাই। কতকগুলি অর্থ সংগ্রহ করা আমি ঘৃণাজনক বোধ করি। সর্বান্ত-য্যামী ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া আমি বলিতেছি যে, আমি যাহা লিখিতেছি, তাহা সত্য ভিন্ন মিথ্যা নহে। এই জন্ত আপনাকে বলিতেছি যে, দেশের শান্তি-রক্ষা করা যদি আপনার বাঞ্ছনীয় হয়, তবে অঙ্গীকার করিতে প্রস্তুত হইয়া অঙ্গীকার ভঙ্গ করিবেন

না এবং অঙ্গীকার রক্ষা করিবার জন্য আপনাকে আশ্রয় যেন আর অনুরোধ করিতে না হয় । আপনার রাজ্যে শান্তি বিরাজ করুক ; পরম অহিতকর যুদ্ধবিগ্রহ স্থগিত হইয়া বাণিজ্য-ব্যবসায় পুনঃপ্রবর্তিত হউক এবং প্রজাবর্গ শান্তিস্থ উপভোগ করুক । ইহা ভিন্ন আমার অন্য উদ্দেশ্য নাই এবং এই উদ্দেশ্য যাহাত্রে সফল হয়, আপনিও তাহাই করুন ।

নবাবের পত্র ।

১৫ই জুন ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ ।

প্রতিজ্ঞানুসারে ওয়াট সাহেবকে যাহা যাহা দিবার কথা ছিল, প্রায় সমস্তই দিয়াছি, কিছু অবশিষ্ট আছে । মাণিকচাঁদের সম্বন্ধীয় বিষয়ের প্রায় বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিয়াছি । এ সকল সত্ত্বেও ওয়াট সাহেব, কাশিমবাজার ফ্যাকটরির কাউন্সিলের অপরাপর সাহেবগণ, বাগানে হাওয়া খাইবার ছল করিয়া, নিশিযোগে পলায়ন করিয়াছেন । ইহা অবশ্য শঠতাপরিচায়ক এবং সন্ধিভঙ্গের সূত্রপাত বলিতে হইবে । এই সকল কার্য আপনাদের জ্ঞাতসারে ও পরামর্শানুসারে হইয়াছে বলিয়া আমার উপলব্ধি হইতেছে । এই প্রকার যে হইবে, আমি ইতি পূর্বেই তাহা এক রকম ভাবিয়াছিলাম এবং এই রকম বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে মনে করিয়াই পলাণী হইতে সৈন্যদল প্রত্যাখ্যান করিতে আমার ইচ্ছা ছিল না । আমার পক্ষ হইতে যে সন্ধিভঙ্গ হয় নাই, ইহার জন্য আমি ঈশ্বরকে সর্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিই । আল্লা এবং মোল্লা এ বিষয়ে সাক্ষীস্বরূপ রহিলেন । যিনি প্রথমে অঙ্গীকার ভঙ্গ করিবেন, তিনিই তাহার কার্যের জন্য শাস্তি পাইবেন ।

সন্ধি-সর্ত

সিরাজুদ্দৌলার সহিত ইংরেজের যে সন্ধিসর্ত হইয়াছিল, স্থানান্তরে তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে । এই সন্ধি স্বীকার করিয়া কোম্পানী যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা এইখানে প্রকাশিত হইল,—

“বাঙ্গালা, বিহার এবং উড়িষ্যার সুবাদার নবাব মুন্সিরুদ মুল্লুক সিরাজুদ্দৌলার সমক্ষে আমরা (ইংরেজ ইষ্ট.ইণ্ডিয়া বণিক সম্প্রদায়) আমাদের লার্টসাহেবের সভাসদবৃন্দের স্বাক্ষর করিয়া এই সন্ধিপত্রে অঙ্গীকার করিতেছি যে, এই বণিক সম্প্রদায়ের কুঠির কার্য (যাহা নবাবের এলাকাভুক্ত) পূর্বের অঙ্গীকার মত চালান হইবেক, আমরা বিনা কারণে কোন লোকের অনিষ্ট করিব না, নবাবের এলাকাধীন কোন জমিদার, তালুকদার, দস্যু কিম্বা খুনী লোকের বিচার বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিব না এবং আমাদের পূর্ব অঙ্গীকার ভঙ্গ করিব না ।

আডমিরাল ওয়াটসন, কর্ণেল ক্লাইভ এবং কাউন্সিলের মেম্বর ড্রেক এবং ওয়াটের সহিত মীর মহম্মদ জাফরখাঁ বাহাদুর নিম্নলিখিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন,—

আল্লা এবং মোল্লাকে প্রত্যক্ষ জানিয়া শপথ করিতেছি যে, আমি নিম্নলিখিত সন্ধির প্রস্তাব সকল আজীবন মানিয়া চলিব ।

১ম । শান্তির সময় নবাব সিরাজুদ্দৌলা যে সব সন্ধিসর্ত স্বীকার করিয়াছিলেন, আমি সেই সব সর্ত স্বীকারে অঙ্গীকৃত বহিলাম ।

২য়। ভারতবাসী ইউন বা ইউরোপবাসী ইউন, যিনি ইংরাজের শত্রু, তিনি আমারও শত্রু।

৩য়। ভারতের স্বর্ণ স্বরূপ বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যাতে ফরাসীদিগের যে যে কারখানা ও বিষয়সম্পত্তি আছে, তৎসমুদায় ইংরেজাধিকারে থাকিবে। পুনরায় আমি ফরাসীদিগকে ঐ তিন প্রদেশে ব্যবসায় করিতে দিব না।

৪র্থ। নবাব কর্তৃক কলিকাতা সহরটি আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হওয়ায় ইংরাজের যাহা লোকসান হইয়াছে এবং একদল সৈন্য রাখিতে তাহাদের যাহা খরচ হইয়াছে, তাহার ক্ষতি-পূরণ স্বরূপ আমি তাহাদিগকে এক কোটি টাকা দিব (১,২৫০,০০০ পাউণ্ড)।

৫ম। কলিকাতাবাসী ইংরেজদিগের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠিত হওয়ায় তাহাদিগের ক্ষতিপূরণস্বরূপ আমি পঞ্চাশলক্ষ টাকা দিব (১২৫০,০০০ পাউণ্ড)।

৬ষ্ঠ। কলিকাতাবাসী জেন্ট (হিন্দু), মুর (মুসলমান), এবং অন্য বাসিন্দাদের দ্রব্যজাত লুণ্ঠিত হওয়ায় ক্ষতিপূরণস্বরূপ বিশ লক্ষ টাকা দিব (২৫০,০০০ পাউণ্ড)।

৭ম। কলিকাতাবাসী আরমেনিয়ানদের দ্রব্যজাত লুণ্ঠিত হওয়ায় আমি ক্ষতিপূরণ স্বরূপ সাত লক্ষ টাকা (৮৭,৫০০ পাউণ্ড) কলিকাতাবাসী ইংরেজ, হিন্দু, মুসলমান ও অন্যান্য জাতিদের মধ্যে উক্ত টাকা বিভাগ করিয়া দিবার ভার আডমিরাল ওয়াটসন, কর্ণেল ক্লাইভ, রজার ডেক, উইলিয়াম ওয়াটস, জেমস্ কিল-পাট্রিক, রিচার্ড বেকার প্রভৃতি সাহেব মহোদয়গণের উপর রহিল।

৮ম। পরিখাবেষ্টিত কলিকাতার অন্তর্ভুক্ত জমিদার দিগের

যে সকল বিষয় সম্পত্তি আছে, তাহা ভিন্ন পরিখার অপার পারে ইংরেজদিগকে বার শত বর্গ হস্ত প্রমাণ জমি দান করিলাম।

৯ম। কলিকাতার দক্ষিণে কুল্লী পর্যন্ত বিস্তৃত যে সকল জমি আছে, তাহা ইংরেজদিগের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হইল এবং তত্রস্থ কাম্‌চারিগণ অত্ৰ হইতে ইংরেজের তাঁবে কার্য্য করিতে থাকিবে। অত্ৰাণ জমিদারদিগের ত্ৰায় উক্ত কোম্পানি সরকারে কর সরবরাহ করিবেন।

১০ম। যখন আমি ইংরেজদিগের সৈন্যসাহায্য লইব, তখন উক্ত সৈন্যরক্ষার ব্যয়ভার বহন করিব।

১১। হুগলির দক্ষিণে গঙ্গার উপকূলে আমি কোন দুর্গ নির্মাণ করিব না।

১২। আমি উপরোক্ত তিনটি প্রদেশের দখল-অধিকার পাইলেই উল্লিখিত টাকা ইংরেজদিগকে কড়ায় গণ্ডায় হিসাব করিয়া দিব।

ইতি তারিখ ১৫ই রমজান, (জুন ১৭৫৭) মিরজাফরখাঁর শাসনের ৪র্থ বৎসর।

উপসংহার

পলাশীক্ষেত্রে বিজয়-লক্ষ্মী ইংরেজের অঙ্গগতা। পলাশীর যুদ্ধেই ইংরেজের সৌভাগ্য সূচিত। বাণিজ্যে বিশ্ববিজয়ী বণিক ইংরেজ এই সময় হইতেই বঙ্গদেশের, ক্রমে সমগ্র ভারতের শাসনকর্তা। এই সময় হইতেই ভারতের রাজদণ্ড,—মানদণ্ডধারী ইংরেজ বণিকের হস্তগত; ভারতের স্বর্ণ-সিংহাসন,—বিদেশীয় বৃটিশের অধিকৃত। পলাশী-প্রাঙ্গণেই ভারতে ইংরেজ-রাজত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। ছল-চাতুর্যে রণজিত হইলেও, পলাশী-সমরে ইংরেজের বিজয়-গৌরব বিঘোষিত। সুতরাং পলাশী-যুদ্ধের ইতিহাসও বহুতর।

ইতিহাসের মহৎ দোষ,—ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ। কিন্তু পলাশীর ইতিহাস লিখিতে যাইয়া, অনেক ইংরেজ ঐতিহাসিক স্ব স্ব পক্ষ সমর্থনের জন্ত বহু অলীক সিদ্ধান্ত এবং ভিত্তিশূন্য ঘটনায় ইতিহাসের উজ্জ্বল পৃষ্ঠা চিরকলঙ্কিত করিতে কুষ্ঠিত হয়েন নাই। ইংরেজ লিখিত পলাশীর ইতিহাসে ‘ব্ল্যাক-হোল’ বা ‘অন্ধকূপ’ একটি প্রধান পরিচ্ছেদ। ইংরেজি ইতিহাসে বর্ণিত সেই সার্ক শতাব্দী পূর্বে সংঘটিত অন্ধকূপ হত্যার বিবরণ পাঠ করিলে, এখনও ভয়ে বিষ্ময়ে অভিভূত হইতে হয়—শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে! ইংরেজ ঐতিহাসিকগণের

উপসংহার।

৩৩৩

এই অন্ধকূপ-বর্ণনায়, পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজের বিজয়-গৌরব কিঞ্চিদ্ভ্রাত্তও বর্ধিত হইয়াছে কি না, কিম্বা ঐতিহাসিকগণের স্বজাতি-মর্যাদার মাত্রা কিছু পরিমাণেও বৃদ্ধি পাইয়াছে কি না,—তাহা ইংরেজ ঐতিহাসিকগণই বলিতে পারেন; কিন্তু সাধারণবুদ্ধিসম্পন্ন সকল ব্যক্তিই নিঃসংশয়ে বলিবেন,—ইহাতে ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষিত হয় নাই। বাস্তবিকই পলাশীর ইতিহাসে অন্ধকূপের অস্তিত্ব বিষয়ে সংশয় হইয়া থাকে। মনে হয়,—‘অন্ধকূপ’-কাহিনী হলওয়েল সাহেবের স্বকপোল কল্পিত। হলওয়েল লিখিত ইতিহাসেই এই অমূলক অন্ধকূপ-কাণ্ডের নৃসংশ অভিনয়-বিবরণ লিপিবদ্ধ। অন্ধকূপে আবদ্ধ ১৪৬ জনের মধ্যে ১২৩ জনের মৃত্যু হইয়াছিল। অবশিষ্ট ২৩ জনের মধ্যে হলওয়েল একজন। অর্থাৎ হলওয়েল সাহেব অন্ধকূপের অস্তিত্ব নির্দেশে মূর্খপ্রমাণ। সুতরাং তাহার লিখিত বিবরণ মিথ্যা হইতে পারে না। এইরূপ ভ্রমে পড়িয়া অপর ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ হলওয়েল কল্পিত এই অমূলক ঘটনার আমূল রূতান্তে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছেন। অন্ধকূপহত্যা অমূলক,—তর্ক-যুক্তি-বিচারে এই গ্রন্থে তাহা বিশেষরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। উপসংহারে সে কথার পুনরুল্লেখ নিম্নয়োজন।

এক কথা বলিবার আছে। লিখিত ইতিহাস অপেক্ষা, প্রকাণ্ড স্থানে প্রতিষ্ঠিত স্মৃতিস্তম্ভ,—কীর্তি ঘোষণার বিশেষ বিজ্ঞাপন। অলীক ইতিহাসের বিবরণ অপেক্ষা, তাহার অভিনয়ন অধিকতর অনিষ্টকর। শুধু বিদ্বৎ-সমাজেই ইতিহাস পরিচিত;—সাধারণ জনসমাজের কয়জন ইতিহাসের সন্ধান রাখে? কিন্তু উচ্চশীর্ষ স্মৃতিস্তম্ভ সর্বকর্তে প্রকাণ্ড পথে দাঁড়াইয়া,

শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল পথিকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অন্ধকূপের কোন স্মৃতিস্তম্ভ এতদিন ছিল না; কেবল কয়েকজন ইংরেজ লিখিত কয়েকখানি ইতিহাসই এতদিন এই অলীক কাহিনী বিঘোষিত করিতেছিল। কালবশে এবং প্রতিবাদ-মূলক গ্রন্থাদির প্রকাশে, লোকের মন হইতে অন্ধকূপের ক্ষীণ স্মৃতি ক্রমেই অপসারিত হইয়া আসিতেছিল দেখিয়া, ভারতের ভূতপূর্ব বড়লাট লর্ড কর্জেন, ব্রিটিশ-ভারতের রাজধানী মহানগরী কলিকাতার বুকের উপর প্রকাণ্ড রাজপথে অন্ধকূপের স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপনের অভিলাষ করেন। “ইংরেজের জয়ে”র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইবার ছয় বৎসর পরে, ইংরেজি ১৯০২ সালের ডিসেম্বর মাসে, সহরের দক্ষিণ অঞ্চলে মর্শ্বর স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্তম্ভ কর্জেনের নিজব্যয়ে নিৰ্ম্মিত। স্তম্ভ প্রতিষ্ঠাকালে, আবরণ উন্মোচনের সময়, বক্তৃতায় লর্ড কর্জেন বলেন,—‘যাহারা হৃদয়ের তপ্তশোণিত দানে ভারতে ব্রিটিশ-রাজত্বের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে,—আমার স্বজাতি সেই সাহসী বীরগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন জন্ত এবং তাহাদের আত্মোৎসর্গের স্মৃতি-নিদর্শন স্বরূপ আমি এই মর্শ্বরস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করিলাম।’ লালদীঘির উত্তর পশ্চিমে, রাইটাস বিল্ডিং-বাড়ীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে, দৃঢ় কলেবরে দাঁড়াইয়া কর্জেন-প্রতিষ্ঠিত প্রস্তরস্তম্ভ ব্রিটিশের বীরত্ব গৌরব বিঘোষিত করিতেছে—পলাশীর পরিচয় জ্ঞাপন করিতেছে—অন্ধকূপের স্মৃতি, তথা কর্জেনের কীর্তি রক্ষা করিতেছে। স্তম্ভটী শ্বেতপ্রস্তরে নিৰ্ম্মিত, অষ্টকোণ, নাতিদীর্ঘ; শ্বেতপ্রস্তর নিৰ্ম্মিত অষ্টকোণ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ভিত্তিপ্রস্তর-অঙ্গে উত্তর, উত্তর-পশ্চিম, পশ্চিম, দক্ষিণ-পশ্চিম

এবং পূর্ব,—এই ছয় দিকে ছয় প্রকার বিজ্ঞাপন খোদিত।
ছয়খানি বিজ্ঞাপনের লিখিত বিবরণ নিয়ে উদ্ধৃত হইল।

উত্তর।

The names inscribed on the tablet
On the reverse side of this
Are the names of those persons
Who are known to have been killed,
Or to have died of their wounds,
During the Siege of Calcutta,
In June, 1756.
And who either did not survive
To enter the Black Hole prison
Or afterwards succumbed to its effects.

উত্তর-পশ্চিম।

To the Memory of
Edward Eyre, William Baillie,
Revd. Jervas Bellamy, John Jenks,
Roger Reveley, John Carse, John Law,
Thomas Coles, James Valicourt,
John Jebb, Richard Toriano,
Edward Page, Steplen Page,
William Grub, John Street,
Aylmer Harrod, Patrick John stone,
George Ballard Nathan Drake,
William Knapton, Francis Gosling,
Robert Byng, John Dodd,

Stair Dalrymple, David Clayton,
John Buchanan, and Lawrence Witherington,
Who perished in the Black Hole prison.

পশ্চিম।

This Monument

Has been erected by
Lord Curzon, Viceroy and Governor
General of India,

In the year 1902,

Upon the site
And in reproduction of the design
Of the Original monument
To the memory of the 123 persons
Who perished in the Black Hole prison
Of old Fort William.

On the night of the 20th of June, 1756.
The former memorial was raised by
Their surviving fellow-sufferer,
J. Z. Holwell, Governor of Fort William,
On the spot where the bodies of the dead
Had been thrown into the ditch of the ravelin.
It was removed in 1821.

দক্ষিণ-পশ্চিম।

To the Memory of—

Richard Bishop, Francis Hayes,
Collin Simson, John Bellamy,
William Scott, Henry Hastings,

Charles Wedderburn, William Dumbleton,
Bernard Abraham, William Cartwright,
Jacob Bleau, Henry Hunt,
Michael Osborne, Peter Carey,
Thomas Leach, Francis Stevenson,
James Guy, James Porter,
William Parker, Eleanor Weston and
Messrs. Cocker, Bendall, Atkinson, Jennings,
Reid, Barnet, Frere, Wilson,
Burton, Lyon, Hillier, Tilley and Alsop,
Who perished in the Black Hole prison.

দক্ষিণ।

To the memory of—

Peter Smith, Thomas Blagg,
John Francis Pickard, John Pickering,
Michael Collings, Thomas Best,
Ralph Thoresby, Charles Smith,
Robert Wilkinson, Henry Stopford,
William Stopford, Thomas Purnell,
Robert Talbot, William Tidecomb,
Daniel Macpherson, John Johnson and
Messrs. Whitby, Surman, Bruce,
Montrong, and Janniko, who perished
During the Siege of Calcutta.

পূর্ব।

The names of those who perished
In the Black Hole prison,
Inscribed upon the reverse side

ইং
ব্রি
ভি
ইং
ই

ই
নি
পা
শ

Of this monument,
Are in Excess of the list
Recorded by Governor Holwell
Upon the Original Monument.
The additional names, and
The Christian names of the remainder,
Have been recovered from oblivion
By reference to cotemporary documents.

বাঙ্গালা ১৩০৯ সালের ১২ই পৌষ তারিখের “বঙ্গবাসী”তে প্রকাশিত “অন্ধকূপ” নামক প্রবন্ধে কর্জনের এই স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা হইয়াছিল। প্রবন্ধটি নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:—

“জয় লর্ড কর্জনের জয়! এতদিন পরে “অন্ধকূপের” স্মৃতি-স্তম্ভ লর্ড কর্জনের কীর্তিস্তম্ভরূপে যুগে যুগে জাগিয়া রহিবে।

লর্ড কর্জন কলিকাতার লালদিঘীর উত্তর-পশ্চিম কোণে “অন্ধকূপের” স্মৃতি-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। প্রতিষ্ঠা অনেক দিনই হইয়াছিল; গত সপ্তাহের শুক্রবারে সাধারণের দৃষ্টি-গোচরার্থ লর্ড কর্জন কর্তৃক ইহার আবরণ উন্মোচিত হইয়াছে।

এইরূপ একটা স্মৃতি-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠার যে প্রয়োজন আছে, আজ কয়েক বৎসর পূর্বে লর্ড কর্জন বাহাদুরের মনোমধ্যে এই ভাব জাগিয়া উঠে। সেদিন স্মৃতি-স্তম্ভের আবরণ উন্মোচন-কালে তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন। তাঁহার কথায় বুঝিলাম, তাঁহার ভারতগমন সময়ে বস্তিদ্ সাহেব-কৃত পুরাতন কলিকাতা-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় পুস্তকখানি তাঁহার সঙ্গে ছিল। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে

নবাব সিরাজুদ্দৌলা কর্তৃক যে কথিত “অন্ধকূপ-হত্যা” কাণ্ড অমুষ্ঠিত হয়, লর্ড কর্জন বস্তিদের পুস্তক পড়িয়া ইহার সবিশেষ বিবরণ জানিয়াছেন। সেদিন তিনি নিজ মুখে এ কথা বলিয়াছিলেন।

লর্ড কর্জন বস্তিদের পুস্তক পড়িয়া প্রথম সেই অন্ধকূপ হত্যার বিবরণ সবিশেষ জানিতে পারেন, ইহা শুনিয়া আমরা যেন একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। বস্তিদের পূর্বে ইংরেজ-লিখিত ইতিহাসে এই অন্ধকূপ-বিবরণ লিখিত হইয়াছে। স্বয়ং হলওয়েল সাহেব তাঁহার “India Tracts” নামক গ্রন্থে অন্ধকূপ হত্যার বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়াছেন। অত্যাণ্ড ইংরেজ ইতিহাস-লেখক হলওয়েলের লিখিত গ্রন্থ হইতে এই অন্ধকূপ-বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। “অন্ধকূপ-হত্যার” অমুষ্ঠান যে সময় হইয়াছে বলিয়া কথিত, সেই সময় হলওয়েল সাহেব কলিকাতার দুর্গে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাকেও অন্ধকূপে বন্দী করা হইয়াছিল। এইরূপ লিখিত আছে যে, ইনি “অন্ধকূপ”-হত্যা কাণ্ড সংঘটিত হইবার পর বিলাত যাইবার সময় জাহাজে অন্ধকূপের বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়াছিলেন। তাৎকালিক আর কোন লোকের মুখে এ অন্ধকূপ হত্যা কাণ্ডের কথা আর কেহ শুনিয়াছেন কিনা, তাহার কিঞ্চিৎমাত্র প্রকাশ নাই। যে সব ইংরেজ-ঐতিহাসিক স্ব স্ব লিখিত ইতিহাসে অন্ধকূপ-হত্যার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই হলওয়েলের দোহাই দিয়া থাকেন। এরূপ অবস্থায় লর্ড কর্জন প্রথমে বস্তিদের পুস্তক পড়িয়া অন্ধকূপের সবিশেষ বিবরণ জানিয়াছেন,—এ কথা শুনিতে একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয় না কি? লর্ড কর্জন সুশিক্ষিত,

বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি-প্রাপ্ত। তিনি বস্তিদের পুস্তক পড়িয়াই অন্ধকূপ-হত্যার বিস্তৃত বিবরণ জানিতে পারিয়াছেন, ইহা শুনিয়া একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয় না কি?

সেদিন লর্ড কর্জন বাহাদুরের মুখে শুনিলাম, হলওয়েল সাহেব বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতায় অন্ধকূপে হত ব্যক্তিদিগের স্মরণার্থ স্থিতি-স্তম্ভের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে, অথবা সেই বৎসরই এই স্থিতি-স্তম্ভ অপসারিত হইয়াছিল। খ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকার রচিত “ইংরেজের জয়” নামক পুস্তকে এ বিষয় লিখিত আছে। বিহারী বাবু ঐতিহাসিক প্রমাণাভাবে “অন্ধকূপ-হত্যার” অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্ধিহান হইয়াছেন। তিনি প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—“হলওয়েল সাহেব,—অন্ধকূপ হত্যার যে স্থিতি স্তম্ভের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে, সে স্থিতিস্তম্ভের লোপ হইল কেন?” সে দিন বড় লাট বাহাদুরও বলিয়াছিলেন,—“No one quite knows why.”—অন্ধকূপের স্থিতি-স্তম্ভ অপসারিত কেন হইল, এ কথা কেহ জানে না।

বড় লাট বাহাদুরের মুখেই প্রকাশ, বস্তিদের পুস্তক পাঠ করিয়া তিনি যখন জানিতে পারেন, হলওয়েল সাহেব কর্তৃক একটী স্থিতি-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তখন এতৎসম্বন্ধে সকল বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ তত্ত্ব জানিবার জন্ত তাহার ঔৎসুক্য হয়। কলিকাতার কোন্ স্থানে পুরাতন দুর্গ ছিল, কোন্ স্থানে সেই অন্ধকূপটি ছিল, সেই অন্ধকূপের হত ব্যক্তিগণ যে পয়ঃপ্রণালীতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, কোন্ স্থানে তাহা ছিল, কোথায় হলওয়েল সাহেব স্থিতি-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, ইত্যাদি সকল

বিষয়েরই বড়লাট বাহাদুর তথ্যানুসন্ধান লইতে প্রবৃত্ত হন। তথ্যানুসন্ধানের ফলে তিনি অনেক বিষয় জানিতে পারেন। বড় লাট বাহাদুরের মুখেই প্রকাশ,—“এখন যেখানে কলিকাতার বড় ডাকঘর, সেইখানে পুরাতন দুর্গের মধ্যে অন্ধকূপ ছিল।” এই স্থানটী বড়লাট বাহাদুর সাধারণের দৃষ্টিগোচরে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সেদিন বড় লাট বাহাদুর যেখানে স্থিতি-স্তম্ভের আবরণ উন্মোচন করিয়াছেন, বড় লাট বাহাদুরের মতে তাহার কিঞ্চিৎ পূর্বভাগে হলওয়েল কর্তৃক স্থিতি-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত ছিল। যে পয়ঃপ্রণালীতে অন্ধকূপ-হত ব্যক্তিগণ নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল বলিয়া কথিত, বড়লাট বাহাদুর বলেন, সে পয়ঃপ্রণালী বর্তমান স্থিতি-স্তম্ভের কিঞ্চিৎ পূর্বদিকে ছিল।

বড় লাট বাহাদুর এত তথ্যানুসন্ধান করিলেন, তথ্যানুসন্ধানে এটা ঠিক করিতে পারিলেন না, হলওয়েল সাহেব কর্তৃক স্থিতি-স্তম্ভ অপসারিত হইল কেন? এটুকু নির্ধারণ করিতে পারিলে, অনেকের মন হইতে একটা সংশয় দূর হইয়া যাইতে পারিত। কাহারও কাহারও মনে এখন সংশয় আছে, এ স্থিতি-স্তম্ভ কাল্পনিক; অথবা একরূপ স্থিতি-স্তম্ভ রাখিবার মতন ঘটনা হয় নাই বলিয়া, ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান কোম্পানি ইহা রাখিবার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন নাই; তাই তাঁহারা ইহা অপসারিত করিয়া-ছিলেন। যদি বল, বাতবজ্রে ইহার লোপ-সাধন হইতে পারে, তাহা হইলে ইহার পুনরুদ্ধার হইল না কেন? ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানির ভিতর স্বজাতিপ্রিয় কোন লোক ছিলেন না?

বড়লাট বাহাদুর বলিয়াছেন,—“হলওয়েল সাহেব যে স্থিতি-স্তম্ভের প্রতিষ্ঠা করেন, তাহাতে পঞ্চাশ জন মাত্র লোকের নাম

লিখিত ছিল। আমি আরও কুড়িটি লোকের নাম সংগ্রহ করিয়াছি। ইহারা অন্ধকূপে জীবন বিসর্জন করিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত অন্ধকূপ হইতে বাচিয়া বাহির হইয়াছিল, পরে অন্ধকূপের নির্যাতন-ফলে মারা গিয়াছিল, এমন কুড়িটি লোকের নাম আমি সংগ্রহ করিয়াছি। ফলে সর্বশুদ্ধ আশীটি লোকের নাম এই মৎ প্রতিষ্ঠিত স্মৃতি-স্তম্ভে লিখিত হইল।”

কথিত আছে, অন্ধকূপে ১৪৬টি লোক বন্দী ছিল। ২৩টি কেবল বাঁচিয়া ছিল। ২৩টি যদি বাঁচে, তাহা হইলে ১২৩টি মরিল। নাম রহিল স্মৃতি-স্তম্ভে ৮০টি মাত্র লোকের। বড়লাট বাহাদুর সকল নামগুলির আবিষ্কার করিতে পারিলেন না? করিলে কিন্তু অনেকে সিংসন্দেহ হইত। হলওয়েল সাহেবের আবির্ভাব-কালের বহু পরে লর্ড কর্জনের আবির্ভাব হইয়াছে। হলওয়েল সাহেব ঘটনাকালে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সকলকে নিশ্চতই জানিতেন। তিনি পঞ্চাশটির অধিক নাম সংগ্রহ করিতে পারেন নাই কেন, সে দিন বড় লাট বাহাদুরের তাহার একটা মীমাংসা করিয়া দেওয়া উচিত ছিল। যে খাতা-পত্র দেখিয়া বড়লাট বাহাদুর চল্লিশটি লোকের নাম বেশী সংগ্রহ করিয়াছেন, হলওয়েলের সময় ত’ তাহা টাটকা ছিল। সে খাতাপত্রে কি এ সব নাম ছিল না? সে দিন বড় লাট বাহাদুর অনেক কথাই বলিয়াছিলেন, এ কয়টা কথার প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিলে, অনেকেই নিঃসংশয় হইতে পারিত।

সেদিন এই স্মৃতি-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠাকালে বড়লাট বাহাদুর উপসংহারে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে মন দুঃস্থ হইয়া যায়।

তিনি স্পষ্টই এই মর্মে বলিয়াছিলেন,—“ব্যক্তি বিশেষকে অন্ধকূপ হত্যার জন্ত দায়ী করিতে পারা যায় না। আমার দেশের যে সকল লোক ভারতে ব্রিটিশ রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করলে বুকের শোণিত দিয়া বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন,—আমি তাঁহাদের স্মৃতি-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করিয়া আপন কর্তব্য পালন করিলাম। আমি এইরূপ প্রাচীন স্মৃতি-স্তম্ভের পুনরুদ্ধারের বা সংরক্ষণের পক্ষপাতী।”

এই কথা বলিয়া উদার লর্ড কর্জন আর একটা কথার উল্লেখ উদারতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—

“I have been strictly impartial in carrying out this policy, for I have been equally keen about preserving the relics of Hindoo and Musulman, of Brahman and Buddhist, of Dravidian and Pathan. European and Indian, Christian and non-Christian, are to me absolutely alike in the execution of this solemn duty.”

কি উদার সাম্য-নীতি! লর্ড কর্জন বলেন—“স্মৃতি-রক্ষা-রূপ পবিত্র কার্যো কি ইউরোপীয়, কি ভারতীয়, কি খৃষ্টান, কি অখৃষ্টান কি ব্রাহ্মণ, কি মুসলমান ইত্যাদি সকল জাতিকে, সকল বর্ণকে আমি সমান চক্ষে দেখি।” অন্ধকূপ-হত্যার নিষ্ঠুরতা হইতে লর্ড কর্জন, নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে একরূপ অব্যাহতি দিয়াছেন। ইতিপূর্বে ইতিহাস লেখক টরেন্স সাহেব সিরাজুদ্দৌলাকে অব্যাহতি দিয়া রাখিয়াছেন। বড় লাট বাহাদুর এক্ষেপে পোষকতা করিয়া উদারতা দেখাইয়াছেন।

লর্ড কর্জন স্বদেশপ্রিয়,—স্বজাতি প্রিয়; তাই তিনি স্বজাতীয় ব্যক্তিগণের স্বতিস্তুতের প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁহার ধারণা, তাহার দেশবাসীরা বীরধর্ম রক্ষা করিতে গিয়া অতি নিষ্ঠুর ভাবে হত হইয়াছিলেন; তাই তিনি সেই বীরগণের স্বতিস্তুতের প্রতিষ্ঠা করিলেন। তিনি সকল ধর্মের মহৎ ব্যক্তির স্বতি-রক্ষার পক্ষপাতী। এমন উদার বড় লাট আর হইয়াছে কি?

আর একটা কথা আমাদের বলিবার আছে। তিনি যেকোন মহৎ, তিনি যেকোন উদার, তাহাতে মনে করিয়াছিলাম, তিনি আর একদিকে দৃষ্টি করিয়া তাহার একটা স্মৃতিমাংসা করিবেন। শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকার প্রভৃতির পুস্তক পড়িয়া, অনেকেরই মনে অন্ধকূপ হত্যার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ হইয়াছে। তাঁহারা ভাবিতে পারেন, এই স্বতিস্তুতে অকারণ এদেশবাসীদের একটা বিষম নিষ্ঠুরতার নিদর্শন প্রতিষ্ঠিত হইল।

অন্ধকূপ হত্যার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ কেন? সিরাজুদ্দৌলার সাময়িক গোলাম হোসেন রুত “মৃত্যুকরীণ” পুস্তকে ও সেই সময়ের অগাধ মুসলমান লেখকের পুস্তকে “অন্ধকূপ” হত্যার বিবরণ আদৌ লিখিত নাই। স্মৃতিমাংস প্রমাণ হইবে এবং প্রকাশও এইরূপ,—মৃত্যুকরীণ ইংরেজের ইচ্ছায় লিখিত, অথবা ইংরেজের অনুমোদিত। গোলাম হোসেন ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানীর চাকুরী করিয়াছিলেন, এরূপও বুঝা যায়। এই মৃত্যুকরীণে সিরাজুদ্দৌলার দোষের কথা লিখিত আছে; সুতরাং ইহাকে নিরপেক্ষ বলা যাইতে পারে। ইংরেজের ইচ্ছায় লিখিত বা অনুমোদিত পুস্তকে অন্ধকূপের কথা লিখিত হয় নাই কেন?

ক্রাইব বা ওয়াটসন কাহারও চিঠিপত্রে এই অন্ধকূপের কথার ইঙ্গিত মাত্রও নাই কেন? সিরাজুদ্দৌলার সহিত ইংরেজের যে শক্তি হয়, তাহাতে সকল ক্ষতিপূরণ ধরিয়া লওয়া হইল, অন্ধকূপের কথার আদৌ উল্লেখ হইল না কেন? অন্ধকূপের গৃহের যে মাপটি দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে ১৪৬টা নরপ্রাণীকে প্রবেশ করাইতে পারা যায় কি? ১২৩ জন মরিল; কিন্তু হলওয়েল ৫০টা মাত্র লোকের নাম প্রকট করিলেন কেন? এত বড় একটা কাণ্ড হইয়া গেল, তাৎকালিক কলিকাতার কোন লোক জানিতে পারিল না কেন? হলওয়েল সাহেব এদেশে থাকিবার সময় পুস্তক না লিখিয়া, বিলাত যাইবার সময় জাহাজে বসিয়া লিখিলেন কেন? ইত্যাদি প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে, অনেকের মনে অন্ধকূপ হত্যার ভীষণতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়। ইতিপূর্বে “সিপাহী-বিদ্রোহ” হত ব্যক্তিদিগের স্বতিস্তুত রক্ষা সম্বন্ধে লর্ড কর্জন বলিয়াছিলেন, এ সন্দেহ অমূলক; কিন্তু তিনি এ সব কথার খণ্ডন করিবার কোন প্রয়াস পান নাই। অন্ধকূপের স্বতিস্তুত প্রতিষ্ঠায়ও তিনি এ সম্বন্ধে কোন কথার উল্লেখ মাত্র করেন নাই। যাহারা ঐতিহাসিক প্রমাণভাবে অন্ধকূপের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহান, তাঁহারা ভ্রান্ত হইতে পারেন; তবে যাহার জ্ঞান তাঁহাদিগের সন্দেহ, লর্ড কর্জন তাহার খণ্ডন করিয়া দিলে, তাঁহাদের ভ্রান্তি নিরসন হইত; দেশের অনেকেই নিঃসংশয়ও হইতে পারিত। তত্বে ভারতবাসীর ভ্রম-নিরসন করাই ত উদার যুক্তিমান বড়লাট কর্জন বাহাদুরের কর্তব্য।”

লর্ড কর্জন যখন ভারতের রাজপ্রতিনিধিপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সেই সময় তিনি এই স্বতিস্তুতের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান।

ল
স্বজাতি
ধারণা,
নিষ্ঠুর
স্বতন্ত্র
জীব
আ

বিবি
সাময়
সময়ের
বিবরণ
প্রকাশ

ভারতের রাজপ্রতিনিধিগণের শাসনকাল পাঁচ বৎসর মাত্র।
লর্ড কর্জন প্রায় সাত বৎসর কাল ভারতের শাসনদণ্ড পরি-
চালনা করিয়াছিলেন। এমন সৌভাগ্য সকলের ঘটে না।
ভারত-শাসন-সময়ে সৌভাগ্যবান লর্ড কর্জন অনেক বিষয়ে
আপনার অভিনাশ পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। শুভাদৃষ্ট ফলেই
হউক, অথবা তাঁহার দোদর্ভু প্রতাপ প্রভাবেই হউক,—
তিনি যে উদ্দেশ্যে যখন যে কার্যে হস্তক্ষেপ করিতেন, সেই
কার্যেই কৃতকার্য হইতেন। আপন অভীষ্ট সাধনোদ্দেশ্যে
কর্জন একলক্ষ্যে কর্ম করিতেন,—আয়-অন্নাৎ বিচার ছিল না;
প্রজার সুখ-দুঃখ, মঙ্গল-অঙ্গলের দিকে দৃষ্টি ছিল না। বঙ্গের
অঙ্গচ্ছেদ তাহার সজীব দৃষ্টান্ত। কোটি কোটি প্রজার কাতর
ক্রন্দনে কর্ণপাত না করিয়া, কোটি কোটি প্রজার আবেদন-
নিবেদন অগ্রাহ করিয়া,—বঙ্গচ্ছেদ-ব্যবস্থায় কর্জন আপন
জিদ বজায় রাখিয়া গিয়াছেন। কর্জন বঙ্গবাসীর,—সমগ্র
ভারতবাসীর বুকে শেল হানিয়াছেন,—কিন্তু ভারতবাসী কখনও
তাঁহার অসম্মান করে নাই। শাসনকাল ফুরাইয়াছিল, তাই
কর্জন ভারত-সিংহাসন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন,—নতুবা
কে জানে, ভারতবাসী আরও কত নিগ্রহ-নির্যাতনে জর্জরিত
হইত? বিলাতে গিয়াও কর্জন আপন অভ্যাস ভুলিতে পারেন
নাই। কিন্তু সেখানে তাঁহাকে মানে কয় জন;—সেখানে তাঁহার
প্রতাপ কতটুকু? এখানে কর্জন অন্ধকূপের স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত
করিয়াছেন,—বিলাতে কথা তুলিয়াছেন, ক্লাইবের প্রস্তর মূর্তি
প্রতিষ্ঠা করিবেন। পূর্বের আয় পূর্ণশক্তিতে কর্জন তাঁহার এই
অভীষ্ট সিদ্ধির জন্ত যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। প্রথম যখন কর্জন

এই প্রস্তাব তুলিয়াছিলেন, তখন বিলাতের অনেক লোক তাঁহার
এ প্রস্তাবে সহানুভূতি প্রকাশ করে নাই। স্বয়ং সম্রাট সপ্তম
এডওয়ার্ড স্বযুখে ব্যক্ত করিয়াছিলেন,—“ক্লাইবের প্রতিমূর্তি
প্রতিষ্ঠাবিশয়ে আমার সমানুভূতি নাই।” আমরা ভাবিয়াছিলাম,
বুঝি বা কর্জনের সকল পরিশ্রমই ব্যর্থ হইল—সকল চেষ্টাই
বিফল হইল,—আপন-অভীষ্ট-সাধনে বুঝি বা কর্জন এইবার
কৃতকার্য হইতে পারিলেন না! মনে হইয়াছিল,—দান্তিক কর্জন
কোটি কোটি ভারতবাসীর অন্তরে ব্যথা দিয়া বঙ্গচ্ছেদ বিধান
করিয়াছিলেন, তাঁহার এই অপমান বুঝি তাহারই পাপ-পরিণাম।
কিন্তু, প্রত্যক্ষ-অধ্যবসায় লর্ড কর্জন এবারেও স্বাভীষ্ট-সাধনে
কৃতকার্য হইতে পারিবেন,—এখন এইরূপই আশা হয়। সপ্তম
এডওয়ার্ডের মত-পরিবর্তন ঘটিয়াছে। কর্জনের চূড়ান্ত চেষ্টার
ফলেই হউক, অথবা তাঁহার পূর্ব জন্মের স্মৃতি ফলেই হউক,—
সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডও কর্জনের উদ্দেশ্য সাধনে সহায়
হইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে বিলাতে “ক্লাইব-মেমোরিয়াল-ফণ্ড”
নামে এক তহবিল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সপ্তম এডওয়ার্ড এই
তহবিলে একশত গিনি বা পনের শত টাকা দান করিয়াছেন।

ক্লাইবের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে,—পলাশীর স্মৃতি জাগিবে,—
ইংরেজের কলঙ্ক-কথা জীবন্ত মূর্তিতে জাগিয়া রহিবে,—কর্জনেরও
কীর্্তি রক্ষা হইবে, এখন এইরূপই মনে হয়। যাহাই হউক,
কলঙ্কী কর্জন সম্বন্ধে আর বেশী কথা বলিতে ইচ্ছা করি না।
তবে, ক্লাইবের নামে অনেক পুরাতন স্মৃতি জাগিয়া উঠে।
বঙ্গাব্দ ১৩১৩ সালের ২১শে আষাঢ় তারিখের “বঙ্গবাসী” হইতে
“পলাশীর পূর্ব স্মৃতি” শীর্ষক প্রবন্ধটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

লা
স্বজাতি
ধারণা,
নিষ্ঠুর
স্বতন্ত্র
ব্যক্তির
হইয়াছে
আ।

এই প্রবন্ধে ক্লাইবের প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আলোচনা
হইয়াছে।

পলাশীর পূর্ব স্মৃতি।

“কি শুভক্ষণে শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকার বঙ্গবাসী-কার্যালয়
হইতে প্রকাশিত ‘জন্মভূমি’তে পলাশীর প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন!
কি শুভক্ষণে এই প্রবন্ধ পরে। বহারী বাবুর রচিত “ইংরেজের
জয়” নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছিল! কি শুভক্ষণে এই গ্রন্থে
প্রমাণিত হইয়াছিল, ইংরেজি ইতিহাসে বর্ণিত অন্ধকূপ হত্যার
বিবরণ অমূলক!

এইরূপ গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছিল বলিয়াই ত’ ভারতের ভূত-
পূর্ব বড়লাট লর্ড কর্জনের অন্ধকূপের স্মৃতি-স্তম্ভ খাড়া করিয়া
ছেন। সত্য ঐতিহাসিক প্রমাণে সিদ্ধান্ত হইয়াছে, অন্ধকূপের
বিবরণ অমূলক। লর্ড কর্জন যখন এই স্মৃতি-স্তম্ভ খাড়া করিয়া
তুলেন, তখন এই বঙ্গবাসীতেই আমরা যুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলাম,
যে সকল প্রমাণে অন্ধকূপের বিবরণ অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন
হইয়াছে, লর্ড কর্জন তাহার একটিও খণ্ডন করিতে পারেন নাই;
সুতরাং লর্ড কর্জন স্মৃতি-স্তম্ভ খাড়া করিলেও, এদেশের অনেকেই
এই অন্ধকূপের অস্তিত্ব স্বীকার করে না।

ইংরেজি ইতিহাসে অন্ধকূপ হত্যার ঘোর বিভীষিকাময় বিব-
রণ পাঠ করিয়া, এ দেশে অনেকেরই বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছিল যে,
সত্য সত্যই অন্ধকূপ হত্যার বিবরণ সমূলক; কিন্তু যে দিন প্রথমে

বিহারী বাবু ইহার অমূলকত্ব প্রমাণিত করিয়া তুলেন, সেই দিন
হইতে অনেকের ঐ বিশ্বাস টলিয়া যায়। এ দেশীয় লোকের ঐ
বিশ্বাস টলিয়াছে বলিয়াই ত লর্ড কর্জনের সিংহাসন টলিয়াছে।
বাঙ্গালী ইতিহাস-লেখক অন্ধকূপের অস্তিত্ব উড়াইয়া দিল, ইহা
কি সেই বলদপর্শী আশুভরী লর্ড কর্জনের সহ্য হইতে পারে?
নবাব সিরাজুদ্দৌলা নিষ্ঠুরতার কলঙ্কদায় হইতে অব্যাহতি পাইল,
ইহা কি হইতে পারে? নবাব সিরাজুদ্দৌলার কলঙ্ক-কালিমা
মুছিয়া গেলে ইংরেজের কলঙ্ক-কালিমা ঘোর ঘনাকারে ফুটিয়া
উঠিবে, ইহা কি লর্ড কর্জন বুঝেন নাই? ইংরেজ একজন
নিরীহ নির্বিবাদ নিদোষ নিশ্চিন্ত নবাবকে অকারণ রাজ্যচ্যুত
করিয়াছে বলিয়া নিন্দার ঢাক আবার ভৈরবনাদে বাজিয়া
উঠিবে, ইহা কি লর্ড কর্জন বুঝেন নাই? তাহিত তিনি তাড়া-
তাড়ি অন্ধকূপের স্মৃতি-স্তম্ভ খাড়া করিয়া তুলিলেন।

“ইংরেজের জয়” নামক গ্রন্থে বিহারী বাবু এই ভাবে লিখিয়া-
ছেন,—অন্ধকূপের বিবরণ হলওয়েলের কল্পনা প্রসূত। পাছে
তাহার প্রতি বিলাতের লোকেরা সমবেদনা প্রকাশ না করেন,
পাছে তিনি কলিকাতার দুর্গ রক্ষা করিতে পারেন নাই বলিয়া
ইংরেজের নিকট নিন্দিত হন, সেই ভয়ে বিলাতী লোকের চিত্ত
আকর্ষণ করিবার অভিপ্রায়ে তিনি “অন্ধকূপে”র কল্পনা করিয়া-
ছিলেন। এই হলওয়েল সাহেবই স্বয়ং অন্ধকূপের স্মৃতি-স্তম্ভ খাড়া
করিয়াছিলেন; কিন্তু কই কোথায় সে স্মৃতি-স্তম্ভ! এই স্মৃতি-স্তম্ভ
খাড়া হইতে না হইতেই, কে জানে—কে কোন্ মুহূর্তে ইহা মাটিতে
লুটাইয়া ধুলার অণুকণায় মিশাইয়া দিয়াছিল। যদি অন্ধকূপের
বিবরণ অমূলক না হইত, যদি এই অন্ধকূপের অস্তিত্বে ইংরেজের

ল
স্বজাতি
ধারণা
নিষ্কর
স্বতিস্ত
ব্যক্তির
হইয়া
অ

বিশ্বাস থাকিত, তাহা হইলে, হলওয়েলের ঐ কীর্তিবিভূতি স্মৃতি-স্তম্ভের পুনরুদ্ধার নিশ্চিত হইত। ঐ স্মৃতি-স্তম্ভ আপনি পড়িয়া লুটাইল, কি আর কেহ অবিশ্বাসে উহা লুটাইয়া দিল, এখনও কেহ কিন্তু তাহা বলিতে পারে না। সত্যসত্যই যদি লোমহর্ষণ হৃদয়-বিদারক ঘটনা ঘটত, তাহা হইলে ইংরেজের এমন প্রকৃতি নয় যে, ঐ স্মৃতি-স্তম্ভের পুনরুদ্ধার না করিয়া তাঁহার নিশ্চিত থাকিতে পারিতেন।

বিহারী বাবু আগুন জ্বালাইয়া তুলেন, অপর ইতিহাস-লেখক সে আগুনে ফুৎকার দেন। তাহাতেই দেশের লোকের চক্ষু ফুটিয়াছে। তাহাতেই লর্ড কর্জন নাচিয়াছেন। নহিলে, কি আবার অন্ধকূপের স্মৃতি-স্তম্ভ উঠিত? বেশ হইয়াছে! এদেশের লোকে যতই সে স্মৃতি-স্তম্ভ দেখিবে, পলাশীর সেই পূর্ব স্মৃতি ততই তাহাদের মনে জাগিয়া উঠিবে।

কেবল অন্ধকূপের স্মৃতি-স্তম্ভ নহে,—পলাশীর স্মৃতি-চিত্রে আর লর্ড ক্লাইবের স্মৃতিনিদর্শন প্রতিষ্ঠা প্রস্তাবে, লর্ড কর্জন আরও কীতিমান হইয়া উঠিতেছেন। এই পলাশীর স্মৃতি-স্তম্ভ আর লর্ড ক্লাইবের স্মৃতি-নিদর্শন-প্রতিষ্ঠা প্রস্তাবে একে একে পলাশীর সেই পূর্ব স্মৃতি জাগিয়া উঠিতেছে। ইংরেজ পলাশীক্ষেত্রে কিসের বলে জয়ী হইয়াছিলেন, কিসের জন্ত লর্ড ক্লাইবের জয়ডঙ্কা বজিয়া উঠিয়াছিল, একে একে সেই সব কথা মনে পড়িতেছে। সে সব কথা কেবল বিহারী বাবুরই নহে, ইংরেজ ইতিহাস লেখক মাত্রেরই। হে লর্ড কর্জন! বলিহারি তোমার সাহস! বলিহারি তোমার বেহায়ামি! পলাশীক্ষেত্রে স্মৃতি-স্তম্ভ খাড়া করিবার প্রস্তাব তুমি কোন্ মুখে করিলে? অথবা ইহুসংসারে তোমার অকথ্যও

কিছু নাই, অকার্য্যও কিছু নাই! সত্য সত্যই কি ইংরেজের তরবারি-বলে পলাশীক্ষেত্রে যুদ্ধে জয়লাভ হইয়াছিল! তাহা হইলে ঐ স্মৃতি-স্তম্ভ সাজিত। তরবারি বলে ভারত লাভ হয় নাই, কেবল তরবারির বলে ভারত রাখিতে পারিবে না। ইংরেজের শাসনে যাহা ভুলিয়া যাইতেছিলাম, আজ কর্জন আবার তাহা জাগাইয়া তুলিয়াছেন। সব ভুলিতে পারি; কিন্তু ভুলিতে পারিব না,—মিরজাফরের সেই বিশ্বাসঘাতকতা, আর ক্লাইবের সেই জাল-প্রতারণা! ভুলিতে পারিব না,—সেই বাঙ্গালী বীর মোহনলালের রণ-গুণপণা; আর সেই নৌ-সেনাপতি আডমিরাল ওয়াটসনের ধর্মপরায়ণতা। এক রক্ষে দুই ফল। এক ফল স্মৃতি, আর একফল কটুতত্ত্ব। একই ইংরেজবংশে ক্লাইবও জন্মিয়াছিলেন, ওয়াটসনও জন্মিয়াছিলেন। ক্লাইব জুয়াচোর, আর ওয়াটসন ধর্মপরায়ণ। যখন উমিচাঁদকে ঠকাইবার জন্ত ক্লাইব ওয়াটসনকে জাল সন্ধিপত্রে সহি করিতে বলিয়াছিলেন, তখন ওয়াটসন বিক্ষারিত নেত্রে চাহিয়া বলিয়াছিলেন,—“এ জুয়াচুরি আমি করিতে পারিব না।” ক্লাইব কিন্তু অম্লানবদনে অকুণ্ঠিতচিত্তে সেই জাল পত্রে ওয়াটসনের জাল সহি করিয়া-ছিলেন! অহো! এই ক্লাইবেরই স্মৃতি-নিদর্শন!

কি গুণে এতদিন পরে লর্ড ক্লাইবের স্মৃতি-নিদর্শনের প্রস্তাব বল দেখি? প্রতারণা-জুয়াচুরির কথা ছাড়িয়া দাও, তাঁহার বীর-ত্বেরই বা কি পরিচয় পাইয়াছ? যে পলাশী যুদ্ধের বিজয়-ঘোষণা সম্বন্ধে স্মৃতি-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উঠিয়াছে, মনে পড়ে কি, সেই পলাশীযুদ্ধের সময় সেই ক্লাইব নৃগয়ামকের আশ্রয় লইয়া ঘোর নিদ্রায় স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন? যখন মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায়

ভাবি
বিশ্ব
আ
সাময়ি
সময়ে
বিবরণ
প্রকাশ
ইংরে

ল.
স্বজাতি
ধারণা
নিষ্ঠুর
স্বতন্ত্র
ব্যক্তি
হইয়া

তা
বিঃ
সাম
সম
বিঃ
প্রঃ
ইং

পলশীক্ষেত্রে ইংরেজের জয় হইল, তখন এই ক্লাইব ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। তিনি নিদ্রোখিত হইয়া দেখেন যে, ইংরেজের জয় হইয়াছে। মরি, মরি, এই ক্লাইবেরই স্বতি-নিদর্শন!

আর ইতিহাসের আলোচনা করিতে চাহি না, এই ক্লাইব নবাবের সহিত যুদ্ধে পদে পদে ভীতির নিদর্শন প্রদর্শন করিয়া ছিলেন। মনে পড়ে কি, এই ক্লাইবই প্রথমতঃ বাঙ্গালায় আসিয়া বজবজের ক্ষুদ্র দুর্গের সম্মুখে উন্মুক্ত প্রান্তরে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন? মনে পড়ে কি, সিরাজুদ্দৌলা যখন দ্বিতীয় বার কলিকাতা আক্রমণ করেন, তখন ক্লাইব সিরাজুদ্দৌলার সহিত যুদ্ধে পরাভূত হইয়া অলিনগরে সন্ধি স্থাপন করেন? মরি, মরি, এই ক্লাইবেরই স্বতি-নিদর্শন! ক্লাইব বিলাতে ইংরেজের নিকট এক দিনের জ্ঞা বীর-পূজা পান নাই, পরন্তু ক্লাইব তাঁহার কাপুরুষতার জ্ঞা ইংরেজ ঐতিহাসিকের নিকট বার বার ভৎসিত হইয়াছেন। সত্য সত্যই যদি ক্লাইবের কিছু গুণ থাকিত, তাহা হইলে কি এত দিনে তাঁর স্বতি-নিদর্শন প্রতিষ্ঠিত হইত না? ক্লাইব বিশ্বাসঘাতকতায় জয়লাভ করিয়াছিলেন। সেই জয়ের ফলে ইংরেজ রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন; তবুও কিন্তু ক্লাইবের নামে ইংরেজ জাতির নাসিকা সঙ্কুচিত হইত। অধর্মীর প্রতারণা-কৌশলে অধর্মের উপর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, ইহার পরিণাম কি জানি না; কিন্তু ইংরেজ জাতি এত বড় রাজ্যলাভ করিয়াও একদিনও ক্লাইবের প্রতি বীরসম্মান প্রশ্ন করিতে পারেন নাই। মরি! মরি! এই ক্লাইবেরই স্বতি-নিদর্শন!

ইতিহাসে প্রস্ফুট না থাকুক, মেকলের অযাচিত কৈফিয়তে এখনও অনেকেরই সংশয়, এই ক্লাইবেরই প্ররোচনায় সিরাজু-

দৌলার হত্যা হইয়াছিল। কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করে নাই; কেহ কিছু বলে নাই; মেকলে তাড়াতাড়ি বলিলেন,—সিরাজুদ্দৌলার হত্যা কাণ্ডে ক্লাইবের কোন সম্পর্ক ছিল না। সংশয় আছে বলিয়া, ক্লাইবের অধার্মিকতা স্মরণ করিয়া এখনও বিলাতে অনেক ইংরেজ ক্লাইবের স্বতিনিদর্শনের পক্ষপাতী নহেন। এ কেবল ঐ কুচক্রী কুট-নীতিক কর্তৃক কল্পিত।

বেশ হইয়াছে! হয়ত এদেশের লোকেরা একে একে সে সব কথা ভুলিয়া যাইতেছিল। আজ পলাশী যুদ্ধের স্বতিস্তুতে ও লর্ড ক্লাইবের স্বতি-নিদর্শন-প্রতিষ্ঠা প্রস্তাবে সেই সব কথা জাগিয়া উঠিবে।

বেশ হইয়াছে! আজ পলাশী ক্ষেত্রের এই স্বতি-স্তুতে ও লর্ড-ক্লাইবের স্বতি-নিদর্শন-প্রতিষ্ঠা প্রস্তাবে অনেক চরিত্র-বৈচিত্র্য বাঙ্গালীর প্রাণে জাগিয়া উঠিবে। তাহাতে ফলও আছে, লাভও আছে।

কর্ত্তনের বক্তৃতা।

কলিকাতার লাল দীঘির ধারে কর্ত্তন কর্ত্তক যে অন্ধকূপের স্বতিস্তুত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইংরেজি ১৯০২ সালের ১৯শে ডিসেম্বর তারিখে এই স্বতিস্তুতের আবরণ উন্মোচন কালে লর্ড কর্ত্তন এইরূপ বক্তৃতা করিয়াছিলেন,—

“I dare say that the worthy citizens of Calcutta may have been a good deal puzzled on many occasions during the past four years to see me rum-

maging about this neighbourhood and that of the adjoining Post Office in the afternoons, poking my nose into all sorts of obscure corners, measuring, marking, and finally ordering the erection of marble memorials and slabs. This big pillar which I am now about to unveil, and the numerous tablets on the other side of the street, are the final outcome of these labours. But let me explain how it is that they have come about and what they mean.

When I came out to India in this very month four years ago, one of the companions of my voyage was that delightful book *Echoes of Old Calcutta*, By Mr. Busteed, formerly well known as an officer in the Calcutta Mint, and now living in retirement at home. There I read the full account of the tragic circumstances under which the old Fort William, which stood between the site where I am now speaking and the river, was besieged and taken by the forces of Siraj-ud-Dowlah in 1756; and of the heroism and sufferings of small band of survivors who were shut up for an awful summer's night in June in the tiny prison known as the Black Hole, with the shocking result that of the 146 who went in only 23 came out alive. I also read that the Monument which had been erected shortly after the disaster by Mr. Holwell, one of the survivors, who wrote a detailed account of that night of horror, and who was after-

wards Governor at Fort William, in order to commemorate his fellow-sufferers who had perished in the prison, had been taken down, no one quite knows why, in or about in the year 1821; and Mr. Busteed went on to lament, as I think very rightly, that whereas for sixty years after their death Calcutta had preserved the memory of those unhappy victims, ever since that time, now eighty years ago, there had been no monument, not even a slab or an inscription, to record their names and their untimely fate.

It was Mr. Busteed's writings accordingly that first called my attention to this spot, and that induced me to make a careful personal study of the entire question of the site and surroundings of old Fort William. The whole thing is now so vivid in my mind's eye that I never pass this way, without the Post Office and Custom House and the modern aspect of Writer's Buildings fading out my sight, while instead of them I see the walls and bastions of the old Fort exactly behind the spot where I now stand, with its Eastern gate, and the unfinished ravelin in front of the gate, and the ditch in front of the ravelin, into which the bodies of those who had died in the Black Hole were thrown the next morning, and over which Holwell erected his monument a few years later.

Nearly twenty years ago Mr. Roskell Bayne of the East Indian Railway, made a number of digg-

স্বত
ধা
নি
স্থি
ব্য
ই

মহ
আ
শ্রী
ম
ভা
বি

সা
স
বি
প্র
ই
বে
মু
ই
ব

ings and measurements that brought to light the dimensions of the old Fort, now almost entirely covered with modern buildings ; and I was, fortunate enough when I came here to find a worthy successor to him and coadjutor to myself in the person of Mr. C. R. Wilson, of the Indian Education Department, who had carried Mr. Bayne's inquiries a good deal further, cleared up some doubtful points, corrected some errors, and fixed with accuracy the exact site of the Black Hole and other features of the fort. All of these sites I set to work to commemorate while the knowledge was still fresh in our minds. Wherever the outer or inner line of the curtain and bastions of old Fort William had not been built over I had them traced on the ground with brass lines let into stone—you will see some of them on the main steps of the Post Office—and I caused white marble tablets to be inserted in the walls of the adjoining buildings with inscriptions stating what was the part of the old building that originally stood there. I think there are some dozen of these tablets in all, each of which tells its own tale.

I further turned my attention to the site of the Black Hole, which was in the premises of the Post Office, and could not be seen from the street, being shut off by a great brick and plaster gateways. I had this obstruction pulled down, and an open iron gate and railings erected in its place. I had the

site of the Black Hole pave with polished black marble, and surrounded with a neat iron railing, and finally, I placed a black marble tablet with an inscription above it, explaining the memorable and historic nature of the site that lies below. I do not know if cold weather visitors to Calcutta, or even the residents of the city itself, have yet found out the existence of these memorials. But I venture to think that they are a permanent and valuable addition to the possessions and sights of the Capital of British rule in India.

At the same time I proceeded to look into the question of the almost forgotten monument of Holwell. I found a number of illustrations and descriptions of it in the writings of the period, and though these did not in every case precisely tally with each other, yet they left no doubt whatever as to the general character of monument, which consisted of a small pillar or obelisk rising from an octagonal pedestal, on the two main faces of which were inscriptions written by Holwell, with the names of a number of the slain. Holwell's monument was built of brick covered over with plaster, like all the monuments of the period in the old Calcutta cemeteries ; and I expect that it must have been crumbling when it was taken down in 1821, for I have seen a print in which it was represented with a great crack running down the side from the top to the base, as though it had been

struck by lightning. I determined to reproduce this memorial with as much fidelity as possible in white marble, to re-erect it on the same site, and to present it as my personal gift to the city of Calcutta in memory of a never-to-be-forgotten episode in her history, and in honour of the brave men whose life-blood had cemented the foundations of the British Empire in India. This pillar accordingly, which I am about to unveil is the restoration to Calcutta of one of its most famous landmarks of the past, with some slight alteration of proportion, since the exact dimensions of Holwell's original pillar were found to be rather stunted when placed in juxtaposition to the tall buildings by which it is now surrounded. There is some reason to think, from the evidence of old maps, that the ditch in which the bodies were interred and the earlier monument above them were situated a few yards to the eastward of the site of the new monument : and I had excavations made last summer to see whether we could discover either the foundations of Holwell's obelisk, or any trace of the burial below them. The edge of the old ditch was clearly found, but nothing more. However, that we are within a few feet of the spot where those 123 corpses were cast on the morning of the 21st of June 1756, there can be no shadow of a doubt, and their memory is now preserved, I hope for ever, within a few yards of

the spot where they suffered and laid down their lives.

There are, however, two very material alterations that I have made in the external features of the monument. Holwell's inscriptions, written by himself with the memory of that awful experience still fresh in his mind, contained a bitter reference to the personal responsibility for the tragedy of Siraj-ud-Dowlah, which I think is not wholly justified by our fuller knowledge of the facts, gathered from a great variety of sources, and which I have therefore struck out as calculated to keep alive feelings that we would all wish to see die. Further, though Holwell's record contained less than 50 names out of the 123 who had been suffocated in the Black Hole, I have, by means of careful search into the records both here and in England, recovered not only the Christian names of the whole of these persons, but also more than 20 fresh names of those who also died in the Prison. So that the new monument records the names of no fewer than 60 of the victims of that terrible night.

In the course of my studies, in which I have been ably assisted by Mr. S. C. Hill, of the Record Department, who is engaged in bringing out a separate work on the subject. I have also recovered the names of more than 20 other Europeans who, though they did not actually die in the Black-

Hole, yet were either killed at an earlier stage of the Seige, or having come out of the Black Hole alive, afterwards succumbed to its effects. These persons seem to me equally to deserve commemoration with those who were smothered to death in the prison, and accordingly I have entered their names on the remaining panels of this monument. We therefore have inscribed on this memorial the names of some 80 persons who took part in those historic events which established the British dominion in Bengal nearly a century and a half ago. They were the pioneers of a great movement, the authors of a wonderful chapter in the history of mankind : and I am proud that it has fallen to my lot to preserve their simple and humble names from oblivion, and to restore them to the grateful remembrance of their countrymen.

In carrying out this scheme I have been pursuing one branch of a policy to which I have deliberately set myself in India, namely, that of preserving, in a breathless and often thoughtless age, the relics and memorials of the past. To me the past is sacred. It is often a chronicle of errors and blunders and crimes, but it also abounds in the records of virtue and heroism and valour. Anyhow, for good or evil, it is finished and written and has become part of the history of the race, part of that which makes us what we are. Though human life is blown out as easily as the flame of a

candle, yet it is something to keep alive the memory of what it has wrought and been, for the sake of those who come after ; and I dare say it would solace our own despatch into the unknown if we could feel sure that we too are likely to be remembered by our successors, and that our name was not going to vanish altogether from the earth when the last breath has fled from our lips.

I have been strictly impartial in carrying out this policy, for I have been equally keen about preserving the relics of Hindu and Musulman of Brahman and Buddhist, of Dravidian and Pathan. European and Indian, Christian and non-Christian are to me absolutely alike in the execution of this solemn duty. I draw no distinction between their claims. And therefore, I am doing no more here than I have done elsewhere, if I turn to the memories of my own countrymen, and if I set up in the capital of the Indian Empire this tardy tribute to their sacrifice and suffering.

How few of us ever pause to think about the past, and our duty to it, in the rush and scurry of our modern lives. How few of us who tread the streets of Calcutta from day to day ever turn a thought to the Calcutta Past. And yet Calcutta is one great grave yard of memories. Shadows of departed Governors-General power about the marble halls and corridors of Government House, where I do my daily work. Forgotten worthies

in ancient costumes haunt the precincts of this historic square. Strange figures, in guise of peace or war, pass in and out of the vanished gateways of the vanished fort. If we think only of those whose bones are mingled with the soil underneath our feet, we have but to walk a couple of furlongs from this place to the churchyard where lies the dust of Job Charnock, of Surgeon William Hamilton, and of Admiral Watson, the founder, the extender, and the saviour of the British dominion in Bengal. A Short drive of two miles will take us to the most pathetic site in Calcutta, those dismal and decaying Park Street Cemeteries where generations of by-gone Englishmen and Englishwomen, who struggled and laboured on this stage of exile for a brief span, lie unnamed, unremembered, and unknown. But if among these forerunners of our own, if among this ancient and unconscious builders of Empire, there are especially any who deserve commemoration, surely it is the martyr band whose fate I recall and whose names I resuscitate on this site; and if there be a spot that should be dear to the Englishmen in India, it is that below our feet which was stained with the blood and which closed over the remains of the victims of that night of destiny, the 20th of June 1756. It is with these sentiments in my heart that I have erected this monument, that I now hand it over to the citizens of Calcutta, to be kept by them in perpetual remembrance of the past."

(সংক্ষিপ্ত মন্তব্য)

গত চারি বৎসর কাল প্রায় মধ্যে মধ্যেই কলিকাতার অধিবাসিগণ আমাকে এই অঞ্চলে কোন তথ্যের অনুসন্ধানে ব্যস্ত ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়া থাকিবেন। হয়ত অনেকে ইহাতে বিস্মিত হইয়াছিলেন। আমি ঐ পোষ্ট-আফিসে, আফিস-ঘরের অন্ধকারময় সামান্য কোণাগুলি পর্যন্ত খুঁজিয়া দেখিয়াছি,—কত দাগ দিয়াছি, মাপিয়াছি। এই যে প্রকাণ্ড স্তম্ভ, এবং রাস্তার চারিদিকে এই যে প্রস্তর-ফলক, ইহা আমার সেই পরিশ্রমের ফল। এখন, কি জন্য এই গুলির অবতারণা এবং এইগুলি কি অর্থবোধক,—এসম্বন্ধে কিছু বলিতেছি।

চারি বৎসর পূর্বে ঠিক এই মাসে যখন আমি এদেশে আসি, তখন জাহাজে আমার নিকট একখানি পুস্তক ছিল, তাহার নাম "ইকোস্ অব ওল্ড ক্যালক্যাটা" অর্থাৎ "কলিকাতার পুরাতত্ত্ব।" মিঃ বস্তিদ এই পুস্তকের প্রণেতা। মিঃ বস্তিদ কলিকাতা টাকশালের ভূতপূর্ব কর্মচারী; তিনি এখন বিলাতে। পূর্বে এই স্থানেই পুরাতন "ফোর্ট উইলিয়ম" কেল্লা ছিল, ১৭৫৬ সালে সিরাজুদ্দৌলার সৈন্যদল কর্তৃক 'কিরূপে সেই কেল্লা অধিকৃত হয়, তাহার বিস্তৃত বিবরণ এবং জুন মাসের দারুণ গ্রীষ্মের রাত্রে "ব্ল্যাকহোল" বা "অন্ধকূপ" নামক স্বল্পায়তন কারাকক্ষে আবদ্ধ ১৪৬ জনের মধ্যে মৃত্যুবশিষ্ট মাত্র ২৩ জনের বিষম যন্ত্রণা ও তাহাদের সাহসিকতার উপাখ্যান আমি এই পুস্তকে পড়িয়াছি। আরও এই পুস্তকে পড়িয়াছি যে, এই দুর্ঘটনার পরেই মিঃ হলওয়েল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্মৃতিস্তম্ভটী ১৮২১ খৃষ্টাব্দে কিম্বা কিছু পূর্বে অপসারিত হয়। ইহার কারণ কি,

কেহ বলিতে পারে না। মিঃ হলওয়েলও অন্ধকূপে আবদ্ধ হইয়াছিলেন; যাহারা রক্ষা পাইয়াছিলেন, ইনি তাঁহাদের মধ্যে একজন। শেষে মিঃ হলওয়েল ফোর্ট উইলিয়মের গবর্নর হইয়াছিলেন। ইনি অন্ধকূপে মৃত ব্যক্তিগণের স্মরণার্থে সেই ভয়াবহ রজনীর বিস্তৃত বিবরণ লিখেন এবং হত ব্যক্তিগণের একটী স্মৃতিস্তম্ভ প্রস্তুত করেন। অন্ধকূপের হত্যার পর ৬০ বৎসর পর্য্যন্ত এই দুর্ঘটনায় হতব্যক্তিগণের স্মৃতিস্তম্ভ রক্ষিত হয়। তাহার পর প্রায় ৮০ বৎসর অতিবাহিত হইল, হতভাগ্যদিগের অকাল মরণের কোন স্মৃতি নিদর্শন, এমন কি, একখানি প্রস্তর-ফলক পর্য্যন্ত প্রস্তুত হয় নাই—মিঃ বস্তিদের ইহার জন্য বিশেষ শোক প্রকাশ করিয়াছেন। মিঃ বস্তিদের এলাগাক-প্রকাশ ত্রায় সম্ভব হইয়াছে।

বস্তিদের পুস্তক পাঠেই আমার এই স্থানে মনোযোগ আকৃষ্ট হয় এবং আমি পুরাতন ফোর্ট উইলিয়ম কেল্লার কোথায় কি ছিল তাহার তথ্যানুসন্ধান প্রবৃত্ত হই। তাহার ফলে সেই কেল্লার সমস্ত অবয়ব আমার মানস-চক্ষুতে একরূপ উদ্ভাসিত হইয়াছে যে, যখন আমি এই পথ দিয়া যাই, তখন এই পোষ্ট-আফিস, কষ্টম-হাউস এবং এই রাইটাস্-বিল্ডিং-বাড়ী আমার চক্ষু চক্ষু হইতে অপমৃত হয়, তৎপরিবর্তে কেবলই সেই পুরাতন কেল্লা, সেই গেট, সেই নর্দামা, - সেই পুরাতন দৃশ্য সকল আমার চক্ষে প্রতিফলিত হইতে থাকে। অন্ধকূপে মৃত ব্যক্তিগণ এই নর্দামায় সমাধি পাইয়াছিল। এই নর্দামার উপরই হলওয়েল সাহেব কিছু দিন পরে এক স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করেন।

বিশ বৎসর পূর্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলের মিঃ রসেল বেন এক-

বার কয়েকটি স্থান খনন করিয়াছিলেন; তাঁহার চেষ্টায় সেবার পুরাতন কেল্লার পরিমাণ জানিতে পারা যায়। তাঁহার পর শিক্ষা-বিভাগের মিঃ সি আর উইলসন আরও কয়েকটি বিশেষ জাতব্য বিষয়ের উদ্ধার করেন; কয়েকটি ভুল ছিল, তাহারও শোধন হয়। মিঃ উইলসনের বিশেষ অনুসন্धानে অন্ধকূপের যথার্থ স্থান বাহির হইয়া পড়ে। যতদূর স্মরণ ছিল, আমি পুরাতন কেল্লার সকল ভগ্নাংশেরই এক একটি স্মৃতিচিহ্ন রাখিয়াছি। যে যে স্থানে সেই পুরাতন কেল্লার ঝিলিমিলি বা কোণ ছিল, সেই সেই স্থানের মধ্যে যে যে স্থান এখন খোলা পড়িয়া আছে, তাহাতে মাটির উপর পিতল-রেখা খচিত প্রস্তর বসাইয়া আমি তাহার চিহ্ন রাখিয়া দিয়াছি, আর যে যে স্থানে অট্টালিকা নির্মিত হইয়াছে, সেই সেই স্থানে অট্টালিকা-গাত্রে এক এক খানি শ্বেত প্রস্তর-ফলক আঁটিয়া দিয়া তাহাতে লিখিয়া দিয়াছি। অনুমান, বারো খানি এইরূপ প্রস্তর-ফলক আছে; ইহার সকলেই আপন আপন পরিচয় প্রদান করিবে।

এখন যেখানে জেনারেল পোষ্ট-আফিস নির্মিত হইয়াছে, ঐ স্থানেই ‘অন্ধকূপ’ ছিল। পোষ্ট-আফিস বাড়ীর সে অংশটি রাজপথ হইতে দেখা যাইত না; একটা গাথনিতে আড়াল পড়িত। এই গাথনিটা ভাঙ্গিয়া দিয়া, সেখানে এখন লোহার খোলা ফটক বসানো হইয়াছে। যে স্থানে ‘অন্ধকূপ’ ছিল, সে স্থানটি কালো পাথরে বাধানো হইয়াছে; তাহার চারিদিকে লোহার রেলিং দেওয়া হইয়াছে। অন্ধকূপের কিছু বিবরণ খোদিত একখানি কালো প্রস্তরফলক আমি এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। শান্তকালে যাহারা কলিকাতায় আসেন, তাঁহারা

কিন্তু এই সহরের অধিবাসিগণ এই সকল স্মৃতিচিহ্ন এখনও দেখিয়াছেন কি না, আমি জানি না। তবে আমি বলিতে পারি, এ স্মৃতিচিহ্নগুলি ব্রিটিশ-ভারতের রাজধানীর স্থায়ী এবং মহামূল্য সম্পদ।

হলওয়েল-প্রতিষ্ঠিত স্মৃতিস্তম্ভের কথা একরকম লোকে ভুলিয়া গিয়াছিল। আমি সেই সময়ের ছবি এবং লিখিত বিবরণ কিছু কিছু পাইয়াছিলাম। এই সকল বিবরণাদির পর-স্পর ঠিক মিল না থাকিলেও, এই টুকু মিল আছে যে, সেই নাতি-দীর্ঘ স্তম্ভটী একটি অষ্টকোণ বিশিষ্ট বেদিকার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহার দুই পাশে অন্ধকূপ-নিহত কয়েকজনের নাম খোদিত ছিল। এই স্তম্ভ ইষ্টকনির্মিত; উপরে চূণকাম করা। একটি লিখিত বিবরণ হইতে বুঝা যায়, স্তম্ভটী আগাগোড়া ফাটিয়া গিয়াছিল, দেখিলে বোধ হইত যেন বজ্রাঘাতে উহা ফাটিয়াছিল। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে যখন এই স্তম্ভটি অপসারিত হয়, আমার অনুমান, তখন স্তম্ভটি খসিয়া পড়িয়াছিল। আমার সন্দেহ ছিল, যতদূর সম্ভব, হলওয়েল-স্তম্ভের অনুরূপ করিয়া খেত প্রস্তরে এই স্মৃতি-স্তম্ভটি গড়িয়া তুলিব; যতদূর সম্ভব, যে স্থানে অন্ধকূপ ছিল, ঠিক সেই স্থানে স্তম্ভটি স্থাপন করিব। কলিকাতার ইতিহাসের চির-স্মরণীয় ঘটনার স্মৃতি-নিদর্শন স্বরূপ এবং যাহারা বৃকের রক্ত দিয়া ভারতে ব্রিটিশ-রাজত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, সেই সাহসী বীরগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন জন্ত—আমি এই স্মৃতি-স্তম্ভ দান করিতেছি। এই স্তম্ভ কলিকাতার পুরানো ইতিহাসের একটি প্রধান ঘটনার স্মৃতিরক্ষা করিবে। এখন যে স্থানে স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইল, প্রাচীন মানচিত্র সকল দেখিলে বুঝা যায়, এই

স্তম্ভের কয়েক গজ মাত্র পূর্বে হলওয়েল কৃত পুরাতন স্তম্ভ প্রতি-
ষ্ঠিত ছিল, যে পরিখায় অন্ধকূপে মৃত ব্যক্তিদিগের সমাধি হইয়া-
ছিল, সেই পরিখার উপর হলওয়েল সাহেব স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করি-
য়াছিলেন। হলওয়েল-স্তম্ভের কোন ভিত্তি-নিদর্শন কিনা কোন
একটি কবরের চিহ্নমাত্র আবিষ্কার করা যায় কিনা দেখিবার
জন্ত, আমি গত গ্রীষ্মকালে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলাম। পুরানো
পরিখার প্রান্তভাগ মাত্র দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল; আর
কিছুই দেখা যায় নাই। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ২১শে জুন সকাল বেলা
যেখানে ১২৩ জনের মৃতদেহ সমাধি পাইয়াছিল, ঠিক সেই স্থানে
না হউক, সেই স্থানের কয়েক ফুট মাত্র দূরে তাহাদের স্মৃতিস্তম্ভ
প্রতিষ্ঠিত হইল,—আমি আশা করি, চিরদিনের জন্ত এই স্মৃতি
জাগিয়া রহিবে।

বহিরঙ্গে আমার এই স্মৃতি-স্তম্ভের বিশেষ পরিবর্তন ঘটয়াছে।
হলওয়েল স্বয়ং তাহার স্তম্ভ-অঙ্গে বিবরণী লিখিয়াছিলেন। তিনি
নিজে ভুক্তভোগী। লিখিবার সময় তাহার মনে সেই বীভৎস
দৃশ্যের জ্বলন্ত স্মৃতি জাগরিত ছিল। এই দুর্ঘটনা সম্বন্ধে হলওয়েল
সিরাজুদ্দৌলার ব্যক্তিগত দায়িত্বেয় বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন।
কিন্তু আমার বিবেচনায়, ইহা পূরাপূরি ঠায়সঙ্গত নহে। অন্ধকূপে
মৃত ১২৩ জনের মধ্যে হলওয়েল-লিখিত বিবরণে পঞ্চাশটিরও
কম নামের উল্লেখ ছিল; আমি বিলাতে এবং এখানে পুরানো
কাগজ-পত্র দেখিয়া শুনিয়া যথেষ্ট চেষ্টায় ইহাদের সকলের খুঁটান-
নাম—অধিকন্তু ২০টি নূতন নাম সংগ্রহ করিয়াছি। এই নূতন
স্মৃতিস্তম্ভে অন্ধকূপে মৃত ব্যক্তিগণের মধ্যে অন্যান্য ৬০ জনের নাম
সন্নিবেশিত হইল।

এই কার্যে আমি রেকর্ড-ডিপার্টমেন্টের ১মঃ এস সি হিলের নিকট বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি। এই বিষয়ে তিনি একখানি নূতন গ্রন্থ প্রণয়নে নিযুক্ত আছেন। আমি অতিরিক্ত ২০ জন ইউরোপীয়ানের নাম পাইয়াছি। ইহারা কেহ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অন্ধকূপে পচিয়া মরে নাই; তবে, কেহ অবরোধের প্রথমাবস্থায় হত হয়, কেহ বা অন্ধকূপ হইতে জীবিতাবস্থায় বাহির হইয়া, বিষম যন্ত্রণার ফলে মারা পড়িয়াছিল। অন্ধকূপে শ্বাসবদ্ধ হইয়া যাহারা প্রাণ হারাইয়াছিল, তাহাদের গায় এই ২০ জনেরও স্মৃতিচিহ্ন রাখা সম্ভব বলিয়া আমার মনে হয়। এই কারণে আমি এই স্মৃতিস্তম্ভে তাহাদেরও নাম খোদিত রাখিয়াছি। প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে যাহারা বঙ্গদেশে ব্রিটিশ-রাজত্ব সংস্থাপনের শুভ অনুর্থানে অক্লান্ত পরিশ্রমে কার্য্য করিয়াছিল, আমি সেই ৮০ জনের নাম এই স্তম্ভ-অঙ্গে খোদিত করিয়া রাখিয়াছি। ঘটনাচক্রে একটা মহৎ আবর্তনে ইহারাই অগ্রণী। মানব-ইতিহাসের একটি অদ্ভুত অধ্যায়ের ইহারাই প্রণেতা। বিশ্বতির গর্ভ হইতে তাহাদের নাম কয়ট উদ্ধার করিবার শুভাদৃষ্ট আমার ঘটিয়াছে, ইহাতে আমি গৌরবান্বিত।

এই কর্ম্মময় প্রাণহীন চিন্তাশূন্য যুগে অতীতের স্মৃতি সংরক্ষণই আমার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যেই আমি এই কাজ করিয়াছি। অতীত ঘটনা আমার নিকট পরম পবিত্র। কখনও কখনও ইহা ভ্রম-ভ্রান্তি বা পাপের ইতিহাসরূপে পরিচিত হয় বটে, তথাপি ইহা অনেক সনয়ে পুণ্য, বীরত্ব এবং সাহসিকতারও যশোকাঁর্ত্তন করে। ভালই হউক বা মন্দই হউক, ইহা ঘটিয়াছে, ইহার বিবরণও লিখিত হইয়া মানব জাতির ইতিহাসের অংশ-

রূপে পরিণত হইয়াছে। দীপশিখার গায় মানুষের জীবন-লোক ফুৎকারে নিভিয়া যায়; কিন্তু তাহার কার্য্য ও পরিচয়ের খাতিরে, ভবিষ্যতে যাহারা আসিবে, তাহাদের জ্ঞান এই মানব-জীবনের স্মৃতিরক্ষা কর্তব্য। আমাদের জীবন শ্বাসরুদ্ধ হইবামাত্র আমাদের নাম লোপ হইবে না, উত্তর পুরুষগণ আমাদের স্মৃতি রক্ষা করিবে,—ইহা নিশ্চিত জানিতে পারিলে, আমরা আমাদের কার্য্যে সন্তোষ লাভ করিতে পারিব।

এই নিয়মে কার্য্য করিতে আমি সম্পূর্ণ অপক্ষপাত; কারণ, হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ, ড্রাভিডিয়ান-পাঠান প্রভৃতি সকলেরই স্মৃতিরক্ষায় আমার সমান আগ্রহ। ইউরোপীয়, ভারতীয়, খৃষ্টান, অখৃষ্টান—এ কর্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন সময়ে আমার চক্ষে সকলেই সমান। ইহাদের মধ্যে কাহারও দাবীতে আমি পার্থক্য দেখিনা, স্মরণে আমি যদি আমার স্বদেশবাসিগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, কিম্বা ভারতসাম্রাজ্যের রাজধানীতে তাহাদের আশ্রদানের জ্ঞান আমার অসাময়িক দান—এই স্মৃতি স্তম্ভের প্রতিষ্ঠা করি, তাহা হইলে, আমি অগ্ন্যস্থানে যাহা করিয়াছি, এখানেও তাহা অপেক্ষা বেশী কিছু করিব না।

অতীতের কাহিনী এবং আমাদের কর্তব্যের কথা এখন কয় জন চিন্তা না করিয়া থাকে? আধুনিক কলিকাতায় পথে চলিতে চলিতে কয়জন কলিকাতার পূর্বাবস্থার বিষয় ভাবিয়া থাকে? তাহাদের সংখ্যা বড় কম। এখনও কলিকাতা একটি অতীত স্মৃতির সমাধি-ক্ষেত্র। আমি প্রতিদিন যেখানে বসিয়া আমার দৈনিক কার্য্য করিয়া থাকি—সেই গবর্নমেন্ট-হাউসের প্রস্তর-

প্রস্তুত অট্টালিকা, বারান্দা, চত্বরাদিতে ভূতপূর্ব বড়লাটগণের প্রেতাশ্মা এখনও নিঃশব্দে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে।

প্রাচীন পরিচ্ছদ পরিহিত মহাপ্রাণ ব্যক্তিগণ—যাঁহাদের নাম বিশ্বত-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা এই ঐতিহাসিক ঘটনা সম্পর্কিত স্থানে সর্বদাই গতিবিধি করিতেছেন, শান্তি এবং সমরের বেশে অদ্ভুত আকৃতি সকল বিশ্বস্ত দুর্গের বিশ্বস্ত দ্বারের ভিতর দিয়া গমনাগমন করিতেছে। আমাদের পদতলে ধূলার সহিত যাঁহাদের অস্থি মিশ্রিত, তাঁহাদের কথা স্মরণ করিলে—বঙ্গদেশে ব্রিটিশ-রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা, প্রসারক এবং রক্ষক সেই যব চার্লক, সার্জন উইলিয়ম হামিলটন এবং এডমিরাল ওয়াটসনের, নামও আপনা হইতেই স্মৃতিপথে আসিয়া পড়ে। এখান হইতে কিছু দূরে, ঐ সমাধিক্ষেত্রে তাঁহাদেরও অস্থিরাশি মাটিতে মিশিয়াছে। কত ইংরেজ-পুরুষ ও ইংরেজ-রমণী—যাঁহারা এই বিদেশে আসিয়া মানবজীবনের স্বল্প সময়ের জ্ঞান কঠোর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল,—পুরুষ পরম্পরায় এই সহরের পার্কস্ট্রিট সমাধিক্ষেত্রে সমাধি লাভ করিয়াছে; তাহাদের নাম নাই, স্মৃতি রক্ষিত হয় নাই, জগতে তাহারা অপরিচিত। আমাদের পূর্ব-বর্তী পুরুষগণের মধ্যে—এই সাম্রাজ্যের অজ্ঞাতনামা নিষ্কাণ-কর্তাদির মধ্যে—যদি কাহারও স্মৃতি রক্ষিত হইবার উপযুক্ত হয়, তবে, এই স্থানে আমি যাঁহাদের নাম লিপিবদ্ধ রাখিলাম,—সে তাহাদেরই। ভারতের মধ্যে যদি ইংরেজদিগের কোন প্রিয়-স্থান থাকে, তাহা হইলে, ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ২১শে জুন তারিখের সেই ভয়াবহ রাত্রিতে হত ব্যক্তিগণের রক্তে সে স্থান রঞ্জিত হইয়াছিল,—আমরা আজ সেই স্থানে দণ্ডায়মান। আমার

অতীত এই ভাব জাগরিত হওয়াতেই আমি এই স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করিলাম। আমি সেই অতীতের অনন্তস্মৃতি চির-তরে রক্ষা করিবার জ্ঞান কলিকাতার অধিবাসিগণের হস্তে এই সমর্পণ করিতেছি।

ইংরেজি ১৯০৭ সালের ১৯শে এপ্রিল তারিখে দিল্লীতে “মিউটিনি-টেলিগ্রাফ-মেমোরিয়াল” নামক স্মৃতি-স্তম্ভের আবরণ উন্মোচনকালে লর্ড কর্জেন এইরূপ বক্তৃতা করিয়াছিলেন,—

“I have heard it argued by some that incidents like the Black Hole of Calcutta, the Cawnpore massacre, the defence of the Residency at Lucknow, the fighting and siege of Delhi, in which the British and Native races of India have been in conflict, ought not to be commemorated, but ought, so to speak, to be slurred over and wrapped up in oblivion. Indeed, one ingenious gentleman wrote a long work to prove that the Black Hole incident at Calcutta had never taken place, because some people, who were not there, have in their writings not said anything about it. - I hold precisely the opposite view about all these cases. Tragedies and horrors and disasters do occur in the history of men, and it is useless to pretend that they do not. In the history of India they have not been wanting; and, as in the case of the Mutiny there have been instances where the racial element was introduced, and where there were deeds of blackness and shame. But that is

reason for ignoring them. Pass over them sponge of forgiveness; blot them out with finger of reconciliation. But do not pretend they did not take place, and do not, for the sake of a false and mawkish sentiment, forfeit your chance of honouring that which is worthy of honour. All these events are wayside marks in the onward stride of time. God Almighty placed them there; and if some of the stepping-stones over which the English and the Indian people in this country have marched to a better understanding, and a truer union, have been slippery with human blood, do not ignore or cast them away. Rather let us wipe them clear of their stains, and preserve them intact for the teaching of those that come after.

(মর্মানুবাদ)

‘আমি শুনিয়াছি, অনেকে বলেন,—কলিকাতার অন্ধকূপহত্যা, কাণপুরের হত্যাকাণ্ড, লক্ষ্মী সহরে রাজকর্মচারীর প্রাসাদরক্ষা এবং দিল্লীর যুদ্ধ ও বিজয় প্রভৃতি যে সকল ঘটনায় ভারতবাসীর সহিত ইংরেজের সংঘর্ষ সংঘটিত হইয়াছিল,—সেই সকল ঘটনার স্মৃতিরক্ষা করিলে কোন অনুষ্ঠান না হওয়াই উচিত; বরং এই সকল ঘটনা যাহাতে বিস্মৃতির ক্রোড়ে চিরকালের জন্ত লীন হইয়া যায় তাহারই চেষ্টা করা কর্তব্য। অনেকে যুক্তি-প্রমাণ প্রয়োগের বিষয়ে তর্ক-বিতর্কও করিয়াছেন। কোন অতিবুদ্ধি বাতি শব্দ প্রবন্ধে প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে, কলিকাতার অন্ধকূপ হত্যা অলীক অর্থাৎ অন্ধকূপ হত্যা আদৌ ঘটে নাই।

অন্তরে
আত্ম

উপস্থিত ছিলেন না তাঁহারা বা এই ঘটনার যে সকল লোক ইতিহাস লিখিয়াছেন তাঁহারা এরূপ কোন ঘটনার উল্লেখ করেন নাই,—ইহাই তাঁহার হেতু-বাদ। এ সম্বন্ধে আমার অভিমত সম্পূর্ণ সত্তরূপ। ভীষণ দুর্ঘটনা মানব-ইতিহাসের অঙ্গ, বিপদ-বিভীষিকা ত ঘটয়াই থাকে; এ সকলের অস্তিত্ব স্বীকার না করা বৃথা ভাণ মাত্র। ভারতের ইতিহাসে এরূপ বার অভাব নাই; যেখানেই জাতিগত বিদ্বেষ, সেইখানেই এই নিম্নম কঠোর এবং লজ্জাকর কুকার্যের অনুষ্ঠান হইয়াছে। সিপাহীবিদ্রোহ তাহার দৃষ্টান্ত। কিন্তু তাই বলিয়া এই সকল ঘটনা অস্বীকার করিবার কোন কারণ নাই। ক্ষমাগুণে সেই বিদ্বেষ মুছিয়া ফেল, শমগুণে সেই বিদ্বেষ অপহৃত কর—কিন্তু একটা অলীক ঘণ্য সংস্কারের বশবর্তী হইয়া, তাহা অস্বীকার করিয়া, সম্মান-যোগ্য ব্যক্তিগণের সম্মান প্রদর্শনের সুযোগ ত্যাগ করিও না। এই সকল ঘটনা কালগতির পথ চিত। সর্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরই ইহাদের নিয়ন্তা। সোপানমার্গ অবলম্বনে আজ ইংরেজ এবং ভারতবাসী একতা বন্ধুতার সম্মুখে সম্মিলিত হইতে চলিয়াছে, সে সোপানপথে কোন অংশ বা ধাপ যদি নরমাক্তে পিচ্ছিল হইয়া থাকে, তাহা কদাপি উপেক্ষনীয় বা পরিবর্তনীয় নহে, বরং কলঙ্ক অক্ষুণ্ণভাবে তাহা রক্ষা করা কর্তব্য; যেন আমাদের পরলোকগণ ইহা হইতে শিক্ষালাভ করিতে পারে।

সমাপ্ত।